Unique

BCS লিখিত বাংলা রচনা ও English Essay

বইটিতে থাকছে...

- বাংলা রচনা
- ইংরেজি রচনা
- তথ্য-উপাত্ত ও চিত্রগত উপস্থাপনা
- বাংলাদেশ বিষয়বলি ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির আংশিক অংশ
- ব্যাংক লিখিত পরীক্ষার ফোকাস রাইটিং

১মলাটে লিখিত এর ৯০+ মার্কস

"Imagination is more important than knowledge"

-Albert Einstein

Unique Publications

Join our facebook group:
BCS-Bank & Other Job Preparation
(Unique Publications)

BCS লিখিত বাংলা রচনা ও English Essay

-: সূচিপত্র :-

ক্র.নং	বাংলা প্রবন্ধ	পৃষ্ঠা
১	ডিজিটাল বাংলাদেশ	১-৮
২	বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ	৯-১৭
৩	নারীর ক্ষমতায়ন	১৮-২৬
৪	শেখ হাসিনার ১০ টি বিশেষ উদ্যোগ	২৭-৩৭
৫	অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ/ বর্তমান সরকারের সাফল্য	৩৮-৪৯
৬	ডেল্টা প্লান-২১০০	৫০-৫৫
৭	বাণিজ্য যুদ্ধ	৫৬-৬১
৮	স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তোরণ (Graduation from LDC)	৬২-৬৮
৯	প্রাকৃতিক সম্পদ	৬৯-৭৬
১০	দারিদ্র বিমোচন	৭৭-৮৩
১১	মেগা প্রজেক্ট	৮৪-৮৯
১২	পর্যটন শিল্প	৯০-৯৮
১৩	চামড়া শিল্প	৯৯-১০৫
১৪	মানবসম্পদ উন্নয়ন	১০৬-১১৩
১৫	সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি	১১৪-১১৭
১৬	মাদকাসক্তির কুফল ও তার প্রতিকার	১১৮-১২৩
১৭	সমুদ্র অর্থনীতি	১২৪-১২৯

English Essay

1	SDG & Bangladesh	১৩০-১৩৯
2	Terrorism & Bangladesh	১৪০-১৪৮
3	Bangabandhu Satellite-1	১৪৯-১৫৩
4	ICT & Bangladesh	১৫৪-১৬০
5	Delta Plan-2100	১৬১-১৬৪
6	Cultural Heritage	১৬৫-১৭১
7	Refugee Crisis	১৭২-১৭৫
8	E-Governance	১৭৬-১৮৯
9	Green Economy	১৮০-১৮৪
10	Blue Economy	১৮৫-১৯০

ভাল লাগলে বই কিনে পড়বেন

If you like it, buy the book and support the author

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

তথ্য-উপাত্ত ও চিত্রগত উপস্থাপনা

১	রেমিট্যান্স আয় ও জনশক্তি রপ্তানি	১৯১
২	সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী	১৯১
৩	ভিশন ২০২১ বা রূপকল্প ২০২১	১৯২
৪	ভিশন ২০৪১ বা রূপকল্প ২০৪১	১৯৩
৫	অর্থনীতির চিত্র	১৯৫
৬	খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষিখাত	১৯৫
৭	শিক্ষাখাত	১৯৬
৮	স্বাস্থ্য ও সেবাখাত	১৯৬
৯	পোশাক শিল্প	১৯৭
১০	বিদ্যুৎ ও জ্বালানিখাত	১৯৭
১১	বিগত পাঁচ বছরের অর্থনৈতিক অবস্থা: বাংলাদেশ	১৯৮
১২	জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৪তম অধিবেশনে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ	১৯৯
১৩	বিশ্ব অর্থনীতি ও বাংলাদেশ	২০০
১৪	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক অর্জন	২০০
১৫	বিগত ১০ বছরের জিডিপির প্রবৃদ্ধিতে বাংলাদেশ শীর্ষে	২০১
১৬	জনসংখ্যার বোনাস যুগে বাংলাদেশ	২০১
১৭	বাজেট ২০১৯-২০	২০১
১৮	অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৯	২০২
১৯	GDP-তে কৃষি শিল্প ও সেবা খাতের অবদান	২০৩
২০	আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশের সদস্যপদ	২০৩
২১	A2i	২০৩
২২	বন্যার চিত্র	২০৩
২২	বাংলাদেশের জিআই (GI) পণ্যসমূহ	২০৩
২৩	নতুন প্রাকৃতিক দুর্যোগ: বজ্রপাত	২০৩
২৪	প্রথম লোহার আকারিক (ম্যাগনেটাইট) খনি	২০৪
২৫	বাংলাদেশের কৃষি	২০৪
২৬	জাতীয় কৃষিজ পণ্য পাট	২০৪
২৭	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুপুরের খাবার	২০৪
২৮	অর্থনৈতিক অঞ্চল	২০৪

Please join our Group:

BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

If you like it, buy the book and support the author

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

ডিজিটাল বাংলাদেশ

"দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বাংলাদেশ খুব দ্রুত এই গুরুত্ব অনুধাবন করেছে।"
-জিম ইয়ং কিম, সাবেক প্রেসিডেন্ট, বিশ্ব ব্যাংক

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে ২০০৭ সালেও বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ ছিল সম্ভাবনাহীন একটি দেশ। খুব দ্রুতই দৃশ্যপট পরিবর্তন হয় যখন ২০০৮ সালে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ এর সহায়তায় আওয়ামী লীগের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' পরিকল্পনা উন্মোচন করেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হলো ২০২১ সালের মধ্যে প্রযুক্তিগতভাবে অগ্রসর বাংলাদেশ।

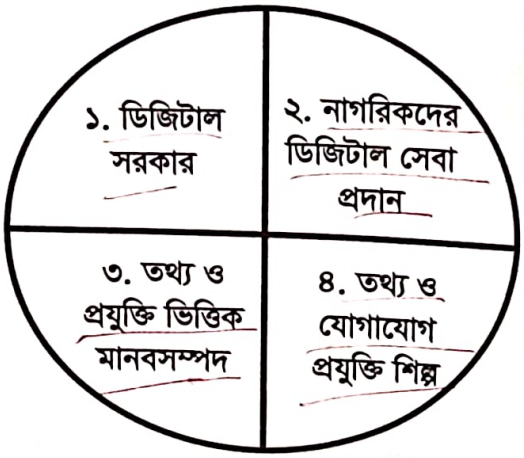

৪টি মূল লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ভিশনের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে কোন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে এই রকম উচ্চাভিলাষী একটি পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করা হয়। ২০০৮ সালের নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে সরকার গঠনের পরপরই এই ভিশন বাস্তবায়ন শুরু হয়। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির সহযোগিতায় মাননীয় প্রধামন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতায় একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে এবং তৃণমূল পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অভিনব উদ্ভাবনকে পৃষ্ঠপোষকতা করতে এটুআই প্রকল্প শুরু হয়।

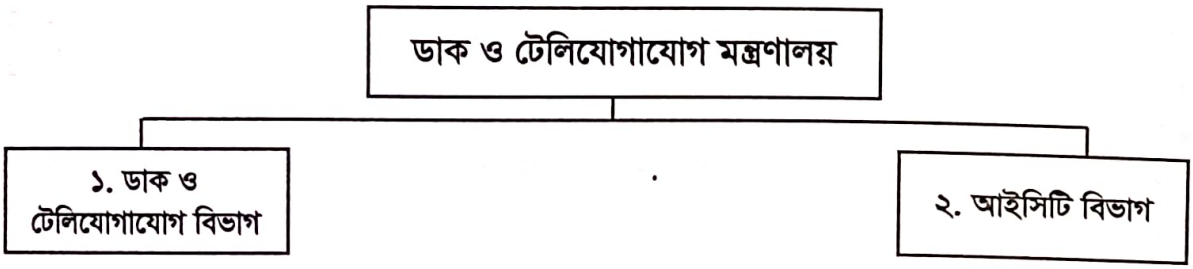

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়কে আইসিটি বিভাগ এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে বিভক্ত করা হয় যাতে মন্ত্রণালয়ের কাজকে বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ এর নেতৃত্বে এই ৪টি লক্ষ্যের ওপর কাজ করে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মাননা ও স্বীকৃতি লাভ করে যার মধ্যে-

- ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ),
- ওয়ার্ল্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সার্ভিস অ্যালায়েন্স (ডব্লিউআইটিএসএ) এবং
- ওয়ার্ল্ড সোসাইটি অন দ্যা ইনফরমেশন সোসাইটি (ডব্লিউএসআইএস) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

"স্মার্ট ফোন ব্যবহার, মোবাইল ইন্টারনেট, দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা, এই ৩ ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রগতির মানদণ্ডে বাংলাদেশ বিশ্বের সেরা ৫০টি দেশের অন্যতম।"

- হুয়াওয়ে গ্লোবাল কানেক্টিভিটি ইনডেক্স ২০১৬

১. মহাকাশ যুগের শুরু

- ১১ই মে, ২০১৮ (যুক্তরাষ্ট্রের সময় অনুযায়ী) মহাকাশে বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের মাধ্যমে বাংলাদেশ মহাকাশ জয় করেছে।
- এরই মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের ৫৭ তম দেশ হিসেবে এই মাইলফলক অর্জন করে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় এর সরাসরি তত্ত্বাবধানেই এসেছে এই অর্জন।

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

If you like it, buy the book and support the author

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

- ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ প্রক্রিয়া শুর করার উদ্যোগ নেয়া হয়।
- বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন (বিটিআরসি) এর জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে যার মধ্যে- অরবিটাল স্লট নিবন্ধন, ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশেন ইউনিয়ন (আইটিইউ) এর সাথে সমন্বয় সাধন উল্লেখযোগ্য।

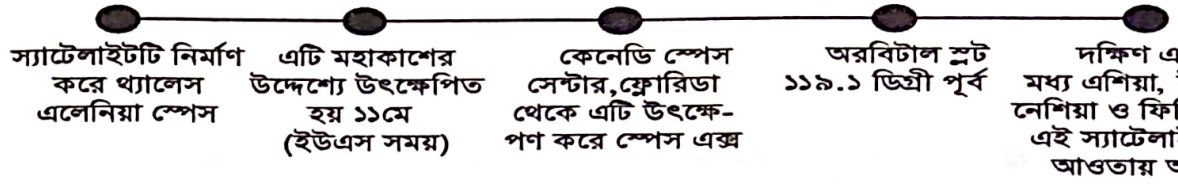

চিত্র : বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট

- বাংলাদেশে নিরবিচ্ছিন্ন টেলিযোগাযোগ কভারেজ নিশ্চিত করতে বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটটি ২৬ কেইউ-ব্যান্ড এবং ১৪ সি-ব্যান্ড ট্রান্সপন্ডার সমৃদ্ধ একটি পেলোড এর মাধ্যমে ১১৯.১ ডিগ্রী পূর্ব থেকে পরিচালনা করা হবে। একটি ট্রান্সপন্ডার ৩৬ মেগাহার্টজ সমতুল্য। কেইউ-ব্যান্ড সমগ্র বাংলাদেশ এবং বঙ্গোপসাগর ও এর উপকূলবর্তী অঞ্চল, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভূটান, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইন কভার করবে এবং সি-ব্যান্ড কভার করবে বাংলাদেশ, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, মায়ানমার, ভূটান, নেপাল, শ্রীলংকা, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, তাজিকিস্তান, কিরগিজস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান এবং কাজাখস্তানের অংশ বিশেষ।
- বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট বাংলাদেশে সবচেয়ে উন্নত, অত্যাধুনিক ডিজিটাল স্থাপনা। মহাকাশে বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ কিছু গুরুত্বপূর্ণ খাতে বাংলাদেশের জন্য সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছে যার মধ্যে ইন্টারনেট সেবার পরিধি সম্প্রসারণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগের নিখুঁত পূর্বাভাস, সম্প্রচার সংযোগ এর পরিধি বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক মুদ্রা আয় অন্যতম।
- বাংলাদেশে ৭০০ এর অধিক ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে যা এখনও ইন্টারনেট সেবার আওতায় আসে নি। স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সরকার এই অঞ্চলগুলোতে ইন্টারনেট সংযোগ পৌঁছে দিতে সক্ষম হবে।

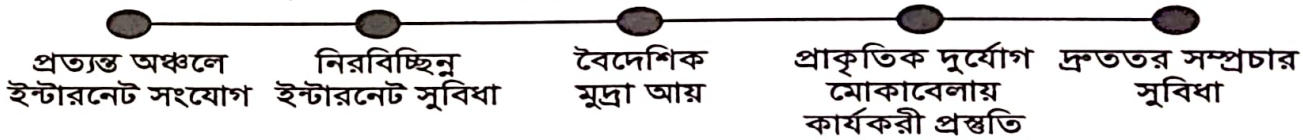

চিত্র : বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটের সুবিধা

২. ইন্টারনেট সংযোগ

"২০২০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের ১০ম বৃহত্তম ইন্টারনেট ব্যবহারকারী দেশ হবে।"

- গ্রুপস্পেশাল মোবাইল অ্যাসোসিয়েশন (জিএসএমএ)

বাংলাদেশে গত এক দশকে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ব্যাপক হারে বেড়েছে। ২০০৬ সালে বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল মাত্র ১৫ লক্ষ। বর্তমানে বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ৯ কোটি ১২ লক্ষ।
বাংলাদেশে ইন্টারনেট বিভিন্ন মাধ্যমে ব্যবহৃত হয় যার মধ্যে মোবাইল ফোন, ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড, ফিক্সড ব্রডব্যান্ড। এই তিন মাধ্যমের মধ্যে মোবাইল ইন্টারনেট সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় এবং বহুল ব্যবহৃত।

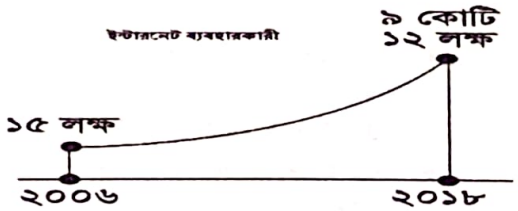

সূত্র: cri.org.bd

২.১. অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগ

- এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার ১২১৩টি ইউনিয়ন অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগের আওতায় এসেছে।
- উপজেলা পর্যায়ে প্রায় ২০৯টি উপজেলাকে অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগ আওতায় আনা হয়েছে।
- জুন ২০১৮ পর্যন্ত সারা দেশে ৮,০০০ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।
- ২০১৮ এর মধ্যে আরো ২৬০০ টি ইউনিয়ন ও ৪০০টি উপজেলা অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগের আওতায় আনার লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে।
- ৮৪.৭ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে সিঙ্গাপুর থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত সমুদ্র তলদেশে ২৫,০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ ক্যাবল লাইন স্থাপন করা হয়েছে।
- ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশ ১৫০০ জিবিপিএস ব্যান্ডউডথ লাভ করবে এবং দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগের কারণে বাংলাদেশ ফোরজি (4G) সেবা উপভোগ করছে।

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

If you like it, buy the book and support the author

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

৩. মোবাইল প্রযুক্তি

৩.১.মোবাইল নেটওয়ার্ক পরিধি ও ব্যবহার

- বাংলাদেশের শতকরা ৯৯ ভাগ মানুষ এবং ৯৩ ভাগ অঞ্চল মোবাইল টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক ও সেবার আওতায় এসেছে।
- প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের ৩ পার্বত্য জেলা (খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি) মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় আসে।
- গত এক দশকে বাংলাদেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ব্যাপক হারে বেড়েছে।
- বর্তমানে বাংলাদেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৫ কোটি ৫৮ লক্ষ যা ২০০৬ সালে ছিল মাত্র ২ কোটি।

৯৯% মানুষ মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় | ১৩ কোটি সিম নিবন্ধিত | ৯৩% এলাকা মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় | ৪জি প্রযুক্তির সূচনা

৩.২.ফোরজি/এলটিই প্রযুক্তি

- সাধারণ মানুষের জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার ফোরজি (ফোর্থ জেনারেশন) প্রযুক্তির সূচনা করেছে।
- ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি (বিটিসিএল) প্রতিটি শহর, জেলা শহর, উপজেলা পর্যায়ে দ্রুতগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ দিচ্ছে।
- এছাড়া এলটিই প্রযুক্তির মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে দ্রুতগতির ওয়্যারলেস ইন্টারনেট সুবিধা পৌঁছে গেছে।

৩.৩. মোবাইল ফোনের নিরাপদ ব্যবহার

- ২০১৫ এর ডিসেম্বর থেকে ২০১৬ এর জুন পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার সকল মোবাইল অপারেটরদের সহযোগিতায় দেশের সকল মোবাইল ফোন সংযোগ নিবন্ধনের কাজ সম্পন্ন করে।
- মোবাইল ফোন ব্যবহার করে সকল ধরণের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড প্রতিহত করতে ১৩ কোটি সংযোগ বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে নিবন্ধন করা হয়।
- নতুন মোবাইল ফোন সংযোগ নেয়ার সময় বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে নিবন্ধন করেই সংযোগ নেয়ার বিধান করা হয়েছে।

৪. আউটসোর্সিং ও বাংলাদেশ

- তরুণ জনশক্তিকে প্রয়োজনীয় দক্ষতার প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ নেয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ আউটসোর্সিং এর জন্য আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে একটি জনপ্রিয় প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।
- আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিং এ বাংলাদেশ অবস্থান করছে সেরা ১০টি দেশের মধ্যে।
- আইসিটি খাতকে সরকার গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে ঘোষণা করেছে।
- 'আইসিটি খাতে নারীর টেকসই উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে আগামী ৩ বছরে সারাদেশে ব্যাপী ১,৬৬,০০০ নারীকে আইটি/আইটিইএস প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য সরকার ৭ টি ডিজিটাল প্রশিক্ষণ বাস সেবা শুরু করেছে।

৫০০ বিপিও সেন্টারের পরিকল্পনা	২০২১ সাল থেকে বার্ষিক ২ লক্ষ চাকুরির সুযোগ
টেক ইন এশিয়াঃ ৭ম জনপ্রিয় আউটসোর্সিং লক্ষ্য	ওডেস্ক এ ৩য় স্থান
এটি কার্নি'র জিএসএলআই সূচকে ২২তম	

- বাংলাদেশ সরকারের 'লেভারেজিং আইসিটি ফর গ্রোথ, এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড গভর্ন্যান্স (এরআইসিটি) প্রকল্পের আওতায়, অনলাইন আউটসোর্সিং বিষয়ে ৬ মাস ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের উদ্যোগ নেয়া হয়ে। এই প্রকল্পের আওতায় ১০,০০০ তরুণকে প্রশিক্ষিত করা হবে।
- স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞের সহায়তায় প্রশিক্ষণ কোর্সের পাঠ্যসূচী প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- 'লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং' প্রকল্পের অধীনে ৫,১২০ তরুণকে পেশাদার আউটসোর্সিং এর ওপর প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজ চলমান রয়েছে।
- এই প্রকল্প শুরু হওয়ার আগে ইতোমধ্যেই ২০,০০০ নারী এবং ১,৯২০ গণমাধ্যম কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- বর্তমান প্রবৃদ্ধির গতি অব্যাহত থাকলে আইসিটি খাতে ২০২০ সালের মধ্যে ৮৪০ কোটি টাকা এর অধিক আয় করবে।
- বাংলাদেশ সরকারের বহু উদ্যোগের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে আইসিটি খাত থেকে বাংলাদেশের আয়কে ২০২১ সালের মধ্যে ৪০,০০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা।
- পাশাপাশি ২০২১ সাল থেকে প্রতি বছর নিয়মিতভাবে আইসিটি খাতের মাধ্যমে ২,০০,০০০ কর্মসংস্থান সৃষ্টির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

If you like it, buy the book and support the author

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

৫. দক্ষতা উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

- তথ্য প্রযুক্তিবান্ধব শ্রমখাত সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যার মধ্যে তরুণ তথ্য ও প্রযুক্তি পেশাদারদের প্রশিক্ষণ এবং ২০২১ সালের মধ্যে ২০ লক্ষ আইটি পেশাদার তৈরি অন্যতম।
- 'সাপোর্ট টু ডেভেলপমেন্ট অফ কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্ক' প্রকল্পের আওতায় ৬০৪১ জন তরুণ এবং ১৩০৫ জন নারীকে প্রশিক্ষণ করা হয়েছে।

১০,০০০ জনকে উচ্চতর আইটি প্রশিক্ষণ

১,২৮৬ জন বিভিন্ন আইটি ফার্মে কাজ করছে

৩,৫০০ জনকে ই-কমার্স প্রশিক্ষণ

৬. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো

" আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে।"
-হুওলিন ঝাও, মহাসচিব, ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন, আইটিইউ

- জাতীয় উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সম্ভাব্য ক্ষেত্র অন্বেষণ করতে অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে।
- বাংলাদেশে বিশ্বমানের তথ্য ও প্রযুক্তি অবকাঠামো, সুবিধা ও সেবা নিশ্চিত করতে সরকার ক্রমান্বয়ে প্রতিটি জেলায় হাই-টেক পার্ক, আইটি পার্ক এবং সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক নির্মাণের পরিকল্পনা করছে।

৬.১. হাই-টেক পার্ক

- গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈরে ৩৫৫ একর জমির ওপর বাংলাদেশের প্রথম হাই-টেক পার্ক নির্মিত হচ্ছে।
- এই হাই-টেক পার্ক এর ২টি ব্লকের নির্মাণ কাজ শুরু হয় ফেব্রুয়ারি, ২০১৬।
- এই হাই-টেক পার্ক এর নির্মাণকাজ শেষ হলে আগামী ১০ বছরে তথ্য ও প্রযুক্তি খাতে ১০ লক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি হবে।

৬.২. সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক

- ঢাকায় ১২ তলাবিশিষ্ট একটি সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক ইতোমধ্যেই কার্যক্রম শুরু করেছে।
- ৩০৪.৫ কোটি টাকা ব্যয়ে যশোরের বেজপাড়ায় ২,৩২,০০০ বর্গফুট বিশিষ্ট আরও একটি সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক এর নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে।
- এই সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কগুলো সফটওয়্যা ডেভেলপমেন্ট, ফ্রিল্যান্সিং, কল সেন্টার এবং গবেষণা ও উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করবে।
- এই সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কগুলো সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, ফ্রিল্যান্সিং, কল সেন্টার এবং গবেষণা ও উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করবে।

৬.৩. আইটি প্রশিক্ষণ ও ইনকিউবেশন সেন্টার

- ২০১৬ এর জুলাই তে ঢাকায় বাংলাদেশের প্রথম আইটি ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন করা হয়।
- এই ইনকিউবেশন সেন্টার আইটি ভিত্তিক উদ্যোক্তাদের পরামর্শ প্রদানসহ বিভিন্ন ধরণের সহায়তা দেবে যা থেকে ১ লক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি হবে।
- নাটোরে এরকম আরও একটি ইনকিউবেশন সেন্টার এর নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে যার কাজ ২০১৮ এর জুন মাস নাগাদ শেষ হবে।

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

৬.৪. ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার

- প্রতিটি ইউনিয়নের ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন
- ২০০ ধরনের সেবা-
  - ✓ সকল ধরনের সরকারি ফর্ম
  - ✓ জমির পরচা
  - ✓ পাবলিক পরীক্ষার ফল
  - ✓ পাসপোর্ট ভিসা সম্পর্কিত তথ্য
  - ✓ কৃষি তথ্য
  - ✓ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আইনগত তথ্য ও চাকুরির তথ্য
  - ✓ নাগরিকত্ব সনদ
  - ✓ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির প্রক্রিয়া
  - ✓ ক্রয়-বিক্রয়সহ বিভিন্ন বিল প্রদানের তথ্য

সূত্র : প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

৬.৫. অন্যান্য প্রকল্প

- ১৬ হাইটেক পার্ক
- ৭ সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক
- ১০ আইটি প্রশিক্ষণ, ইনকিউবেশন এবং বিজনেস সেন্টার
- ১৬৩২.৪ কোটি টাকা ব্যয়ে টিয়ার ৪ ডাটা সেন্টার নির্মাণ

বাংলাদেশ সরকার সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে ১৬২.৮৩ একর জমির ওপর 'ইলেকট্রনিক সিটি' নির্মাণ করছে।

'ইলেক্ট্রনিক সিটি' পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) পদ্ধতিতে নির্মিত হচ্ছে এবং এর কাজ সম্পন্ন হওয়ামাত্র এই প্রকল্প থেকে ৪৫,০০০ কর্মসংস্থান তৈরি হবে।

বাংলাদেশ সরকার রাজশাহীতে 'সিলিকন সিটি' এবং ঢাকাস্থ মহাখালীতে 'আইটি ভিলেজ' পরিকল্পনা করছে।

বাংলাদেশ সরকার আইটি উদ্ভাবক ও আইটি বাণিজ্য উদ্যোক্তাদের জন্য একাডেমী প্রতিষ্ঠার জন্য ও সম্মত হয়েছে।

৭. এক নজরে বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ

শিক্ষা ও আইসিটি

- ৭৫,০০০ — আইসিটি পেশাজীবিকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে সরকার
- ১ লক্ষ ৭০ হাজার — শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম করা হবে
- ২৪,১২২ — জন শিক্ষককে আইসিটি যন্ত্রপাতির ওপরে প্রশিক্ষণ

আইসিটি খাতে আয় (বিলিয়ন ডলার)

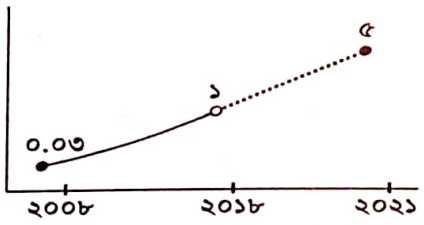

সূত্র: সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

আইসিটি খাতে বাজেট বরাদ্দ

- ২০১৮ — ১১,৯৯৬ কোটি টাকা
- ২০১৬ — ১,৭২৩ কোটি টাকা
- ২০০৮ — ২১৪.৭৫ কোটি টাকা

বিনিয়োগ কারীদের জন্য সুবিধা

- ডেভেলপারদের জন্য ১২ বছরের কর মওকুফ
- আইটি/আইটি সেবাদানকারি প্রতিষ্ঠানেরজন্য ১০ বছরের কম মওকুফ
- ভ্যাটমুক্ত ই-কমার্স
- শুল্কমুক্ত গাড়ি আমদানি
- শুল্কমুক্ত যন্ত্রপাতি আমদানি
- বৈদেশিক মালিকানায় শতভাগ লভ্যাংশ

সূত্র: cri.org.bd

If you like it, buy the book and support the author

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

৮. সুশাসনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

- ডিজিটাল বাংলাদেশ এর সুফল দেশের প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে দিতে বাংলাদেশ সরকার সরকারি প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড সম্পাদনে এবং জনগণের কাছে সরকারি সেবা পৌঁছে দিতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
- এখন পর্যন্ত সরকারি ২৪,৯০৭ টি ট্যাবলেট কম্পিউটার প্রদান করা হয়েছে।
- সারাদেশে ৮০০ এর অধিক ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। সরকারি কার্যালয়ে ইন্টিগ্রেটেড ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (আইএফএমএস) স্থাপন করা হয়েছে, বাংলাদেশের বিচার বিভাগ আধুনিকায়নের প্রাথমিক পর্যায় সম্পন্ন হয়েছে এবং পরবর্তী পর্যায়ের কাজ এগিয়ে চলেছে।

২৪,৯০৭টি ট্যাবলেট পিসি সরকারি কর্মকর্তা-দের মাঝে বিতরণ	স্মার্ট কার্ডের প্রচলন	বিচার বিভাগের ডিজিটাইজেশন

- ক্রমান্বয়ে সকল সরকারি সেবা অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে এবং ইতোমধ্যেই অধিকাংশ সরকারি সেবা অনলাইনের মাধ্যমে দেয়া হচ্ছে যার মধ্যে-
  - ✓ টেন্ডার,
  - ✓ প্রকিউরমেন্ট,
  - ✓ আয়কর রিটার্ন দেয়া,
  - ✓ বিল প্রদান,
  - ✓ পরীক্ষার ফলাফল,
  - ✓ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি আবেদন,
  - ✓ চাকরির আবেদন ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
- জনপ্রশাসনের কর্মকাণ্ডকে আরও বেশি স্বচ্ছ করার লক্ষ্যে ই-গভর্ন্যান্স এবং ই-প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতির প্রচলন করা হয়েছে।
- সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ই-সার্ভিস সেন্টর স্থাপন করা হয়েছে।
- বর্তমানে প্রতিটি জেলা ও উপজেলার নিজস্ব ওয়েবসাইট রয়েছে।
- বর্তমানে সরকার জাতীয় পরিচয় পত্র এর পরিবর্তে স্মার্ট কার্ড প্রদান শুরু করেছে যার মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি সেবা পাওয়া যাবে।

৯. সামগ্রিক উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

"তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলাদেশ যেভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করছে তা দেখে আমি অভিভূত।"

- মাইক হন্ডা, ক্যালিফোর্নিয়ার ১৭তম কংগ্রেসনাল মার্কিন প্রতিনিধি, সিলিকন ভ্যালি

- স্থানীয় সরকার ও তৃণমূল পর্যায়ে আধুনিকায়নের সুফল পৌঁছে দিতে বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম প্রধান উদ্যোগটি হচ্ছে ডিজিটাল সেন্টার।
- ৭ বছরে ইউনিয়ন পর্যায়ে ৫,২৭৫ ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
- এই ডিজিটাল সেন্টার গ্রামীণ জনপদে ২০০ ধরণের ডিজিটাল সেবা দিয়ে যাচ্ছে।
- প্রতিমাসে প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষ ডিজিটাল সেন্টার থেকে সেবা নিয়ে থাকে।
- এই ডিজিটাল সেন্টারগুলো স্থানীয় উদ্যোক্তাদের জন্যও সুযোগ সৃষ্টি করছে।
- ১০,০০০ এর অধিক উদ্যোক্তা ডিজিটাল সেন্টারগুলোর সাথে সম্পৃক্ত।
- এখান থেকে উদ্যোক্তাদের মাসিক আয় ৫ কোটি টাকার বেশি।
- ২০১৫ সালে এই ডিজিটাল সেন্টারগুলো থেকে আয় ছিল প্রায় ১,৫০০ কোটি টাকা।

৫,২৭৫ ডিজিটাল সেন্টার	২০০ এর বেশি সেবা
এলাকার উদ্যোক্তারদের আয় মাসে ৫ কোটি টাকার বেশি	৪০ লক্ষ মাসিক ব্যবহারকারী

১০.১. পোস্ট ই-সেন্টার

- ডাক সেবাকে আধুনিকায়নের পাশাপাশি সরকার ৮,৫০০ পোস্ট অফিসকে ই-সেন্টারে রুপান্তরিত করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার যেখান থেকে গ্রামীণ জনপদের মানুষকে আইটি সেবা দেবে ই-সেন্টারগুলো।
- ৮,৫০০০ পোস্ট অফিসের মধ্যে ৮,০০০ পোস্ট অফিস ইউনিয়ন পর্যায়ে এবং অন্যান্য পোস্ট অফিসগুলো উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত।
- এই প্রকল্পের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভের সম্ভাবনা নিরূপণ করার জন্য ২,৫০০ পোস্ট অফিস থেকে পরীক্ষামূলকভাবে ই-সেবা প্রদান করা হয়।

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

- ২০১৬ এর এপ্রিল পর্যন্ত ৫,০০৬টি পোস্ট ই-সেন্টার কার্যক্রম শুরু করেছে।
- ২০১৭ এর জুন মাসের মধ্যে প্রকল্পের আওতাধীন ৮,৫০০ পোস্ট অফিস ই-সেন্টারে রূপান্তরিত হয়েছে।
- বর্তমানে এই পোস্ট ই-সেন্টারগুলো বিভিন্ন ই-সেবা প্রদান করেছে যার মধ্যে ইন্টারনেট সেবা, বিদেশ থেকে পাঠানো অর্থ উত্তোলন, পরীক্ষার ফলাফল, অনলাইন আবেদন সেবা, কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য সেবা অন্যতম।

১০.২. ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল

- তথ্যসেবাকে আরও অনেক বেশি সহজলভ্য করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার গড়ে তুলেছে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম ওয়েব পোর্টাল, ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল।
- ২৫,০০০ ওয়েবসাইট থেকে সৃষ্ট এই ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল এর মাধ্যমে ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা সংক্রান্ত যেকোনো তথ্য সেবাসহ বিভিন্ন ধরণের সেবা পাওয়া যাচ্ছে।

বিশ্বের সর্ববৃহৎ ডিজিটাল পোর্টাল

২৫,০০০ ওয়েবসাইট	২০ লক্ষ কন্টেন্ট

১১. মোবাইল ব্যাংকিং

- বাংলাদেশ মোবাইল ব্যাংকিং পদ্ধতি প্রচলনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে বিশ্বের উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর জন্য একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।
- বাংলাদেশ সরকার ২০১০ সালে প্রথম মোবাইল ব্যাংকিং এর নীতিমালা তৈরি করে।
- বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ পরবর্তীতে একটি বিস্তারিত নীতিমালা প্রণয়ন করে।
- ২০টি ব্যাংককে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা দেয়ার অনুমোদন দেয়া হয়েছে যার মধ্যে ১৮টি ব্যাংক বর্তমানে এই সেবা দিচ্ছে।
- দরিদ্রদের মাঝে ব্যাংকিং সুবিধার বিপ্লব ঘটিয়েছে বিকাশ মোবাইল ব্যাংকিং সেবাদাতাদের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ শেয়ারের অংশীদার হয়ে 'বিকাশ' শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে।
- 'বিকাশ' এর সর্বপ্রথম বিনিয়োগকারী হচ্ছে বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেইটস ফাউন্ডেশন।

এক নজরে মোবাইল ব্যাংকিং

- ৫ কোটি ২০ লক্ষ — নিবন্ধিত মোবাইল ব্যাংকিং গ্রাহক
- ৯২ কোটি — টাকার বেশি দৈনিক লেনদেন
- ২০১৬ সাল — থেকে এই খাতের আকার বেড়েছে ৩০%
- ১৮ টি — ব্যাংকে মোবাইল সুবিধা

১২. ডিজিটাল যোগাযোগের ভবিষ্যৎ

- বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ নিশ্চিত করতে এবং টেলিযোগাযোগকে আরো আধুনিক ও নিরাপদ করতে বাংলাদেশ সরকার ২০১৬ সালে জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতি ২০১৬ প্রণয়ন করে।
- এই নীতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে সবার জন্য টেলিফোন ও ইন্টারনেট।
- এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী বিভিন্ন লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

২০২১ এর মধ্যে লক্ষ্য	২০২৫ এর মধ্যে লক্ষ্য
১০০% মোবাইল সংযোগ	ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ৯০%
৬৫% ইন্টারনেট ব্যবহারকারী	ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ ৯০%
৪০% মানুষের ব্রডব্যান্ড সংযোগ	বাসা ও অফিসে অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগ ৫০%
প্রত্যেক ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগ	

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

১৩. ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বীকৃতি ও সম্মাননা

সাম্প্রতিক সময়ে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী তিনটি আন্তর্জাতিক সম্মাননা গ্রহণ করেছেন। আইসিটি খাতে বাংলাদেশের অসামান্য সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো তাঁকে এ সম্মাননা দিয়েছে। এগুলো হচ্ছে-

'ডিজিটাল বাংলাদেশ' একটি প্রত্যয়, একটি স্বপ্ন,যা বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। বিরাট এক পরিবর্তন ও ক্রান্তিকালের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ এখন এগিয়ে চলছে। একুশ শতকে বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে ৬ জানুয়ারি ২০০৯ শেখ হাসিনা বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দ্বিতীয় বারের মতো শপথ নেন। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালনের বছরে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণই ছিল তাদের নির্বাচনী ইশতেহারের প্রধান বিষয়। ভবিষ্যৎ এখানেই' (ফিউচার ইজ হেয়ার) স্লোগান নিয়ে আয়োজিত ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে সরকারি, বেসরকারি বিভিন্ন সেবা, সফটওয়্যার ও তথ্যপ্রযুক্তি সেবা খাতের প্রদর্শনী, সেমিনার, তরুণদের নানা উদ্যোগ দেখা ও নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের অভিজ্ঞতা নেওয়ার সুযোগ থাকছে। 'ডিজিটাল প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত "ডিজিটাল বাংলাদেশ" প্রতিষ্ঠা করা ছিল বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার।

"বাংলাদেশ প্রবলভাবে প্রযুক্তিকে গ্রহণ করছে।"
- জিম ইয়ং কিম, সাবেক প্রেসিডেন্ট, বিশ্ব ব্যাংক

Reference:

1. cri.org.bd
2. BASIS
3. ictd.gov.bd
৪. অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০১৯

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ

"There is one issue that will define the contours of this century more dramatically than any other, and that is the threat of a changing climate."

—Barack Obama on Climate Change, Ex-president of USA

আধুনিক বিশ্বে বর্তমান সময়ে বহুল আলোচিত বিশ্ব বিষয় হচ্ছে 'জলবায়ু পরিবর্তন' যা মূলত বৈশ্বিক উষ্ণায়ন নামেই সমধিক পরিচিত। জলবায়ু পরিবর্তন মূলত প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট এই দু'কারণে হয়ে থাকে। বৈশ্বিক পরিবেশ আজ সংকটজনক অবস্থানে। প্যারিস জলবায়ু চুক্তির ৫নং আর্টিকেল (বনায়ন, বনভূমির আয়তন বৃদ্ধি, বনভূমি সংরক্ষণ, CO_2 হ্রাস নিয়ে বলা হয়েছে)। বাংলাদেশ তার ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকির মুখে পড়েছে। ২০১৪ বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন সূচকে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ষষ্ঠ অবস্থানে। ১৯৬৯ সালে জাতিংঘের প্রাক্তন মহাসচিব উথান্ট বলেন,-

"জাতিসংঘের সকল সদস্যের সামনে আর মাত্র একদশক কাল অবশিষ্ট আছে, সে সময়ের মধ্যে তাদেরকে সনাতন ঝগড়া বিবাদ ভুলে গিয়ে অস্ত্র প্রতিযোগিতা দমন করা, পরিবেশ উন্নত করা, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ রোধ করা ও উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে সম্মুখপানে এগিয়ে যাওয়ার বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব অংশনিয়োগ করতে হবে নতুন এ সমস্যাগুলো মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে।"

১. জলবায়ু পরিবর্তন ঃ

আইপিসিসির মতে-

"জলবায়ু পরিবর্তন হলো, একটি গড় জলবায়ু স্থিতিবস্থা বা গড় পরিবর্তনশীলতা যখন পরিসংখ্যানগত উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয় যা দীর্ঘসময় ধরে অব্যাহত থাকে তাকে জলবায়ু পরিবর্তন বলে।"

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর নিম্নতর অক্ষাংশের দেশগুলোতে দেখা দেবে অতিবর্ষণ। জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রন্ত প্যানেল আইপসিসি এর সমীক্ষা অনুযায়ী বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে-

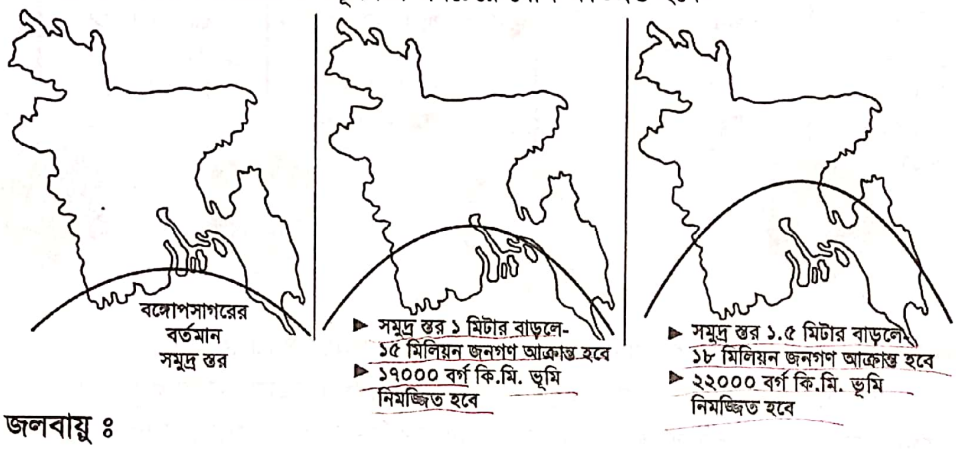

২. আবহাওয়া ও জলবায়ু ঃ

- আবহাওয়া হলো কোনো স্থানের স্বল্প সময়ের বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থা। সাধারণত এক দিনের এমন রেকর্ডকেই আবহাওয়া বলে। আবার কখনও কখনও কোনো নির্দিষ্ট এলাকার স্বল্প সময়ের বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থাকেও আবহাওয়া বলা হয়।
- কোন জায়গার গড় জলবায়ুর দীর্ঘমেয়াদী ও অর্থপূর্ণ পরির্তন যার ব্যাপ্তি কয়েক যুগ থেকে কয়েক লক্ষ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে তাকে জলবায়ু পরিবর্তন বলা হয়।

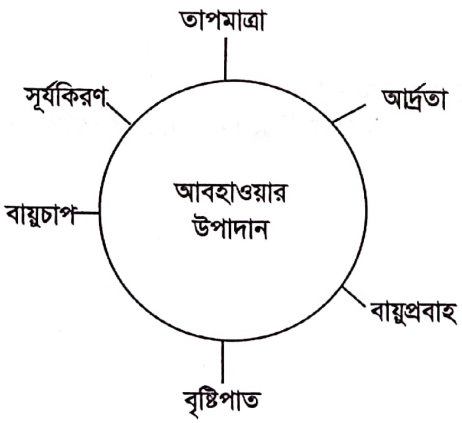

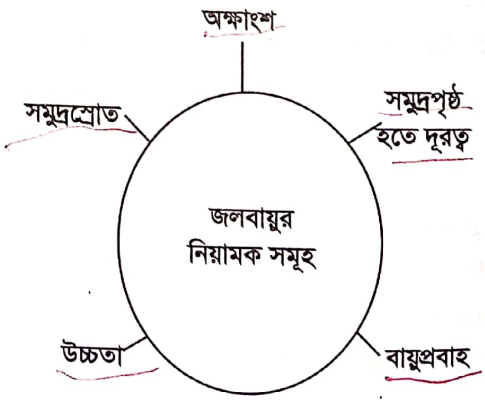

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

৩. জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ ঃ

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ একটি। বাংলাদেশ তাঁর ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের নির্মম শিকার। জার্মানভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা **German Watch** জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে তৈরিকৃত প্রতিবেদন- ২০১৭ এ দেখানো হয়েছে :

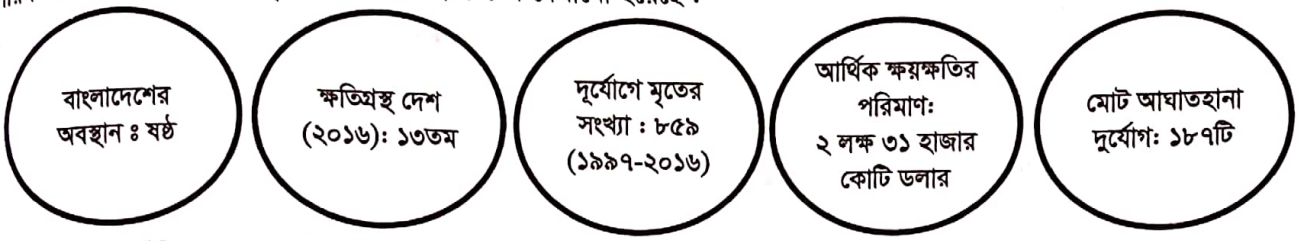

বৈশ্বিক উষ্ণতার ঝুঁকিতে থাকা ৫টি ক্যাটাগরিতে ৩টি করে দেশের তালিকা ঃ

নং	মরুকরণ	বণ্যা	ঝড়	সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা	কৃষিতে অনিশ্চয়তা
১.	মালাওয়ি	বাংলাদেশ	ফিলিপাইন	সব নিচু দ্বীপ দেশ	সুদান
২.	ইথিওপিয়া	চীন	বাংলাদেশ	ভিয়েতনাম	সেনেগাল
৩.	জিম্বাবুয়ে	ভারত	মাদাগাস্কার	মিশর	জিম্বাবুয়ে

Source: World Bank-2009

৪. জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ ঃ

বিজ্ঞানী ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞগণ জলবায়ু পরিবর্তনে দু' ধরণের কারণ সনাক্ত করেছেন। যথাঃ-

জলবায়ু পরিবর্তন

প্রাকৃতিক কারণ
- প্রাকৃতিক অক্ষরেখার পরিবর্তন
- সূর্যরশ্মির পরিবর্তন
- মহাসাগরীয় পরিবর্তন
- আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত

মনুষ্যসৃষ্ট কারণ
- জনসংখ্যার বিস্ফোরণ
- বৃক্ষনিধন
- রাসায়নিক পদার্থের অপব্যবহার
- অপরিকল্পিত নগরায়ন ও শিল্পায়ন
- পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার, সংঘর্ষ, যুদ্ধ
- জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার
- অপচনশীল দ্রব্যের ব্যাপক ব্যবহার
- বিলাসজাত দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধি

৫. জলবায়ু পরিবর্তনে Green House Gas ঃ

সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে শুধুমাত্র প্রাকৃতিক কারণে Green House Gas এর পরিবর্তন হতো বলে বুঝাত। ১৭৫০ এর শিল্পবিপ্লবের পর থেকে মানুষ মূলত বিলিয়ন বিলিয়ন টন Green House Gas যোগ করে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব শুরু করে এবং ২০ শতকে এসে মানব সৃষ্ট Green House Gas-এর কারণে তাপমাত্রা অনেক বেড়ে যায়। গ্রীন হাউজ গ্যাসগুলো হলোঃ- GO_2, CH_4, N_2O, CFC, O_3 ও H_2O।

Green House Gases	নিঃসরণের উৎসমূহ
CO_2	জীবাশ্ম জ্বালানী পোড়ানো, বনভূমি ধ্বংস
CH_4	বর্জ্যপদার্থ, জীবদেহ পোড়ানো বা পঁচন
N_2O	রাসায়নিক সার উৎপাদন, দাবানল, বনভূমি ধ্বংস
CFC	রেফ্রিজারেটর, এয়ারকুলার, স্প্রে

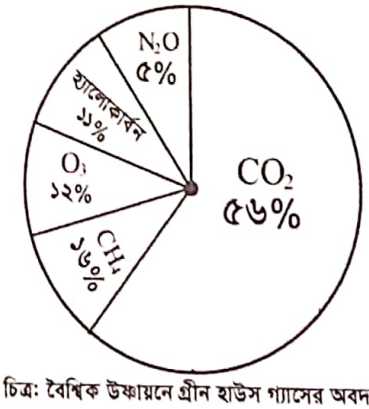

চিত্র: বৈশ্বিক উষ্ণায়নে গ্রীন হাউস গ্যাসের অবদান

উৎস ঃ US Environmental Protecction Agency

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

৫.১. ওজোন স্তর ঃ

বায়ুমণ্ডলের Stratosphere স্তরে অবস্থিত, মেছোগন্ধযুক্ত গ্যাসীয় পদার্থ, O_2 এর একটি রূপভেদ, ৩টি O_2 পরমাণু দ্বারা গঠিত। কাজ→সূর্যের UV রশ্মি প্রবেশ করতে পারে না।

Green House Gas-এর সাথে বিক্রিয়ার ফলে ঃ

CO_2 গ্যাসে পরিণত হয়, UV রশ্মি বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে, ফলে জলবায়ু পরিবর্তন ঘটে, ওজোন স্তরে Cl সব সময় যুক্তমূলক বা Free Radical আকারে যাবে।

ওজোন গ্যাসের বিক্রিয়া ঃ

(i) 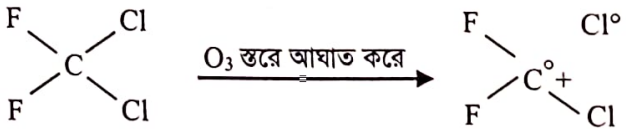

(ii) $O_3 \xrightarrow{\text{CFC এর আঘাত}} O_2\,(g) + O^\circ$

(iii) $Cl^\circ + O^\circ \xrightarrow[\text{ক্লোরো অক্সাইড}]{\text{উচ্চ তাপ ও চাপে}} Clo\ (\text{অস্থায়ী})$

৫.২. পরিবেশ এবং কৃষিখাতে গ্রীণহাউজ প্রক্রিয়ার প্রভাব ঃ

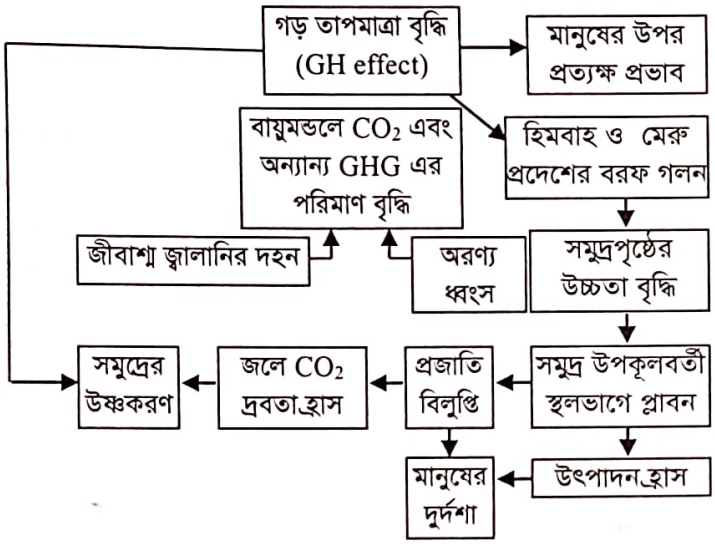

৫.৩. বর্তমানে বিশ্বব্যাপী কার্বন নিঃসরণের চিত্র ঃ

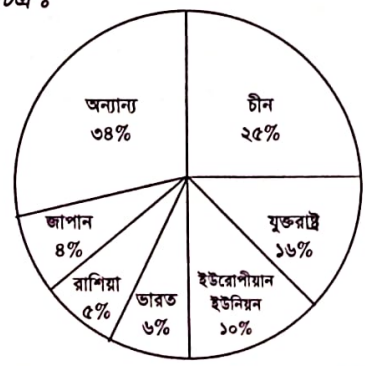

Source: Energy Information Admisnistration

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

৬. বৈশ্বিক উষ্ণায়ন:

- সাধারণের গ্রিন হাউস গ্যাসের প্রভাবে বায়ুমণ্ডলে যে ক্রমশ উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্ব উষ্ণায়ন।
- জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আইপিসিসি এর ১৯৮০-২০০৭ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বিশ্বের গড় তাপমত্রা ০.২° সে.–১.০° সে. পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।
- আইপিসিসি অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তন পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে ৬২০ জন বিজ্ঞানীর সমন্বয়ে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি সমর্থন করেছে 'গত শতাব্দিতেই পৃথিবীর তাপমাত্রা ০.৭৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে গেছে'।
- এভাবে বাড়তে থাকলে ২০৫০ সালে সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধি পাবে ১৫৩ সে.মি. এবং ২১০০ সালে তা ৪৬০ সে.মি. পৌছাবে। তাতে পৃথিবীর যেসব অংশ আগামী ৫০ বছরের মধ্যে সাগরগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে।
- ১৮০০ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ০.৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বেড়েছে। যার প্রভাব পড়েছে সমগ্রবিশ্বে। বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর সমুদ্র প্রষ্ঠের উচ্চতা বেড়েছে ১০-২০ সেন্টিমিটার।

৭. জলবায়ু পরিবর্তনের বৈশ্বিক প্রভাব ঃ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব অত্যন্ত সদূর প্রসারী। এর নেতিবাচক প্রভাব ইতিমধ্যেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রতিভাত হয়েছে। নিম্নে জলবায়ু পরিবর্তনের বৈশ্বিক প্রভাব আলোচনা করা হল-

৭.১. অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত জনসংখ্যা ও শরণার্থী বৃদ্ধি ঃ

- সারাবিশ্বে বিরূপ জলবায়ুর কারণে অসংখ্য মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। শরণার্থী প্রতিষ্ঠানগুলোর হিসাব অনুযায়ী, বর্তমানে সারাবিশ্বে ১২ - ২৪ মিলিন IDP রয়েছে যারা মানবেতর জীবন যাপন করছে।
- বর্তমান পৃথিবীতে ১১ - ১২ মিলিয়ন শরণার্থী রয়েছে যা ১৯৭০ সালেও ৩ মিলিয়নেরও কম ছিল।

৭.২. রোগ ব্যাধির বিস্তার ঘটবে ঃ

- অধিক পরিমাণে CFC অবমুক্ত হওয়ার ফলে তা ওজোন স্তরে ওজোনের সাথে বিক্রিয়া করে যথা ঃ $O_3 + CFC = O_2 + \ldots$।
- ফলে ওজোন স্তর পাতলা হয়ে পড়লে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি সহজেই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে।
- এতে ক্যানসারসহ মারাত্মক সব রোগ-ব্যাধি দ্বারা মানবদেহ আক্রান্ত হবে।

৭.৩. বায়ুমণ্ডলের উচ্চতা বৃদ্ধি ঃ

- প্রচুর পরিমাণে CO_2 গ্যাস নির্গমনের ফলে বায়ু মণ্ডলের তাপ CO_2 ফাঁদে আটকে পড়ে।
- ফলে ২১ শতকে পৃথিবীর Troposphere বায়ুমণ্ডলে দৈনিক গড় তাপমাত্রা সমানুপাতিক হারে বেড়ে চলবে।
- আগামী ২০৩০-২০৫০ সালের মধ্যে দৈনিক গড় তাপমাত্রা ২°C – ৫°C বৃদ্ধি পাবে।

৭.৪. লোনা পানির অনুপ্রবেশ ও কৃষি উৎপাদন হ্রাস ঃ

- সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি হেতু উপকূলবর্তী কৃষি জমিতে লোনা পানির অনুপ্রবেশ ঘটাবে।
- এতে মাটির গুণাগুন নষ্ট হবে। ফলে কৃষি উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পাবে।

৭.৫. অস্বাভাবিক তাপমাত্রা ঃ

- বাংলাদেশ নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার দেশ। কিন্তু জলবায়ুর বৈরিতার কারণে দেশের সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা বেড়েই চলেছে।
- আবহাওয়া অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায় গত ৫০ বছরে দেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি হার ০.৫%।
- এমনকি ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের তাপমাত্রা গড়ে ১.৪° সেলসিয়াস এবং ২১০০ সাল নাগাদ ২.৪° সেলসিয়াস বাড়বে বলে ধারণা হচ্ছে।

৭ম তীব্র আবহাওয়ায় আক্রান্ত দেশ বাংলাদেশ	তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং ভারী বর্ষণে জলবায়ু পরিবর্তন জিডিপির ৬.৭% এর সমপরিমান ব্যয় হবে ২০৫০ সালের মধ্যে
Global Climate Risk Index 2019	

৭.৬. সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি ঃ

- সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে ২০৫০ সাল নাগাদ দেশের প্রায় ৮% এরও বেশি নিম্নাঞ্চল ও প্লাবনভূমি আংশিক অথবা স্থায়ীভাবে জলমগ্ন হয়ে পড়বে।
- UNFCCC-র দেয়া তথ্যমতে, বিংশ শতাব্দীতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১০-২০ সেন্টিমিটার বেড়েছে।
- IPCC এর তথ্যমতে, ২০৫০ সালে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মিটার বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের অন্তত ১৭% ভূমি সমুগ্রগর্ভে তলিয়ে যাবে।

"সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধিতে ঢাকাও আক্রান্ত হতে পারে।"

-WWF (World Wildlife Fund)

- বিশ্বব্যাংক প্রকাশিত তালিকায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে ঝুঁকিপূর্ণ ১২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান দশম।

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

৭.৭. মরুকরণ ঃ

- বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হ্রাস হেতু ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় খরায় আক্রান্ত হবে বিপুল সংখ্যক মানুষ।
- এর মধ্যে উত্তরাঞ্চলের লোকই বেশি।
- ২০৫০ সাল নাগাদ খরায় উদ্বাস্তুর সংখ্যা প্রায় ৮০ লক্ষ হবে।

৭.৮. প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঃ

- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশে বৃদ্ধি পেয়েছে নানা রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন- ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, নদীভাঙন, ভূমিধ্বস ইত্যাদি।
- আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা জার্মান ওয়াচ-এর প্রতিবেদন (২০১০) অনুযায়ী, গত দুই দশকে বাংলাদেশে বড় ধরণের প্রায় ২১৯টিরও বেশি দুর্যোগ আঘাত হেনেছে।

- ১৯৮০-২০০৮ সালের মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাংলাদেশের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে।
- ২১৯ প্রাকৃতিক দুর্যোগ
- $১৬ বিলিয়নের বেশি আর্থিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে

৭.৯. ভূমিকম্প বৃদ্ধি ঃ

- অবস্থানগত কারণেই বাংলাদেশ ব্যাপকভাবে ভূমিকম্প ঝুঁকিতে রয়েছে। তারপর আবার জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ভূমিকম্প সংঘটনের মাত্রা যেন বেড়েই চলেছে।
- ১৯০০ সাল থেকে ২০০৪ পর্যন্ত বাংলাদেশে ১০০টিরও বেশি ভূমিকম্প হয়েছে তন্মধ্যে ৬৫টি ঘটেছে ১৯৬০ সালের মধ্যে।
- এতে বোধগম্য হয় যে গত ৩০ বছরে ভূমিকম্প সংঘটনের মাত্রা বেড়েছে।
- ভূমিকম্প সংঘটনের ঝুঁকির ভিত্তিতে বাংলাদেশকে তিনটি বলয়/ অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে।

৭.১০ বজ্রপাত ঃ

- জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার এক নতুন রূপ বজ্রপাত।
- এ বছর সদ্য দুর্যোগ হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া বজ্রপাতে মারা গেছে ১৭০ জন।
- গত ৭ বছরে শুধু বজ্রপাতেই মারা গেছে ১৭৬০ জন।
- বিশ্বখ্যাত ন্যাচার সাময়িকীতে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বিশ্বজুড়ে বজ্রপাত বেড়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে জলবায়ু পরিবর্নকে দায়ী করা হয়েছে।

এছাড়াও অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, এসিড বৃষ্টি, মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক দূষণ, নিম্নভূমির বনাঞ্চল ধ্বংস, শীতকালের স্থায়িত্ব কমে যাওয়া, খরার প্রবণতা বৃদ্ধি, ভূমি ও পাহাড় ধস, ঘন ঘন ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, বন্যা, ঝড়, টর্নেডো ইত্যাদি প্রাকৃতিক ও দুর্যোগ আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে।

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

৮. পরিবেশ দূষণ ঃ

- পরিবেশ দূষণের বিভিন্ন কারণগুলো হলো: বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, শব্দ দূষণ, মাটি দূষণ, তেজস্ক্রিয় দূষণ ইত্যাদি। পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।
- পানি সম্পদ রক্ষায় ১৯৯৬ সালে গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদিত হয়। ১৯৯১ সালে প্রণীত জাতীয় পানি নীতি বর্তমান সরকারের পর্যালোচনা করে সময়োপযোগী করবে। ইতমধ্যে ২০১২ সালে বাংলাদেশ সরকার পানি আইনের খসড়া প্রণয়ন করেছে যা জাতীয় সংসদের অনুমোদন লাভ করেছে।
- বায়ু দূষণ রোধে ১ জানুয়ারি ২০০৩ থেকে ঢাকা মহানগরীতে দুই স্ট্রোক ইঞ্জিন বিশিষ্ট থ্রি হুইলার মটরযান চলাচল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
- ইট ভাটার দূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন Clean Air Sustainable Environment (CASE) প্রকল্পের আওতায় পরিবেশ বান্ধব ইট পোড়ানোর প্রযুক্তি প্রদর্শন ও প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হচ্ছে।
- দেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষায় বিদ্যমান পাহাড়সমূহের গুরুত্বপূর্ণ অবদান বিবেচনায় এনে বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত পাহাড়সমূহ অবৈধভাবে কর্তন রোধকল্পে মার্চ, ২০০২ সালে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
- দেশে স্থাপিতব্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে যাতে পরিবেশ দূষণ স্থানীয় মাত্রার মধ্যে থাকে তা নিশ্চিত হয়েই পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হচ্ছে।
- পরিবেশ রক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন বা সংস্থার নাম BELA (Bangladesh Environmental Lawyers Association)। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯২ সালে। আদালতের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষা ও পরিবেশ ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

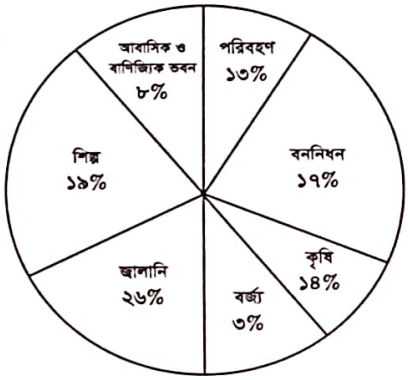

চিত্র: বিভিন্ন খাত অনুযায়ী কার্বন নির্গমন

৯. পরিবেশ সুরক্ষা ঃ

"We don't have plan B, because we don't have planet B"

-Ban Ki-Moon, Former Secretary-General of the United Nations

৯.১. ভিশন ঃ ২০২১ সালের মধ্যে দূষণমুক্ত বসবাসযোগ্য একটি সুস্থ, সুন্দর ও মডেল বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

৯.২. মিশন ঃ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ, সুন্দর ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে-

১) পরিবেশগত বিধি-বিধানের সুষ্ঠু ও যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে পরিবেশ আইন অনুসরণে সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্বুদ্ধকরণ;

২) পরিবেশের টেকসই উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণ উৎসাহিতকরণ।

৯.৩. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

- পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য সংরক্ষণ ও সার্বিক উন্নয়ন।
- সকল প্রকার দূষণ ও অবক্ষয়মূলক কর্মকাণ্ড সনাক্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণ।
- সকল ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।
- সকল প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই, দীর্ঘ মেয়াদী ও পরিবেশসম্মত ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান।
- পরিবেশ সংক্রান্ত সকল আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগের সাথে সক্রিয় অংশগ্রহণ।
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ মোকাবেলায় **অভিযোজন ও প্রশমন** কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

১০.৪. সরকারের গৃহিত কার্যক্রম ঃ

- দূষণমুক্ত সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিতকরণ ও পরিবেশবান্ধব প্রতিবেশ গড়ে তুলতে সরকার কাজ করছে।
- রূপকল্প-২০২১-এ পরিবেশগত উন্নয়নকে প্রাধান্য দেয়া হয়।
- Banglaesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP)-2009 বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে।
- জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড নীতিমালা, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড আইন, ২০১০, Bangladesh Climate Change Resilience Fund (BCCRF) গঠন করা হয়েছে।

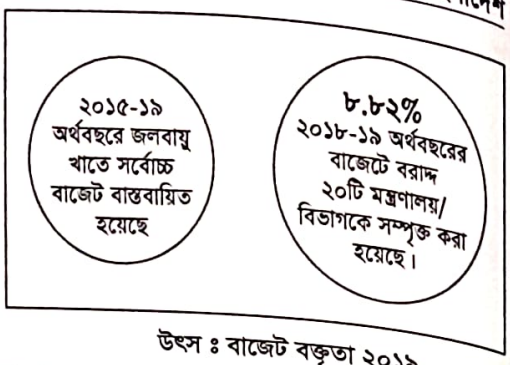

উৎস ঃ বাজেট বক্তৃতা ২০১৯

- ওজোন স্তর রক্ষা ও পরিবেশকে অধিকভাবে দূষণমুক্ত রাখতে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয় কাজ করছে।
- স্বল্পোন্নত দেশগুলোর ভেতর বাংলাদেশই জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (BCCTF) গঠন করেছে।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে উক্ত তহবিলে ৩৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

১১. আন্তর্জাতিক উদ্যোগে পরিবেশ সংরক্ষণ ঃ

- সুইডনের স্টক হোমে UN Conference of the Human Environment ১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিত হয়।
- এ সম্মেলনের ফলে জাতিসংঘ পরিবেশ বিষয়ক কর্মসূচি (UNEP) গঠিত হয়।
- ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনোরিওতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ধারিত্রী সম্মেলনকে বিশ্ব পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে রক্ষার বেলায় অন্যতম উদ্যোগ হিসেবে ধরা হয়।
- ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত হয় কিয়োটো প্রোটোকল। CO_2 ও গ্রীন হাউজ গ্যাস উদ্গীরণ কমানোর লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত হয়।

১২. আন্তর্জাতিক উদ্যোগে জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা ঃ

- ১৯৯৫ সাল থেকে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন (UNFCCC) এর আওতায় প্রতিবছর Conference of the Parties (COP) অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মূলত UNFCCC এর বাস্তবায়ন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে।
- ২০১৫ সালে প্যারিসে COP-21 অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ১৯৫ টি দেশ ঐক্যমতের ভিত্তিতে প্যারিস চুক্তি গৃহীত হয়।
- ২০১৬ সালে মরক্কোর মারাকাশে COP-22 অনুষ্ঠিত হয় প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত বডি CMA এর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজন কার্যবিধি, প্রক্রিয়া ও নির্দেশনাবলি ২০১৮ সালে মধ্যে প্রণয়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
- ২০১৭ সালে জার্মানির বনে COP-23 অনুষ্ঠিত হয়।
- ২০১৮ সালে পোল্যান্ডের ক্যাটোয়িচ শহরে COP-24 অনুষ্ঠিত হয়। Paris Agreement work Programmes গৃহীত হয়। অংশগ্রহণকারী দেশগুলো কার্বন নিঃসরণের মাত্রা হ্রাস এবং এ সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ২০২৪ সাল থেকে প্রতি দুই বছর পরপর প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

১৩. জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের ঝুঁকি ঃ

- বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চল পৃথিবীর বৃহৎ নদীর মোহনায় অবস্থিত।
- ৬০% ভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ৫ মিটার উপরে।
- Hadly Centre for Climate Prediction and Research (HCCPR) অনুযায়ী ২০৮১ সালে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা 80cm বৃদ্ধি পাবে।
- জার্মানভিত্তিক 'জার্মান ওয়াচ' এর ২০১৯ সালের গবেষণা প্রতিবেদনে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটতে পারে এমন দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান নবম।
- Providing Regional Climates for Impact studies (PRCIS) এর প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ১৯৬১-১৯৯০ সালের তুলনায় ২০৩০, ২০৫০, ২০৭০ সাথে যথাক্রমে ৪%, ২.৩% ৬.৭% বৃদ্ধি পাবে।
- General Circulation Model (GCM) অনুসারে ২১০০ সালে বাংলাদেশর তাপমাত্রা ২.৪ সেলসিয়াস এবং বৃষ্টিপাত ৯.৭% বৃদ্ধি পাবে।
- বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষা অনুসারে প্রতি ৩-৫ বছরে বাংলাদেশের দুই-তৃতীয়াংশ অঞ্চল বন্যা প্লাবিত হয়।

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

- Inter-Governmental Panel on Climate Change (IPCC) অনুসারে ২০৫০ সালে বাংলাদেশের ভূমির ১৭% এবং খাদ্য উৎপাদনের ৩০% হারিয়ে যাবে।
- '২০১০ সালে Economics of Adaption to Climate Change: Bangladesh' প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০৫০ সাল নাগাদ ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা মোকাবিলায় বাংলাদেশে বিনিয়োগ ও আবর্তন ব্যয় বাবদ যথাক্রমে ৫৫১৬ ও ১১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দরকার হবে।
- উন্নয়নশীল দেশের ভেতর বাংলাদেশ প্রথম জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় BCCSAP নামক সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।
- BCCSAP-এ ৬টি থিমেটিক এরিয়ায় ৪৪টি কার্যক্রম চিহ্নিত করছে।

১৪. জলবায়ু বিপর্যয়ে দেশীয় অর্থায়ন ঃ

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২০টি মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ ছিল মোট জাতীয় বাজেটের ৪৫.৮৪%। জলবায়ু পরিবর্তন খাতে বরাদ্দ ছিল ৮.৮২%।
- বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাস্ট তহবিলের আওতায় ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ৬৮৭ টি প্রকল্প অনুমোদন পায়।

১৫. জলবায়ু সংকটে আন্তর্জাতিক অর্থায়ন ঃ

- Green Climate Fund (GCF) বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়নের অন্যতম প্রধান উৎস।
- IDCD ও PKSF National Implementing Entity হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।
- ২০১৮ সালের মে মাস পর্যন্ত ৮৫.৮২ মিলিয়ন ডলার বাংলাদেশের ৩টি প্রকল্পে অনুমোদন দিয়েছে।

১৬. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ঃ

- সংবিধানের ১৮ ক অনুচ্ছেদে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন শিরোনামে আলোকপাত করা হয়েছে।
- 'বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন-২০১৭ ' ও 'প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৬' প্রণীত আছে।

১৬.১. National Biodiversity Strategy and Action Plan:

National Biodiversity Strategy and Action Plan: এর আওতায় কার্যক্রমসমূহ হলো:

(i) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণ ঃ

- সরকার ১৩টি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলকার ঘোষণা দিয়েছে।

(ii) ব্লু-ইকোনমি সংক্রান্ত কার্যক্রম ঃ

- সমুদ্র প্রতিবেশ সংরক্ষণ, সমুদ্রদূষণ রোধ, সমুদ্রসম্পদ আহ্বাণ, ও সমুদ্রসম্পদের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ব্লু-ইকোনমি কর্ম-পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। তাছাড়া সামুদ্রিক ও উপকূলীয় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনাকে কার্যক্রমের মূলধারায় আওতাভুক্ত করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

(iii)সামুদ্রিক দূষণ পরিবীক্ষণ ঃ

- মনিটরিংয়ের জন্য বঙ্গোপসাগরের ৪টি পয়েন্ট। যথা: কর্ণফুলি মোহনা, পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত থেকে ১ কিলোমিটার সোজা সমুদ্র অভিমুখী পতেঙ্গা চরপাড়া, CEPZ থেকে ১ কিলোমিটার সোজা সমুদ্র অভিমুখী পানির গুণাগুণ পরীক্ষা।

(iv) ওজোন স্তর সংরক্ষণ ঃ

- বাংলাদেশ ১৯৯০ সালে মন্ট্রিল প্রটোকলে স্বাক্ষর করে।
- ১৯৯৫ সালে ওজোন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসামগ্রী সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি গঠন করে।
- ১৯৯৬ সালে ওজোন সেল গঠন করা হয়।
- ওজোন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার বন্ধের সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১২ ও ২০১৭ সালে জাতিসংঘ প্রশংসা করে বাংলাদেশের।

(v) SDG ও বাংলাদেশ ঃ

- SDG এর ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে ৩ টি সরসারি পরিবেশ ও জলবায়ু সংক্রান্ত।
- **১৩নং অভীষ্টে** 'জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবিলা জরুরি কার্যক্রম গ্রহণ এর কথা বলা আছে। এ অভীষ্টের ১ম লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় দুর্যোগকালে প্রতি ১ লক্ষ জনগণের মৃত্যু নিখোঁজ ও সরাসরি দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ২০২০ সালের মধ্যে ৬৫০০ জন, ২০৩০ সালের মধ্যে ১৫০০ জনে নামিয়ে আনতে হবে। SDG-Bangladesh Progress Report-2018 অনুযায়ী এ সংখ্যা ১২৮৮১ জন।
- **১৪নং অভীষ্টে** 'টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার এর বিষয়টি উল্লেখ আছে। ২০৩০ সালের মধ্যে মোট সামুদ্রিক এলাকার ২.৫% সংরক্ষিত এলকা হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। SDG-2018 অনুযায়ী ২.০৫% সংরক্ষিত এলাকা আছে।

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

- ১৫নং অভীষ্টে স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারের পৃষ্ঠপোষকতা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়া মোকাবিলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ, ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধের বিষয়টি উল্লেখ আছে। ২০২০ সালের মধ্যে মোট ভূমির ২০% বনভূমি স্থাপন করতে হবে। বর্তমানে আছে ১৭.৫% ২টি শকুন অভয়াশ্রম তৈরি করা হয়েছে।

(vi) পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং ঃ

- ২০১১ সাল থেকে পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং নীতিমালা জারি হয়।
- ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ৪৯৫৪ কোটি টাকা পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন করেছে।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কারখানার কর্ম পরিবেশ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য ২৫.৮২ কোটি টাকা অর্থায়ন হয়েছে।

(vii) বন সংরক্ষণ ঃ

- বাংলাদেশে মোট বনভূমির পরিমাণ ২.৩২ মিলিয়ন হেক্টর এর মধ্যে ১.৬০ মিলিয়ন বন অধিদপ্তরের আওতাধীন। ০.৭২ হেক্টর জেলা প্রশাসনের আওতাধীন।
- অধিদপ্তরের আওতাভুক্ত বনভূমির ১.৪০ মিলিয়ন হেক্টর প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বন অধিদপ্তর ১৫টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

১৭. বাংলাদেশের পরিবেশ সংক্রান্ত আইন ঃ

- সংবিধানের ১৮ (ক) অনুচ্ছেদ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।
- পরিবেশ সংরক্ষণ আইন- ২০১৯
- **Environment Conservation Act-১৯৯৫:**
  - ✓ধারা- ৫
  - ✓ধারা- ৬
- Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plans– ২০০৯.
- Environment Court Act– ২০১০.
- Environment Conservation Rules– ১৯৯৭.

১৮. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকারের উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতিস্বরূপ ঃ

- জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা উদ্যোগের স্বীকৃতি হিসেবে জাতিসংঘের সর্বোচ্চ পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ' পুরস্কার পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
- UNHLPW– UN High lavel Panel on water (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক সভায় গৃহীত ৭ দফা কর্মসূচী)

বাংলাদেশে তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ। জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির বিষয়টি একটি আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। বাংলাদেশের মতো একটি ক্ষুদ্র দেশের জন্য এর প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা ও সামর্থ্য খুবই সীমিত। আর এটি মাথায় রেখেই কৌশলগতভাবে অগ্রসর হতে হবে যাতে দীর্ঘকালীন প্রতিক্রিয়া থেকে জাতিকে রক্ষা করা যায়। সেজন্য যেটি করা আবশ্যক তা হলো দেশের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও পরিবেশবিদদের সমন্বয়ে একটি বিশেষজ্ঞ দল গঠন করা, যারা সার্বক্ষণিকভাবে বিষয়টির প্রতি নজর রাখবে। এছাড়াও পর্যাপ্ত আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং উপকূলীয় এলাকায় বাঁধ নির্মাণ ও সবুজ বেষ্টনী নির্মাণসহ অন্যান্য কর্মসূচীকে আরো ব্যাপক ও গতিশীল করতে হবে। উচ্চতা রোধ করতে না পারলে সমুদ্রগর্ভে তালিয়ে যাবে বাংলাদেশ উপকূলবর্তী দেশগুলোর অধিকাংশ এলাকা। এজন্য জনগণকে সচেতন করতে হবে এবং সরকারকে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করতে হবে। আগামী প্রজন্মের বাসযোগ্য পৃথিবী আর নিরাপদ আবাসন নিশ্চিতকল্পে জলবায়ু পরিবর্তন বিরোধী সাজানো পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

" আজকের যে শিশু পৃথিবীর আলোয় এসেছে
আমরা তার তরে একটি সাজানো বাগান চাই।"
- রেনেসাঁ ব্যান্ড

Reference:

1. cri.org.bd
2. www.modmr.gov.bd
3. UNEP
4. IPCC

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

নারীর ক্ষমতায়ন

"There is no tool for development more effective than the empowerment of women."
- Kofi Annan (Ex secretary general of UN)

সকল আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠা করার পথে রয়েছে বাংলাদেশে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স অনুযায়ী নারী-পুরুষ সমতায় বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষে রয়েছে। গত তিন বছর ধরে বাংলাদেশ তার এই অবস্থান ধরে রেখেছে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বে নারীর ক্ষমতায়নের দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। গত এক দশকে ক্রমাগত প্রচেষ্টার ফলেই এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে।
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃষ্টিতে জাতির ভবিষ্যৎ উন্নয়ন অনেকাংশেই নির্ভর করছে নারীর ক্ষমতায়নের উপর। তাঁর সরকার নারীর ক্ষমতায়নের পথে যত বাধা আছে সেগুলো দূর করার চেষ্টা চালাচ্ছে। নারীর উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কিছু নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিকসহ সকল কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণকে পরিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

নারী উন্নয়নে বাজেটে বরাদ্দ (কোটি টাকা)

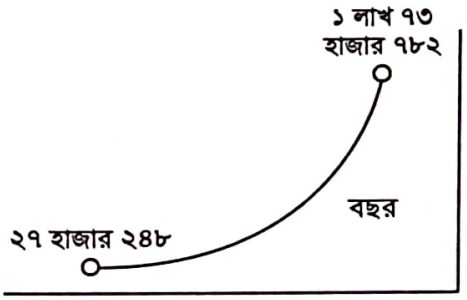

উৎস: বাজেট বক্তৃতা ২০১৯

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শ্রমবাজার, চাকরি এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমেই নারীর অগ্রগতি সম্ভব। আর তাই ২০১৮-১৯ অর্থবছরে নারীর এসব সুযোগ-সুবিধার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে; মোট বাজেটের শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এসব খাতে। গত এক দশকে শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার কমানো, দারিদ্র্য দূরীকরণ, নারী উদ্যোক্তা ও কর্মজীবির সংখ্যা বাড়ানো, নারীর সামাজিক নিরাপত্তা এবং নারী শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বাংলাদেশ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

১. ক্ষমতায়নের ধারণা:

ক্ষমতায়নের ধারণাটি জনপ্রিয় হয়ে উঠে ১৯৭৫ সালে কেনিয়ার নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের নারী সম্মেলনের সময় থেকে। **পাওলো ফ্রেইরি** নামক এক নারী ব্রাজিলিও শিক্ষাবিদ সর্বপ্রথম নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ ব্যবহার করেন। ক্ষমতায়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তি তার নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা অর্জন করতে পারে। অর্থাৎ ব্যক্তি নিজেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রাখে।

প্রখ্যাত গবেষক সাটিঢেল (১৯৯০) ক্ষমতায়নের চারটি মাত্রার কথা উল্লেখ করেন। যথা—

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

২. লিঙ্গ সমতা অর্জন

বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশকে শীর্ষ অবস্থানে রেখেছে। 'জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স ২০১৮' তে বাংলাদেশ ৪৮তম স্থানে উঠে আসে। বাংলাদেশ এক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে তার প্রতিবেশী দেশ ভারত ও পাকিস্তানকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ফোরামটির 'জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স ২০১৮' চারটি প্রধান ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্যকে গুরুত্ব দিয়েছে। এই চারটি ক্ষেত্র হলো:

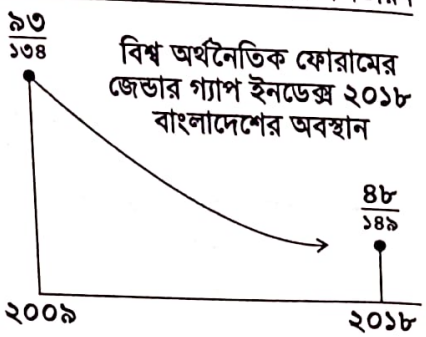

ক. শিক্ষা,
খ. অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ,
গ. স্বাস্থ্য ও
ঘ. রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন।

যদিও পৃথিবীর কোনো দেশেই লিঙ্গ বৈষম্য পুরোপুরি দূর করা সম্ভব হয়নি, তবুও এই বৈষম্য কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। এই ক্ষেত্রে **'প্লানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন'** পদক অর্জন করেছেন বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর আগে নারী-পুরুষ সমতা অর্জনের জন্য এমডিজি লক্ষ্যমাত্রাও বাংলাদেশ ভালোভাবে অর্জন করতে পেরেছে। এর ধারাবাহিকতায় ২০৩০ সালের আগেই নারী-পুরুষ সমতা অর্থাৎ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৪ অর্জন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

৩. সমান সুযোগ সৃষ্টি

৩.১. অর্থনৈতিক পদক্ষেপ

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণকে বর্তমান সরকার খুব গুরুত্বের সথে দেখছে। সরকার মনে করে যে নারীর অধিকার অর্জন ও জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ আনার জন্য এই অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যক। সরকার শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত এবং লাখ লাখ নারীর জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি করছে। নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নকে তরান্বিত করার লক্ষ্যে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই উদ্যোগের আওতায় রয়েছে পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, চাকরির সুযোগ তৈরি, শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি নারী উদ্যোক্তাদের আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান। ২০১৭ সাল থেকে সরকার উপজেলা পর্যায়ে ইনকাম জেনারেটিং অ্যাকটিভিটি (আইজিএ) নামের একটি প্রকল্প চালু রেখেছে। গ্রামের নারীদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলাই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। এর মাধ্যমে সেলাই, পর্যটন, হস্তশিল্প, মাশরুম চাষ, কার্পেট তৈরি, দোকান চালানো, মোবাইল ফোন মেরামত ও কম্পিউটার মেরামতসহ বিভিন্ন কাজে চার মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রকল্পটি দেশের ৪২৬টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

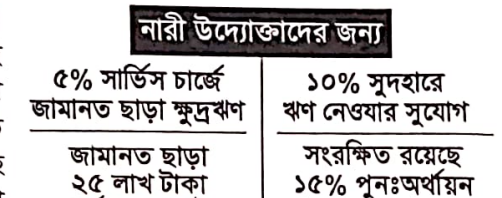

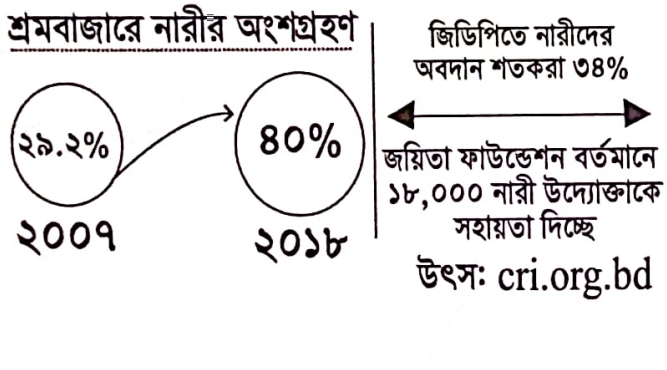

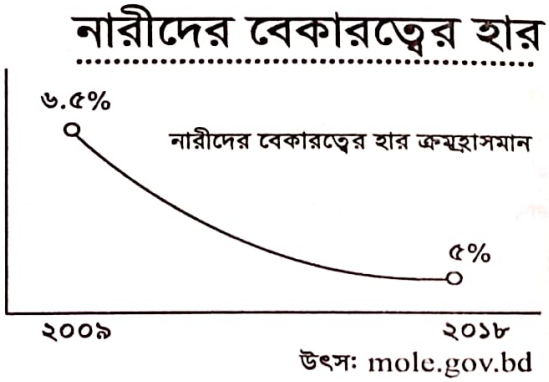

৩.২. শিক্ষায় অংশগ্রহণ

"Bangladesh has made significant strides towards educating girls and giving women a greater voice, both in the household and the public sphere. These efforts have translated into improvements in children's health and education."

- Kaushik Basu, World Bank Chief Economist

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গত এক দশকে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বর্তমান সরকার নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। এই দশ বছরে মেয়েদের উপবৃত্তি কর্মসূচিকে বহুগুণ প্রসারিত করা হয়েছে। এর ফলে মেয়েদের স্কুলে ভর্তি ও ছাত্র-ছাত্রী সমতা প্রায় শতভাগ নিশ্চিত হয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রি পর্যায় পর্যন্ত মেয়েদের পড়াশোনা অবৈতনিক করা হয়েছে। ২০১৭ সালে বিভিন্ন উপবৃত্তি কর্মসূচির মাধ্যমে ২৭ লাখ মেয়ে উপবৃত্তি পেয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়ে শিশু ভর্তির হার ৯৯.৪০%	২৭,০০,০০০ ছাত্রী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি পাচ্ছে
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়ে শিক্ষার্থী ৫১%	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মেয়ে শিক্ষার্থী ৫৩%

ছাত্রীদের প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝড়ে পড়ার হার

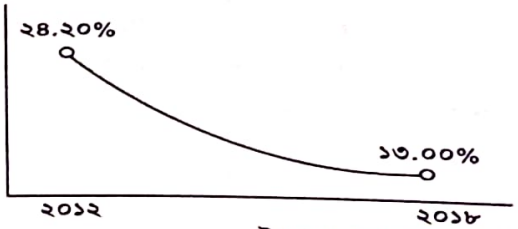

উৎস: mowca.gov.bd

৩.৩. উন্নত স্বাস্থ্য সেবা

বাংলাদেশ গত এক দশকে স্বাস্থ্য খাতে ব্যাপক অগ্রগতি লাভ করেছে। জনগণ বিশেষ করে তৃণমূল নারীদের উন্নত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও লোকবল গড়ে তুলেছে। গত দুই দশকে শিশু জন্মহার ও নবজাতকের মৃত্যুহার উভয়ই কমেছে। মাতৃত্বকালীন সেবা ও সন্তান জন্মদানের পর মায়ের যথাযথ পরিচর্যা নিশ্চিত হওয়ার ফলেই নবজাতকের মৃত্যুহার কমেছে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর প্রথম মেয়াদে ম্যাটারনিটি হেলথ ভাউচার স্কিম চালু করেছিলেন। এই স্কিমের মাধ্যমে একটি ভাউচার প্যাকেজ প্রদান করা হয়। এই প্যাকেজের মধ্যে থাকে গর্ভকালীন সময়ে তিনবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা, একজন দক্ষ ধাত্রীর উপস্থিতিতে নিরাপদ সন্তান প্রসব, সন্তান প্রসবের পর একবার পরীক্ষা এবং যাতায়াত খরচ। বর্তমানে দেড় লাখ নারী এই স্কিমের মাধ্যমে সহায়তা পাচ্ছে। কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে গ্রামীণ ও প্রান্তিক নারীদের প্রাথমিক চিকিৎসা স্বাস্থ্য সেবা দেওয়া হচ্ছে। তারা এখন ১৬ হাজার ৪৩৮টি কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রাথমিক চিকিৎসা পাচ্ছে। এখন প্রতি মাসে গড়ে ১ কোটি রোগী কমিউনিটি হাসপাতাল থেকে চিকিৎসাসেবা নিয়ে থাকে। এদের মধ্যে শতকরা ৮০ জনই নারী ও শিশু। কমিউনিটি ক্লিনিকের প্রতিষ্ঠা শুরু হয়েছে ১৯৯৮ সালে।

- ১৩,০০০ ম্যাটারনিটি সেন্টার স্থাপন
- ৩,০০০ ধাত্রী পদ সৃষ্টি এবং ধাত্রীদের জন্য আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- ১৫২টি সরকারি হাসপাতালে সপ্তাহে সাত দিন ২৪ ঘণ্টা জরুরি ধাত্রীসেবা
- নারী শিশু ও কিশোরদের স্বাস্থ্য বিষয়ক বৈশ্বিক কর্মকৌশলের সাথে তাল মিলিয়ে হাতে নেওয়া হয়েছে বিশেষ কর্মসূচি
- ৬ মাস বেতন সহ মাতৃত্বকালীন ছুটি
- ১,৫০,০০০ নারী ম্যাটারনাল হেলথ ভাউচার স্কিমের আওতায় সেবা পাচ্ছে
- সরকারি ও বেসরকারি কার্যালয়ে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন
- শিশু ও মায়েদের জন্য ৩০,০০০ স্যাটেলাইট ক্লিনিক

মাতৃমৃত্যু হার (প্রতি লাখে)

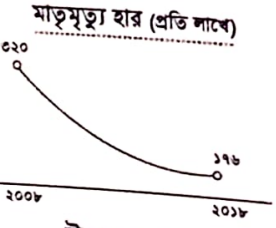

উৎস: cri.org.bd

৪. উন্নয়নের ৩ নায়ক:

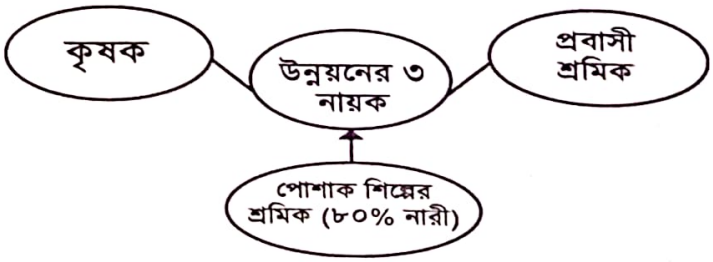

৫. নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি

৫.১. নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

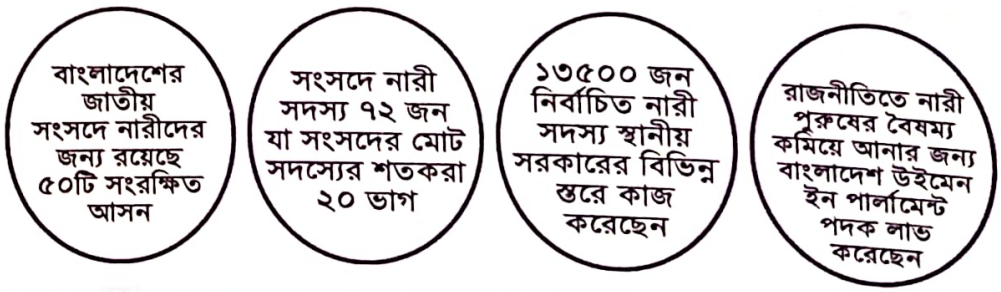

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

নারী মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী ঃ

নারী মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী- ০৫ জন:

১। শেখ হাসিনা: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদমন্ত্রী।

২। ডা. দীপু মণি: মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী

৩। মন্নুজান সুফিয়ান: মাননীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী

৪। ফজিলাতুন্নেসা ইন্দিরা: মাননীয় নারী ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী

৫। হাবিবুন নাহার: মাননীয় পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপমন্ত্রী

নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন:

ক্যাটাগরি	নং
রাজনৈতিক দলের প্রধান	২
নির্বাচিত সংসদ সদস্য	২২
মন্ত্রী	৫
সংসদের স্পীকার	১

উৎস: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

প্রশাসনে নারী ঃ

গত এক দশকে সরকারি প্রশাসনের নানা স্তরে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে। সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব, সহকারী কমিশনারের প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদে নারীদের দেখা যাচ্ছে। এছাড়াও সশস্ত্র বাহিনীতে, পুলিশের বড় পদে এমনকি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনেও নারীদের এখন সরব উপস্থিতি। এ সবকিছুই নারীর ক্ষমতায়নে অগ্রগতির সূচকে উপস্থিতি।

নারীদের প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন ঃ

ক্যাটাগরি	নং
সচিব এবং সমমান	০৯
বিভাগীয় কমিশনার	০১
ডেপুটি কমিশনার	০৮
অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার	২০
ইউ এন ও	১১৩
হাই কোর্টের বিচারক	০৭

উৎস: bangladesh.gov.bd

নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে নারীর অন্তর্ভূক্তি বা উন্নয়নের স্রোতধারায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার কিছু পদক্ষেপ নেয়।

১৯৭২	চাকুরিতে মেয়েদের ১০% কোটা ব্যবস্থা সংরক্ষণ
১৯৭৩	মন্ত্রিসভায় দুজন নারীকে অন্তর্ভুক্তকরণ
১৯৭৪	একজন নারীকে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক পদে নিয়োগ
১৯৯৭	ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের ৩টি সংরক্ষিত আসনে
সরকারি চাকুরিতে নারী কোটা	
গেজেটেড পদ = ১০%	নন-গেজেটেড পদ = ১৫%
প্রাইমারী শিক্ষক নিয়োগ = ৬০%	

প্রশাসনে বর্তমানে নারীর অবস্থান ঃ

২০১৫ সালের ৮ই অক্টোবর প্রথম আলোয় চমকে দেয়ার মত একটি খবর ছাপা হয়। সে সময়-

- জেলার ভারপ্রাপ্ত ডিসি
- এসপি
- জেলা ও দায়রা জজ
- সিভিল সার্জন
- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনালের বিচারক ও
- মূখ্য বিচারিক হাকিম সহ সবাই ছিলেন নারী।

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

৫.৩. খেলাধূলায় নারীর অধিক অংশগ্রহণ

সম্প্রতি অ্যাথলেটিকস, সাঁতার, শুটিং সহ নানা খেলায় বাংলাদেশের মেয়েদের সাফল্য ও অংশগ্রহণ প্রশংসা কুড়িয়েছে। ক্রীড়া সংগঠনগুলো নারী অংশগ্রহণকারীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে।

সাউথ এশিয়ার গেমসে বাংলাদেশের নারী অ্যাথলেটরা ৮টি পদক জিতেছে	জাতীয় প্রমিলা ক্রিকেট দল ২০১৮ সালের টি-টুয়েন্টি এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে
২০১৭ সালের বিশেষ অলিম্পিকে মেয়েদের ফ্লোর হকি দল সোনা জিতেছে	২০১৪ সালের এশিয়ান গেমসে ব্রোঞ্জ জিতেছে নারী কাবাডি দল

৬. নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ পদক্ষেপ

৬.১. সামাজিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ

সমাজ রাষ্ট্রের সুষম উন্নয়নের স্বার্থেই নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন একান্ত অপরিহার্য। চরম উন্নয়নের স্বার্থেই নারীর ক্ষমতায়নের পথে সকল অন্তরায় দূরীভূত করা এখন সময়ের দাবি। নারী জাগরণের অগ্রদূত *'বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন'* লিখেছেন-

"তোমরা কন্যাগুলোকে শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দাও
নিজেরাই নিজেদের অন্নের সংস্থান করুক।"

- যেসব নারীর আর্থিক বা অন্য কোন সহায়তা প্রয়োজন সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় তাদের জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
- বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা স্কিমের মাধ্যমে গৃহস্থালি সম্পদ আহরণ, নানা ধরণের প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্র উদ্যোগ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা দেওয়া হয়ে থাকে।
- ২০১৫-১৭ সালে সরকার ভালনারেবল গ্রুপ ডেপেলপমেন্ট (ভিজিডি) কর্মসূচির মাধ্যমে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে এমন ৭ লাখ ৫০ হাজার নারীকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- নারীদের বিভিন্ন ধরনের ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে বেশ কিছু সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এই সব কর্মসূচির মাধ্যমে হতদরিদ্র নারী ভাতা, প্রসূতি মায়েদের ও দুগ্ধদানকারী মায়েদের জন্য ভাতা, প্রতিবন্ধী নারী ভাতা ইত্যাদি প্রদান করা হচ্ছে।

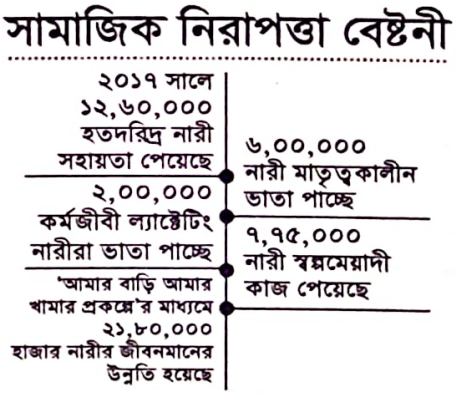

উৎস: cri.org.bd

৬.২. নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে পদক্ষেপ

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর সরকার নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে এবং নারীর অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের আইন কাঠামো ও নীতিমালাকে শক্তিশালী করার পদক্ষেপ নিয়েছে।
- এই সরকারই ২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রথম জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেটের প্রচলন করে। ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে ৪৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে।
- সরকার পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০-এর মাধ্যমে পারিবারিক সহিংসতাকে প্রথমবারের মতো অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিধি জারি করা হয়েছে।
- সম্প্রতি মন্ত্রী সভায় 'চাইল্ড ম্যারেজ কন্ট্রোল এক্ট ২০১৩' কে সংশোধিত আকারে 'চাইল্ড ম্যারেজ প্রিভেনশন এক্ট ২০১৭' হিসেবে গৃহীত হয়। এতে ১৮ বছর বয়সের নিচের মেয়েদের বিয়ে নিষিদ্ধ করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

- এছাড়াও সরকার মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২ পাশ করেছে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এই আইনের মাধ্যমে মানবপাচার অপরাধের শিকার মানুষদের অধিকার সংরক্ষণ ও নিরাপদ অভিবাসনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।
- সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুদের সাহায্যার্থে জাতীয় সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।
- নারীরা হেল্পলাইন ১০৯ নম্বরে কল করে প্রয়োজনীয় তথ্য ও সহায়তা গ্রহণ করতে পারছেন। এছাড়াও ইভটিজিং, বাল্যবিবাহ, যৌতুক সংক্রান্ত বিষয়ে ৩৩৩ নম্বরে ফোন করে সাহায্য নিতে পারছেন।
- ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার ৮টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সহিংসতার শিকার নারীদের চিকিৎসা সংক্রান্ত, আইনি ও পুলিশি সহায়তা প্রদান করে থাকে। এছাড়াও রয়েছে একটি ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার।

৬.৩. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১ প্রণয়ন

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১
সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার, স্বাস্থ্য, শিক্ষা,
তথ্যপ্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ ও ঋণসহ সর্বক্ষেত্রে
নারীর পূর্ণ অধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে।

ইতপূর্বে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নে কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হলেও তা ছিল বিচ্ছিন্ন ও সমন্বয়হীন। কিন্তু বেইজিং নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনায় নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে যে ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত হয়েছে তার একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিত্তিক বাস্তব কৌশল প্রণয়নের লক্ষ্যে ও বেইজিং ঘোষণা বাস্তবায়নের অঙ্গীকারের ফলে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে যার প্রধান লক্ষ্য হলো নির্যাতিত ও অবহেলিত এ দেশের বৃহত্তম নারী সমাজের ভাগ্যোন্নয়ন করা।
নারী উন্নয়ন নীতির প্রধান লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ-

- রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।
- নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা।
- নারীকে শিক্ষিত ও দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা।
- নারী সমাজকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।
- নারী পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্য নিরসন করা।
- জাতীয় জীবনের সর্বত্র নারী পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা করা হবে।
- নারী ও মেয়ে শিশুর প্রতি সকল নির্যাতন বন্ধ করা।
- মেধাবী ও প্রতিভাময়ী নারীর সৃজনশীল ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা করা।
- নারী উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়ক সেবা প্রদান করা ইত্যাদি।

এছাড়া পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং দু'টি দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে নারী উন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

৭. বাংলাদেশে নারীর অবস্থান ঃ

বাংলাদেশ সংবিধান থেকে শুরু করে প্রচলিত আইন ব্যবস্থায় নারী সংক্রান্ত গৃহীত সকল আইনি পদক্ষেপ নারীর ক্ষমতায়নে সহায়ক হলেও বাংলাদেশের নারী সমাজ আশানুরূপ উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে আত্মপ্রকাশে ব্যর্থ। পর্যায়ক্রমে এদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান তুলে ধরা হল।

৭.১. সংবিধানে নারীর অবস্থান ঃ

১. সংবিধানের ২৭ ধারায় উল্লেখ রয়েছে- "সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান ও আইনে সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী।"
২. ২৮(১) ধারায় আছে, "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে রাষ্ট্র কোন নাগরিকের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করিবে না।"
৩. ২৮(২) ধারায় আছে, "রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষ সমান অধিকার লাভ করিবে।"
৪. ২৮(৪) ধারায় বলা হয়েছে, "নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যেকোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য কোন বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এ অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।"
৫. ২৯(১) ধারায়, "প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।"
৬. ৬৫(৩) ধারায় নারীর জন্য জাতীয় সংসদে আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে এবং এ ধারার অধীনে স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে।

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

৭.২. বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ঃ

	পুরুষ	নারী	মোট
আদমশুমারি ২০১১	৭,৪৯,৪০,৩৮৬	৭,৪৭,৯১,৯৭৮	১৪,৯৭,৭২,৩৬৪
অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০১৯	প্রায় ৮.২০ কোটি	৮.১৭ কোটি	১৬.৩৭ কোটি

৭.৩. সাংগঠনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা ঃ

সাল	সাংগঠনিক কাঠামোর নাম
১৯৭২	বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন কল্যাণ ফাউন্ডেশন
১৯৭৬	মহিলা বিষয়ক সংস্থা
১৯৭৮	মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১৯৮৪	মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর
১৯৯৪	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১৯৯৪	জাতীয় মহিলা উন্নয়ন পরিষদ (সভাপতি- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী)

৭.৪. CEDAW তে স্বাক্ষর:

- বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে ১৯৮৪ সালে।
- ৪টি ধারা–
  - ২
  - ১৩ (ক)
  - ১৬ (ক)
  - ১৬ (চ)

সংরক্ষণসহ নারীর জন্য International Bill of Rights বলে খ্যাত CEDAW চুক্তিতে অনুস্বাক্ষর করে।

- ১৯৯৬ সালে
  - ১৩ (ক)
  - ১৬ (চ) থেকে সংরক্ষণ প্রত্যাহার করে নেয়।
- প্রতি ৪ বছর পর পর জাতিসংঘের নিকট প্রতিবেদন পেশ করে।

৭.৫. ক্রয় ক্ষমতা অনুসারে (PPP) নারীর গড় আয়:

উৎস: Human Development Report (UNDP).

৮. নারী ক্ষমতায়নে আন্তর্জাতিক সহযোগী অংশীদার

- UNDP
- UNFPA
- UNICEF
- UN Women

অহিদ রাসেল

৯. নারীর ক্ষমতায়নে ও উন্নয়নে UN এর পদক্ষেপ:

- বেতন বৈষম্য দূরীকরণ– ১৯৫১
- নারী শিক্ষা অধিকার– ১৯৬২
- নারী বর্ষ ঘোষণা– ১৯৭৫
- ৮ই মার্চ– আন্তর্জাতিক নারী দিবস স্বীকৃতি
- CEDAW সনদ স্বাক্ষর– ১৯৭৯.
- 'নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস' ঘোষণা- ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

১০. বিশ্ব নারী সম্মেলন:

১ম	১৯৭৫	মেক্সিকো সিটি
২য়	১৯৮০	কোপেনহেগেন
৩য়	১৯৮৫	নাইরোবি
৪র্থ	১৯৯৫	বেইজিং
		স্লোগানঃ নারীর দৃষ্টিতে বিশ্ব দেখ

১১.নারীদের ভোটাধিকার প্রাপ্তি:

দেশ	সাল
নিউজিল্যান্ড	১৮৯৩
অস্ট্রেলিয়া	১৯০২
যুক্তরাজ্য	১৯১৮
রাশিয়া	১৯১৮
যুক্তরাষ্ট্র	১৯২০
শ্রীলঙ্কা	১৯৩১

১২. নারীর ক্ষমতায়নে অন্তরায়সমূহ

- **দারিদ্র্য:**

"নারীর অন্যতম শত্রু দারিদ্র্য।"

- Easter Bosenup তার বিখ্যাত গ্রন্থ "Women's Role in Economic Development

- **আইনের শাসনের অভাব:**

আইনের শাসনের অভাবে নারী ও শিশু নির্যাতন ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ধর্ষণের মত ভয়াবহ অপরাধ আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে বিনা বিচারে বেড়িয়ে যায়।

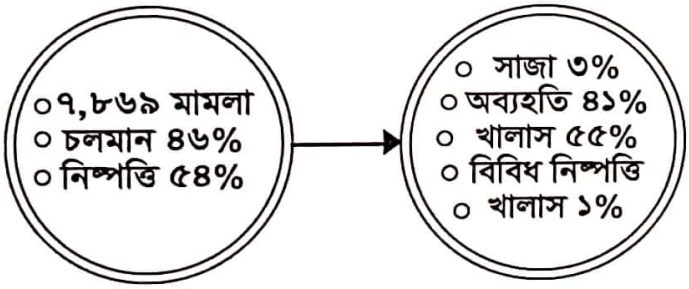

- নারীর অবদানের যথাযথ মূল্যায়নের অভাব।
- কুসংস্কার।
- নিরপত্তাহীনতা।
- সামাজিক অবক্ষয়।
- দৃষ্টিভঙ্গি।
- অসচেতনতা।
- পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা।
- অংশগ্রহণে অনীহা।
- বাল্য বিবাহ
- মানবপাচার

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

ভাল লাগলে বই কিনে পড়বেন

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

১৩. আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও স্বীকৃতি :

"গড় আয়ু, শিশু মৃত্যুহার নিয়ন্ত্রণ, জন্মনিয়ন্ত্রণ, স্যানিটেশনের সুবিধা, নারী শিক্ষায় বাংলাদেশ ভারতের চেয়ে যে এগিয়ে আছে তার পিছনেও রয়েছে নারীর অগ্রগণ্য ভূমিকা।"

- নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন

১. Gloabl Women Leadership Award
2. Women in Parliament (WIP) Award
3. "Tree of Peace" by UNESCO
4. WHO lists Bangladesh as most promising for improving matreal Health.
5. "Planet 50-50 Champion"
6. Improvement in Safe mother Index-2014.

বিগত দশ বছরে বাংলাদেশে নারীশিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। নারীর অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন হয়েছে। সরকার তার নীতি, নাগরিক সমাজ ও মানবাধিকার কর্মীদের সহযোগিতায় নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠা ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের নারীরা এখন তাদের অধিকার দাবি করতে পারছে, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হওয়ার দৌড়ে অংশগ্রহণ করছে এবং তথ্যপ্রযুক্তি খাতে অবদান রাখছে। তারা এখন খেলার মাঠে ঝড় তুলতে পারে, সমাজের নেতৃত্ব দিতে পারে।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির প্রয়োগের ফলে সমাজের সকল ক্ষেত্রে নারীর সমঅধিকার নিশ্চিত হচ্ছে। মূলধারার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানোর লক্ষ্যে সরকার শ্রমবাজারে নারীকে আরও অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা ভাবছে। এর ফলে নারীর কাজের ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হবে এবং ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ বিনির্মাণে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাংলাদেশকে ২০৩০ সালের আগে নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ সে লক্ষ্য অর্জনের পথে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

"বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।"

-বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম

Reference:

1. cri.org.bd
2. অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০১৯
3. বাজেট বক্তৃতা- ২০১৯
4. mowca.gov.bd
5. UNWomen
6. mole.gov.bd
7. BBC বাংলা

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

শেখ হাসিনার দশটি বিশেষ উদ্যোগ

বাংলাদেশ উন্নয়ন সোপানে এগিয়ে চলেছে। নিম্ন আয়ের সারি থেকে দেশ এখন নিম্ন-মধ্যবিত্তের কাতারে। এই সীমা অতিক্রমও অনতিদূর। এ দেশ এগিয়ে যাবে আরো অনেক দূর। ২০২১ সালে পূর্ণ হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ। ২০৪১ সালে হবে দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত দেশ। এই এগিয়ে চলার পাথেয় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা। অর্থাৎ তাঁর দেশ গড়ার সংগ্রাম, রাজনৈতিক দর্শন এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা-যা বাস্তবায়ন করে চলেছেন অন্যতম বিশ্বনেতা মানবতার জননী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশ গড়ার এই অঙ্গীকার ও অগ্রযাত্রা পিতা-কন্যার সম্পর্ককে ব্যক্তিগত পরিধি ছাড়িয়ে বাঙালি এবং বাংলাদেশের ইতিহাসে যুক্ত করেছে এক অনন্যমাত্রা। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও পথ ধরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই এই সরকার বাস্তবায়ন করে চলেছে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি। দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় প্রধানমন্ত্রীর দশটি বিশেষ উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফল সুদূরপ্রসারী। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনা'র ১০টি বিশেষ উদ্যোগ' ব্রান্ডিং ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দশটি বিশেষ উদ্যোগ-

১. আমার বাড়ি আমার খামার

'আমার বাড়ি আমার খামার' একটি স্থায়ী দারিদ্র্য বিমোচন মডেল। প্রতিটি বাড়িকেই অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো-নিজস্ব স্থায়ী পুঁজি সৃষ্টি ও তার স্থায়ী ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি করা।

এ প্রকেল্পের আওতাভুক্ত হবে-

- ভূমিহীন অর্থাৎ শুন্য থেকে ৫০ শতক জমির মালিক,
- চরাঞ্চল/অনগ্রসর এলাকায় এক একর জমির মালিক,
- সর্বোপরি দরিদ্র বলে সর্বজন স্বীকৃত মানুষই এ প্রকেল্পের আওতাভুক্ত হবে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অভীষ্ট-১	'সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান'
টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অভীষ্ট-২	'ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার'

এই লক্ষ অর্জনের লক্ষ্যে প্রকল্পটি ৬৪টি জেলার সকল ইউনিয়নের প্রত্যেক ওয়ার্ডে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

১.১. ভিশন: লাগসই ও স্থায়ী দারিদ্র্য বিমোচন এবং টেকসই উন্নয়ন।

১.২. মিশন:

- স্থানীয় প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- দরিদ্র পরিবারকে পুঁজি গঠনে সহায়তা করা।
- প্রয়োজন ভিত্তিক লাগসই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করা।
- প্রয়োজন অনুসারে জীবিকায়ন নিশ্চিত করা।
- উন্নয়নে নারীর অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা।
- প্রযুক্তিগত সুবিধার সাথে দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা।
- সকল কার্যক্রমে সমিতি গঠন ও অনলাইনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা।

অর্থহীনে অর্থ ও কর্মহীনে কর্মসৃজন

১.৩. আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের অর্জন :

ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত সারা দেশে ৯২,৪৪৬টি সমিতি গঠন করা হয়েছে	মোট ৪১.৪৮ লক্ষ পরিবারের ২.০৬ কোটি দরিদ্র মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছেন।
প্রকল্পের অধীনে প্রতি মাসে হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালন, মৎস্য ও সবজি চাষ এবং নার্সারির ন্যায় জীবিকায়ন খামার গড়ে উঠেছে।	২০২১ সালের মধ্যে ৫০ লক্ষ পরিবার তথা ২.৫০ কোটি মানুষ স্থায়ীভাবে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাবে।
প্রকল্পের আওতায় গঠিত গ্রাম উন্নয়ন সমিতি ও তার স্থায়ী তহবিল ব্যবস্থাপনার জন্যে সরকার পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছে।	৪৮৫টি উপজেলায় এ ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

Feel free to join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

১.৪. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- ২০২১ সালের মধ্যে বর্তমান দারিদ্র্যসীমার নিচের কোটি পরিবারকে প্রকল্পভুক্ত করে দারিদ্র্যকে শূন্যের কোঠায় পৌছে দেওয়া।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা'র স্বপ্ন-প্রসূত 'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২০ সালের মধ্যে ১ লক্ষ ১ হাজার ৪২টি গ্রাম সংগঠনের আওতায় ৬০ লক্ষ দরিদ্র পরিবারকে সুসংগঠিত করে এদেশ থেকে স্থায়ীভাবে দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ চলছে।
- মার্চ, ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৯৫ হাজার ৩৮৬ টি সমিতি গঠিত হয়েছে যার অধীনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় ২ কোটি ১২ লক্ষ ৩৩ হাজার জন।
- কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাতে আগামী ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোট ৬৬ হাজার ২৩৪ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ছিল ৫৯ হাজার ৬৭৭ কোটি টাকা।

২. আশ্রয়ণ প্রকল্প

২.১. প্রকল্পের ভিশন:.

বিপন্ন আশ্রয় ও গৃহহীনে গৃহ

- বিপন্ন মানুষের আশ্রয় ও গৃহহীনে আবাসন নিশ্চিত করা।
- আশ্রয়ণ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল, অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন
- ঋণ প্রদান ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহে সক্ষম করে তোলা
- আয়বর্ধক কার্যক্রম সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ।

২.২. সরকারের গৃহিত কার্যক্রম

- ১৯৯৭ সালের ১৯ মে কক্সবাজার জেলাসহ পার্শ্ববর্তী এলাকা ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত হওয়ায় বহু পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়ে। তদানীন্তন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঐ এলাকা পরিদর্শনে যান। তিনি মানুষের দুঃখ দুর্দশা দেখে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েন এবং সকল গৃহহীন পরিবারসমূহকে পুনর্বাসনের তাৎক্ষনিক নির্দেশ দেন। তারই পরিপেক্ষিতে ১৯৯৭ সালে "আশ্রয়ণ" নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।
- সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ১৯৯৭ থেকে জানুয়ারি ২০১৬ সাল পর্যন্ত তিনটি পর্যায়ে আশ্রয়ণ প্রকল্পে ১ লাখ ৩৯ হাজারের বেশি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।
- তন্মধ্যে আশ্রয়ণ- ২ প্রকল্পের মাধ্যমে ৭৮৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৩ হাজারের বেশি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়েছে।
- বর্ণিত প্রকল্পের সাফল্য ও ধারাবাহিকতায় ২০১০-২০১৭ (সংশোধিত) মেয়াদে ৫০,০০০ গৃহহীন, ছিন্নমূল পরিবার পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আশ্রয়ণ ২ প্রকল্প গ্রহণ করেছে সরকার।
- সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত তিন (০৩) টি ফেজে ১৭৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ১,৪০,১২৮টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়,
- সারাদেশে গ্রামাঞ্চলে ব্যারাক হাউজ এবং বিভাগীয় সদর ও রাজউক, বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন এলাকা, জেলা ও উপজেলা সদর এবং পৌরসভা এলাকায় বহুতল ভবন নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- পুনর্বাসিত ভূমিহীন, গৃহহীন, দুর্দশাগ্রস্ত ও ছিন্নমূল পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে ভূমির মালিকানা স্বত্বের দলিল/কবুলিয়ত সম্পাদন, রেজিষ্ট্রি ও নামজারী করে দেয়া হয়।
- পুনর্বাসিত পরিবার সমূহের জন্য সম্ভাব্য ক্ষেত্রে কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ, মসজিদ নির্মাণ, কবর স্থান, পুকুর ও গবাদি পশু প্রতিপালনের জন্য সাধারণ জমির ব্যবস্থা করা হয়। পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন উৎপাদনমুখী ও আয়বর্ধক কর্মকান্ডের জন্য ব্যবহারিক ও কারিগরী প্রশিক্ষণ দান এবং প্রশিক্ষণ শেষে তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়।

১. আশ্রয়ণ প্রকল্প (১৯৯৭ - ২০০২)

২.আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ- ২) (২০০২ - ২০১০)

৩. আশ্রয়ণ- ২ প্রকল্প (২০১০ - ২০১৭)

Feel free to join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

২.৩. আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় গৃহীত প্রধান প্রধান কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

প্রকল্প বাছাই	প্রশিক্ষণ প্রদান
ভূমি উন্নয়ন	ঋণ প্রদান
ব্যারাক নির্মাণ	বৃক্ষ রোপণ
উন্মুক্ত পদ্ধতিতে উপকারভোগী বাছাই	ঘাটলা ও অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ
ভিজিএফ (VGF) প্রদান (ব্যারাকে ওঠার পরবর্তী তিন মাস)	টিউবওয়েল স্থাপন

২.৪. আশ্রয়ণ-২ (দারিদ্র্য বিমোচন ও পুনর্বাসন) প্রকল্প

- ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবারগুলোকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে গ্রহণ করা হয় আশ্রয়ণ প্রকল্প।
- ১৯৯৭-২০০২ সাল পর্যন্ত ৩০০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৭,২১৪০ টি পরিবারকে এ প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসন করা হয়েছে।
- ২০০২-২০১০ মেয়াদে আশ্রয়ণ (ফেইজ-১) প্রকল্পের অধীনে ৬০৮.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫৮,৭০৩ টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।
- আশ্রয়ণ প্রকল্প ও আশ্রয়ণ (ফেইজ-২) প্রকল্পের সাফল্য ও ধারাবাহিকতায় ২০১০-২০১৯ মেয়াদে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
- আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় মোট ২.৫ লক্ষ গৃহহীন, ছিন্নমূল পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
- প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেক পরিবারকে ৩০ হাজার টাকা ঋণ দেয়া হয়।
- এখন পর্যন্ত এ প্রকেল্পের আওতায় ৫৩.৭৫ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, বিজিএফ, বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান, নলকূপ স্থাপন, লেট্রিন ও বাথরুম স্থাপনের কাজ করা হচ্ছে এটি একটি সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প।

৩. ডিজিটাল বাংলাদেশ

"দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বাংলাদেশ খুব দ্রুত এই গুরুত্ব অনুধাবন করেছে।"

- জিম ইয়ং কিম, প্রেসিডেন্ট, বিশ্ব ব্যাংক

৩.১. প্রকল্পের ভিশনঃ জনগণের দোরগড়ায় অনলাইন রাষ্ট্রীয় সেবা পৌছানো

৩.২. ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রগতি ঃ

জনগণের দোগড়ায় ই-সেবা

- দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে তথ্য ও সেবাকেন্দ্র চালু হয়েছে।
- সকল জেলায় তৈরি হয়েছে জেলা তথ্য বাতায়ন ও জেলা ওয়ান-স্টপ সেবাকেন্দ্র।
- বিশ্বের অন্যতম বিশাল ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে।
- কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত এ পোর্টালের সংখ্যা প্রায় ২৫০০০।
- দেশের সবক'টি উপজেলাকে আনা হয়েছে ইন্টারনেটের আওতায়।
- সরকারী ক্রয় প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্পাদন করার বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে।
- ৩-জি, ৪-জি প্রযুক্তির মোবাইল নেটওয়ার্কের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
- মোবাইল ব্যাংকিং, জীবন বীমা, মাটি পরীক্ষা ও সারের সুপারিশ, বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ এবং জমির পর্চাসহ অন্যান্য সেবা পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি।
- প্রায় ৪ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন।
- উপজেলা ও জেলা হাসপাতালগুলোতে মোবাইল স্বাস্থ্যসেবা চালু। টেলিমেডিসিন সিস্টেম চালু।
- মোবাইল টেলিফোন সিমের সংখ্যা ১২ কোটি ৩৭ লক্ষে উন্নীত।
- ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা সাড়ে চার কোটিতে উন্নীত।
- ৫৮টি জেলার ১৭৮টি উপজেলা ও ৪২টি গ্রোথ সেন্টারে ডিজিটাল টেলিফোন প্রদান।
- ৩টি পার্বত্য জেলার ২০টি উপজেলায় ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ স্থাপন।
- বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা পরিচালনার জন্য বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ, আইসিটি ফেলোশিপ ও অনুদান প্রদান।
- ২০২১ সালের অনেক আগেই "ডিজিটাল বাংলাদেশ" প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা সৃষ্টি।
- ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নকে বাস্তবতায় রূপ দিতে বাংলাদেশ সরকার দেশের তৃণমূল পর্যায়ে প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি সেবা পৌছে দেবার অভিপ্রায়ে দেশের ৪৫৫০টি ইউনিয়ন পরিষদে স্থাপন করা হয়েছে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার।

৫,২৭৫ ডিজিটাল সেন্টার	২৩০ এর বেশি সেবা
এলাকার উদ্যোক্তারদের আয় মাসে ৫ কোটি টাকার বেশি	৪০ লক্ষ মাসিক ব্যবহারকারী

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

- সরকারী ক্রয় প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্পাদন করার বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে চালু করা হয়েছে ই-টেন্ডার।

৪টি মূল লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ভিশনের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

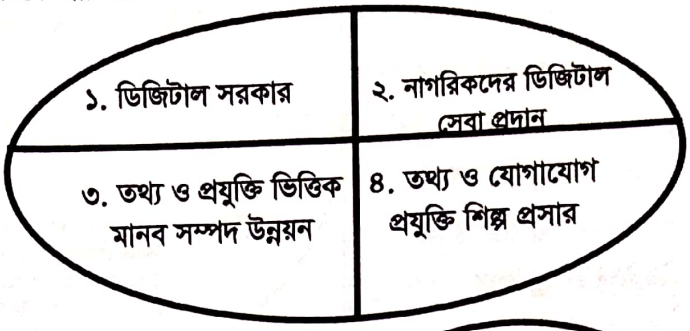

৪. শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি

৪.১. প্রকল্পের ভিশন:

১. বিদ্যালয়গামী ও ঝরে পড়া সকল শিশুর শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা।
২. বিনামূল্যে বই বিতরণ ও উপবৃত্তি দেওয়ার 'শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম।
৩. শিক্ষা কার্যক্রমে সরকারি বেসরকারি সংস্থা এবং সমাজের বিত্তশালীদের সম্পৃক্ত করণ।
৪. শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধসহ সকল পর্যায়ে শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণ।

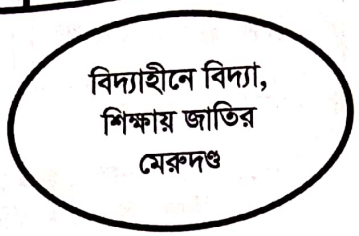

৪.২. প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

- সুবিধাবঞ্চিত গরিব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে, গঠন করা হয়েছে "শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট"।

৪.৩. উপবৃত্তি ও বই বিতরণ

- ষষ্ঠ থেকে স্নাতক ও সমমান শ্রেণি পর্যন্ত দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বিনা বেতনে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি ও উপবৃত্তি প্রদান।
- প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রকল্প এর আওতায় ১,২৯,৮১০ জন ছাত্রীকে মোট ৭২.৯৫ কোটি টাকা উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।
- ৬ষ্ঠ থেকে সম্মান পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে মোট ২৮৯১৩৩০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে সর্বমোট ৬৬৮.১৫ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রমে ছাত্রীদের পাশাপাশি ছাত্রদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ে ১৪,৬৭৭ জন ছাত্র এবং ১,৪৮,৪০২ জন ছাত্রীসহ মোট ১,৬৩,০৭৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৯১,৬৫,০৩,৯৮০ (একানব্বই কোটি পঁষট্টি লক্ষ তিন হাজার নয়শত আশি) টাকা উপবৃত্তি বাবদ বিতরণ করা হয়েছে।
- ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের ২৬ এপ্রিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে সরাসরি উপবৃত্তি প্রদান করেন এবং একই দিনে সারাদেশে একযোগে উপবৃত্তি বিতরণ করা হয়।
- উপবৃত্তির আওতাভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ৪৮ লাখ থকে ৭৮ লাখে উন্নীত করা হয়েছে।
- বছরের প্রথম দিনেই স্কুল পর্যায়ে শতভাগ ছাত্রছাত্রীর হাতে নতুন বই তুলে দেওয়া হচ্ছে।

৪.৪. শিক্ষাকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেবার জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো ঃ

- শতভাগ ছাত্রছাত্রীর মাঝে বিনামূল্যে বই বিতরণ কার্যক্রম।
- নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নেবার জন্য প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত চালু করা হয়েছে উপবৃত্তি ব্যবস্থা।
- বর্তমান ২৬ হাজার ১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নতুন করে জাতীয়করণ করেছে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষকের চাকরি সরকারীকরণ করা হয়েছে।
- ১৯৯০ সালে বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিশুর শতকরা হার ছিল ৬১, বর্তমানে তা উন্নীত হয়েছে শতকরা ৯৭.৭ ভাগে।

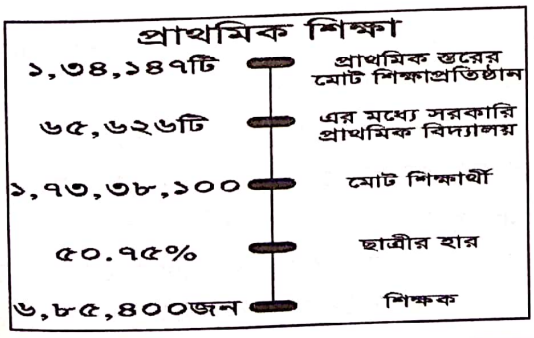

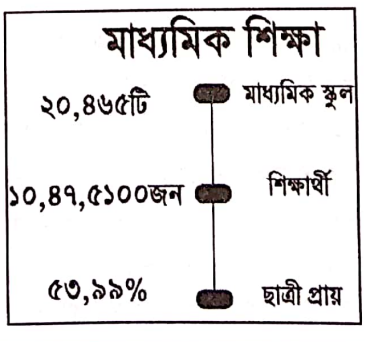

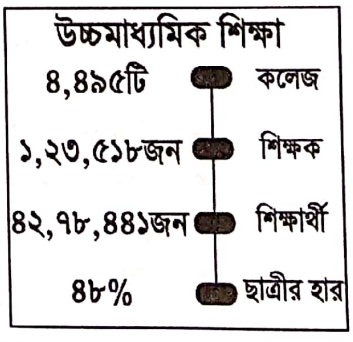

Feel free to join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

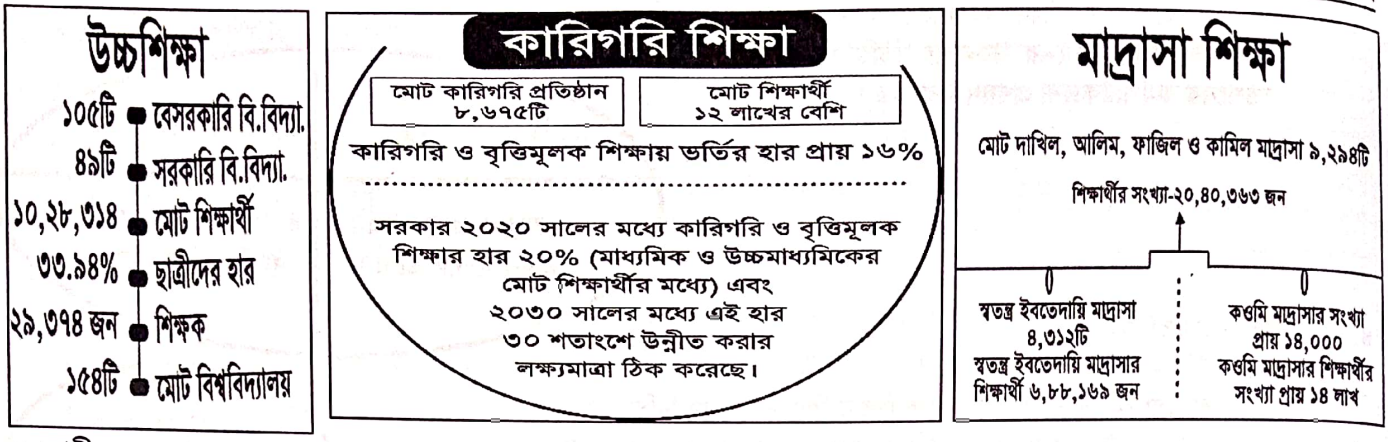

৫. নারীর ক্ষমতায়ন

৫.১. ভিশন: সকল ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি

৫.২. নারীর ক্ষমতায়নে গৃহিত কার্যক্রম :

সর্বক্ষেত্রে নারীর অর্থবহ অংশগ্রহণ

- ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর, শেখ হাসিনার সরকার নারী উন্নয়নের জন্য নানাবিধ কর্মসূচী ও প্রকল্প হাতে নেয়া শুরু করেছেন।
- সরকার নারীকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করাকে নারীর ক্ষমতায়নের প্রধানতম চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনায় নিয়েছেন।
- বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার জাতীয় পর্যায়ে লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে এমডিজি-৩ যথার্থভাবেই অর্জনে সমর্থ হয়েছে।
- নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নকে এগিয়ে নিতে তাদেরকে প্রশিক্ষিত করা, কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা, শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হচ্ছে।
- অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে নিতে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় দুঃস্থ নারী ভাতা, মাতৃকালীন এবং দুগ্ধদায়ী মায়ের জন্য ভাতা, অক্ষম মায়ের ভাতা, তালাকপ্রাপ্তা ভাতা ইত্যাদি সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।
- অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ দেয়া হয় মাত্র ৫% সেবামূল্যের বিনিময়ে।
- নারী উদ্যোক্তারা ক্ষুদ্র উদ্যোগ তহবিলের ১০% এবং বাণিজ্যিক খাতের ১০% ঋণ পেয়ে থাকে।
- বর্তমানে ৩০ লাখের বেশি নারী কেবল তৈরি পোষাক কারখানায় তথা গার্মেন্টসে কাজ করে।
- বাংলাদেশের নারী শ্রমশক্তি ২০১০ সালের ২৪% থেকে উন্নত হয়ে ২০১৩ তে এসে ৩৬% হয়েছে।
- জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা আরো ৫টি বাড়িয়ে, ৫০টি করা হয়েছে।
- স্থানীয় সরকারের ১২,০০০ এর বেশি নারী জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন।

৫.৩. নারী ও শিশু উন্নয়নে অর্জন ঃ

- নারীর সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে "জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা- ২০১১"।
- নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করতে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত চালু করা হয়েছে উপবৃত্তি কার্যক্রম। সমাজের প্রতিটি স্তরে নারী অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে গৃহীত হয়েছে নানামুখী পদক্ষেপ।
- প্রযুক্তি জগতে নারীদের প্রবেশকে সহজ করতে ইউনিয়ন ডিজিটাল কেন্দ্রের মতো ইউনিয়ন ভিত্তিক তথ্যসেবায় উদ্যোক্তা হিসেবে একজন পুরুষের পাশাপাশি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে একজন নারী উদ্যোক্তাকেও।
- "জাতীয় শিশু নীতি- ২০১" প্রণয়নের মাধ্যমে সুরক্ষিত করা হয়েছে শিশুদের সার্বিক অধিকারকে।
- দেশের ৪০টি জেলার সদর হাসপাতাল এবং ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্থাপন করা হয়েছে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল।
- দুঃস্থ, এতিম, অসহায় পথ-শিশুদের সার্বিক বিকাশের জন্য স্থাপন করা হয়েছে ১৫টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র।
- তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের নারী ও শিশুর উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভূষিত করা হয়েছে জাতিসংঘের সাউথ-সাউথ এওয়ার্ডে।

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

৫.৪. নারীর ক্ষমতায়নে অর্জন ঃ

১. নারী বঞ্চনার তিক্ত অতীত পেরিয়ে বাংলাদেশ নারীর ক্ষমতায়নে অনেকদূর এগিয়েছে পোশাকশিল্পে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ দেশ। আর এই শিল্পের সিংহভাগ কর্মী হচ্ছে নারী।

২. ক্ষুদ্রঋণ বাংলাদেশে গ্রামীণ উন্নয়নে ও নারীর ক্ষমতায়নে অভূতপূর্ব অবদান রেখেছে আর ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে ৮০% এর উপর নারী। বাংলাদেশ সরকার নানাভাবে নারী উদ্যোক্তাদের অনুপ্রেরণা দিয়ে এসেছে।

৩. রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারী প্রতিষ্ঠান ছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীদের সাফল্যের হার বেশি।

৬. ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ ঃ

৬.১. ভিশন : আর্থ সামাজিক ও মানব সম্পদ উন্নয়নে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানো

- ২০১৮ সালে বিদ্যুৎ খাতে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অর্জনের মধ্যে রয়েছে বিদ্যুৎ সংযোজন, যার ফলে বিদ্যুতের সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৪৭ শতাংশ থেকে ৯৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।
- বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৩,৬৭৫ মেগাওয়াট, যা ২০০৬ সালে ছিল ৫ হাজার ২৪৫ মেগাওয়াট।
- মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ১৮৩ কিলোওয়াট ঘণ্টা থেকে বেড়ে ৫১০ কিলোওয়াট ঘণ্টায় দাঁড়িয়েছে।
- নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে ৪০ লক্ষ গ্রাহককে।
- ছয় বছরে ৬৬টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হয়েছে।
- দেশে বর্তমানে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা ১৩৬টি।
- ভারত থেকে প্রত্যাশিত ৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানী করেছে সরকার।
- রূপকল্প-২১ সাল নাগাদ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৪ হাজার মেগাওয়াট উন্নীত করা হবে।

শিল্পায়ন ও উন্নয়ন সহায়ক বিদ্যুৎ উৎপাদন

৬.২. বিদ্যুৎ খাত

- বর্তমানে দেশের মোট জনগণের ৯৪ শতাংশ বিদ্যুৎ সুবিধার (নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) আওতায় এসেছে। বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য বর্তমান সরকার বিদ্যুৎ খাতে তাৎক্ষণিক, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।
- বাংলাদেশের কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে।
- আগামী ২০২১ সালের মধ্যে দেশের সকল নাগরিককে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনার লক্ষ্যে সরকার বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন এবং সংস্কার ও পুনগঠন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছ।

৬.৩. বিদ্যুৎ উৎপাদন মহাপরিকল্পনা- ২০৪১

সাল	বিদ্যুৎ চাহিদা (মেঃওঃ)	বিদ্যুৎ উৎপাদন (মেঃওঃ)	মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন (মেঃওঃ)	২০২১ সালের মধ্যে দেশের ১০০% জনসংখ্যাকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতাভুক্ত করা হবে।
২০২১	১৯,০০০	২৪,০০০	৭০০	
২০৩০	৩৩.০০০	৪০,০০০	৮১৫	
২০৪১	৫২,০০০	৬০,০০০	১৪৭৫	

৬.৪. এক নজরে বিদ্যুৎ খাত :

ক্রঃনং	নির্দেশক	২০০৯	২০১৮
১.	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	২৭	১৩৬
২.	বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (MW)	৪৯৪২	২২৫৬২ (ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্যসহ)
৩.	সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন	৩২৬৮ (৬ জানু, ২০০৯)	১২৮৯৩ (২৯ মে, ২০১৯)
৪.	মোট সঞ্চালন লাইন (সা.কি.মি.)	৮০০০	১১৬৫০
৫.	গ্রিড সাব-স্টেশন ক্ষমতা (MVA)	১৫৮৭০	৪১১৯৫
৬.	বিদ্যুৎ আমদানি (M.W)		১১৬০
৭.	বিতরণ লাইন (কি.মি.)	২ লাখ ৬০ হাজার	৫ লাখ ৪২ হাজার
৮.	সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী	৪৭%	৯৪%
৯.	মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন (কি.ও.ঘ.)	২২০	৫১০
১০.	বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা	১ কোটি ৮ লাখ	৩ কোটি ৫১ লাখ
১১.	ADP তে বরাদ্দ (কোটি)	২৬৭৭	২৮,৮৬২ (২০১৯-২০)
১২.	বিতরণ সিস্টেম লস (%)	১৪.৩৩	৯.৩৫

Feel free to join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র- ২৪০০MW - ২৪০০ MW - প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র - জাতীয় বিদ্যুৎ চাহিদার ১১.৫৫% সরবরাহ করবে - ১১ লাখ ৪০ হাজার বাড়িতে বিদ্যুৎ দেওয়ার সক্ষমতা। - ইউনিট- ১ ⇒ ২০২৩ - ইউনিট- ২ ⇒ ২০২৪	**মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ প্রকল্প- ১২০০ MW** - ১২০০ MW কয়লাভিত্তিক - নূন্যতম পরিবেশ দূষণ - ৪.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পরিপূর্ণ বিদ্যুৎ প্রাণকেন্দ্র - কয়লা পরিবহনে গভীর সমুদ্রবন্দর - ২০২৩ সাল। (সম্পন্ন) - Ultra Super Critical Technology will be used (পরিবেশ যাতে দূষণ না হয়)
পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্র- ১৩২০ MW - Ultra Super-Critical কয়লাভিত্তিক - Coal-Yard আমদানি করা কয়লা রাখা হবে। - প্রথম ইউনিট- ১ চালু হবে ২০১৯। - কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে ২০০০০MW বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা করছে। - প্রকল্প ব্যয়→ ১২,২৮৪ কোটি টাকা • ৩০% - জাতীয় সম্পদ • ৭০% - আন্তর্জাতিক উৎস থেকে সংগৃহীত হবে। - প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ ৬ টাকা।	**রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র- ১৩২০ MW- কয়লা ভিত্তিক** - National Thermal Power Co-operation + BPDB=BIFPC (BD India Friendship Power Company) - সুন্দরবনের Exclusive Zone. এর বাইরে প্রতিষ্ঠিত - বিশেষ কয়লা ব্যবহৃত হবে এবং নির্গমন ও দূষণকে গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহৃত হবে। - ২০২১ - ফ্লু গ্যাস সালফার দূরীকরণ কেন্দ্র

৭. সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহ

৭.১. ভিশন: বয়স্ক, অসহায়, অক্ষম ও পিছিয়ে পড়া মানুষের আর্থ সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

৭.২. সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহ

অসহায় নাগরিকদের সুরক্ষা

- বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম
- বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের জন্য ভাতা
- অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা
- দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা
- অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সম্মানী ভাতা
- শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রেশন
- সরকারি শিশু পরিবার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহে নিবাসীদের খোরাকি ভাতা
- বেসরকারি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন মঞ্জুরি
- বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী (পরিধেয় বস্ত্র, কম্বল, বিস্কুট, ঢেউটিন ইত্যাদি)
- দূর্যোগ অনুদান
- দুঃস্থ সংস্কৃতি সেবীদের জন্য ভাতা কার্যক্রম।

৭.৩. জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র, ২০১৫ প্রণয়ন

- দারিদ্র্য বিমোচন এবং বৈষম্য হ্রাসকরণে জাতয়ি সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়। দারিদ্র জনগণের অবস্থা উন্নয়নে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে প্রতিবছর বরাদ্দ বৃদ্ধি করে চলছি। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এই খাতে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ ৭৪,৩৬৭ কোটি টাকা। বর্তমানে দেশের প্রায় এক-চতুর্থাংশ পরিবারকে সামাজিক নিরপত্তা কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে।

Feel free to join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

- বাংলাদেশ সরকার "Leaving No one Behind" কে সামনে রেখে প্রণয়ন করেছে "National Social Security Strategy (NSSS)", যার মুখ্য উদ্দেশ্য মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি এবং সামাজিক নিরাপত্তা আনয়ন। National Social Security Strategy (NSSS) এর আওতায় কর্মসূচিসমূহকে ৫টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে।

❑ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় পুনর্বাসন:

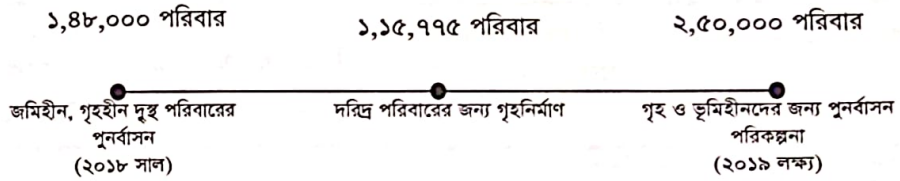

৭.৪. ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য সামাজিক সুরক্ষা খাতের আওতাসমূহ::

আগামী ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য সামাজিক সুরক্ষা খাতের আওতা বাড়ানোর প্রস্তাবসমূহ:

- বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সম্মানী ভাতা ১০ হাজার টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১২ হাজার ঢাকায় উন্নীত করা;
- বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ৪০ লক্ষ থেকে ৪৪ লক্ষ জনে বৃদ্ধি;
- বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতাভোগীর সংখ্যা ১৪ লক্ষ থেকে ১৭ লক্ষ্যে বৃদ্ধি;
- সকল অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের ভাতা দেয়ার লক্ষ্যে ভাতাভোগীর সংখ্যা ১০ লক্ষ্য হতে ১৫.৪৫ লক্ষে বৃদ্ধি;
- প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের উপবৃত্তির সংখ্যা ৯০ হাজার হতে ১ লক্ষ জনে বৃদ্ধি, উপবৃত্তির হার বাড়িয়ে প্রাথমিক স্তরে ৭০০ টাকা হতে ৭৫০ টাকায়, মাধ্যমিক স্তরে ৭৫০ টাকা হতে ৮০০ টাকায় এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৮৫০ টাকা হতে ৯০০ টাকায় বৃদ্ধি;
- সকল হিজড়াকে অন্তর্ভুক্ত করে হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা ৬০০০ জনে উন্নীত করা;
- বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উপকারভোগীর সংখ্যা ৬৪ হাজর থেকে ৮৪ হাজারে বৃদ্ধি;
- ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা ১৫ হাজার থেকে ৩০ হাজারে বৃদ্ধি;
- চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা ৪০ হাজর হতে ৫০ হাজারে বৃদ্ধি;
- দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতাভোগীর সংখ্যা ৭ লক্ষ হতে ৭ লক্ষ ৭০ হাজার জনে বৃদ্ধি;
- কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তার আওতায় ভাতাভোগীর সংখ্যা ২ লক্ষ ৫০ হাজার হতে ২ লক্ষ ৭৫ হাজারে বৃদ্ধি

৮. কমিউনিটি ক্লিনিক

৮.১. ভিশন : গ্রামীণ জনপদে দরিদ্র্য মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।

তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা

- সাধারণ মানুষের হাতের নাগালের মধ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের কাজ শুরু করে।
- ১৩ হাজার ৫০০ ক্লিনিক স্থাপিত হয়েছে, এর ১২ হাজার ৯০৬টি পুরোদমে চালু রয়েছে।
- কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে ৮২ শতাংশ এলাকাবাসী সেবা নেয়।
- এ পর্যন্ত ৪০ কোটিরও বেশি ভিজিটের মাধ্যমে জনগণ কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে সেবা গ্রহণ করেছেন।
- কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে এখন বিনামূল্যে ৩২ ধরনের ওষুধের পাশাপাশি স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি পরামর্শ দেওয়া হয়।

Feel free to join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

৮.২. কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবা-

- কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের প্রসবপূর্ব প্রতিষেধক টিকাদানসহ প্রসব পরবর্তী সময়ে নবজাতকসহ মাকেও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়।
- সময় মতো যক্ষ্মা, ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি, পোলিও, ধনুস্টংকার, হাম, হেপাটাইটিস-বি, নিউমোনিয়া টিকা দানসহ শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়।
- কমিউনিটি ক্লিনিকে যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, কুষ্ঠ, কালাজ্বর, ডায়রিয়াসহ অন্যান্য সংক্রামক রোগের সীমিত চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে।
- সাধারণ জখম, জ্বর, ব্যথা, বিষক্রিয়া, দংশন, পোড়া, হাঁপানি, চর্মরোগ ক্রিমি এবং চোখ, দাঁত ও কানের সাধারণ রোগের ক্ষেত্রে লক্ষণ ভিত্তিক প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করা হয়।
- অস্থায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সংক্রান্ত বিভিন্ন উপকরণ যেমন- কনডম, পিল, ইসিপি ইত্যাদি সরবরাহ ও বিতরণ করা হয়।

বর্তমানে সারা দেশে ১৩,৭৭৯ টি কমিউনিট ক্লিনিক সম্পূর্ণরূপে কার্যকর রয়েছে	প্রতিটি প্রায় ৬,০০০-৮,০০০ জনগণকে সেবা প্রদান করছে
প্রতিদিন গড়ে ৪০ জন সেবা প্রার্থী একটি কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে সেবা গ্রহণ করে থাকনে	এদের ৮০ শতাংশই নারী ও শিশু।
এ সময়কালে ৩.৬৯ কোটির ও বেশি রোগীকে জরুরী প্রয়োজনে ও জটিলতার জন্য উচ্চতর সেবা কেন্দ্রে রেফার করা হয়েছে।	২০০৯ সাল থেকে শুরু করে আগষ্ট, ২০১৮ পর্যন্ত কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো থেকে ৭৫ কোটিরও বেশি সংখ্যক বার সেবা নেয়া হয়েছে।
'কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার' (সিইএইচসিপি) নিয়োগপূর্বক তাদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষন প্রদান করে এবং পর্যপ্ত ঔষধ ও পরিবার-পরিকল্পনা সামগ্রী বিতরণের মাধ্যম	সারাদেশে প্রায় ৪,০০০ কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাভাবিক প্রসব সম্পন্ন হয়েছে।

৯. বিনিয়োগ বিকাশ

- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ ব্র্যান্ডিংয়ে এবার যুক্ত হলো 'বিনিয়োগ বিকাশ' কর্মসূচী।
- দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণে এই কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।
- বিনিয়োগের প্রধান বাধাগুলো কি তা চিহ্নিত করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।
- এ লক্ষ্যে জাতীয় শিল্পনীতিও বিনিয়োগবান্ধব করা হয়েছে।
- সরকারের এই উদ্যোগকে বিদেশীরা ইতিবাচক হিসেবে দেখছে বলে দাবি করেছেন উদ্যোক্তারা।
- এছাড়া ভারত, চীন, জাপান ও কোরিয়ার বিনিয়োগ বাড়াতে ওই দেশগুলোর জন্য পৃথক অর্থনৈতিক অঞ্চল সংরক্ষণ করার ঘোষণা দেয়া হয়েছে।
- ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেছেন।
- দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নে ৩০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের অনুমোদন দিয়েছে সরকার।
- দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ বাড়াতে আগামী ১৫ বছরে সারাদেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা হবে।
- এর ফলে দেশের রফতানি আয় বৃদ্ধি পাবে অতিরিক্ত ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে প্রায় ১ কোটি মানুষের।
- ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ বাড়ানো হবে।
- গত ১০ বছরে মোট বিনিয়োগ বেড়ে জিডিপির ২৫.৮ শতাংশ থেকে ২৮.৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।
- একই সময়ে সরকারী বিনিয়োগ জিডিপির ৫.৫ শতাংশ থেকে ৬.৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।
- ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ জিডিপির ২১ থেকে ২২ শতাংশের মধ্যে সীমিত রয়েছে।
- এই বাস্তবতায় সরকারের পক্ষ থেকে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ স্থবিরতা দূর করে মধ্যমেয়াদে (২০১৬-১৮) তা জিডিপির ২৪ শতাংশে উন্নীত করা হবে।
- একই সময়ে সরকারী বিনিয়োগও জিডিপির ৭ দশমিক ৮ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

Feel free to join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

৯.১. সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ ঃ

সাল	সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ	প্রবৃদ্ধি
২০১৮-১৯	$ ৩৮৯ কোটি	৫০.৭৩%

৯.২. বেপজায় বিনিয়োগ ঃ

একই সময়ে বাংলাদেশ রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ-বেপজায় বিনিয়োগ এসেছে ৩৩২ দশমিক ২২ মিলিয়ন ডলার।

৯.৩. বেপজায় কর্মসংস্থান ঃ

ইপিজেডে	চালু প্রতিষ্ঠানে	কর্মসংস্থানের
৮টি	৪৫৮টি	১৯৫৪৮

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে জিডিপি'র ৩১.৫৬ শতাংশে, পূর্ববর্তী অর্থবছের যা ছিল জিডিপি'র ৩১.২৩ শতাংশ।
- এর মধ্যে সরকারি এবং বেসরকারি উভয় বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে জিডিপি'র ৮.১৭ শতাংশ এবং ২৩.৪০ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে চিল যথাক্রমে জিডিপি'র ৭.৯৭ শতাংশ এবং জিডিপি'র ২৩.২৬ শতাংশ।
- অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বেসরকারি খাতে উৎপাদন, বিনিয়োগ ও রপ্তনি বৃদ্ধি অত্যাবশ্যক।
- টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে অর্থনৈতিক খাত বিশেষ করে শিল্প ও উৎপাদনশীল প্রকল্পে বিনিয়োগ একান্ত প্রয়োজন। উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার্বিক বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে।

১০. পরিবেশ সুরক্ষা ঃ

১০.১. ভিশন ঃ ২০২১ সালের মধ্যে দূষণমুক্ত বসবাসযোগ্য একটি সুস্থ, সুন্দর ও মডেল বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

১০.২. মিশন ঃ বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ, সুন্দর ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে-

১) পরিবেশগত বিধি-বিধানের সুষ্ঠু ও যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে পরিবেশ আইন অনুসরণে সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্বুদ্ধকরণ;

২) পরিবেশের টেকসই উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণ উৎসাহিতকরণ।

১০.৩. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

- পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য সংরক্ষণ ও সার্বিক উন্নয়ন।
- সকল প্রকার দূষণ ও অবক্ষয়মূলক কর্মকাণ্ড সনাক্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণ।
- সকল ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।
- সকল প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই, দীর্ঘ মেয়াদী ও পরিবেশসম্মত ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান।
- পরিবেশ সংক্রান্ত সকল আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগের সাথে সক্রিয় অংশগ্রহণ।
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ মোকাবেলায় অভিযোজন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

১০.৪. সরকারের গৃহিত কার্যক্রম ঃ

- দুষণমুক্ত সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিতকরণ ও পরিবেশবান্ধব প্রতিবেশ গড়ে তুলতে সরকার কাজ করছে।
- রূপকল্প-২০২১ এ পরিবেশগত উন্নয়নকে প্রাধান্য দেয়া হয়।
- Banglaesh Climate change strategy and Action Plan (BCCSAP)-2009 বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে।
- জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড নীতিমালা, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড আইন, ২০১০, Bangladesh Climate change Resilience Fund (BCCRF) গঠন করা হয়েছে।
- ওজোন স্তর রক্ষা ও পরিবেশকে অধিকভাবে দূষণমুক্ত রাখতে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয় কাজ করছে।

১০.৫. জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের ঝুকি ঃ

- বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চল পৃথিবীর বৃহৎ নদীর মোহনায় অবস্থিত।
- ৬০% ভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ৫ মিটার উপরে।
- Headly centre for Climate Prediction and Research (HCCPR) অনুযায়ী ২০৮১ সালে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা 80cm বৃদ্ধি পাবে।
- জার্মানভিত্তিক 'জার্মান ওয়াচ' এর ২০১৯ সালের গবেষণা প্রতিবেদনে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটতে পারে এমন দেশার তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান নবম।
- Providing Regional Climates for impact studies (PR =CIS) এর প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ১৯৬১-১৯৯০ সালের তুলনায় ২০৩০, ২০৫০, ২০৭০ সাথে যথাক্রমে ৪%, ২.৩% ৬.৭% বৃদ্ধি পাবে।
- বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষা অনুসারে প্রতি ৩-৫ বছরে বাংলাদেশের দুই-তৃতীয়াংশ অঞ্চল বন্যাপ্লাবিত হয়।

Feel free to join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

- Internal-Governmental Panel on Climate Change (IPCC) অনুসারে ২০৫০ সালে বাংলাদেশের ভূমির ১৭% এবং খাদ্য উৎপাদনের ৩০% হারিয়ে যাবে।
- ২০১০ সালে Economics of Adaption to climate change: Bangladesh' প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০৫০ সাল নাগাদ ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা মোকাবেলিয়া বাংলাদেশে বিনিয়োগ ও আবর্তন ব্যয় বাবদ যথাক্রমে ৫৫১৬ ও ১১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দরকার হবে।
- উন্নয়নশলি দেশের ভেতর বাংলাদেশ প্রথম জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় BCCSAP নামক সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।
- BCCSAP-এ ৬টি থিমেটিক এরিয়ায় ৪৪টি কার্যক্রম চিহ্নিত করছে।
- স্বল্পোন্নত দেশগুলোর ভেতর বাংলাদেশই জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (BCCTF) গঠন করেছে।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয় এই-তহবিলে।
- INDC এর পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০৩০ সাল নাগদ আন্তর্জাতিক সহযোগীতায় ১০% কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করার লক্ষ্যমাত্রাসহ বাংলদেশ তার নিজস্ব সহায়তায় ৫% কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।
- জলবায়ুপ রিবর্তন মোকাবিলায় বাংলদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রণীত হয়েছে ২০৩০ সালের মদ্যে চরম দারিদ্র্য দূর করে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জন করা এ পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

১০.৬. জলবায়ু বিপর্যয়ে দেশীয় অর্থায়ন ঃ

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২০টি মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ ছিল মোট জাতীয় বাজেটের ৪৫.৮৪%। জলবায়ু পরিবর্তন খাতে বরাদ্দ ছিল ৮.৮২%।
- বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাস্ট তহবিলের আওতায় ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ৬৮৭ টি প্রকল্প অনুমোদন পায়।

১০.৭. জলবায়ু সংকটে আন্তর্জাতিক অর্থায়ন ঃ

- Green Climate Fund (GCF) বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়নের অন্যতম প্রধান উৎস।
- IDCD ও PKSF National Implementing Entity হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।
- ২০১৮ সালের মে মাস পর্যন্ত ৮৫.৮২ মিলিয়ন ডলার বাংলাদেশের ৩টি প্রকল্পে অনুমোদন দিয়েছে।

১০.৮. বৈচিত্র সংরক্ষণ ঃ

- সংবিধানে পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কথা আছে।
- বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন-২০১৭ ও 'প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৬' প্রণীত আছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা উদ্যোগের স্বীকৃতি হিসেবে
জাতিসংঘের সর্বোচ্চ পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ' পুরস্কার পেয়েছেন
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রধানমন্ত্রীর এ ১০টি বিশেষ উদ্যোগ প্রচারের কার্যক্রম পরিচালনায় একটি প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)। 'দেশব্যাপী গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধকরণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি), ভিশন-২০২১ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্য অর্জনে সরকারকে সহযোগিতা করতে 'গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে প্রচার কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ' শীর্ষক এ প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ব্যয় ধরা হয়েছে ৫৯ কোটি ৬৩ লাখ ১৯ হাজার টাকা। চলতি বছর থেকে ২০২০ সালের নভেম্বরের মধ্যে এটি বাস্তবায়ন করবে গণযোগাযোগ অধিদফতর। প্রকল্পটির আওতায় প্রধান কার্যক্রম হচ্ছে, 'এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ' শীর্ষক আউটরিচ প্রেগ্রাম, চলচ্চিত্র নির্মাণ, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, মহিলা সমাবেশ, সঙ্গীতানুষ্ঠান এবং মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও টেলিভিশন ক্রয়সহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে পাঠানো এক নির্দেশনায় বলা হয়েছে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বে রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ও উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এমডিজি) সাফল্যের পর ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হচ্ছে দেশ। ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর দেশের সব মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করেন। একই সঙ্গে জনগণের দোরগোড়ায় ডিজিটাল সেবা পৌঁছানো, নারীর ক্ষমতায়ন, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানো, পরিবেশ সুরক্ষা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। গৃহীত উদ্যোগগুলোর সফল বাস্তবায়নে আমাদের ব্যক্তিগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

Reference:

1. cri.org.bd
2. জাতীয় তথ্য বাতায়ন
3. আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহার

Feel free to join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ

অথবা, বাংলাদেশ সরকারের সাফল্য

"As we have started the development journey overcoming many obstacles, God-willing, no one can stop this journey anymore."

— Honorable PM Sheikh Hasina

সুনিপুণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্বে বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত একদশকে বাংলাদেশের গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭% এর কাছাকাছি, ২০১৫ সালে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে স্বীকৃতি এবং স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা হতে মুক্তির যোগ্যতা অর্জন উল্লেখযোগ্য। সরকার এখন বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যেখানে থাকবে না কোনো অর্থনৈতিক বা সামাজিক বৈষম্য। এরই লক্ষ্যে সরকার পরিকল্পনা করেছে রূপকল্প-২০৪১ ও ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০।

১। অর্থনৈতিক অবস্থা:

Asian Development Bank মতে গড় ৪ বছরে GDP Growth প্রায় ৭-এর উপরে ধরে রেখে বাংলাদেশ বর্তমানে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সবচেয়ে দ্রুত ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির দেশ। United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD) মতে, ২০১৮ সালে দক্ষিণ এশিয়াতে বাংলাদেশে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) এসেছে।

IMF এর মতে বাংলাদেশ ২০১৭ সালে বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দশটি দেশের একটি। সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও বৈদেশিক ঋণ পরিশোধে বাংলাদেশ বরাবরই-তার দক্ষতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। বৈদেশিক ঋণের উপর বাংলাদেশের নির্ভরতাও দিন দিন কমে আসছে। ২০০৯ সালে যেখানে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ৩১.৫% তা ২০১৮ সালে নেমে দাড়ায় ২১.৮%। যেখানে ২০০৯ সালে চরম দারিদ্র্যের হার ছিল ১৭.৬% তা বর্তমানে নেমে দাড়িয়েছে ১১.৩%।

United Nations Committee for Development Policy ২০১৮ সালে ঘোষণা করেছে যে, বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তারিকা থেকে মুক্তির যোগ্যতা অর্জন করেছে এবং ২০২৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে এই স্বীকৃতি পাবে। মাঝের এই ৬ বছর বাংলাদেশের সক্ষমতার পর্যবেক্ষণ করা হবে।

"The world Bank Group is looking forward to working with Bangladesh to promote private sector investment by strengthening governance and improving the investment climate."

—— Jim Yong Kim
(Former President of World Bank)

১৯৭৫: Least Development Country (LDC) স্বল্প উন্নত দেশের স্বীকৃতি-by UNCDP.
↓
২০১৫: Lower Middle Income Country (নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের স্বীকৃতি)-by WB.
↓
২০১৮: LDC থেকে মুক্তির যোগ্যতা অর্জন।
↓
২০২৪: LDC থেকে আনুষ্ঠানিক মুক্তি।
↓
২০৩০: বিশ্বে ২৮তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ।
↓
২০৫০: বিশ্বে ২৩তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ।

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Asian Development Bank (ADB) বাংলাদেশকে ইতোমধ্যে Asian Tiger হিসেবে বিবেচনা করে। Goldmen Saches মতে বাংলাদেশ উদীয়মান অর্থনীতির দেশ "Next-II" এর একটি।

➤ **অর্থনৈতিক অঞ্চল পরিকল্পনা:**

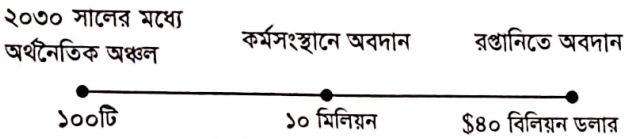

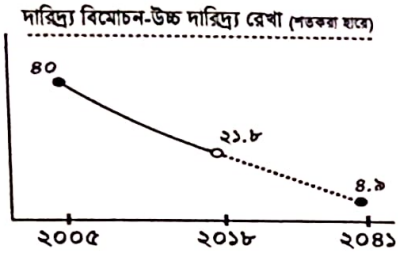

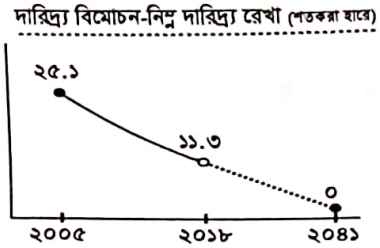

বাজেট সারাংশ

বিবরণ (বিলিয়ন USD)	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
GDP	২৭৯	২৯৭	৩২২
মোট আয়	৯.৬	৯.৮	১৩.১
মোট ব্যয়	১৪.৩	১৪.৮	১৮.১
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP)	৫.৪	৬	৭.৩

বিভিন্ন জাতীয় পরিকল্পনায় বাংলাদেশের অর্জন

পরিকল্পনার সময়কাল	পরিকল্পনা	Growth Target	Actual Growth
১৯৭৩-৭৮	প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	৫.৫	৪.০
১৯৭৮-৮০	দ্বি-বর্ষ পরিকল্পনা	৫.৬	৩.৫
১৯৮০-৮৫	দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	৫.৪	৩.৮
১৯৮৫-৯০	তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	৫.৪	৩.৮
১৯৯০-৯৫	চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	৫.০	৪.২
১৯৯৭-০২	পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	৭.০	৫.১
২০০৩-০৫	অন্তবর্তী দারিদ্র্য দূরীকরণ কৌশলগত (IPRSP)	-	৬.২১
২০০৫-০৮	National Strategy for Accelerated Poverty Reduction (NSAPR-I)	-	৬.৪১
২০০৯-১১	National Strategy for Accelerated Poverty Reduction (NSAPR-II)	-	৬.৩৩
২০১১-১৫	ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	৭.৩	৬.৩২
২০১৫-১৯	সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা		

২। **শিক্ষাখাত:**

গত একবছরে স্বাক্ষরতার হার ৬০% থেকে বেড়ে দাড়িয়েছে ৭২.৯% বর্তমানে পুরুষ শিক্ষার হার ৭৫.৭% এবং নারী শিক্ষার হার ৭০.১%। সরকার ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাজেটে শিক্ষাখাতে ব্যয় বাড়িয়েছে। এর পরিমাণ প্রায় $৭,২৭৬ মিলিয়ন যা মোট বাজেটের ১৭ শতাংশ।

বাজেট	শিক্ষাখাতে ব্যয়
২০১৮-১৯	$ ৬.৩১৬ মিলিয়ন
২০১৯-২০	$ ৭.২৭৬ মিলিয়ন

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

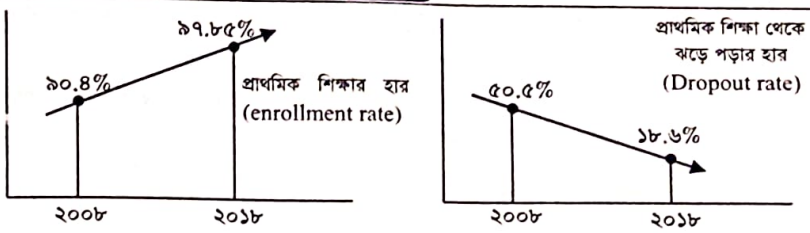

⇒ প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার হার– ৮১.৪%।

⇒ প্রাথমিক শিক্ষার নারীদের অংশগ্রহণ হার– ৯৯.৪০%।

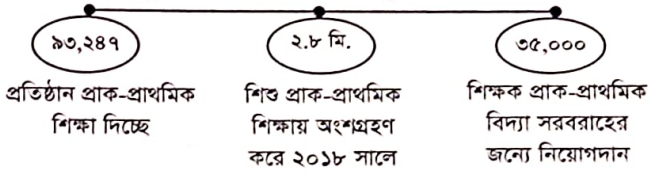

⇒ ৪৫,৯৭৭ প্রতিবন্ধী শিশুদের বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণ।

⇒ ২,৭৬,০০০ টি ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠিদের ভাষায় লিখিত পাঠ্য বই বিতরণ।

⇒ ৫,৮৫৭টি ব্রেইল পাঠ্যবই দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের মধ্যে বিতরণ।

⇒ নতুন ১৩টি পাবলিক ও ১০৩টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন।

➤ বৃত্তি প্রদানঃ (শিক্ষার্থী সংখ্যা)

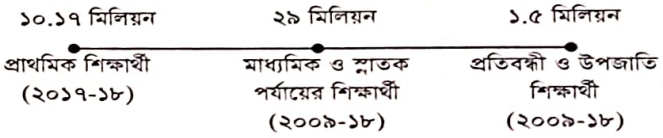

➤ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

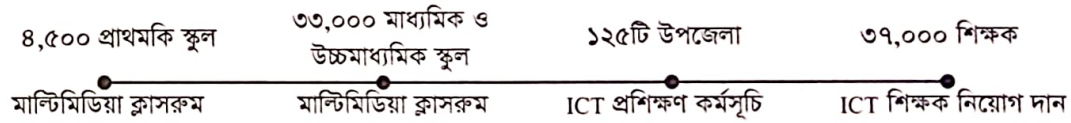

৩। স্বাস্থ্যখাতঃ

সরকার স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে সারাদেশে প্রায় ১৮,০০০ কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করেছে। এছাড়া ২০২৩ সালের মধ্যে দেশে Universal Health insurance চালু করার পরিকল্পনাও করছে।

৩.১. স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ

স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে সরকার যেসকল উল্লেখযোগ্য প্রকল্প গ্রহণ করেছে, তার মধ্যে রয়েছে:

- ✓ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ;
- ✓ সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও সকল জেলা সদর হাসপাতালে নেফ্রোলজি ইউনিট ও কিডনি ডায়াগনোসিস সেন্টার স্থাপন ;
- ✓ হবিগঞ্জ, নীলফামারী, নেত্রকোনা, মাগুরা ও নওগাঁ জেলায় মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে;
- ✓ প্রতিটি বিভাগীয় হাসপাতালের শিশু কার্ডিয়াক ইউনিট স্থাপনের জন্যও প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৩.২. ঔষধখাতের বিকাশে সহায়তা

ঔষধখাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে:

- ✓ ঔষধের কাঁচামাল ও ল্যাবরেটরি বিকারক উৎপাদনকারিদের রপ্তানি উৎসাহিতকরণে ২০ শতাংশ প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে;
- ✓ গজারিয়াতে ঔষধ শিল্পপার্ক স্থাপনার কাজ শুরু করা হয়েছে;

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

- ✓ অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার পাশপাশি ইউনানী, আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সেবা সংক্রান্ত গাইডলাইন ও ফার্মকোপিয়া প্রস্তুত করা হয়েছে;
- ✓ দেশে উৎপাদিত ট্রাডিশনাল মেডিসিন (ইউনানী, আয়ুর্বেদিক, হোমিওপ্যাথিক ও হার্বাল) এর গুণগত মান নিশ্চিতকল্পে একটি পৃথক ট্রাডিশনাল মেডিসিন টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হচ্ছে।

৩.৩. মানবসম্পদ উন্নয়নে সাফল্যের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

- ✓ বর্তমানে বাংলাদেশে প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল ৭২.৮ বছর;
- ✓ পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) ৩১ জনে, এক বছরের কম বয়সি শিশুদের ক্ষেত্র মৃত্যু হার ২৪ জনে;
- ✓ মাতৃমৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) ১.৭২ জনে নেমে এসেছে।

সরকারের এই অভূতপূর্ব সাফল্যের প্রতিফলন ঘটেছে বিশ্বব্যাংকের নতুন Human Capital Index 2018 তে, যাতে ১৫৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশর অবস্থান হয়েছে ১০৬ তম।

৩.৪. নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন

সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা High-level-panel on Water (HLPW) এর পরিচালনা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। HLPW এর প্রধান কাজ হলো "SDG-6: Clean Water and Sanitation" এর টার্গেটসমূহ অর্জন করা।
বর্তমানে ৮৭% জনসংখ্যা নিরাপদ পানি ব্যবহার করছে এবং ৭৭% জনসংখ্যা উন্নত স্যানিটটেশন সুবিধা পাচ্ছে।

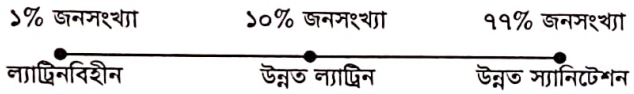

৪। দক্ষতা ও কর্মসংস্থান:

বাংলাদেশের বর্তমান শ্রমশক্তি প্রায় ৬৪ মিলিয়ন জনসংখ্যা। বৈদেশিক কর্মসংস্থান বাংলাদেশের দারিদ্র্য নিরসনে, বেকার সমস্যা নিরসনে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে।

২০১৮ সালে বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৭,৩৪,১৮১ শ্রমিক বাবদ বাংলাদেশের রেমিট্যান্স $১৬.৪২ বিলিয়ন যা বাংলাদেশে বৈদেশিক রিজার্ভ বাড়ানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অবদান রাখছে। বর্তমানে আমাদের বৈদেশিক রিজার্ভ $৩২.২৭ বিলিয়ন।

প্রবাসে বাংলাদেশী শ্রমিকের দক্ষতার মাত্রা

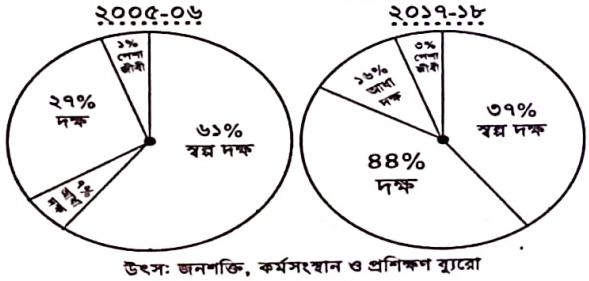

উৎস: জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো

বাংলাদেশের সামনে জনমিতিক লভ্যাংশের যে সুবর্ণ সুযোগ এসেছে তা কাজে লাগাতে হবে। 'তারুণ্যের শক্তি-বাংলাদেশের সমৃদ্ধি' এ শ্লোগানকে সামনে রেখে দেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াশ যুবসমাজকে সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল এবং উৎপাদনমুখী শক্তিতে রুপান্তরের জন্য সরকার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে:

- ✓ সারাদেশে ১১১টি প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং উপজেলা পর্যায়ে ৪৯৮ টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে;
- ✓ অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে (EEZ) কর্মসংস্থানের ব্যপক সুযোগ সৃষ্টি করা হবে;
- ✓ যুবকদের মধ্যে সকল প্রকার ব্যবসা উদ্যোগ (Startup) সৃষ্টির জন্য ১০০ কোটি টাকা চলতি অর্থবছরে বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

৫। শিশু উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন:

বিগত তিনদশক প্রায় নারী নেতৃত্বে বাংলাদেশ পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছে। দেশের এখন সর্বস্তরে নারীর অংশগ্রহণ লক্ষণীয়। Global Gender Gap Report 2018 মতে, বাংলাদেশ লিঙ্গ সমতায় দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে অবস্থান করছে।

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

৫.১. নারীর ক্ষমতায়ন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কিছু বিশেষ উদ্যোগের মধ্যে 'নারীর ক্ষমতায়ন' অন্যতম। সর্বশেষ বাজেট ২০১৯-২০ নারী উন্নয়নে প্রায় $১৯.২ বিলিয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে যা মোট দেশজ উন্নয়নের (GDP) ৫.৫৬%। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক নিরাপত্তার মাধ্যমে নারী উন্নয়ন বর্তমান বাজেটের অন্যতম লক্ষ্য। বর্তমান বাজেটে নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য শুল্কমুক্ত রাখা হয়েছে। সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে 'জয়ীতা ফাউন্ডেশন' যা উৎপাদন হতে বাজারজাতকরণ পর্যন্ত বিভিন্ন কাজে নারী উদ্যোক্তাদের সহায়তা দিয়ে থাকে। সরকারি চাকুরিজীবীদের প্রায় ২৭% নারী। এছাড়া বিভিন্ন সরকারি ও বেসকারি প্রতিষ্ঠানে নারীরা আজ বড় পদেও অবস্থান করছেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেত্রী, স্পিকার ও নারী এছাড়া ৫ জন নারী মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী পদে আছেন। Bangladesh Civil Sevice (BCS) এর অধীনে প্রায় ১,২৭৬ জন নারী প্রথম শ্রেণির চাকরিতে রয়েছেন।

পদবি	নারী সংখ্যা
সচিব	৯ জন
অতিরিক্ত সচিব	৮২ জন
যুগ্ম-সচিব	৯৯ জন
উপ-সচিব	৩০৬ জন
DC	৮ জন
ADC	১৫ জন
UNO	১২৭ জন

⇒ সরকার সংবিধানে নারীদের জন্য ৫০ টি সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা রেখেছে।

⇒ সন্তানের নামের সাথে মাতার নাম লিখার নিয়ম প্রণয়ন করে ২০০০ সালে।

⇒ "নারী ও শিশু উন্নয়ন নীতিমালা-২০১০" প্রণয়ন করে।

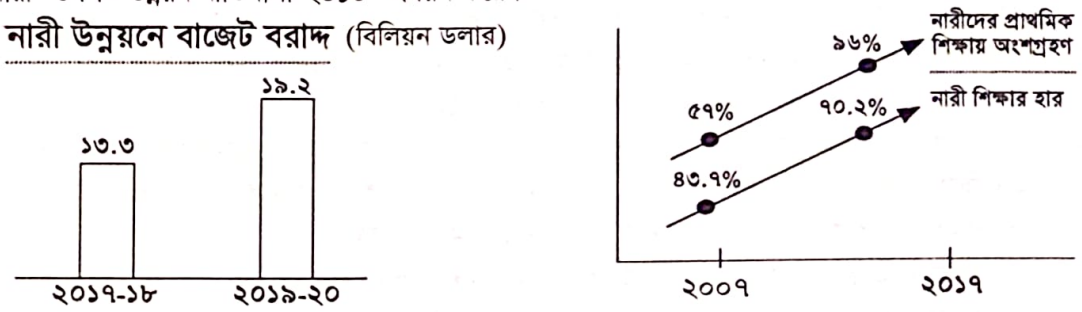

চিত্র: বাংলাদেশের নারী উন্নয়নের বর্তমান অবস্থা

৫.২. শিশুউন্নয়ন

শিল্প উন্নয়ন ও বিকাশে সরকার অবদান রেখে চলেছে। ১৯৯৫ সালে যেখানে ৫ বছরের নিচে শিশু মৃত্যুহার ১২৫/১০০০ ছিল, বর্তমানে তা ২৪/১০০০ এ এসে দাঁড়িয়েছে। আমাদের সরকার ২০১৫ সালে এক্ষেত্রে MDG Aword অর্জনে করেছিল বিশেষ সফলতার জন্যে।

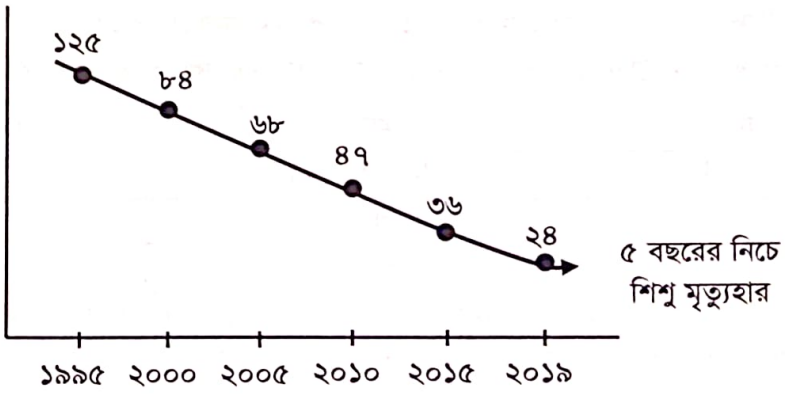

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

৬। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

বাংলাদেশে বর্তমানে ১৩৩টি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে চালু আছে। ২০০৯ সালে যেখানে ৪,৫০০ মেক্সাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হতো, সেখানে ২০১৯ সালে এখন উৎপাদন হচ্ছে ২২,০৫১ মেগাওয়াট।

⇒ প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন ২.৭৫ বিলিয়ন কিউবিক ফিট।

⇒ ২,৬৪,০০০ কি.মি. ডিস্ট্রিবিউশন লাইন নির্মাণাধীন।

⇒ ৩,৬৫০ সার্কিট কি.মি. ট্রান্সমিশন লাইন নির্মাণাধীন।

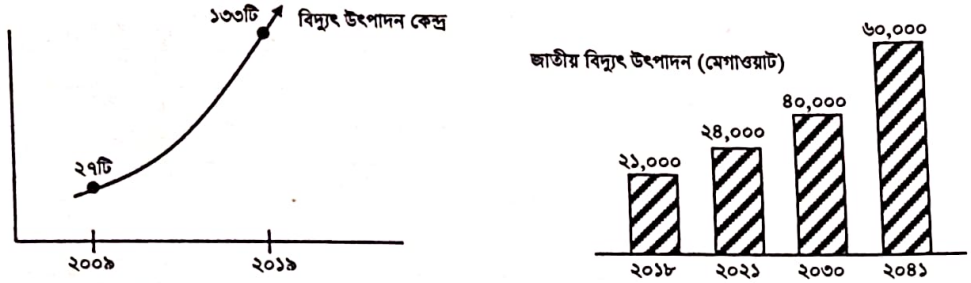

চিত্রঃ বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উন্নয়নের বর্তমান অবস্থা

- 'শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ' এ শ্লোগানকে সামনে রেখে সকলের জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে যথাক্রমে ২০২১ সালে মধ্যে ২৪ হাজার মেগাওয়াট, ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০ হাজার মেগাওয়াট ও ২০৪১ সালের মধ্যে ৬০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণকল্পে বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে, যার সুফল আমরা ইতোমধ্যে পেতে শুরু করেছে।
- বর্তমানে বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা ২১ হাজার ১৬৯ মেগাওয়াটে উন্নীত করা হয়েছে এবং দেশের প্রায় ৯৩ শতাংশ জনগোষ্ঠীকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছে।
- জমির প্রাপ্যতা, পরিবহন সুবিধা এবং লোড সেন্টার বিবেচনায় নিয়ে পায়রা, মহেশখালী ও মাতারবাড়ি এলাকাকে পাওয়ার হাব হিসেবে চিহ্নিত করে একাধিক মেগা প্রকল্পসমূহ বাস্তাবয়ন করছে। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো:
  - ✓ রামপাল ১ হাজার ৩২০ মোগাওয়াট মৈত্রী সুপার থার্মাল প্রজেক্ট,
  - ✓ মাতারবাড়ি ১২০০ মেগাওয়াট আল্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল কয়লা প্রকল্প,
  - ✓ পায়রা ১৩২০ মেগাওয়াট থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্প,
  - ✓ যৌথ বিনিয়োগে মহেশখালীতে ১০,০০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের জন্য উদ্যোগ,
  - ✓ রাশিয়ার কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় রূপপুরে ২ হাজার ৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাস্মপন্ন পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

৭। দারিদ্র্য বিমোচন:

২০০৯ সালের ৩১.৫% দারিদ্র্যের হার ২০১৮ সালে নেমে দাড়ায় ২১.৮% এবং চরম দারিদ্র্যের হার ১৭.৬% থেকে নেমে দাড়ায় ১১.৩%। ২০১৮ সালে UNCDP বাংলাদেশকে LDC মুক্তির যোগ্যতা অর্জন করেছে বলে ঘোষণা দেয় এবং ২০২৪ সাল পর্যন্ত এই সক্ষমতার পর্যবেক্ষণ করবে।

সূচকের নাম	মানদন্ড	২০১৮ সালে বাংলাদেশ
মাথাপিছু জাতীয় আয় (GNI)	$ ১২৩০ (+)	$১২৭২
মানবসম্পদ সূচক (HAI)	৬৬ (+)	৭২.২
অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক (EVI)	৩৩ (–)	২৫.২

⇒ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (BRDB), পল্লীকর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF), পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (PDBF) দরিদ্র দূরীকরণে ঋণ, ও প্রকল্পে পরামর্শ দিয়ে থাকে। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন ব্যাংক দারিদ্র্য নিরসনে ক্ষুদ্রঋণ সরবরাহ করে আসছে। এসবের অধীনে প্রায় ২০,৮৩৮ জন যুবক উদ্যোক্তাকে কর্মপ্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

৮। সামাজিক নিরাপত্তা:

আগামী ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য সামাজিক সুরক্ষা খাতের আওতা বাড়ানোর প্রস্তাবসমূহ:

- ✓ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সম্মানী ভাতা ১০ হাজার টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১২ হাজার টাকায় উন্নীত;
- ✓ বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ৪০ লক্ষ থেকে ৪৪ লক্ষ জনে বৃদ্ধি;
- ✓ বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতাভোগীর সংখ্যা ১৪ লক্ষ থেকে ১৭ লক্ষ্যে বৃদ্ধি;
- ✓ সকল অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের ভাতা দেয়ার লক্ষ্য ভাতাভোগীর সংখ্যা ১০ লক্ষ হতে ১৫.৪৫ লক্ষে বৃদ্ধি;
- ✓ প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের উপবৃত্তির সংখ্যা ৯০ হাজার হতে ১ লক্ষ জনে বৃদ্ধি, উপবৃত্তির হার বাড়িয়ে প্রাথমিক স্তরে ৭০০ টাকা হতে ৭৫০ টাকায়, মাধ্যমিক স্তরে ৭৫০ টাকা হতে ৮০০ টাকায় এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৮৫০ টাকা হতে ৯০০ টাকায় বৃদ্ধি;
- ✓ সকল হিজড়াকে অন্তর্ভুক্ত করে হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা ৬০০০ জনে উন্নীত করা;
- ✓ বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উপকারভোগীর সংখ্যা ৬৪ হাজার থেকে ৮৪ হাজারে বৃদ্ধি;
- ✓ ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা ১৫ হাজার থেকে ৩০ হাজারে বৃদ্ধি;
- ✓ চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা ৪০ হাজার হতে ৫০ হাজারে বৃদ্ধি;
- ✓ দরিদ্র্য মাতাদের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতাভোগীর সংখ্যা ৭ লক্ষ হতে ৭ লক্ষ ৭০ হাজার জনে বৃদ্ধি;
- ✓ কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তার আওতায় ভাতাভোগীর সংখ্যা ২ লক্ষ ৫০ হাজার হতে ২ লক্ষ ৭৫ হাজারে বৃদ্ধি

সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন সহায়তা দিচ্ছে। যেমন–

(i) বয়স্ক ভাতা	(v) কাবিটা (কাজের বিনিময়ে টাকা))
(ii) বিধবা ভাতা	(vi) কাবিখা (কাজের বিনিময়ে খাদ্য)
(iii) মার্তৃত্বকালীন ভাতা	(vii) প্রতিবন্ধী ভাতা
(iv) Vulnerability Group Feeding (VGF)	(viii) মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা ইত্যাদি

সরকার ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাজেটে এই খাতে বরাদ্দ রেখেছে ৭৪,৩৬৭ কোটি টাকা।

সামাজিক নিরাপত্তার সুবিধাপ্রাপ্ত জনসংখ্যা

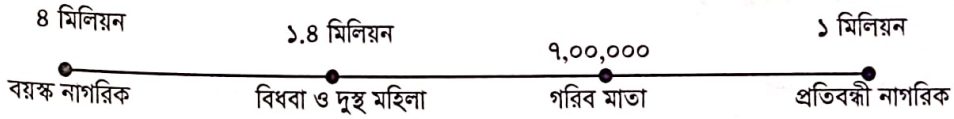

➤ **তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের জীবিকা উন্নয়ন কর্মসূচি:**

তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ সবসময়ই অবহেলিত আমাদের সমাজে। আওয়ামী লীগ সরকারই প্রথম ১১ নভেম্বর, ২০১৩ সালে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বর্তমানে সরকারি তাদের উন্নয়নে শিক্ষা, নিরাপত্তা, প্রত্যাবাসন, চাকুরির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

৯। যোগাযোগ অবকাঠামো

৯.১. সেতু-টানেল নির্মাণ ও নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন

বাংলাদেশে সমন্বিত ও নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপনে আমরা বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি:

- ✓ **পদ্মা বহুমুখী সেতু:** নিজস্ব অর্থায়নে নির্মাণাধীন পদ্মা সেতুর ২ কি.মি. আজ দৃশ্যমান। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৬৭.০ শতাংশ।
- ✓ কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণাধীন।
- ✓ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালি পর্যন্ত ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেস এওয়ে।
- ✓ দ্বিতীয় কাঁচপুর, দ্বিতীয় মেঘনা ও দ্বিতীয় গোমতী সেতু নির্ধারিত সময়ের আগেই নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

৯.২. সমন্বিত ও আধুনিক নগর পরিবহণ ব্যবস্থা

ঢাকা মহানগরীর অভ্যন্তরীণ সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন, প্রবেশ ও নির্গমন মহাসড়কের যানজট নিরসন এবং ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য পরিকল্পিত ও সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা Revised Strategic Transport Plan (2015-35) বাস্তবায়ন করছি। এর আওতায়:

- ✓ বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল,
- ✓ উত্তরা হতে মতিঝিল পর্যন্ত MRT Line-6 নির্মাণের
- ✓ পাশাপাশি হযরত শাহজালাল বিমান বন্দর হতে গাজিপুর পর্যন্ত গণপরিবহন ব্যবস্থা, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট বা বিআরটি-এর বাস্তবায়নের কাজ চলছে।

৯.৩. বাণিজ্য সহায়ক নৌপথ ও বন্দর উন্নয়ন

- ✓ ১০ হাজার কিলোমিটার নৌপথের নাব্যতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ড্রেজিং কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
- ✓ চট্টগ্রাম বন্দরের জন্য ১৭ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে বে-টার্মিনাল নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে;
- ✓ পায়রা সমুদ্র বন্দরের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও সুবিধাদি নির্মাণের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে।

৯.৪. বিমানবন্দর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ

- ✓ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যাত্রী হ্যান্ডলিং ক্যাপাসিটি ১২ মিলিয়নে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে;
- ✓ তাছাড়া কক্সবাজার বিমানবন্দর এবং সিলেট ওসমানী আর্ন্তজাতিক বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিকমানে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে রানওয়ে সম্প্রসারণসহ এর সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

৯.৫. রেলওয়ে ব্যবস্থা:

রেলওয়ের সার্বিক উন্নয়নে সরকার ৫ লক্ষ ৫৩ হাজার ৬৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০১৬-৪৫ পর্যন্ত ৩০ বছরব্যাপী মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। উক্ত পরিকল্পনার আওতায় ২০৪৫ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়নের জন্য ২৩০টি প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে।

- ✓ রেলপথ সম্প্রসারণ,
- ✓ নতুন রেলপথ নিমাণ ও সংস্কার,
- ✓ রেলপথকে ডুয়েলগেজে রুপান্তরকরণ,
- ✓ নতুন ও বন্ধ রেল স্টেশন চালু করা,
- ✓ নতুন ট্রেন চালু ও
- ✓ ট্রেনের সার্ভিস বৃদ্ধি করা,
- ✓ ট্রেনের কোচ সংগ্রহ ইত্যাদি কাজ অব্যাহত আছে।
- ✓ আগামী অর্থবছরে ১,১১০.৫০ কিমি. ডুয়েলগেজ ডাবল রেল ট্র্যাক, ৫২ কি.মি. নতুন রেল ট্র্যাক নির্মাণ
- ✓ ই-টিকেটিং চালু

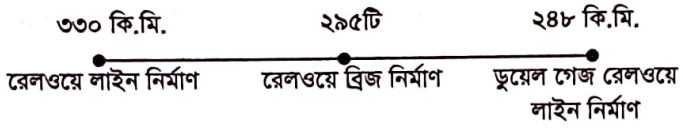

১০। অবকাঠামোগত উন্নয়ন:

➤ **অবকাঠামোগত উন্নয়নে মেঘা প্রজেক্টসমূহ:**

১। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ
২। SEA-ME-WE-5 এ সংযুক্তি
৩। রামপাল কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প
৪। মহেশখালী LNG টার্মিনাল
৫। পায়রা কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প
৬। পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর
৭। পদ্মাসেতু
৮। মেট্রোরেল
৯। কর্ণফুলী টানেল

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

১১। কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা:

"এই স্বাধীন দেশে মানুষ যখন পেট ভরে খেতে পারবে, পাবে মর্যাদাপূর্ণ জীবন; তখনই শুধু এই লাখো শহীদের আত্মা তৃপ্তি পাবে।"

— জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশ সরকারের অনেক বড় একটি অর্জন ছিল ২০১২ সালে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন। একসময়ে 'bottomless bucket' তার ১৬০ মিলিয়ন জনসংখ্যার খাদ্যের নিরাপত্তা দিবে এটি ছিল অনেক বড় চ্যালেঞ্জ।

১১.১. কৃষিখাত

কৃষি আমাদের জাতীয় অর্থনীতির জীবনীশক্তি; দেশের মোট শ্রমশক্তির ৪০.৬২ শতাংশ কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত। যদিও আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে, তথাপি সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে এবং কৃষক ভাইদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বিগত ১০ বছরে কৃষিখাতে ৩.৭ শতাংশ গড় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে।

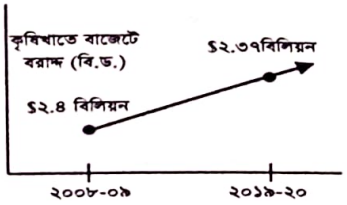

উৎস: বাজেট ২০১৯-২০

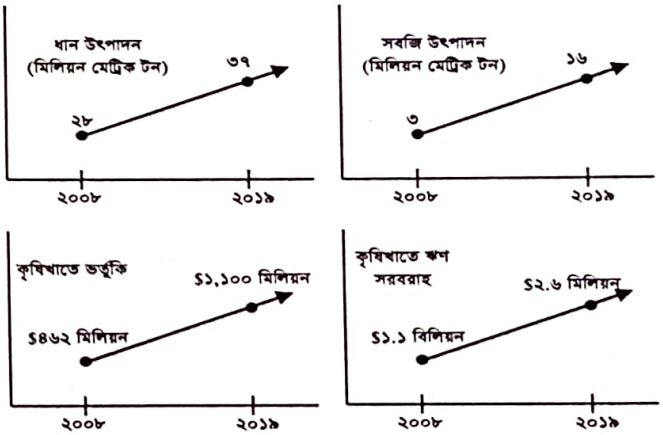

চিত্র: অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৯

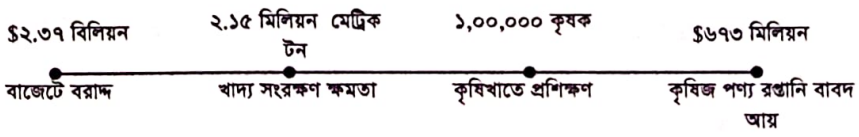

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

১১.২. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সীমানা নির্ধারিত হওয়ার প্রেক্ষিতে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার একটি Plan of Action প্রণয়ন করেছে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব বিবেচনা করে এর পরিমাণ বৃদ্ধিতে সরকার চলতি বছর ৬৫ দিন সমুদ্রে মৎস্য আহরণ বন্ধ ঘোষণা করেছে। তবে সমুদ্রে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত ৪ লক্ষ ১৫ হাজার জেলেকে ঐ সময়ে ৬৫ কেজি চাল খাদ্য সহায়তা হিসাবে প্রদান করছে।

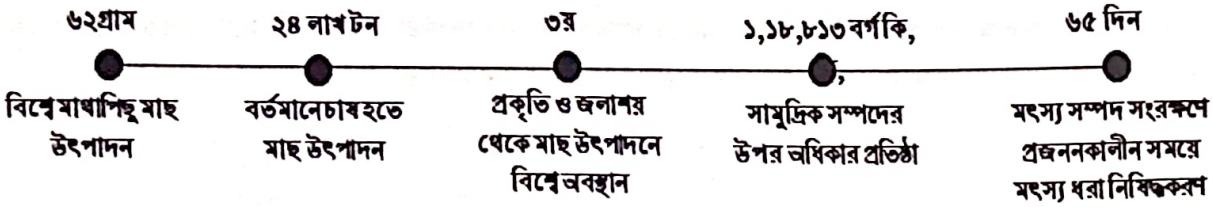

১২। জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত নিরাপত্তা:

পরিবেশ সংরক্ষণ, দুষণ নিয়ন্ত্রণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব মোকাবিলা করে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "জাতীয় পরিবেশ নীতি-২০১৮" প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু অর্থায়ন বাবদ বরাদ্দ ছিল ৫.৩৭ শতাংশ যা ২০১৮-১৯ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৮.২৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

১২.১. Bangladesh Climate Change Starategy and Action Plan (BCCSAP):

BCCSAP জলবায়ু পরিবর্তন, কার্বন নিঃসরণ ও পরিবেশগত ঝুঁকি কাটিয়ে উঠতে ৬টি ক্ষেত্রে মাট ৪৪টি কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

১২.২. Green Climate Fund (GCF):

বাংলাদেশ ২০১৮ সালে টেকসই উন্নয়ন ও উন্নত রান্নার চুলা ও জ্বালানি বাবদ অর্থ পাচ্ছে।

১২.৩. Bangladesh Climate Change Trust Fund (BCCTF):

২০১৬-১৭ অর্থবছর হতে বাংলাদেশ জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলার জন্যে নিয়মিত বাজেটে অর্থবরাদ্দ রেখে আসছে।

১২.৪. ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা হলো একটি দীর্ঘমেয়াদি ও সামষ্টিক পরিকল্পনা যা দেশের-

(i) পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা
(ii) জলবায়ু পরিবর্তন
(iii) পরিবেশগত বিবর্তনাধীন সমস্যা

বিবেচনা করে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে।

⇒ পাস হয়- ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ National Economic council (NEC)-এর উদ্যোগে।
⇒ নেদারল্যান্ডেসের অনুদান ৪৭ কোটি ৪৭ লাখ টাকা।
⇒ ২০১৮-২০৩০ সাল নাগাদ মোট ৮০টি পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। ৬৫টি প্রকল্প ভৌত অবকাঠামোগত এবং ১৫টি প্রকল্প–প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।
⇒ মোট প্রকল্প বাস্তাবায়ন খরচ– ৩ লাখ কোটি টাকা।
⇒ কারিগরি সহায়তা–Bangladesh Dutch Rethta Advisory Sevices.
⇒ ২০৩০ সালের মধ্যে GDP-তে এর অবদান রাখবে ১.৫%।

১৩। ডিজিটাল বাংলাদেশ ও এর বাস্তবতা:

সরকার তথ্য ও যোগাযেগ খাতের উন্নয়নে বরাবরই বাজেটে বরাদ্দ বাড়িয়ে যাচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তিগত সেবা নির্ভর বাংলাদেশ গড়তে বর্তমানে সরকার ICT Training Centre প্রতিষ্ঠা ও বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। এছাড়াও ইউনিয়ন তথ্য কেন্দ্র, জাতীয় তথ্য বাতায়ন হতে জনগণ বিভিন্ন নাগরিক সুবিধা পাচ্ছে। যেমন-

১. সকল ধরনের সরকারি ফরম।

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

আইসিটি খাতে আয় (বিলিয়ন ডলার)

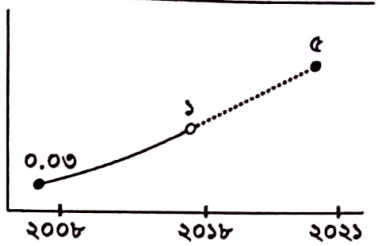

উৎস: GED

২. জমির পরচা।
৩. পাবলিক পরীক্ষার ফল।
৪. পাসপোর্ট ভিসা সম্পর্কিত তথ্য।
৫. কৃষি তথ্য।
৬. স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আইনগত তথ্য ও চাকুরির তথ্য।
৭. নাগরিকত্ব সনদ।
৮. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির প্রক্রিয়া।
৯. ক্রয়-বিক্রয়সহ বিভিন্ন বিল প্রদানের তথ্য।

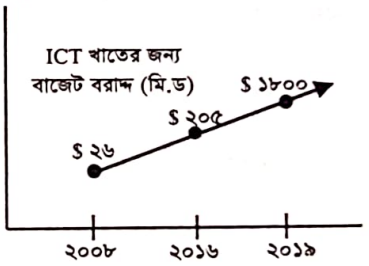

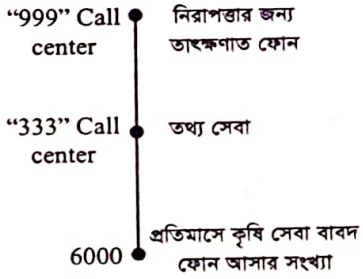

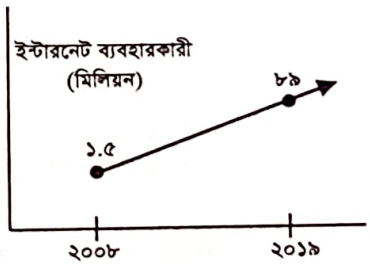

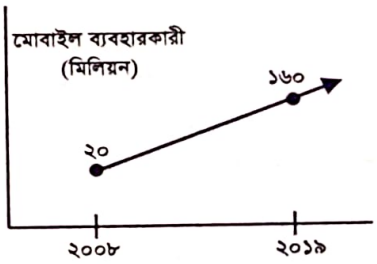

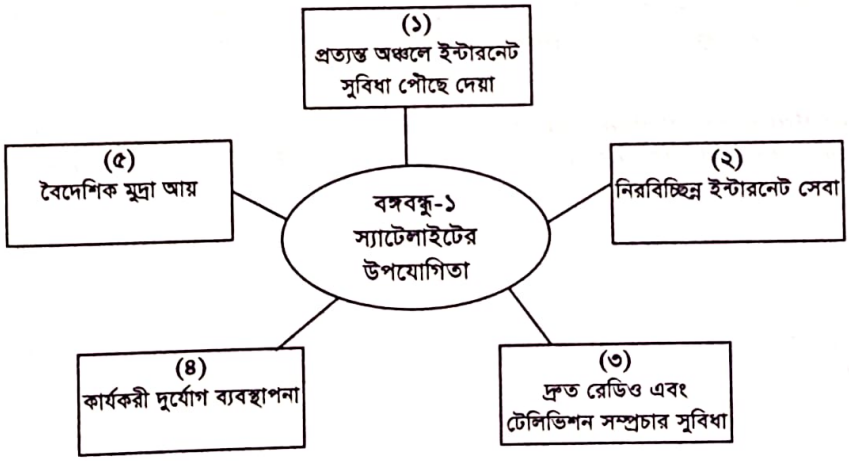

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

১৪। MDG ও SDG অর্জনে বাংলাদেশ:

বাংলাদেশ MDG লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সফলতা অর্জন করায় আজ রোলমডেল হিসেবে দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। এই জন্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী MDG-award লাভ করেন। MDG তে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য সফলতাসমূহ–

(i) MDG নির্ধারিত লক্ষ্য ছিল হার ২৯% পর্যন্ত কমিয়ে আনা। বাংলাদেশে সেখানে ২০১৬ সালে ২৪.৮% এবং বর্তমানে ২৯.৮% দারিদ্র্য কমিয়ে এনেছে।

(ii) শিশু মৃত্যুহার যেখানে বলা হয়েছে ৪৮/১০০০ এ কমিয়ে নিয়ে আসতে, সেখানে বাংলাদেশ ২০১৫ সালে ৪১/১০০০ এবং বর্তমানে ২৪/১০০০ এ কমিয়ে এনেছে।

(iii) প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তি জনসংখ্যার ৯৮% (২০১৫ সালে) যা বর্তমানে এসে দাড়ায় ১০০%।

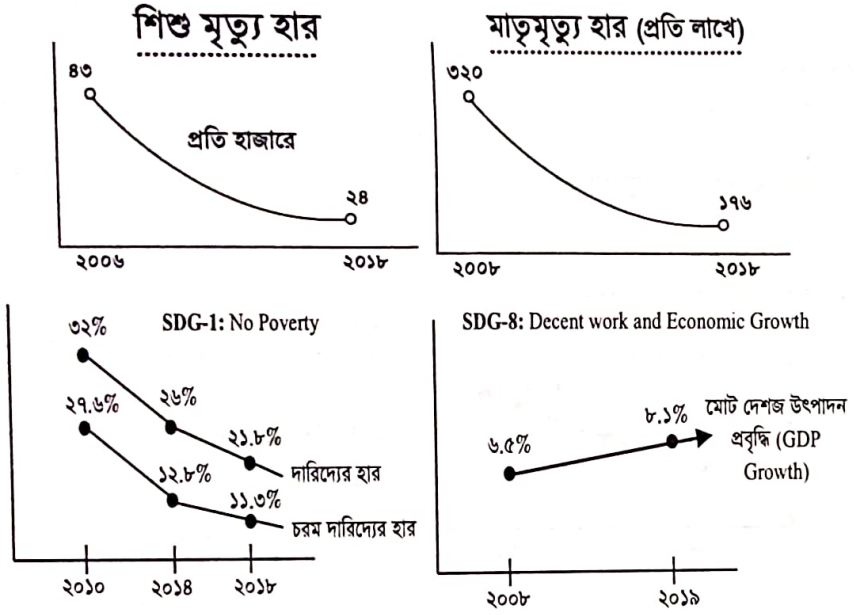

চিত্রঃ SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা

SDG-এর বিভিন্ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সরকার সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে একীভূত করে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়ন করেছে যা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, বর্তমান গতিতে এগিয়ে চললে বাংলাদেশ MDG এর মতো SDG-এর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সফলতা লাভ করবে।

পৃথিবী খুব দ্রুত অবসম্ভব গতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে। বিশ্বে আজ অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও উন্নয়নের বলে অনেক দেশ উন্নতির চরম শিখরে। আর তাদের সাথে পাল্লা দিয়ে আমাদের সরকার দেশের উন্নয়ন যুযোগপযোগী পদক্ষেপ ও কর্মসূচি যেমন– রূপকল্প-২০৪১, ডেল্টা প্লান-২১০০, মেঘাপ্রকল্পসমূহ হাতে নিয়েছে। এসব বাস্তবায়নে সরকার এবং দেশের জনগণকে একযোগে কাজ করে যেতে হবে এবং চলমান প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে হবে।

"Development of Bangladesh stood out as a shining testament to this claim and the country also fared better than many South Asian Nations in the Human capital Index (HCI)."

— Amarthya Sen
(Nobel Laurate)

References:

১. cri.org.bd
২. সংসদীয় বক্তব্য
৩. বাজেট ২০১৮-২০১৯
৪. অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৯

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০

"The government has declared the Delta Plan-2100 as a long-term strategy to prevent floods and soil erosion, manage rivers and wastes, and supply water throughout the century."

— HPM Sheikh Hasina

জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকির কারণ কাঙ্খিত উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকার ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (NEC) সভায় "বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০" নামে একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের অনুমোদন পেয়েছে। উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন ও পানি, জলবায়ু, পরিবেশ ও ভূমির টেকসই ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূরীকরণসহ ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাংলাদেশের স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা সমূহের সমন্বয় করবে।

১। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা (Delta Plan) কী?

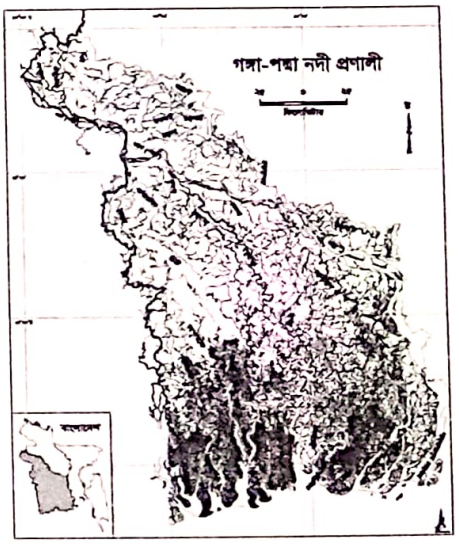

ইংরেজি শব্দ 'Delta' অর্থ 'ব-দ্বীপ'। নদীর মোহনায় অবস্থিত প্রায় ব-অক্ষরের আকারবিশিষ্ট যে দ্বীপ, তাকেই বলা হয় ডেল্টা।

বাংলাদেশ বিশ্বের সর্ববৃহৎ ব-দ্বীপ অঞ্চল। নদীমাতৃক এ দেশের ভবিষ্যত নির্ভর করছে যথাযথ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের ওপর। কেননা এখানকার জনগনের জীবনযাত্রায় নদ-নদী ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে আছে। যেমন- জুন-সেপ্টেম্বরের বৃষ্টি মৌসুমে দেশের ব্যাপক অঞ্চল প্লাবিত হয়। এ পানির ৯২ ভাগ আসে ভারত, চীনসহ উজানের দেশ থেকে। বাকিটা এ দেশের বৃষ্টিপাতের যোগফল। বন্যায় আমাদের প্রতিবছর ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়। আবার গ্রীষ্মকালে দেখা দেয় খরা। এ উভয়মুখী সংকটে বাংলাদেশের জনগণ অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হন।

বাংলাদেশ যখন ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উপনীত হবার স্বপ্ন দেখছে, তখন সঠিক নদীও পানি ব্যবস্থাপনার অভাবে এবং বন্যা, খরা ও আরো নানা প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাকে বাংলাদেশ বারবার পিছিয়ে যাচ্ছে। এতে দেশের অর্থনীতি টেকসই হবে না। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এ ক্ষতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে। তাই ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের এই সমস্যা বহুলাংশে কাটিয়ে উঠতে পারে। শতবর্ষব্যাপী এ পরিকল্পনাকে বলা হচ্ছে বাংলাদেশ ডেল্টাপ্ল্যান-২১০০। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় একে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

২। ব-দ্বীপ পরিকল্পনার গুরুত্ব:

"যদি কখনও সময় পাও, তবে নেদারল্যান্ড ভ্রমণ করে এসো, কারণ এটি আমাদের মতই নদীমাতৃক দেশ"

— রাশিয়া ভ্রমণকালীন সময়ে কণ্যাদের উদ্দেশ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

চারটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ইশতেহারের খসড়া তৈরি করেছিল ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। এগুলো হল-

১) ব-দ্বীপ পরিকল্পনা
২) সমুদ্র অর্থনীতি
৩) নারী ও তরুণদের ক্ষমতায়ন
৪) দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স।

সুতরাং, ব-দ্বীপ পরিকল্পনার রক্ষণাবেক্ষণ ও বাস্তবায়ন এদেশের জনগণের নিকট বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতি।

৩। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ একটি দীর্ঘমেয়াদি অভীষ্ট:

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ তে উচ্চতর পর্যায়ের ৩টি জাতীয় অভীষ্ট এবং ব-দ্বীপ সংশ্লিষ্ট ৬টি নির্দিষ্ট অভীষ্ট নির্ধারণ করা হয়েছে। ব-দ্বীপ সংশ্লিষ্ট অভীষ্টসমূহ উচ্চতর পর্যায়ের অভীষ্ট অর্জনে অবদান রাখবে।

৩.১. উচ্চ পর্যায়ের অভীষ্ট ঃ

অভীষ্ট- ১ ঃ ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ;
অভীষ্ট- ২ ঃ ২০৩০ সালের উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন; এবং
অভীষ্ট- ৩ ঃ ২০৪১ সালে নাগাদ একটি সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জন।

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

৩.২. ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০'র নির্দিষ্ট অভীষ্টসমূহ ঃ

অভীষ্ট- ১ ঃ বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিপর্যয় থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

অভীষ্ট- ২ ঃ পানি নিরাপত্তা এবং পানি ব্যবহারে অধিকতর দক্ষতা বৃদ্ধি করা;

অভীষ্ট- ৩ ঃ সমন্বিত ও টেকসই নদী অঞ্চল এবং মোহনা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা;

অভীষ্ট- ৪ ঃ জলাভূমি ও বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ এবং তাদের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা;

অভীষ্ট- ৫ ঃ অন্তঃ ও আন্ত-দেশীয় পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকর প্রতিষ্ঠান ও ন্যায়সঙ্গত সুশাসন গড়ে তোলা; এবং

অভীষ্ট- ৬ ঃ ভূমি ও পানি সম্পদের সর্বোত্তম সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৪। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা- ২১০০:

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ তে প্রাথমিকভাবে একুশ শতকের শেষের দিকে বাংলাদেশ ব-দ্বীপের সম্ভাব্য পরিবর্তন সম্পর্কে একটি দীর্ঘমেয়াদি ও বিস্তারিত রূপকল্প প্রণয়নের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। ফলশ্রুতিতে, একটি সমন্বিত, বিস্তৃত ও দীর্ঘমেয়াদি ব-দ্বীপ রূপকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। ব-দ্বীপ পরিকল্পনাটি হল বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের অধীন General Economic Division (GED) এবং নেদারল্যান্ডস সরকারের অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহায়তার ফসল।

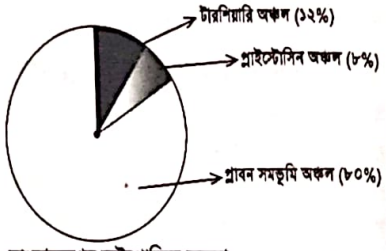

চিত্র: বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থা

অফিসিয়াল নামঃ "বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ প্রণয়ণ প্রকল্প"

অর্থনৈতিক সহায়তায়ঃ নেদারল্যান্ডস সরকার

কারিগরি সহায়তায়ঃ Dutch-Bangladeshi BanDuDeltAS consortium and Bangladesh Policy Research Institute

সমঝোতা স্মারকঃ সমঝোতা স্মারক হয় ১৬ জুন, ২০১৫। পানিসম্পদ নিয়ে ১০০ বছরের ব-দ্বীপ পরিকল্পনায় নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে বাংলাদেশের যৌথ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে। এর আওতায়-

- টেকসই ব-দ্বীপ পরিকল্পনা
- সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু অভিযোজনে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো বাংলাদেশকে কারিগরি সহায়তা দেবে।

অনুমোদনঃ National Economic Council (NEC) ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৮তে অনুমোদন দেয়।

মূল লক্ষ্যঃ "জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো"

জিডিপিতে অবদানঃ জিডিপি প্রবৃদ্ধি ১.৫% বৃদ্ধির মাধ্যমে ১০% গিয়ে দাঁড়াবে।

৫। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর বিশ্লেষণী কাঠামো ঃ

১ম পদক্ষেপ (২০২০-২০৩০): এটিতে প্রায় ২,৯৭,৮২৭ কোটি টাকা খরচ নির্বাহ হবে। এর অধীনেই থাকবে ৮০টি প্রকল্প।

২য় পদক্ষেপ (২০৩১-২০৫০): প্রথম পদক্ষেপ বাস্তবায়নের পর দ্বিতীয় পদক্ষেপের কাজ শুরু হবে।

৩য় পদক্ষেপ (২০৫১-২১০০): পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয় পদক্ষেপের পর তৃতীয় পদক্ষেপের কাজ শুরু হবে। এটি ২১০০ সাল পর্যন্ত চলবে।

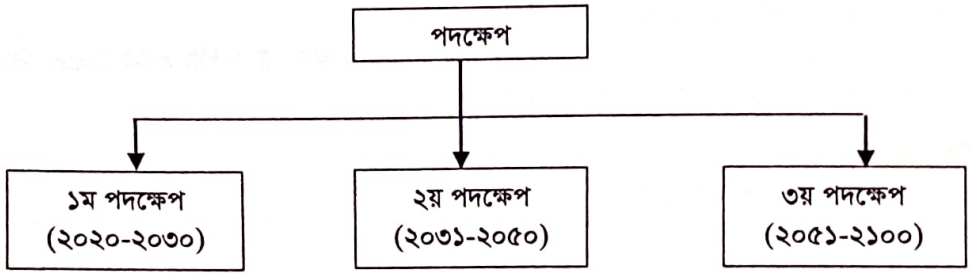

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

৬। চলমান ১ম পদক্ষেপ (২০২০-২০৩০):

পরিকল্পিত ১০০ বছরের প্রথম ১০ বছরে, অর্থাৎ ২০২০-৩০ সালের মধ্যে ২ লাখ ৯৭ হাজার ৮২৭ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই অর্থ ব্যয় হবে মোট ৮০টি প্রকল্পে। প্রস্তাবিত ৮০টি প্রকল্পে এই টাকা খরচ করতে পারলে ২০৩০ সালের মধ্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ১.৫% বেড়ে ১০%-এ উন্নীত হবে। পরিকল্পনা প্রণয়নে দেশের ৮ টি হাইড্রোলজিক্যাল অঞ্চলকে ভিত্তি হিসেবে ধরে প্রতিটি অঞ্চলের প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকিতে থাকা জেলাগুলোকে অভিন্ন গ্রুপ বা হটস্পটে আনা হয়েছে। এভাবে দেশে মোট ৬টি হটস্পট চিহ্নিত করা হয়েছে। যথা: উপকূলীয় অঞ্চল, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল, নদী ও মোহনা অঞ্চল, নগর অঞ্চল ও ক্রসকাটিং অঞ্চল শেরপুর, নীলফামারী ও গাজীপুর জেলা চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব হটস্পটের পানি-সম্পদ, ভূমি, কৃষি, জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ, খাদ্য-নিরাপত্তা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও ভূ-প্রতিবেশ, নদীর অভ্যন্তরীণ ব্যবহার, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা, পলি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, কৃষিতে পানির চাহিদা নিরূপণ ও সুপেয় পানি সরবরাহে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে।

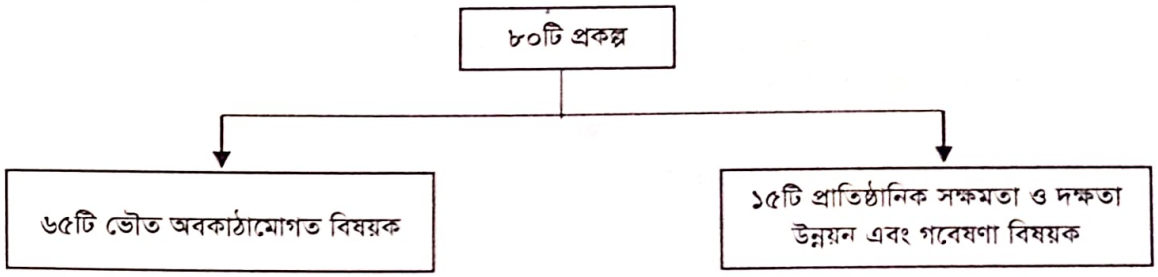

ক্রঃ নং	হটস্পট	জেলার সংখ্যা	আয়তন	প্রকল্প সংখ্যা	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকা)
১	উপকূলীয় অঞ্চল	১৯	২৭,৭৩৮ বর্গ কি.মি.	২৩	৮৮,৪৩৬
২	বরেন্দ্র এবং খরা প্রবণ অঞ্চল	১৮	২২,৮৪৮ বর্গ কি.মি.	৯	১৬,৩১৪
৩	হাওড় এবং আকস্মিক বন্যা অঞ্চল	৭	১৬,৫৭৪ বর্গ কি.মি	৬	২,৭৯৮
৪	পার্বত্য চট্টগ্রাম	৩	১৩,২৯৫ বর্গ কি.মি.	৮	৫,৯৮৬
৫	নদী অঞ্চল ও মোহনা	২৯	৩৫,২০৪ বর্গ কি.মি.	৭	৪৮,২৬১
৬	নগর এলাকাসমূহ	৭	১৯,৮২৩ বর্গ কি.মি.	১২	৬৭,১৫২
৭	তুলনামূলকভাবে দুর্যোগ মুক্ত জেলাসমূহ	৬	-	১৫	৬৮,৮৮০
			মোট =	৮০	২,৯৭,৮২৭

সূত্রঃ বিডিপি ২১০০ বিশ্লেষণ, জিইডি (২০১৫) এবং উপকূলীয় অঞ্চল নীতিমালা ২০০৫

৭। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর কৌশলসমূহ ঃ

ক) জাতীয় পর্যায়ের কৌশল ঃ

১. বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল ঃ

→ অর্থনৈতিক ভিত্তি ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো সুরক্ষা প্রদান

→ ভবিষ্যতের জন্য বন্যা ব্যবস্থাপনা ও পানি নিষ্কাশন স্কিমের উন্নয়ন

→ বিপন্ন জনগোষ্ঠীর জীবিকার সুরক্ষা

২. স্বাদু পানি বিষয়ক কৌশল ঃ

→ টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমে পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ

→ স্বাস্থ্য, জীবিকা এবং প্রবিবেশের জন্য পানির গুণাগুণ বজায় রাখা

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

খ) **হটস্পট নির্দিষ্ট কৌশলসমূহ ঃ**

→ উপকূলীয় অঞ্চলে নতুন জমি পুনরুদ্ধার
→ সুন্দরবন সংরক্ষণ
→ নদীর জোয়ার-ভাটার ব্যবস্থাপনা
→ বন্যা ও জলাবদ্ধতাজনিত ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস
→ বন্যা থেকে কৃষি ও বিপন্ন জনগোষ্ঠীসমূহকে রক্ষা
→ বন্যা ও ঝড়বৃষ্টি থেকে অর্থনৈতিক অঞ্চল ও শহর রক্ষা
→ নদীগুলোর পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখা
→ নগর অঞ্চলে পানি নিরাপত্তা এবং পানি ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি

গ) **পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের কৌশল ঃ**

→ টেকসই ভূমি ব্যবহার এবং স্থানীয় পরিকল্পনা
→ খাদ্য, নিরাপত্তা, কৃষি, পুষ্টি এবং জীবিকা
→ আন্তঃ দেশীয় পানি ব্যবস্থাপনা
→ গতিশীল অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ব্যবস্থা
→ সমুদ্র অর্থনীতি (Blue Economy)
→ নবায়নযোগ্য শক্তি (Renewable Energy)
→ ভূমিকম্প

৮। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ এর বিনিয়োগ ব্যয় এবং অর্থায়ন ঃ

ক) **ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর বিনিয়োগ পরিকল্পনা ঃ** ব-দ্বীপ বিনিয়োগ পরিকল্পনায় যাচাই বাচাই শেষে প্রথম পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য মোট ৮০টি প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৬৫টি ভৌত অবকাঠামো সংক্রান্ত প্রকল্পে এবং ১৫টি প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং গবেষণা বিষয়ক প্রকল্প রয়েছে। এ সকল প্রকল্পে মোট মূলধন বিনিয়োগ ব্যয় ২ লাখ ৯৭ হাজার ৮২৭ কোটি টাকা।

তহবিলের উৎস: এই তহবিলের সম্ভাব্য উৎস হচ্ছে-

১. বাংলাদেশ সরকার
২. উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ
৩. পরিবেশ ও জলবায়ু সম্পর্কিত তহবিল (Green Climate Fund)
৪. সরকরি বেসরকারি অংশীদারত্ব (Public Private Partnership-PPP)

খ) **বিনিয়োগ প্রয়োজনীয়তা ঃ** নতুন নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং বিদ্যমান অবকাঠামোর উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নে প্রতিবছর দেশজ আয়ের প্রায় ২.৫% পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে। বর্তমানে এ ব্যয় প্রতিবছর মোট দেশজ আয়ের মাত্র ০.৮ শতাংশ। বর্তমান বিনিয়োগ এবং বিদ্যমান দেশজ আয় ব্যবহার করে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ সংক্রান্ত প্রকল্পের জন্য প্রাক ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ ব্যয়ের মাত্রা ২০১৬ অর্থবছরের ১.৮ বিলিয়ন ইউএস ডলার থেকে বৃদ্ধি করে ২০১৭ অর্থবছরে ৩.৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার করতে হবে এবং ২০৩১ সাল নাগাদ তা ২৯.৬ বিলিয়ন ইউএস ডলারে উন্নীত হবে।

গ) **বিনিয়োগ অগ্রাধিকার ঃ** ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ তে চিহ্নিত বিনিয়োগ অগ্রাধিকার তালিকা ব্যাপক। উপরন্তু, বাস্তবায়ন সক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কারণে বৃহৎ প্রকল্প প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন সীমিত হয়ে যাচ্ছে। তাই, প্রকল্প গ্রহণে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ এর প্রকল্পসমূহে শুধুমাত্র ভৌত বিনিয়োগ নয় বরং, অধিকতর গবেষণা, জ্ঞান এবং প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা উত্তরণেও উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ প্রয়োজন হবে।

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

ঘ) **সরকারি অর্থায়ন ঃ** কর হতে প্রাপ্ত অর্থ, সুবিধাভোগীদের নিকট হতে আহরিত অর্থ, গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ডসহ বৈদেশিক অর্থায়নের সমন্বয়ে সরকারি তহবিলের যোগান কৌশল নির্ধারিত হয়েছে। কার্যকর প্রচেষ্টার মাধ্যমে গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড হতে বাংলাদেশের প্রতিবছর ২ বিলিয়ন ইউএস ডলারের বেশি সহায়তা পাওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

ঙ) **বেসরকারি অর্থায়ন ঃ** ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর প্রাক্কলন অনুসারে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোগত প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য বাংলাদেশের বেসরকারি খাত হতে প্রতি বছর মোট দেশজ আয়ের ন্যূনতম ০.৫% যোগান দেয়া সম্ভব হবে। পিপিপি উদ্যোগের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন (IWT) এর জন্য নদী বন্দর অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব।

৯। ব-দ্বীপ পরিকল্পনায় সমস্যা কোথায়?

ক) নদীমাতৃক হলেও নেদারল্যান্ডস ও বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক জীবনধারা এক নয়। সে দেশের উপকূলে বিস্তৃত ম্যানগ্রোভ নেই। বিস্তৃত উপকূল অসংখ্য ড্যাম ও ডাইক দিয়ে বেঁধে ফেলা হয়েছে। এই ডাইকগুলো দিয়ে সাগর থেকে ভূমিকে উদ্ধার করা হয়েছে, যা দেশটির মোট আয়তনের ৩ ভাগের প্রায় ১ ভাগ; অর্থাৎ দেশটির ১/৩ ভাগ সমুদ্র সমতলের নিচে ডাইকগুলো সমতলে লোনা পানির আগ্রাসন এবং স্থায়ী বন্যা প্রতিবন্ধক। পুরো দেশের সমতলই কৃত্রিম খালের জটে এনে স্বল্প পানি নির্ভর কৃষিজাতের চাষ করা হয়।

খ) উজানের দেশগুলোর সহযোগিতা ছাড়া ব-দ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন আদৌ কতটা সম্ভব, তা সত্যিই এক বড় প্রশ্ন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চীন, ভারত, নেপাল ও ভুটানের সহযোগিতা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

১০। ডেল্টা চ্যালেঞ্জসমূহ ঃ

১. জলবায়ু পরিবর্তন
   - → তাপমাত্রা বৃদ্ধি
   - → বৃষ্টিপাত
   - → বন্যা
   - → খরা
   - → নদী ভাঙ্গন
   - → সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ
   - → ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস

২. **উজানের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড**

৩. পানির গুণগতমান

৪. জলাবদ্ধতা

৫. জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব

অহিদ রাসেল

১১। ব-দ্বীপ হিসেবে বাংলাদেশের সম্ভাবনা ঃ

→ ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৩ সালের ১২ মিলিয়ন টন চাল উৎপাদন ২০১৫ সালে ৩৪.৯ মিলিয়ন টনে উন্নীত হয়েছে।

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

→ রপ্তানি সম্ভাবনা তৈরি করেছে।

→ মৎস্য খাতে মূল্য সংযোজন এবং কর্মসংস্থান অনেকাংশে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

→ নৌ-পরিবহনের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে।

→ বিনিয়োগের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃবাণিজ্যের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সমুদ্র পরিবহনের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

→ সুনীল অর্থনীতির বিকাশের অপার সম্ভাবনা।

→ পর্যটন কেন্দ্রের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন।

জাতীয়ভাবে সুবিবেচিত, সমন্বিত ও সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনশীল কার্যকর কৌশল অবলম্বন এবং পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় ন্যায়সঙ্গত সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত এবং অন্যান্য ব-দ্বীপ সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবিলা করে দীর্ঘমেয়াদে পানি ও খাদ্যনিরাপত্তা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও পরিবেশগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে 'নিরাপদ, জলবায়ু পরিবর্তন অভিঘাত সহিষ্ণু সমৃদ্ধশালী ব-দ্বীপ গড়ে তোলার জন্যই এ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ পরিকল্পনা বাংলাদেশের জন্য অপার সম্ভাবনা বয়ে আনবে।

"In order to illustrate the role of BDP 2100 and its contribution to the long term development of Bangladesh, two policy options are considered. One is called the Business As Usual (BAU) policy and another is Delta Plan-2100"

— Dr. Shamsul Alam

(Senior Secretary, General Economics Division, Bangladesh Planning Commission and coordinating lead Author of Bangladesh Delta Plan 2100)

Reference:

1. General Economics Division
2. দৈনিক যুগান্তর
3. সংসদীয় বক্তব্য

Please join our Group: **BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]**

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

যুক্তরাষ্ট্র-চীন বাণিজ্যযুদ্ধ, বিশ্ববাজার ও বাংলাদেশে তার প্রভাব

"A trade war is when a nation imposes tariffs or, quotas on imports and foreign countries retaliate with similar forms of trade protectionism."

— Oxford Dictionary of Business

বর্তমান সময়ে বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে আলোচিত ইস্যু হলো বাণিজ্যযুদ্ধ বা ট্রেড-ওয়্যার। বিশ্ব অর্থনীতির অন্যতম বৃহৎ দুই পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। সামরিক যুদ্ধের মতো প্রাণঘাতী না হলেও বাণিজ্যযুদ্ধ পুরো বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পাল্টে দিতে সক্ষম। এ বাণিজ্যযুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মাঝে হলেও বিশ্ব অর্থনীতি এর সাথে জড়িত। বিশ্বের অন্যান্য দেশ ও অর্থনৈতিক-বাণিজ্যিক সংগঠনগুলোর সাথে যুক্তরাষ্ট্র-চীনের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিদ্যমান। বিশ্বের এক নম্বর এবং দুই নম্বর অর্থনীতির মধ্যে এই বাণিজ্য যুদ্ধের পরিণতি নিয়ে বিশ্ব জুড়ে উদ্বেগ গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। বাণিজ্যযুদ্ধ জয়-পরাজয়ের চিত্র দৃশ্যমান হয় না, এর চিত্র পাল্টে যায় অতি দ্রুত। তাই কে কখন বাণিজ্যযুদ্ধে লাভবান হবে বা ক্ষতির মুখে পড়বে তা বলা যায় না।

১। ট্রারিফ (Tariff) কী?

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রে আসা চীনা পণ্যগুলোর উপর ট্যারিফ আরোপ করেছেন, যার বাজার মূল্য ৫০ বিলিয়ন ডলার অপরদিকে চীনও তাদের দেশে আসা আমেরিকান পণ্যগুলোর উপরও ট্যারিফ আরোপ করেছে । ট্রারিফ (Tariff) হচ্ছে একধরণের কর, যা আমদানিকৃত পণ্যের উপর আরোপ করা হয়। এরকম করার অনেকগুলো উদ্দেশ্য থাকতে পারে। তবে এর গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ হচ্ছে বাইরে থেকে আসা পণ্যের থেকে দেশীয় পণ্যগুলোর দিকে জনগণের চাহিদা বাড়ানো। বেশি ট্যারিফ আরোপ করলে বাইরের পণ্যগুলোর দাম বেড়ে যাবে আর এতে ক্রেতার কাছে সেই পণ্যের চাহিদা কম হবে। এর ফলে রপ্তানিকারক দেশের বড় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

২। বাণিজ্যযুদ্ধ ঃ

বাণিজ্যযুদ্ধ হলো এক ধরনের অর্থনৈতিক সংঘাত, যা চরম সংরক্ষণবাদ নীতির ফলে এক দেশ প্রতিপক্ষ দেশের শুল্ক বৃদ্ধির প্রতিশোধ হিসেবে ঐ দেশের আমদানিকৃত পণ্যে নতুন করে শুল্ক বৃদ্ধি বা অন্য কোনোভাবে বাণিজ্য-বাঁধার সৃষ্টি করে। বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বাণিজ্যযুদ্ধ দুই দেশের ভোক্তা ও ব্যবসায়িকদের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে এবং তা অর্থনীতির অন্য ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে সীমিত করতে সরকারের সংরক্ষণবাদ নীতির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হলো বাণিজ্যযুদ্ধ। সরকার সাধারণ অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রতিযোগিতা থেকে সুরক্ষা দিতে সংরক্ষণবাদ নীতি গ্রহণ করে থাকে। বাণিজ্যযুদ্ধে একটি দেশ প্রথমে অন্য আরেকটি দেশ থেকে আমদানি করা পণ্যের উপর শুল্ক আরোপ করে, এরপর আরোপ করা দেশটির পণ্যের উপরও একই ধরনের শুল্ক আরোপ করে অন্য দেশটি।

৩। কালের পরিক্রমায় বাণিজ্যযুদ্ধ ঃ

শিল্প বিপ্লবের পর থেকে যতই সময় অতিবাহিত হয়েছে ততই অস্ত্র আর বোমার বিধ্বংসী শক্তিকে পরাস্ত করে পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্য। বড় বড় রাষ্ট্রগুলো উপনিবেশ তৈরির যে প্রতিযোগিতায় নেমেছিল সেখানেও মূল উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্যিক। যে সকল অঞ্চলে বাণিজ্যের অবস্থা ছিল রমরমা সেখানে ঔপনিবেশিক শাসনও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে শুধু বাণিজ্যিক মুনাফার জন্য। বিংশ শতাব্দীর শেষ সময় পর্যন্ত হংকং বা ম্যাকাও এর উপনিবেশ থাকা ছিল বাণিজ্যের কারণে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই বিশ্ব দুটি বিশ্বযুদ্ধের বাস্তবতায় এটা বুঝতে সক্ষম হয়েছে যে, এ যুদ্ধে জয়-পরাজয় যাই আসুক তার চেয়ে অধিক মুখ্য হলো অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি। এ ক্ষয়ক্ষতি বহন করতে হয় সবাইকে। তাই যুদ্ধ থেকে সরে এসে সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে বিশ্বের নানা প্রান্তের দেশগুলো মনোযোগ দিয়েছে শিল্প-বাণিজ্য ভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশে। অর্থনৈতিক ভিত্তি যার যত বেশি বিশ্বব্যাপী বর্তমানে তার প্রভাব তত বেশি। প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করতে তার অর্থনীতির উত্থানকে ঠেকিয়ে দেওয়ার চেয়ে বড় হাতিয়ার আর কিছু নেই। বর্তমান সময়ে একটি দেশের অর্থনীতি সে দেশের সামরিক ও কূটনৈতিক চরিত্র নির্ধারণ করে। বাণিজ্যযুদ্ধ পরিপূর্ণ যুদ্ধেও রূপ নিতে পারে। প্রথম অ্যাংলো-ডাচ যুদ্ধ বাণিজ্যযুদ্ধ থেকে শুরু হয়েছিল। ইংরেজরা ডাচ বাণিজ্য জাহাজ আক্রমণ করলে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। দ্বিতীয় অ্যাংলো-ডাচ যুদ্ধ হয়েছিল সমুদ্র ও বাণিজ্য পথের আধিপত্য নিয়ে। ১ম ও ২য় আফিম যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ব্রিটেন ও চীনের মধ্যে শুধু বাণিজ্য সংঘাত থেকেই।

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

৪। বাণিজ্যযুদ্ধের কারণ ঃ

বাণিজ্যযুদ্ধের উদ্দেশ্য অনেক রকম হতে পারে। যেমন:

১. একটি দেশ অন্য দেশের সাথে বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে;

২. অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগের উদ্দেশ্যে বা শত্রু রাষ্ট্রের অর্থনীতির দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি সাধন করতে।

মুক্তবাজার অর্থনীতির নীতি অনুসারে, নিট রপ্তানিকারক (যাদের রপ্তানি বেশি, আমদানি কম) দেশের মুদ্রার চাহিদা আন্তর্জাতিক বাজারে বৃদ্ধি পাবে, ফলে ঐ মুদ্রার বিনিময় হার বাড়বে। এতে করে ঐ দেশের পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাবে। ফলে সেই পণ্য আমদানিকারক দেশে বাজার হারাবে, এতে ঘাটতি পূরণের সুযোগ পাবে আমদানিকারক দেশের উৎপাদনকারীরা।

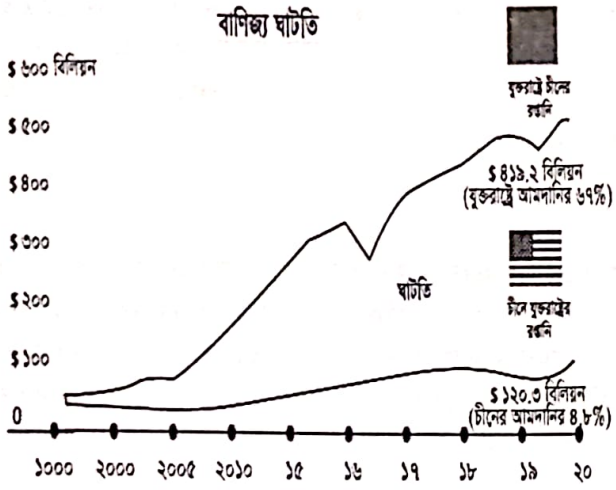

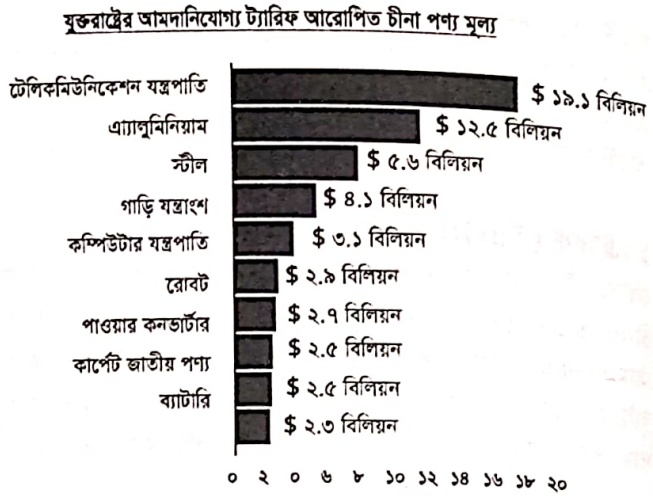

[উৎস: US Concer Board]

বিপরীতে, নিট আমদানিকারক (যাদের আমদানি বেশি, রপ্তানি কম) দেশের মুদ্রার চাহিদা আন্তর্জাতিক বাজারে হ্রাস পাবে, ফলে ঐ মুদ্রার বিনিময় হার কমে যাবে। ফলে দেশটির পণ্য আমদানিতে অধিক খরচ হওয়ায় দেশটি পণ্য আমদানিতে নিরুৎসাহিত হবে যা বাজারে ঐ পণ্যের ঘাটতি তৈরি করবে। ঘাটতি পূরণে দেশীয় উৎপাদনকারীরা বাজার পাবে। আন্তর্জাতিক বাজারে এভাবেই ভারসাম্য সৃষ্টি হওয়ার কথা। কিন্তু চীন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে বেশি রপ্তানি করলেও তারা কৃত্রিমভাবে রেনমেনবির বিনিময় হার স্থির রেখেছে। ১৯৯৫ সালে ১ ডলার ছিল ৮.৩ রেনমেনবি। ২০১৮ সালে এসে যুক্তরাষ্ট্রে চীনের রপ্তানি পাঁচগুণ বাড়লেও রেনমেনবির দাম কমেছে মাত্র ১.৫। এখন ১ ডলার ৬.৮ রেনমেনবি। চীনের মোট রপ্তানির ২০% হয় যুক্তরাষ্ট্রে এবং চীনের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতি প্রায় ৪২ হাজার কোটি মার্কিন ডলার। এ বিশাল বাণিজ্য ঘাটতি কাটিয়ে উঠতে ট্রাম্প প্রশাসন বাণিজ্যযুদ্ধের আশ্রয় নেয়।

চীনের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ ঃ

এ বাণিজ্যযুদ্ধ শুরুর জন্য অনেকে যুদ্ধরাষ্ট্র বা ট্রাম্পের হঠকারিতার বিষয় তুলে ধরলেও বাণিজ্যযুদ্ধের পিছনে যুক্তরাষ্ট্র বেশ কিছু কারণ দেখিয়েছে:

১) যুক্তরাষ্ট্রের মতে, চীন তার বাজার যুক্তরাষ্ট্রের সব পণ্যের জন্য খোলা রাখেনি কিন্তু চীন এর অধিকাংশ পণ্যই যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রবেশাধিকার পাচ্ছে।

২) চীন তার মুদ্রার অবমূল্যায়নের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে অবৈধ সুবিধা গ্রহণ করছে।

৩) চীন সরকারি ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে কোম্পানিগুলোকে কম মূল্যে পণ্য উৎপাদনের সুযোগ দেওয়ার মাধ্যমে বাজারে একটা অসম প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করেছে।

৪) যুক্তরাষ্ট্রের যেসব প্রযুক্তিগত কোম্পানি চীনে ব্যবসা করে তাদের থেকে জোরপূর্বক প্রযুক্তিবিদ্যা আদায় এবং চীনের স্থানীয় ফার্মগুলোকে সেসব প্রযুক্তিবিদ্যা হস্তান্তর করা।

৫) চীনের কোম্পানিগুলো গুপ্তচরবৃত্তির সাথে জড়িত।

৬) গ্রন্থস্বত্ব (copyright) লঙ্ঘন।

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

সাল	যুক্তরাষ্ট্র-চীন বাণিজ্য (বিলিয়ন মার্কিন ডলারে)		
	চীনে যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি	যুক্তরাষ্ট্রে চীনের রপ্তানি	বাণিজ্য ঘাটতি
২০১০	৯১.৯	৩৬৪.৯	২৭৩
২০১১	১০৪.১	৩৯৯.৪	২৯৫.৪
২০১২	১১০.৫	৪২৫.৬	৩১৫.১
২০১৩	১২১.৭	৪৪০.৪	৩১৮.৭
২০১৪	১২৩.৭	৪৬৮.৫	৩৪৪.৮
২০১৫	১১৫.৯	৪৮৩.২	৩৬৭.৩
২০১৬	১১৫.৬	৪৬২.৬	৩৪৭
২০১৭	১৩০.৪	৫০৫.৬	৩৭৫.২
২০১৮	১২০.২	৪১৯.৬	২৯৯.৪

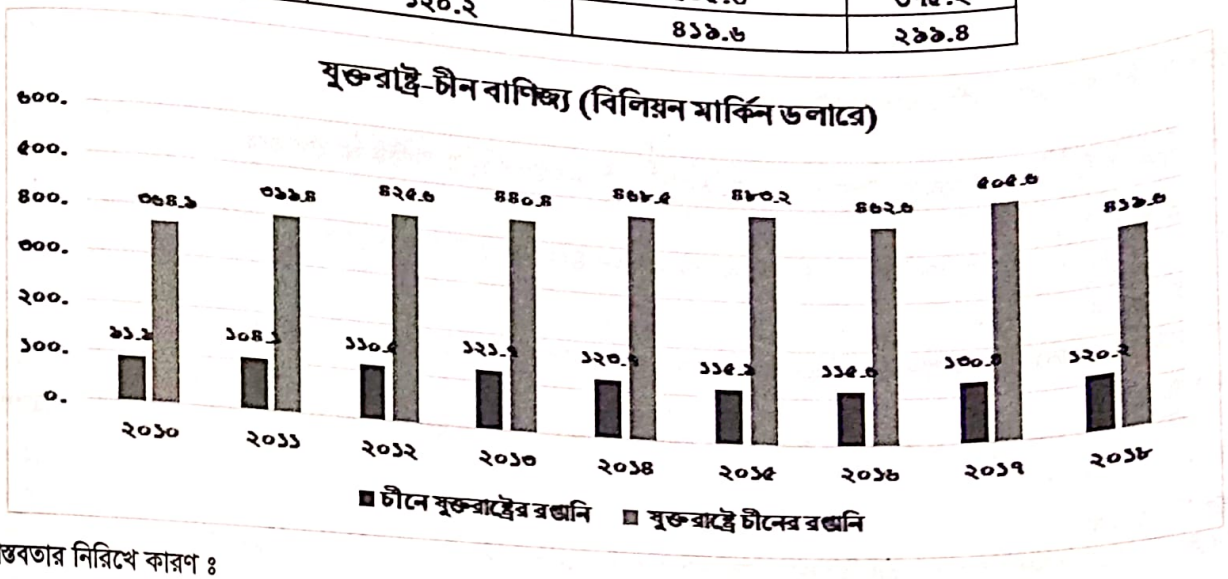

বাস্তবতার নিরিখে কারণ ঃ

১. চীনের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের বিপুল পরিমাণ বাণিজ্য ঘাটতি।
২. এটা অনেকাংশে সত্য যে, চীন বিদেশি কোম্পানিগুলোকে প্রযুক্তিবিদ্যা হস্তান্তরে বাধ্য করে।
৩. চীন সরকারি ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে কোম্পানিগুলোকে কম মূল্যে পণ্য উৎপাদনের সুযোগ দেওয়ার মাধ্যমে বাজারে একটা অসম প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করেছে।

৫। চীন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যযুদ্ধ ঃ

ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকান অবস্থান নিয়ে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সংগঠন থেকে বেরিয়ে যায় যুক্তরাষ্ট্র। এর ধারাবাহিকতায় ট্যারিফ নিয়েও ট্রাম্প প্রায় সময় উচ্চবাক্য করতেন। সেগুলো আপাত রাজনৈতিক বক্তৃতা মনে হলেও তিনি সত্যি সত্যি চীনের সাথে বাণিজ্যযুদ্ধ বাঁধিয়ে দেন। বাণিজ্যযুদ্ধের ইতিহাসে এ যুদ্ধকে সবচেয়ে বড় যুদ্ধ বলে মনে করা হয়।

"We can not allow China to continuously rape our economy"

— Donald J. Trump

"একটা গ্লাস ভাঙা সহজ, কিন্তু জোড়া লাগানো কঠিন। আমাদের বর্তমান দূরত্ব হয়তো একসময় কমে আসবে, কিন্তু তা কখনোই আগের অবস্থায় ফিরে যাবে না। আমাদের গ্লাসটা এখনও পুরোপুরি ভেঙে যায়নি ঠিকই, কিন্তু যে ফাটল ধরেছে তার দাগ থেকেই যাবে।"

— চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রী ওয়াং-ই

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

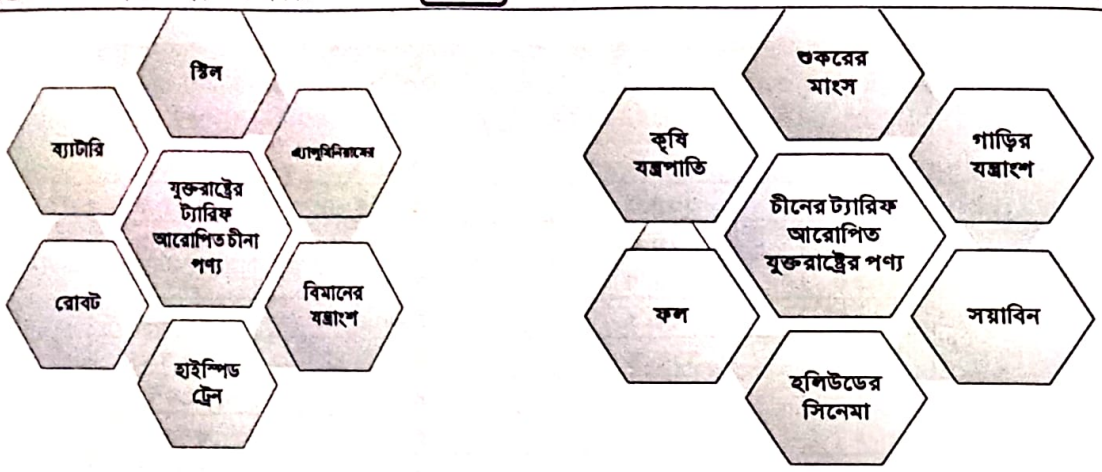

চিত্রঃ যুক্তরাষ্ট্র-চীন পরস্পর ট্যারিফ আরোপিত পণ্য

সংক্ষেপে বাণিজ্য যুদ্ধের গতিপ্রকৃতিঃ (ঘটনা পরম্পরা)

২২ জানুয়ারি, ২০১৮
ট্রাম্প চীনের তৈরি সোলার প্যানেলের উপর ৩০% এবং ওয়াশিং মেশিনের উপর ২০% ট্যারিফ আরোপ করে।

১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮
যুক্তরাষ্ট্র তার আমদানিকৃত স্টিলের উপর ২৪% এবং অ্যালুমিনিয়ামের উপর ৭.৭% ট্যারিফ আরোপ।

২২ মার্চ, ২০১৮
যুক্তরাষ্ট্র চীন হতে আমদানিকৃত প্রায় ৫০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্যের উপর পুনরায় ট্যারিফ আরোপ করে।

২ এপ্রিল, ২০১৮
চীন পাল্টা জবাবে যুক্তরাষ্ট্রের ১২৮টি পণ্যের উপর ২৫% ট্যারিফ আরোপ করে যার মধ্যে রয়েছে শুকরের মাংস, গাড়ি, গাড়ির যন্ত্রাংশ, সয়াবিন, ফল ইত্যাদি।

৬ জুলাই, ২০১৮
যুক্তরাষ্ট্র চীন হতে আমদানিকৃত প্রায় ৩৪ বিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্যের উপর আরো ১০% বাড়তি শুল্ক আরোপ করে।

২৩ আগস্ট, ২০১৮
চীন যুক্তরাষ্ট্র হতে আমদানিকৃত আরো প্রায় ১৬ বিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্যের উপর ২৫% পাল্টা ট্যারিফ আরোপ করে।

১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮
যুক্তরাষ্ট্র চীন হতে আমদানিকৃত প্রায় ২০০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্যের উপর ১০% বাড়তি শুল্ক আরোপ করে।

১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৮
চীন যুক্তরাষ্ট্র হতে আমদানিকৃত প্রায় ৬০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্যের উপর ১০% পাল্টা ট্যারিফ আরোপ করে।

৩০ নভেম্বর, ২০১৮
NAFTA-এর পরিবর্তে US-Mexico-Canada Agreement (USMCA) গঠিত হয়। সম্মেলনে তিনদেশ চীনের কিছু অসততার ব্যাপারে একমত পোষণ করে।

১০ মে, ২০১৯
যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তে আরোপিত চীনের ২০০ বিলিয়ন ডলারের উপর ১০% ট্যারিফকে ২৫% এ উন্নীতকরণ।

১৫ মে, ২০১৯
গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে চীনের টেলিযোগাযোগ কোম্পানি "Huawei" এর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে ট্রাম্প এক্সিকিউটিভ অর্ডার স্বাক্ষর করেন। এতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তিগত কোম্পানি গুলো যেমন- Google, Twitter, Facebook ইত্যাদির সাথে Huawei এর বাণিজ্যিক সম্পর্ক বন্ধ হয়ে যায়। এবং এর কিছুদিন পর ইরানকে গোপন তথ্য সরবরাহের অভিযোগে কানাডা Huawei এর CEO মেং ওয়াংঝুকে গ্রেপ্তার করে।

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

১ জুন, ২০১৯
চীন যুক্তরাষ্ট্র হতে আমদানিকৃত প্রায় ৬০ বিলিয়ন ডলার পণ্যমূল্যের উপর ট্যারিফ আরোপ করে।

২৯ জুন, ২০১৯
জাপানের ওসাকাতে G-20 এর সম্মেলনে ট্রাম্প এবং শিঝিংপিং এর বৈঠকে তারা এই চলমান বাণিজ্য যুদ্ধে সাময়িক বিরতির ঘোষণা দেন। তবে পূর্বের আরোপিত সকল ট্যারিফ ও সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে তাও বলা হয়। আর ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তিগত কোম্পানিগুলোকে Huawei সাথে ব্যবসা কার্যের অনুমতি দেন।

১ আগস্ট, ২০১৯
ট্রাম্প টুইটারে পুনরায় চীনের আরো ৩০০ বিলিয়ন ডলার পণ্যমূল্যের উপর ১০% ট্যারিফ আরোপ করে।

৫ আগস্ট, ২০১৯
চীন তার রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানিগুলোকে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি-যন্ত্রপাতি ও কৃষিপণ্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা দেয়।

৬। বাণিজ্যযুদ্ধের ফলাফল ঃ
বাণিজ্যযুদ্ধ যদি যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং অন্য দেশ এতে জড়িয়ে না পড়ে তাহলে খুব বেশি ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না। যুক্তরাষ্ট্র বা চীন যেসব পণ্যের উপর শুল্ক আরোপ করেছে সেসব পণ্যের উৎপাদন ও সরবরাহের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠান গুলো কর্মী ছাঁটাই করতে বাধ্য হবে। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই বেকারত্ব বাড়বে। তবে এই বাণিজ্যযুদ্ধ যদি অন্যান্য দেশ জড়িয়ে পড়ে তাহলে পরিস্থিতির অবনতি ঘটবে। এর ফলে পুরো পৃথিবীর শক্তিশালী অর্থনীতিগুলোও আক্রান্ত হতে পারে। বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দিলে তা কারও জন্য সুফল বয়ে আনবে না। অপরদিকে, বাণিজ্যযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলো তাদের ভারসাম্য ধরে রাখতে এমন কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে যা অন্য দেশের অর্থনীতির জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র যেমন কৃষি পণ্যের জন্য চীনের উপর ব্যাপক হারে নির্ভরশীল তেমনি যুক্তরাষ্ট্রেও চীনের বড় রপ্তানি বাজার। বিশ্ব আমদানি-রপ্তানির বাজারে শীর্ষ দুই দেশ হলো যুক্তরাষ্ট্র ও চীন।
এই যুদ্ধে কি সত্যিই ট্রাম্প জিতবেন? অধিকাংশ বিশ্লেষক মনে করেন, বাণিজ্যের লড়াই এমন এক লড়াই যেটাতে জেতা ভীষণ কঠিন। এর পাঁচটি কারণ দিয়েছেন নিউইয়র্কে বিবিসির বাণিজ্য বিষয়ক সংবাদদাতা নাটালি শারম্যান:

৬.১. শুল্ক বসালেই আমেরিকায় স্টিল এবং অ্যালুমিনিয়াম শিল্পে চাকরির সুযোগ নাও বাড়তে পারে
ইস্পাত শিল্পকে রক্ষা করার যুক্তি দিচ্ছেন মি. ট্রাম্প। মি. ট্রাম্প মনে করছেন বাড়তি আমাদনি শুল্ক বসালে দেশের ভেতর ইস্পাত এবং অ্যালুমিনিয়াম শিল্পে বিনিয়োগ বাড়বে এবং চাকরির সুযোগ তৈরি হবে। কিন্তু ইতিহাস বলে, অতীতে বহুবার ইস্পাত শিল্পকে এভাবে সুরক্ষা দেয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, কারণ প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে ইস্পাত শিল্পে শ্রমিকের চাহিদা দিন দিন কমছে। ২০০২ সালে একটি গবেষণা সংস্থার হিসাবে, ইস্পাত আমদানির ওপর কর বসালে বড় জোর ৩,৫০০ মানুষ চাকরি বাঁচবে।

৬.২. বাড়তি শুল্কের ফলে আমেরিকায় দাম বাড়বে
আমেরিকার ইস্পাত শিল্পে বর্তমানে শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যা ১,৪০,০০০। কিন্তু অন্য যেসব শিল্প ইস্পাতের উপর নির্ভর করে সেগুলোতে শ্রমিকের সংখ্যা কয়েক গুণ বেশি। ফলে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়েছে সেই সব ইস্পাত নির্ভর শিল্পের খুচরা বিক্রেতারা।

৬.৩. বাড়তি শুল্কে আমেরিকার মিত্ররা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং তারা পাল্টা জবাব দেবে
আমেরিকা সবচেয়ে বেশি ইস্পাত আমদানি করে কানাডা থেকে। তারপর ইউরোপ, দক্ষিণ কোরিয়া এবং মেক্সিকো থেকে করে। এসব দেশ আমেরিকার ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক এবং সামরিক মিত্র। ফলে ইস্পাতের উপর শুল্ক বসালে এরা ক্ষেপে যাবে। আগামি দিনুগলোতে হয়তো দেখা যাবে, কানাডা বা ইউরোপ এই বাড়তি শুল্ক থেকে অব্যাহতি চাইবে। না পেলে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু মি. ট্রাম্প বিশ্বাস করেন, মিত্র দেশগুলোর মাধ্যমে আসলে চীন আমেরিকার বাজারে সস্তা ইস্পাত ঢোকাচ্ছে, ফলে তাদের ওপরও শুল্ক না চাপিয়ে উপায়ে নেই।

৬.৪. চীনের হাতে পাল্টা অস্ত্র
গাড়ি, কৃষি, শিল্পের মতো যেসব আমেরিকান শিল্প চীনে বাজার পাচ্ছে, তারা এই লড়াইতে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছে। তারা ভয় পাচ্ছে, চীন পাল্টা জবাব দেবে এবং দিতে শুরুও করেছে। মদ এবং শূকরের মাংসসহ ১৮০টির মতো মার্কিন পণ্যের উপর শুল্ক বসিয়েছে চীন।

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

৬.৫. অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ওপর প্রভাব

ট্রাম্প চাইছেন আমেরিকার রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলোকে কিছুটা সুরক্ষা দিতে। কিন্তু এই পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়া ধারণা করা এই মূহূর্তে কঠিন। শুল্ক আরোপের পাশাপাশি বেইজিংয়ের রাশিয়ান যুদ্ধ বিমান সু-৩৫ এবং ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপণযোগ্য এস-৪০০ প্রতিরক্ষা মিসাইল ক্রয়ের প্রতিক্রিয়ায় চীনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ইকুইপমেন্ট ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের উপর মার্কিন সরকার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। স্বাভাবিকভাবেই চীন এই নিষেধাজ্ঞাকে ভালোভাবে নেয়নি।

৭। বাণিজ্যযুদ্ধ ও বাংলাদেশ/ বাণিজ্য যুদ্ধের প্রভাবে যেসব দেশ লাভবান হবে ঃ

আইএমএফ বিশ্ব অর্থনীতির পূর্বাভাস প্রতিবেদনে এবছর যুক্তরাষ্ট্রের প্রবৃদ্ধি ২.৬% হবে বললেও ২০২০ সালে তা ১.৯% এ নেমে আসবে। অন্যদিকে, এবছর চীনে ৬.২% প্রবৃদ্ধি হলেও আগামী বছর তা ৬.০% এ নেমে আসবে। অবশ্যই এর পেছনে মূল কারণ হলো বাণিজ্যযুদ্ধ। চীন-যুক্তরাষ্ট্রের চলমান বাণিজ্য যুদ্ধে লাভবান হতে পারে বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম, তাইওয়ান ও দক্ষিণ কোরিয়া। চীনে তৈরি পণ্যের ওপর ট্রাম্প প্রশাসনের আরোপ করা বাড়তি শুল্ক এড়াতে দেশটি থেকে আমদানি কমিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলো এখন দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর দিকে ঝুঁকছে। ফলে চীনের হারানো বাজার ধরার সুযোগ তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর জন্য। যুক্তরাষ্ট্রের যেসব প্রতিষ্ঠান এতদিন ধরে চীন থেকে তৈরি পোশাক আমদানি করে আসছিল, তারা এখন বাংলাদেশে অর্ডার করতে পারে। Asian Development Bank (ADB) এর প্রেসিডেন্ট Yasuyuki Sawada মতে, শুধু বাণিজ্যে যুদ্ধের প্রভাবেই বাংলাদেশের রপ্তানি বাড়বে $৪০০ মিলিয়ন। গত বছরের তুলনায় চলতি বছরের প্রথম পাঁচ মাসে চীন থেকে ১০ শতাংশ কম পণ্য আমদানি করেছে যুক্তরাষ্ট্র। অন্যদিকে ভিয়েতনাম থেকে আমদানি বেড়েছে ৩৬ শতাংশ, বাংলাদেশ থেকে ১৪ শতাংশ, তাইওয়ান থেকে ২৩ শতাংশ ও দক্ষিণ কোরিয়া থেকে ১২ শতাংশ। তাইওয়ান ও দক্ষিণ কোরিয়া যুক্তরাষ্ট্রের ইলেক্ট্রনিক্স বাজারের চাহিদা পূরণ করছে।

জাপানের বিনিয়োগ ব্যাংক নমুরা হোল্ডিংস বাণিজ্যযুদ্ধ শুরুর পর চীন ছেড়ে যাওয়া ৭৯ টি কোম্পানির গন্তব্য বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে, এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ২৬টি গেছে ভিয়েতনামে। এর পরে রয়েছে তাইওয়ান ১১টি, থাইল্যান্ড ৮টি, মেক্সিকো ৬টি, ও জাপানে ৫টি। চীন থেকে বাংলাদেশে এসছে মাত্র ২টি কারখানা । প্রতিবেশীদের মধ্যে ভারত এ ক্ষেত্রে কিছুটা এগিয়ে, তারা পেয়েছে তিনটি। মিয়ানমার পেয়েছে দুটি। পোশাক রপ্তানিকারক দেশ কম্বোডিয়া পেয়েছে ৪টি কারখানা।
নমুনার এ হিসাব নিয়ে গত ৫ সেপ্টেম্বর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ফক্স বিজনেস নেটওয়ার্ক।

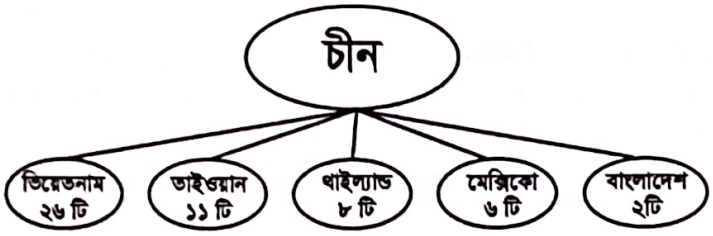

চীন থেকে বেরিয়ে যাওয়া কারখানার গন্তব্য

পরিশেষে বলা যায়, মার্কিন-চীন বাণিজ্য যুদ্ধ যে বিশ্ব বাণিজ্যে নতুন মাত্রা যোগ করবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইতিমধ্যেই বিশ্বে নতুন মেরুকরণ সৃষ্টি হতে শুরু করেছে। এই মেরুকরণ বিশ্বের জন্য কতটুকু কল্যাণকর হবে তা সময়ই বলে দিবে। তবে অতীত অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, সংঘাতের পথ কখনোই কল্যাণ বয়ে আনে না। তাই এই যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই উচিত এমন একটা পন্থা বের করা, যার মাধ্যমে পুরো ব্যবস্থায় একটা ভারসাম্য তৈরি হবে। তবে তা হলে বিশ্ব বাণিজ্যের উন্নয়ন সুদূরপ্রসারী হবে।

"Economic history clearly shows that trade wars not only hurt global growth but they are also unwinnable."

— Christine Lagarde
(Former Managing Director of IMF)

References:

1. The Guardian
2. The NewYork Times
3. bbc.com

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জসমূহ

"এই স্বাধীনতা তখনই আমার কাছে প্রকৃত স্বাধীনতা হয়ে উঠবে যেদিন বাংলার কৃষক-মজুর ও দুঃখী মানুষের সকল দুঃখের অবসান ঘটবে।"

— জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ গড়তে বঙ্গবন্ধু যে আকাশমান স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই স্বপ্নের একটি ধাপ পূরণ করলো বাংলাদেশ। সীমত সম্পদ, বিপুল জনসংখ্যার বাংলাদেশ আজ জাতিসংঘ নির্ধারিত "স্বল্পোন্নত দেশ" এর তালিকা থেকে উত্তরণে সক্ষম হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী পরিকল্পনা ও সুযোগ্য নেতৃত্ব এই উত্তরণকে ত্বরান্বিত করেছে। তবে এই উত্তরণ তখনই প্রকৃত সাফল্যমণ্ডিত হবে যখন বাংলাদেশ বিশেষ সুবিধাসমূহ ছাড়াই এই সাফল্য অব্যাহত রাখার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারবে।

১। মধ্যম আয়ের দেশ ও এলডিসির তফাৎ ঃ

বর্তমানে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা বিশ্বের দেশগুলোকে তাদের আয় এবং সামাজিক কিছু সূচকের ভিত্তিতে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে থাকে। এগুলোর মধ্যে বিশ্বব্যাংক ও জাতিসংঘ আলাদা আলাদা পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে।

বিশ্বব্যাংক	জাতিসংঘ
নিম্ন আয়ের দেশ	স্বল্পোন্নত দেশ
নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ	উন্নয়নশীল দেশ
উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ	উন্নত দেশ
উচ্চ আয়ের দেশ	

বিশ্বব্যাংক ঋণ প্রদানের সুবিধার জন্য অ্যাটলাস মেথড নামক বিশেষ পদ্ধতিতে মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় (GNI) পরিমাপ করে। একটি দেশের স্থানীয় মুদ্রায় মোট জাতীয় আয়কে মার্কিন ডলারের বিপরীতে হিসাব করা হয়। এক্ষেত্রে তিন বছরের গড় বিনিময় হারকে সমন্বয় করা হয়, যাতে আন্তর্জাতিক মূল্যস্ফীতি ও বিনিময় হারে ওঠা-নামার সমন্বয় সম্ভব হয়। প্রতি বছর ১লা জুলাই বিশ্বব্যাংক আনুষ্ঠানিকভাবে বিনিময় হারের ওঠা-নামার সমন্বয় করে। প্রতি বছর ১১ জুলাই বিশ্বব্যাংক আনুষ্ঠানিকভাবে মাথপিছু মোট জাতয়ি আয় অনুসারে দেশগুলোকে ৪টি ক্যাটাগরিতে ভাগ করে। এগুলো হলো–

ক্যাটাগরী	GNI/Capita (USD)
নিম্ন আয়ের দেশ	১,০২৫ এর কম
নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ	১,০২৬-৩,৯৯৫
উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ	৩,৯৯৬-১২,৩৭৫
উচ্চ আয়ের দেশ	১২,৩৭৬ এর বেশি

উৎস: The World Bank Data blog, New country clasifications by income Level: 1 July, 2019

বিশ্বব্যাংক প্রতিবছর এই তালিকা নুতন করে তৈরি করে। তবে এই ভাগটি শুধু আয়ভিত্তিক বলে এখানে কোনো দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের চিত্রটি বোঝা যায় না। কেননা, উচ্চ মাথাপিছু আয় থাকার পরও কাঠামোগত দুর্বলতার কারণে অনেক দেশ সামাজিক সূচকে পিছিয়ে থাকে। তাই জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচকের ভিত্তিতে বিশ্বের দেশগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছে– স্বল্পোন্নত, উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশ। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কাউন্সিল (ECOSOC) এর উন্নয়ন নীতিমালা বিষয়ক কমিটি (CDP) তিনটি সূচকের ভিত্তিতে তিন বছরে পর পর স্বল্পোন্নত দেশ বা এলডিসির তালিকা তৈরি করে থাকে।

২। স্বল্পোন্নত দেশ কী ও এর পটভূমি ঃ

স্বল্পোন্নত দেশ এর ধারণা ১৯৬০ সালের। জাতিসংঘ প্রথম স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে পৃথকভাবে শ্রেণিবদ্ধ করে– ১৯৭১ সালে। বিশ্বের অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশগুলো আর্থসামাজিক বিভিন্ন মানদন্ডে ক্রমশ পিছিয়ে থাকার প্রেক্ষাপটে এ সমস্ত দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জাতিসংঘ প্রথম স্বল্পোন্নত দেশের ধারণা প্রবর্তিত করে।

অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার বিভিন্ন সূচকে জাতিসংঘ নির্ধারিত সীমার (Threshold) মধ্যে থাকা দেশগুলো স্বল্পোন্নত। বর্তমানে স্বল্পোন্নত দেশের এর সংখ্যা ৪৭। বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত হয় ১৯৭৫ সালে।

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

LDC বা স্বল্পোন্নত দেশ ঃ যেসব দেশ সুনিয়ন্ত্রিতভাবে দারিদ্র্যের হার কামানোর ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জনে ব্যর্থ এবং যে সকল দেশের জীবনযাত্রার মান কম ও মানব উন্নয়ন সুচক অপরাপর দেশের তুলনায় নিম্নমুখী, সেগুলো স্বল্পোন্নত দেশরূপে চিহ্নিত। এ সমস্ত দেশেগুলোকেই স্বল্পোন্নত দেশ বলে, যেগুলো তাদের জনসংখ্যার অনুপাতে উল্লেখযোগ্য হারে শিল্পখাতের প্রসার ও উন্নয়ন ঘটিয়ে প্রয়োজনীয় সম্পর্ক গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐ সকল দেশের জীবনযাত্রার মান নিম্নমানের হয়ে থাকে। নিম্নমুখী আয় এবং উচ্চমুখী জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে স্বল্পোন্নত দেশের গভীরতর সম্পর্ক বিরাজমান।

LDC নির্ণায়ক ঃ ১৯৭১ সাল থেকে জাতিসংঘ স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে LDC ভুক্ত রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে আসছে সেই সব রাষ্ট্রসমূহকে যারা উন্নয়ন পক্রিয়ায় ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক এবং কাঠামোগত কারণে মারাত্মকভাবে পিছিয়ে রয়েছে। ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘ বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলন (UNCTAD) সর্বপ্রথম ২৫টি দেশকে তালিকাভুক্ত করে ১৮ নভেম্বর, ১৯৭১ সালে LDC তালিকা প্রণয়ন করে। এক্ষেত্রে জিডিপি ও শিক্ষার হার ছিল LDC নির্ণায়কের মাপকাঠি। পরবর্তীতে মানব উন্নয়ন সূচক ও অর্থনীতির নাজুকতার সূচকও মাপকাঠি হিসেবে গৃহীত হয়। বর্তমানে ৩টি শর্তপূরণ সাপেক্ষে একটি দেশকে LDC থেকে মুক্ত ঘোষণা করা হয়–

১. **মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় (GNI) ঃ** বিগত তিন বছরের গড় মাথাপিছু জাতীয় আয় ১২৩০ মার্কিন ডলার বা তার চেয়ে বেশি।

২. **মানব উন্নয়ন সূচক (HAI):** স্কোর ৬৬ বা এর বেশি। ৪টি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে গঠিত-
   - অপুষ্টির শিকার এমন জনসংখ্যার আধিক্য
   - অধিক মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু হার
   - শিক্ষা-স্বাক্ষরতার হার
   - স্বাস্থ্য

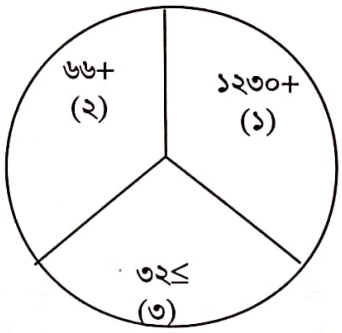

৩. **অর্থনীতি ভঙ্গুরতার সূচক (EVI)**-স্কোর ৩২ বা এর কম। ৪টি বিষয়-
   - প্রাকৃতিক দুর্যোগ
   - বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক আঘাত
   - জনসংখ্যার পরিমাণ
   - বিশ্ববাজার থেকে দেশের দূরত্ব

৩। LDC অভিগমনের শর্ত ও বাংলাদেশের অর্জন ঃ

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ECOSOC) এর উন্নয়ন নীতি কমিটি (CDP) তাদের ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনার মাধ্যমে LDC তালিকা থেকে উত্তরণের যোগ্য দেশের তালিকা প্রকাশ করে। LDC থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য সূচক হচ্ছে ৩টি:

১. তিন বছরের গড় মাথপিছু মোট জাতীয় আয় (GNI)।

২. পুষ্টি, স্বাস্থ্য, স্কুলে ভর্তি ও স্বাক্ষরতার হারের সমন্বয়ে তৈরি মানব সম্পদ সূচক (HAI)।

৩. জনসংখ্যা, কৃষি উৎপাদন, পণ্য রপ্তানি ও অর্থনৈতিক কাঠামোর স্থিতিশীলতার উপর ভিত্তি করে তৈরি অর্থনৈতিক ঝুঁকি সূচক (EVI)।

একটি দেশ যেকোনো ২টি সূচক অর্জন করতে পারলে, সেটি স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ ঘটানোর যোগ্যতা অর্জন করে তবে ইচ্ছে করলে কোন দেশ শুধু আয়ের ভিত্তিতে LDC থেকে বেরিয়ে আসার আবেদন করতে পারে। সে ক্ষেত্রে তার মাথাপিছু আয় মূল্যায়নের বছরে নির্ধারিত প্রয়োজনীয় আয়ের দ্বিগুণ হতে হবে। বাংলাদেশ প্রথম দেশ হিসেবে তিনটি সূচকেই লক্ষ্য পূরণে সমর্থ হয়েছে।

বাংলাদেশ ১৯৭৫ সালে LDC ভুক্ত দেশের অন্তর্ভুক্তি হয়। ৪৭ বছর আগে এই LDC গঠন করার পরে ৫টি দেশ/দ্বীপপুঞ্জ LDC তালিকা বের হতে পেরেছে। এগুলো হলো–

দেশ	সাল
বতসোয়ানা	১৯৯৪
কেপভার্দে	২০০৭
মালদ্বীপ	২০১১
সামোয়া	২০১৪
ইকুয়েটরিয়াল গিনি	২০১৭
ভানুয়াতু (সুপারিশ পেয়েছে)	২০২০
অ্যাঙ্গোলা (সুপারিশ পেয়েছে)	২০২১

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

১২-১৬ মার্চ, ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে CDP এর ২০ তম ত্রিবার্ষিক বৈঠকে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের সকল মানদন্ড পূরণের স্বীকৃতি পায়। বাংলাদেশের পাশপাশি LDC থেকে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করে আরো ২টি দেশ-মিয়ানমার ও লাওস। নিম্নে ৩টি সূচকে বাংলাদেশ, মিয়ানমার ও লাওসের অর্জন দেয়া হলো:

সূচক	মানদন্ড	বাংলাদেশ	মিয়ানমার	লাওস
GNI/Capita (USD)	১২৩০ বা তার বেশি	১২৭৪	১২৫৫	১৯৯৬
মানব সম্পদ (HAI)	৬৬ বা তার বেশি	৭৩.২	৬৮.৫	৭২.৮
অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা (EVI)	৩২ বা তার কম	২৫.২	৩১.৭	৩৩.৭

উৎস: 2018 Triennial review of United Nations Department of Economic And Social Affiars.

মাথাপিছু ও গড় আয় (মার্কিন ডলার)

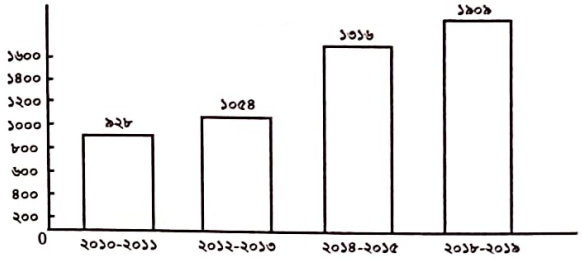

অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক

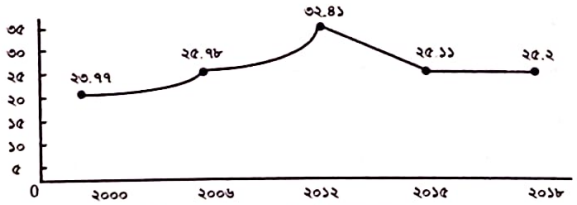

মানবসম্পদ সূচক

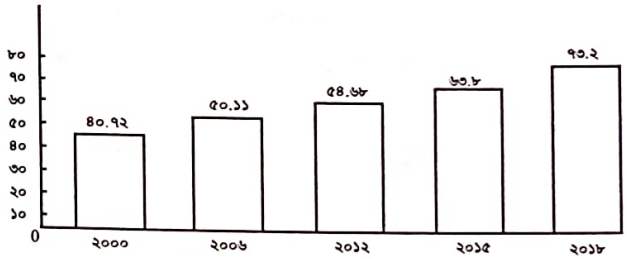

শিশু মৃত্যুহার (প্রতি হাজার)

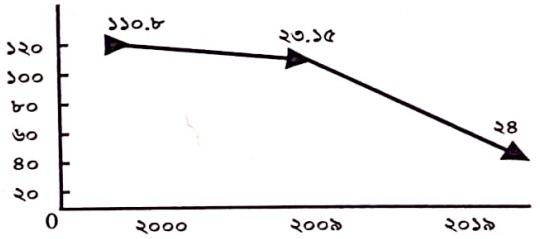

মাতৃ মৃত্যু হার (প্রতি লাখে)

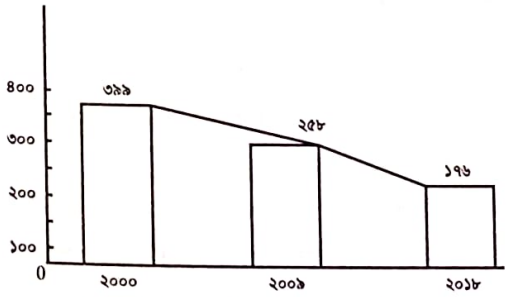

দারিদ্রের হার (%)

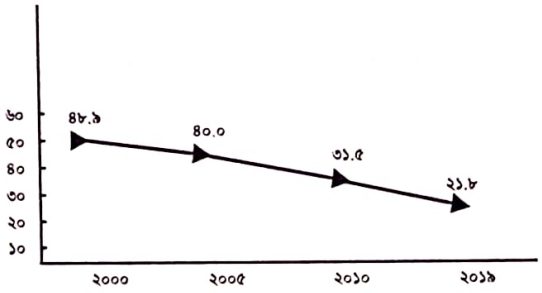

চলতি মূল্যে জিডিপি (কোটি টাকায়)

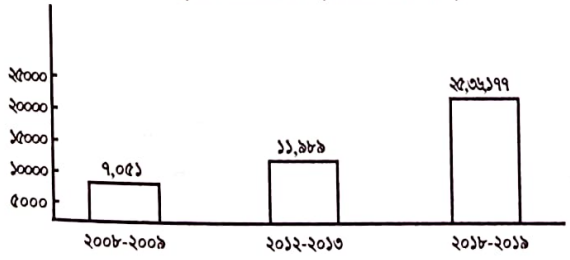

জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার (%)

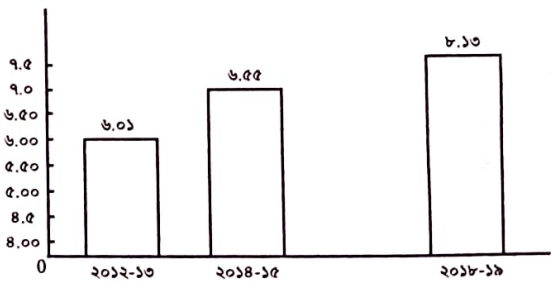

শিল্প উৎপাদন সূচক

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

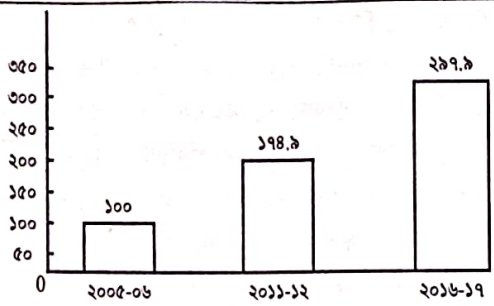

উৎস: পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং বাংলাদশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

কোনো দেশ প্রথমবার LDC থেকে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করার পরেও আরো ছয় বছর এই উন্নতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হয়। LDC তালিকা থেকে চূড়ান্তভাবে উন্নীত হওয়ার যে মূল্যায়ন, তার দায়িত্ব দেয়া হয় জাতিসংঘের দুটি সংস্থাকে –

- জাতিসংঘ বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলন (UNCTAD) এবং
- জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভাগ (ECOSOC)।

২০১৮ - ২০২১ সাল ঃ

CDP-এর পরবর্তী বৈঠক হবে ২০২১ সালে। ততদিন পর্যন্ত এ তিনটি শর্ত পূরণ থেকে বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণে রাখবে এই সংস্থাটি। এই তিন বছরে–

- UNCTAD বাংলাদেশের LDC থেকে উত্তরণের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিতপূর্বক সামগ্রিক ঝুঁকির চিত্র (Profile) তৈরি করবে এবং এর খসড়া বাংলাদেশকে সরবরাহ করবে। খসড়ায় CDP-এর ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনার সাথে বাংলাদেশের জাতীয় পরিসংখ্যানের তুলনা থাকবে।
- আর ECOSOC সামগ্রিক অর্থনীতি ও উন্নয়নের প্রভাব মূল্যায়ণ করবে এবং এর খসড়া বাংলাদেশকে সরবরাহ করবে যেখানে দুটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে–
  1. বাংলাদেশ LDC তে না থাকলে তার সম্ভাব্য প্রভাব মূল্যায়ন এবং
  2. LDC কেন্দ্রিক সহায়তা পদক্ষেপগুলো থেকে বঞ্চিত হলে তার প্রভাব মূল্যায়ন।

২০১৮-২০২১ সাল পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৩টি সূচক বাংলাদেশের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২১ সালে–

- জাতিসংঘের উন্নয়ন নীতিমালা কমিটি (CDP) জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ECOSOC) এর কাছে বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ করবে।
- তখন জাতিসংঘের উন্নয়ন নীতিমালা বিষয়ক কমিটি বাংলাদেশকে উত্তরণ বিষয়ে তার বক্তব্য উপস্থপনের অনুরোধ জানাবে।
- সব ঠিক থাকলে বাংলাদেশের মতামত, ECOSOC এর মূল্যায়ন, UNCTAD এর পর্যালোচনাসহ CDP এর সুপারিশ অনুমোদন করবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ECOSOC)।
- সর্বশেষে, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ (UNGA) কর্তৃক CDP এর সুপারিশ গৃহিত হবে।

২০২১-২০২৪ সাল ঃ

২০২১ থেকে ২০২৪- এই তিন বছরকে বাংলাদেশের জন্য LDC থেকে উত্তরনের 'গ্রেস পিরিয়ড' বলা হবে। এই গ্রেস পিরিয়ডে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবেই থাকবে। জাতিসংঘ বাংলাদেশের অনুরোধ সাপেক্ষে বাংলাদশের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তিক সহায়তা দিবে যাতে বাংলাদেশের জন্য LDC থেকে উত্তরণ প্রক্রিয়াটি সহজ হয়। এই সময়ে বাংলাদেশ LDC থেকে উত্তরণের কৌশল তৈরি করবে এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে জাতিসংঘের উন্নয়ন নীতিমালা কমিটি (CDP) প্রতি বছর জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ECOSOC) এর কাছে রিপোর্ট দিবে।

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

৪। বাংলাদেশের LDC থেকে উত্তরণের প্রক্রিয়া ঃ

মার্চ, ২০১৮:
LDC থেকে বের হওয়ার যোগ্যতা অর্জন

↓

২০১৮ - ২০২০:
আর্থসামাজিক অবস্থা ও উন্নয়নে ভঙ্গুরতা পর্যালোচনা করবে UNCTAD
LDC থেকে বের হওয়ার প্রভাব পর্যালোচনা করবে ECOSOC

↓

মার্চ, ২০২১:
মানদন্ডগুলো পূরণে সক্ষমতা বজায় থাকলে LDC থেকে উত্তরণের সুপারিশ যাবে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে।

↓

২০২১-২০২৪:
বাণিজ্য ও উন্নয়ন সহযোগীদের অংশগ্রহণে উত্তরণ কৌশল তৈরি করবে বাংলাদেশ

↓

২০২৪:
LDC থেকে চূড়ান্ত উত্তরণ

↓

২০২৪-২০২৭:
আন্তর্জাতিক সহায়তা কমবে। তবে কৌশলপত্র এমনভাবে বাস্তবায়ন করা হবে, যাতে কোন সুবিধা হঠাৎ কমে না যায়

↓

২০৩৩ পর্যন্ত:
বাংলাদেশের উন্নয়ন গতি পর্যবেক্ষণ করবে LDC

বাংলাদেশ এর LDC সূচকে UNCTAD অনুযায়ী পয়েন্ট প্রতিবেদন নিম্নে দেখানো হলো–

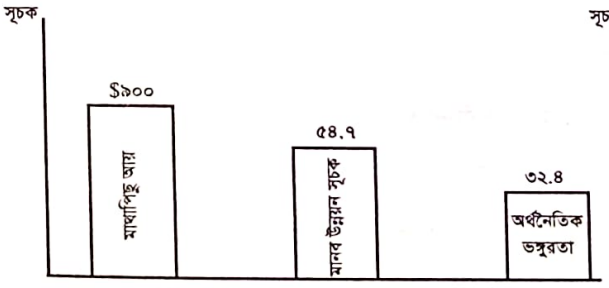

উৎস: UNCTAD প্রতিবেদন ২০১৩ অনুযায়ী

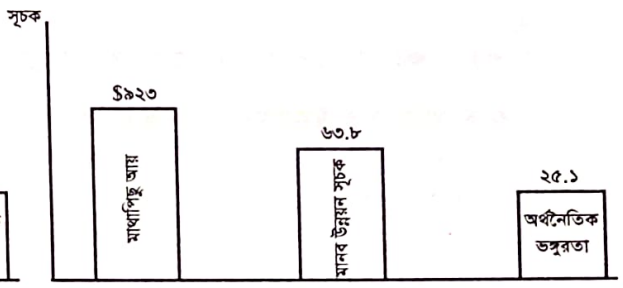

উৎস: CDP প্রতিবেদন ২০১৫ অনুযায়ী

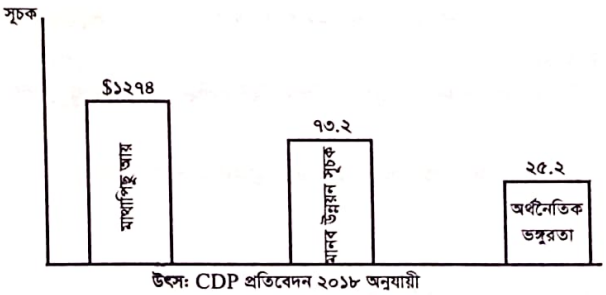

উৎস: CDP প্রতিবেদন ২০১৮ অনুযায়ী

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

৫। LDC থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জসমূহ ঃ

১. **অগ্রাধিকার মূলক বাজার সুবিধা (জিএসপি) হারাবে:** LDC হিসেবে বাংলাদেশ আঞ্চলিক বা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির অধীনে বিভিন্ন দেশে অগ্রাধিকার মূলক বাজার সুবিধা (জিএসপি) ও বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার আওতায় বিভিন্ন দেশে শুল্কমুক্ত পণ্য রপ্তানির সুবিধা পায়। বাংলাদেশ এখন LDC ভুক্ত হিসেবে যেসব বানিজ্য সুবিধা পায় উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় উন্নীত হওয়ার পর সেগুলো পাবে না।

২. **করমুক্ত ও কোটামুক্ত বাজার প্রবেশের সুবিধা হারাবে:** LDC হিসেবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU), কানাডা, জাপান, অস্ট্রেলিয়াসহ এশিয়া, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে আমাদের রপ্তানি পণ্য, বিশেষ করে তৈরি পোশাক শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাই। উন্নয়নশীল দেশ হলে আমরা এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হব। তখন আমাদের প্রতিযোগী দেশ যেমন চীন ও ভিয়েতনামের মতো শর্তে পণ্য রপ্তানি করতে হবে। বাংলাদেশের ৩৪ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয়ের মধ্যে ২৭ বিলিয়ন ডলারই আসে এসব দেশ থেকে।

- ✓ বাংলাদেশে UNDP-এর আবাসিক সমন্বয়কারী Mia Seppo'র ভাষ্য অনুসারী, LDC থেকে উত্তরণের পর বাংলাদেশি পণ্যের উপর গড়ে ৬.৭ শতাংশ শুল্ক বাড়বে। এর ফলে বাংলাদেশকে বছরে ২৭০ কোটি ডলার রাজস্ব দিতে হবে। জাতিসংঘের সংস্থা UNCTAD-এর হিসাব অনুযায়ী, উন্নয়নশীল দেশ হলে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ৫.৫ শতাংশ থেকে ৭.৫ শতাংশ কমে যাবে।
- ✓ বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের মুখ্য অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেনের মতে, LDC থেকে বের হয়ে গেলে রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ৪০০-৫০০ কোটি ডলারের আঘাত পড়বে।
- ✓ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী, উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হলে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের ওপর ৬.৭ শতাংশ শুল্কারোপ করবে বিভিন্ন দেশ। তাতে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ৮ শতাংশ কমে যাবে বলে আশঙ্কা করছে ইআরডি। ২০১৫ সালের রপ্তানি আয় বিবেচনায় এর পরিমাণ দুই হাজার ৭০০ কোটি ডলার। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ছিল প্রায় ৩৫ বিলিয়ন ডলার। ৮ শতাংশ হারে হিসাব করলে এর পরিমাণ দাঁড়ায় দুই হাজার ৮০০ কোটি ডলার।

৩. **কম সুদে ঋণ পাওয়ার সুবিধা হারাবে:** জাপান, চীন সহ বিভিন্ন দেশ থেকে বাংলাদেশ Offical Development Assistance (ODA) এর আওতায় সহজ শর্তে যে ঋণ সুবিধা পায় LDC থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর তা কঠিন হয়ে যাবে।

৪. **রপ্তানি বাণিজ্যে TRIPS মুক্ত সুবিধা হারাবে:** আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মেধাস্বত্ত্ব আইন বা ট্রিপস এবং বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিশেষ সুবিধাগুলো আমরা আর পাব না। ফলে বিশ্ববাজারে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে-বাংলাদেশকে আরও প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হবে।

৫. **Anti-Dumping duty পরিশোধ করতে হবে:** সম্প্রতি ভারত বাংলাদেশের পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানির উপর কর আরোপ করেছে।

৬. **স্থানীয় শিল্প সুরক্ষায় সম্পূরক কর আরোপের শিকার হবে।**

৬। LDC থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য সুপারিশ ঃ

১. উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগ, শিল্পায়ন বাড়াতে হবে এবং সে লক্ষ্যে অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন সাধন করতে হবে।

২. অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সম্পদ বাড়ানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে, সে জন্য জ্বালানি ও অবকাঠামোগত ঘাটতি দূর করতে হবে।

৩. রপ্তানি খাতে তৈরি পোশাকের ওপর অধিক নির্ভরতা নয়, রপ্তানিপণ্যের বহুমুখীকরণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে ও বিনিয়োগকারীদের আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

৪. মানবসম্পদের গুণগত মান উন্নয়নের মাধ্যমে সুদক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে।

৫. সর্বোপরি, টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, গণতন্ত্র, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার ইত্যাদি সুনিশ্চিত করতে হবে।

৬. বৈদেশিক বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন করতে হবে।

- কর ও আইনি সংস্কার
- দক্ষ পরিচালনা পরিষদ
- সঠিক বাণিজ্যনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

৭. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আইনী চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করার জন্য দক্ষ ও কৌশলী আইনজীবী নিয়োগ করতে হবে। BATNA (Best Alternative To a Negotiated Agrument) ও ZOPA (Zone of Possible Agreement) এর মতো ক্ষেত্রগুলোতে দর কষাকষি ও চুক্তি করার ব্যাপারে আরও কৌশলী হতে হবে।

৮. রপ্তানির ক্ষেত্র সম্পসারিত রাখার ক্ষেত্রে ওই দেশের দেয়া অ্যান্টি ডাম্পিং কর আরোপের ঘটনায় আইনী সহায়তা নিতে হবে।

৯. সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সর্বশক্তি দিয়ে দুর্নীতি মোকাবিলা করতে হবে।

৭। LDC থেকে উত্তরণের বাংলাদেশের সম্ভাবনা ঃ

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন-

"বাংলাদেশের LDC থেকে বের হওয়া সাম্প্রতিক উন্নয়ন ইতিহাসের একটি অনন্য ঘটনা"

- ✓ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ ঘটলে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের মর্যাদা বাড়বে। আন্তার্জতিক বিভিন্ন প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে আমরা এক কাতারে দাঁড়াতে পারব।
- ✓ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের সকল মানদন্ড পূরণকারী দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ায় বাংলাদেশকে এখন আন্তর্জাতিক ফোরামে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা হবে।
- ✓ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক ক্ষেত্রে এদেশের দর কষাকষির ক্ষমতা বাড়বে।
- ✓ অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক ও মানব সম্পদ উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের ভালো অবস্থান থাকার স্বীকৃতি পাওয়ার কারণে বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। এটি পরোক্ষভাবে দেশের জিডিপি বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। প্রবৃদ্ধির এই ধারা বজায় থাকলে ২০৩৫ সাল নাগাদ GNI হবে ৬৪০০ মার্কিন ডলার।

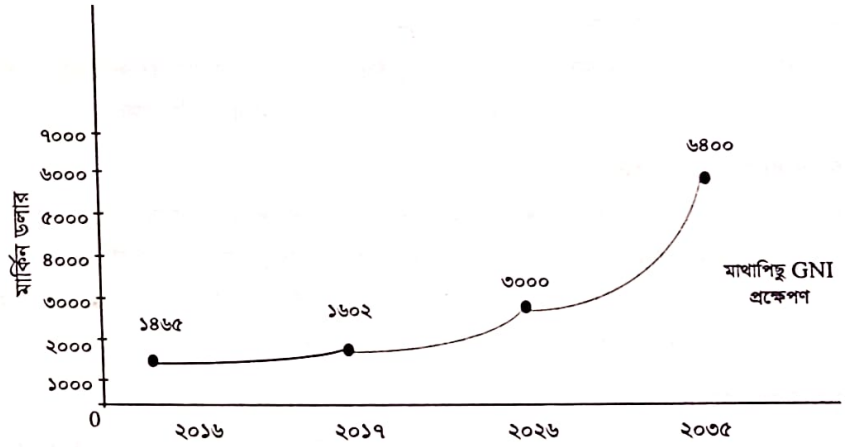

বাংলাদেশ ২০২৭ সাল পর্যন্ত ইউরোপিয় ইউনিয়ন (EU) এর Everything But Arms (EBA) সুবিধার আওতায় রপ্তানির ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত পণ্য রপ্তানির সুবিধা পাবে। এছাড়া, বাংলাদেশ মানবাধিকার, শ্রম অধিকার, পরিবেশ সুরক্ষা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রযোজ্য শর্তাবলী পূরণ করতে পারলে জিএসপি প্লাস নামে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য সুবিধা পাবে।

২০১৮ সালটিতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সফলতার জন্য নানা সুখবর অপেক্ষা করছিল। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন তার মধ্যে একটি। এর ফলে বাংলাদেশে এখন আসছে প্রচুর বৈদেশিক বিনিয়োগ। সফলতার এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখলে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে বিশ্ব অর্থনীতির অন্যতম পরাশক্তি। আর এর জন্য প্রয়োজন দেশের জনগণ ও সরকারের একাগ্রতা এবং কর্মনিষ্ঠা।

"সবার আগে বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG) অর্জন করবে। লিফট দিয়ে নয়, সিঁড়ি বেয়ে বাংলাদেশকে ওপরে উঠতে হবে। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে বিশ্বের শীর্ষ ২০ অর্থনীতির দেশের একটি।"

— পরিকল্পনা মন্ত্রী আহম মুস্তফা কামাল।

Reference:

1. un.org
2. ECOSOC
3. উন্নয়ন নীতি কমিটি (CDP)

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। এটি তৃতীয় বিশ্বের একটি অত্যন্ত জনবহুল দেশ। জনসংখ্যার তুলনায় এই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ খুবই সীমিত। আবার যে পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে তারও সঠিক ব্যবহার হচ্ছে না। কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদ ছাড়া কোন দেশের সার্বিক উন্নতি সম্ভব নয়। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে রূপকল্প-২০২১ ও রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহারের কোন বিকল্প নেই। তাহলেই আমাদের জাতীয় অগ্রগতি অনেকাংশে নিশ্চিত হতে পারে।

১। প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম সম্পদ কী?

১.১. প্রাকৃতিক সম্পদঃ

প্রকৃতির যা কিছু আমাদের কাজে লাগে তা প্রাকৃতিক সম্পদ, যেমন- মাটি, পানি, বায়ু, উদ্ভিদ ও প্রাণী । আরো কিছু রয়েছে মাটি ও সাগরের তলদেশে , যেমন- প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল, কয়লা,লৌহ, চুনাপাথর ইত্যাদি। এখানে রয়েছে নানা রকমের উদ্ভিদ ও প্রাণী। এ ছাড়া সূর্যরশ্মি হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। যা খাদ্য উৎপাদনসহ বিভিন্ন কাজে লাগে।

১.২. কৃত্রিম সম্পদঃ

আমরা যে কোদাল, কাস্তে, বটি ব্যবহার করি, তা মানুষ তৈরি করেছে। এ লোহা কৃত্রিম সম্পদ। কিন্তু এই লোহা তৈরি হয়েছে প্রকৃতিতে পাওয়া খনিজ আকরিক থেকে। আবার জানালার কাঁচ তৈরি করা হয় এক ধরনের বালুকণা দিয়ে। এখানে বালু প্রাকৃতিক সম্পদ এবং কাঁচ কৃত্রিম সম্পদ।

আমাদের জীবনধারণের প্রয়োজনীয় বায়ু, পানি, খাদ্য,বস্ত্র ইত্যাদি সবকিছুর উৎস হচ্ছে প্রকৃতি। একইভাবে টেলিভিশন দেখার জন্য বিদ্যুৎ এবং মোটরগাড়ি চালানোর জন্য তেল বা গ্যাস ও পাওয়া যায় প্রকৃতি থেকে।

২। নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য সম্পদঃ

সব প্রাকৃতিক সম্পদ পুনরায় ব্যবহারযোগ্য নয়। কোন কোন প্রাকৃতিক সম্পদ পুনরায় ব্যবহারযোগ্য। এগুলোকে বলা হয় নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ। যেমন- গাছপালা, পানি, বায়ু,পশুপাখি ইত্যাদি। আবার কোনো কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ একবার নিঃশেষ হলে আর জন্মায় না বা পাওয়া যায় না। এগুলোকে বলা হয় অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ। যেমন- প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল,কয়লা ও অন্যান্য খনিজ দ্রব্য। এসকল সম্পদের সরবরাহ খুবই সীমিত। একটা সময় পরে এগুলোকে আর পাওয়া যাবে না।

৩। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদঃ

বাংলাদেশ আয়তনের বিবেচনায় পৃথিবীর ছোট একটি দেশ। এর প্রাকৃতিক সম্পদও কম। এর মধ্যে রয়েছে সমতল ভূমি, হাওড়, বিল, বনাঞ্চল , পাহাড়, নদীনালা ও বঙ্গোপসাগরের কিছু অংশ এবং নানাজাতের উদ্ভিদ ও প্রাণী। এছাড়াও রয়েছে প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা ও চুনাপাথর ইত্যাদি। এসব জ্বালানি বাড়িঘর, কলকারখানা, শিল্প, যানবাহন ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ভূগর্ভে আরো প্রাকৃতিক সম্পদ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

চিত্রঃ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ

Feel free to join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

জিডিপিতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের অবদান (কোটি টাকায়)

খাত ও উপখাত	২০১০-১১	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
বনজসম্পদ	১৩৩৯৫	২০৪৯৪	২২৮২৭	২৫৬৬৮	২৮৫৫৭	৩১৭৪৭
মৎস সম্পদ	২৮৪৮২	৪৭৫৮১	৫৩০৭৬	৫৯৬২৭	৬৬৮৮২	৭৪৮২৮
খনিজ সম্পদ	১৪২০৮	২৩৮৭৬	২৮৫৭৮	৩৪১২৭	৩৮৮৮৪	৪৪০৩৯
প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	৬৮৪৬	৯১৮৮	১০৭০৬	১২০০৩	১৩৩০০	১৪৭৬৬
অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	৭৩৬৩	১৪৬৮৮	১৭৮৭২	২২১২৫	২৫৫৮৪	২৯২৭৩

সূত্রঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৯

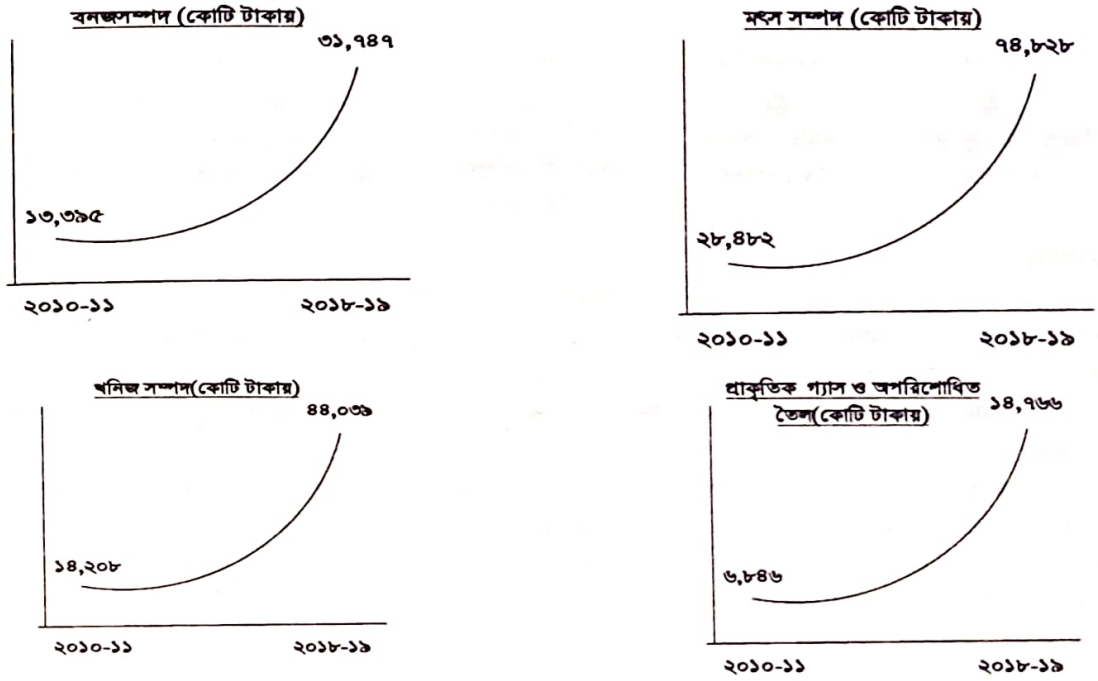

চিত্রঃ নতুন খনিজ সম্পদের আবিষ্কার [উৎসঃ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৯ ও BAPEX]

৪। ভূমি-সম্পদঃ

ভূমি একটি দেশের স্থায়ী এবং অন্যতম প্রাকৃতিক সম্পদ। এই সম্পদের মধ্য দিয়ে একটি দেশের সমৃদ্ধি নিশ্চিত হতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। সাম্প্রতিক এক হিসেবে এ দেশের জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৭ কোটি। কিন্তু আমাদের ভূমি সম্পদের পরিমাণ মাত্র ১লক্ষ ৪৭ হাজার বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যার তুলনায় এ সম্পদের পরিমাণ খুবই কম। আবার এ কথাও ঠিক যে, শুধু অধিক পরিমাণ ভূমি থাকলেই তাকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলা চলে না। ভূমি যদি অনুর্বর হয়, তার পরিমান বেশি হলেও দেশের কাজে আসে না। তুলনামূলকভাবে ভূমি যদি কমও হয়, আর সে ভূমি যদি উর্বর হয়, তবে সম্পদের পরিমাণ অধিক হয়ে থাকে। এদিক থেকে ভূমির পরিমাণ কম হলেও বাংলাদেশকে প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ দেশ বলা যায়। কারণ বাংলাদেশের ভূমি অত্যন্ত উর্বর, নরম তথা ফসল ফলানোর জন্য উপযোগী।

৫। কৃষি ও মৎস্য সম্পদঃ

Feel free to join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

বাংলাদেশক বলা হয় নদীমাতৃক দেশ। ফলে এদেশে প্রচুর পরিমাণে মাছ পাওয়া যায়। এদেশের অসংখ্য নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর-ডোবা, হাওড় ও জলাভূমিতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। তাছাড়া বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে রয়েছে বঙ্গোপসাগর। এই সমুদ্র থেকেও প্রচুর পরিমাণে মৎস্য আহরিত হয়। এ বছর ৩২ লাখ হাজার মাছ উৎপাদন করে স্বনির্ভরতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ।

ইলিশ, রুই, কাতল, মাগুর, বোয়াল, গজার, শৈল, পুটি, শিং, পাবদা, টেংরা প্রভৃতি বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য মৎস্য। বর্তমানে বাংলাদেশে পরিকল্পিত উপায়ে চিংড়ি চাষ করা হচ্ছে। চিংড়ি রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করায় একে বাংলাদেশের "white gold" বলা হয়।

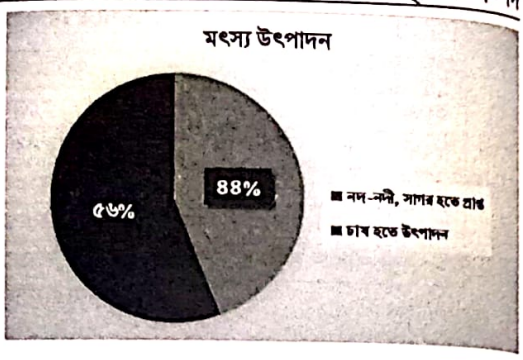

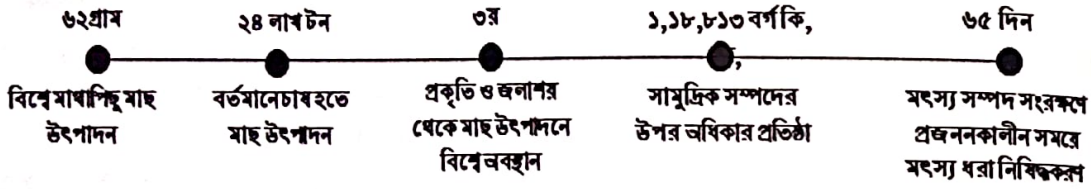

৬। বনজ সম্পদঃ

বনজ সম্পদ একটি দেশের অন্যতম প্রাকৃতিক সম্পদ। কিন্তু বনভূমি কম থাকায় এটিতে বাংলাদেশ সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারেনি। যেকোন দেশের প্রায় ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। অথচ বাংলাদেশে নিয়েছে মাত্র ১৯ ভাগ। ঝড়, তুফান, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষার জন্য আমাদের প্রয়োজন প্রচুর বনায়ন। তা সত্ত্বেও এদেশের বনভূমির মধ্যে রয়েছে সুন্দরবন, মধুপুর ও ভাওয়ালের গড়, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল ইত্যাদি। এসব বনাঞ্চল হতে সুন্দরী, মেহগনি, গেওয়া, ধুন্দল, জারুল, কড়াই, গজারি ইত্যাদি মূল্যবান বৃক্ষ প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে পাওয়া যায়।

৭। খনিজ সম্পদঃ

ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে বাংলাদেশের ভূভাগের বেশিরভাগই বঙ্গীয় অববাহিকার অন্তর্গত। দেশের উত্তর, উত্তরপূর্ব ও পূর্বাংশে এ অববাহিকা টারশিয়ারি যুগের ভাঁজযুক্ত পাললিক শিলাস্তর দ্বারা গঠিত (প্রায় ১২ভাগ)। উত্তরপশ্চিম, মধ্য-উত্তর ও মধ্য-পশ্চিমাংশে অববাহিকার প্রায় ৮ ভাগ প্লাইসটোসিন যুগে উত্থিত পলল এবং অবশিষ্ট ৮০ শতাংশ ভূভাগ অসংহত বালি, পলি ও কর্দমাটি দ্বারা গঠিত হলোসিন যুগের সঞ্চয়ন দ্বারা আবৃত। বাংলাদেশে প্যালিওসিন মহাকালের তুরা স্তরসমষ্টিকে প্রাচীনতম উন্মুক্ত শিলাস্তর হিসেবে শনাক্ত করা গিয়েছে। দেশের উত্তরপশ্চিমাংশে খননকার্য পরিচালনাকালে প্রাচীনতর শিলাস্তর যেমন, মেসোজোয়িক ও প্যালিওজোয়িক স্তরসমষ্টি এবং প্রি-ক্যাম্ব্রিয়ান ভিত্তিস্তরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

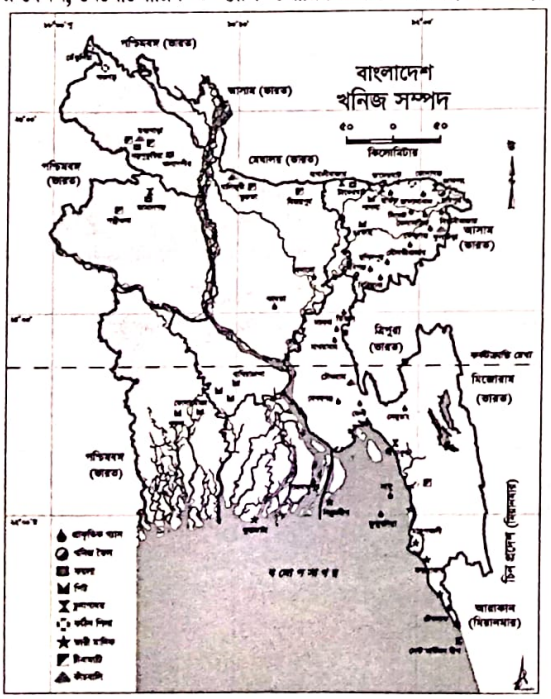

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

ভূ-পৃষ্ঠে অথবা ভূগর্ভের কোনো স্থানে সঞ্চিত খনিজ সম্পদের অবস্থান মূলত সংশ্লিষ্ট স্থানের ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ও সময়কাল দ্বারা নির্ণীত হয়ে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভূতাত্ত্বিক পরিবেশে সঞ্চিত বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদসমূহ হচ্ছে- প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, চুনাপাথর, কঠিন শিলা, নুড়িপাথর, গন্ডশিলা, কাচবালি, নির্মাণকার্যে ব্যবহৃত বালু, চীনামাটি, ইটের মাটি, পিট এবং সৈকত বালি ভারি মণিক।

৭.১. গ্যাস :

এখন আমাদের দেশে ২৭টি গ্যাসক্ষেত্র রয়েছে। প্রথম গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার হয় ১৯৫৫ সালে, সিলেটের হরিপুরে, সেখান হতে গ্যাস উত্তোলন করা হয় ১৯৫৭ সালে। সর্বশেষ গ্যাসক্ষেত্রের অনুসন্ধান পাওয়া যায় ২০১৭ সালে ভোলায়। বাংলাদেশ এশিয়ার সপ্তম বৃহৎ গ্যাস উৎপাদনকারী দেশ এবং দেশীয় জ্বালানির ৫৬ শতাংশ পূরণ করে গ্যাস। যা কল-কারখানা পণ্য উৎপাদনে বড় অবদান রাখে। আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্রগুলির মধ্যে ২টি উপকূলের অদূরে বঙ্গোপসাগরে এবং অবশিষ্ট গ্যাসক্ষেত্রগুলি দেশের পূর্ব ভূভাগে অবস্থিত। অধিকাংশ গ্যাসক্ষেত্রের গ্যাসে কন্ডেনসেটের উপস্থিতি অল্প বা অতি অল্প বিধায় এদেরকে শুষ্ক গ্যাস বলা হয়। অল্প কয়েকটি গ্যাসক্ষেত্রে গ্যাসের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কন্ডেনসেট পাওয়া যায় এবং এদেরকে ভেজা গ্যাস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

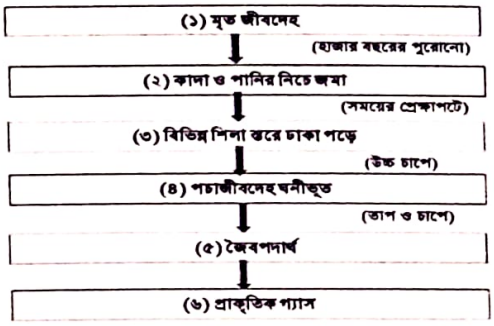

চিত্র: প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন প্রক্রিয়া

বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাস অধিক বিশুদ্ধ যার মধ্যে প্রায় ৯৫% থেকে ৯৯%-ই মিথেন এবং সালফার প্রায় অনুপস্থিত। প্রাকৃতিক গ্যাসের গড় গঠন হচ্ছে মিথেন ৯৭.৩৩ ভাগ, ইথেন ১.৭২ ভাগ, প্রপেন ০.৩৫ ভাগ এবং অবশিষ্ট ০.১৯ ভাগে রয়েছে উচ্চতর হাইড্রোকার্বনসমূহ।

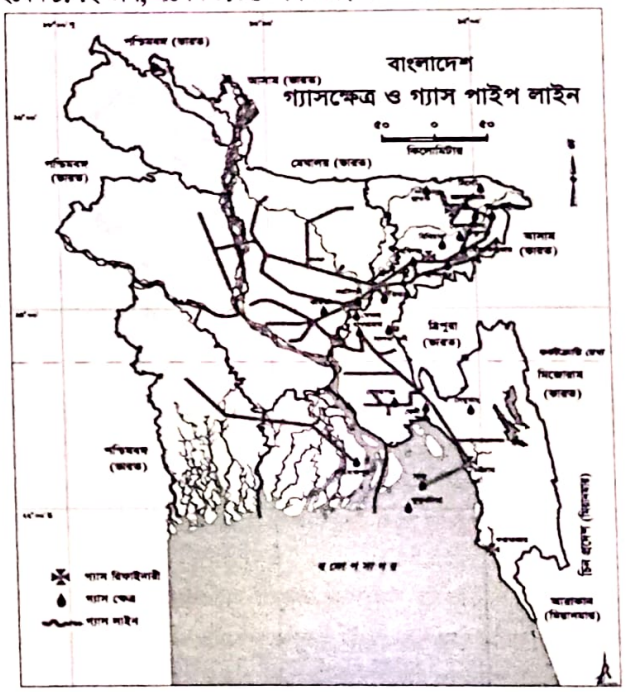

গ্যাসক্ষেত্র	উৎপাদনরত কূপসংখ্যা	প্রাথমিক মোট মজুদ	২০১৭-১৮ অর্থবছরে উৎপাদন	ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন জুন-২০১৮ পর্যন্ত	অবশিষ্ট গ্যাসের মজুদ জুলাই ২০১৮
তিতাস	২৬	৮১৪৮.৯	১৯৫.২	৪৫১৮.৭	১৮৪৮.৩
হবিগঞ্জ	৭	৩৬৮৪.০	৭৯.৯	২৩৯৩.০	২৫৪.০
বাখরাবাদ	৬	১৭০৯.০	১২.০	৮২১.৮	৪০৯.৭
কৈলাসটিলা	৪	৩৬১০.০	২৩.০	৬৮২.৩	২০৭৭.৭
রশিদপুর	৫	৩৬৫০.০	১৯.৫	৬১৫.৪	১৮১৭.৬
জালালাবাদ	৭	১৪৯১.০	৯১.৯	১২৩৪.২	০.০০
মৌলভীবাজার	৬	১০৫৩.০	১২.৪	৩১৬.৩	১১১.৭
বিবিয়ানা	২৬	৮৩৫০.০	৪৪৬.৪	৩৩৭৯.৩	২৩৭৪.৭
সর্বমোট	ট্রিলিয়ন ঘনফুট	৩৯.৮	০.৯৭	১৫.৯	১১.৯

Feel free to join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

গ্যাস	ট্রিলিয়ন ঘনফুট
প্রাথমিক মোট মজুদ	৩৯.৮
২০১৭-১৮ অর্থবছরে উৎপাদন	০.৯৭
ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন জুন-২০১৮ পর্যন্ত	১৫.৯
অবশিষ্ট গ্যাসের মজুদ জুলাই ২০১৮	১১.৯

দেশে আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্রগুলি হচ্ছে সিলেট, ছাতক, তিতাস, রশিদপুর, কৈলাশটিলা, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ, সেমুতাং, কুতুবদিয়া, বেগমগঞ্জ, কামতা, ফেনী, বিয়ানীবাজার, ফেঞ্চুগঞ্জ, জালালাবাদ, নরসিংদী, মেঘনা, শাহবাজপুর, সালদানদী, সাংগু, বিবিয়ানা ও মৌলভীবাজার। অধিকাংশ গ্যাসক্ষেত্র বাংলাদেশের পূর্বাংশের ইন্দোবার্মা ভাঁজসমূহের সন্নিকটস্থ স্থলভাগে অবস্থিত। যে সকল গ্যাসক্ষেত্র থেকে বর্তমানে উৎপাদন হচ্ছে সেগুলি হলো তিতাস, সিলেট, কৈলাশটিলা, হবিগঞ্জ, সালদানদী জালালাবাদ এবং সাঙ্গু।

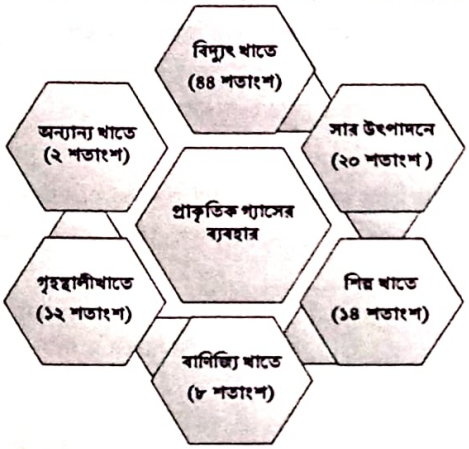

চিত্র: প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার

বর্তমানে দেশে ব্যবহৃত মোট বাণিজ্যিক জ্বালানির ৭০ ভাগই প্রাকৃতিক গ্যাসের দ্বারা মেটানো হচ্ছে এবং ভবিষ্যত জ্বালানি চাহিদার সিংহভাগ এ খাত থেকেই পূরণ হবে। সরকারি ও বেসরকারি খাতে ১২টি গ্যাসক্ষেত্র থেকে বর্তমানে গ্যাস উৎপাদন করা হচ্ছে এবং দৈনিক উৎপাদনের পরিমাণ ৯০০ থেকে ৯৩০ মিলিয়ন ঘনফুট।

৭.২. জ্বালানি তেল:

বর্তমানে দেশের জ্বালানি তেলের মজুদ প্রায় ১৩.২৭ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশের একমাত্র খনিজ তেলক্ষেত্রটি আবিষ্কৃত হয় ১৯৮৬ সালে সিলেটের হরিপুরে। এ তেলক্ষেত্রে তেলের মোট মজুতের পরিমাণ প্রায় ১০ মিলিয়ন ব্যারেল যার মধ্যে উত্তোলনযোগ্য মজুতের পরিমাণ প্রায় ৬ মিলিয়ন ব্যারেল। ১৯৮৭ সালের জানুয়ারি মাসে হরিপুর তেলক্ষেত্র থেকে তেল উৎপাদন শুরু হয়। উৎপাদন শুরুর পরবর্তী সাড়ে ছয় বছরে এ তেলক্ষেত্র থেকে ০.৫৬ মিলিয়ন ব্যারেল খনিজ তেল উৎপাদন করা হয়। ১৯৯৪ সালের জুলাই মাস থেকে তেল উৎপাদন স্থগিত হয়ে যায়।

৭.৩. কয়লা:

১৯৫৯ সালে ভূ-পৃষ্ঠের অত্যধিক গভীরতায় সর্বপ্রথম কয়লা আবিষ্কৃত হয়। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৫টি কয়লা ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। আবিষ্কৃত ৫টি কয়লা ক্ষেত্রে কয়লার মোট মজুদের পরিমাণ আনুমানিক ৭,৯৬২ মিলিয়ন টন। মজুদকৃত কয়লা থেকে এযাবৎ উত্তোলিত মোট কয়লার পরিমাণ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত আনুমানিক ১০.৪০ মিলিয়ন টন। বর্তমানে ভারত, চীন ও ইন্দোনেশিয়া থেকে কয়লা আমদানি করে প্রধানত ইটখোলা ও অন্যান্য শিল্প কারখানায় ব্যবহার করা হচ্ছে।

কয়লাক্ষেত্র	মজুত মিলিয়ন টন
জামালগঞ্জ	১০৫৩
বড়পুকুরিয়া	৩০০
খালাশপীর	১৪৩
দীঘিপাড়া	নির্ণীত হয় নি
ফুলবাড়ী	৩৮৬

সারণি: কয়লাখনির বিস্তারিত তথ্য ও কয়লার গুণাগুণ

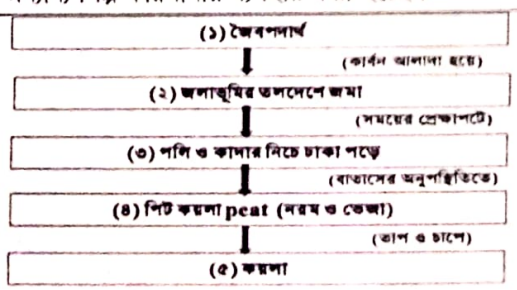

চিত্র: কয়লা উৎপাদন প্রক্রিয়া

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ইট তৈরিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে জ্বালানি হিসেবে কয়লার ব্যবহার রয়েছে। বর্তমানের দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার বড় পুকুরিয়া কয়লাদেক্ষত্র থেকে ভূ-গর্ভস্থ খনি পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে। উত্তোলিত কয়লা ব্যবহার করে খনি এলাকায় অবস্থিত কয়লাভিত্তিক বিদ্যু' উৎপাদন কেন্দ্র হতে ৫২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে।

নাম	স্থান	সক্ষমতা (MW)	কার্যকারিতা
বড় পুকুড়িয়া	দিনাজপুর	৫২৫	চলমান
মাতারবাড়ি	কক্সবাজার	১২০০	২০২৪
পায়রা	পটুয়াখালী	১৩২০	২০১৯
রামপাল	বাগেরহাট	১৩২০	২০২০

সারণি: কয়লা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন

৭.৪. চুনাপাথর:

১৯৬০-এর দশকের প্রথমভাগে দেশের উত্তর-পূর্বভাগে অবস্থিত টাকেরঘাট এলাকায় ইয়োসিনযুগীয় চুনাপাথরের একটি ক্ষুদ্র মজুত থেকে চুনাপাথর আহরণ করা হয়। একই সময় জয়পুরহাট জেলায় ভূ-পৃষ্ঠের ৫১৫ থেকে ৫৪১ মিটার গভীরতায় ১০০ মিলিয়ন টন মজুতবিশিষ্ট চুনাপাথরের অন্য আরেকটি খনি আবিষ্কার হয়। প্রতিষ্ঠানটি তুলনামূলকভাবে অল্প গভীরতায় চুনাপাথরের মজুত অনুসন্ধানের লক্ষ্যে তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। জি.এস.পি-এর উত্তরসূরী প্রতিষ্ঠান জি.এস.বি ১৯৯০-এর দশকের মধ্যভাগে নওগাঁ জেলার জাহানপুর ও পরানগর এলাকায় যথাক্রমে ভূ-পৃষ্ঠের ৪৯৩ থেকে ৫০৮ মিটার ও ৫৩১ থেকে ৫৪৮ মিটার গভীরতায় চুনাপাথর আবিষ্কার করে। চুনাপাথরের এ মজুত দুটির পুরুত্ব যথাক্রমে ১৬.৭৬ মিটার এবং ১৪.৩২ মিটার।

৭.৫. কঠিন শিলা:

নির্মাণ সামগ্রীর সংকটপূর্ণ এ দেশে রয়েছে প্রিক্যাম্ব্রিয়ান যুগীয় গ্রানোডায়োরাইট, কোয়ার্জ ডায়োরাইট, নিস প্রভৃতি কঠিন শিলার বিশাল মজুত। দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়া নামক স্থানে ভূ-পৃষ্ঠের ১৩২ মিটার থেকে ১৬০ মিটার গভীরতায় এ সকল কঠিন শিলার মজুত আবিষ্কার হয়। এ শিলাসমূহের বিশুদ্ধ অবস্থায় আর.কিউ.ডি ৬০ শতাংশ থেকে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত হয়ে থাকে। উত্তর কোরিয়া সরকারের সহায়তায় এ খনির উন্নয়ন কাজ পরিচালিত হচ্ছে। এ খনি থেকে উৎপাদন শুরু হওয়ার কথা রয়েছে ২০০২ সালে এবং বার্ষিক উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১.৬৫ মিলিয়ন টন।

৭.৬. পিট:

বাংলাদেশের উত্তরপূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের জলাভূমিতে পিটের মজুত রয়েছে। মোট মজুতের পরিমাণ ১৭ কোটি টনের বেশি। পিটের তাপোৎপাদক মান পাউন্ড প্রতি ৬০০০ থেকে ৭০০০ বিটিইউ। বাংলাদেশে গার্হস্থ্য কাজে, ইটের ভাটায়, বয়লারের জ্বালানি হিসেবে পিট ব্যবহৃত হয়।

পিটক্ষেত্র	মজুত (কোটি টন)	কার্বনের পরিমাণ (%)
বাঘিয়া-চান্দা	১৫০	২৪
কোলামৌজা	৮	২৯.২
মৌলভীবাজার	৩	১৭.৮৩
চলনবিল	৬.২	১৪.৮০
চরকাই	৩	১৮.৩২
পাগলা	১৩.২	১৬.৩৭

সারণি: বাংলাদেশে পিট মজুতের বিস্তারিত বিবরণ।

৭.৭. ধাতব খনিজ:

খনিজ মজুত অনুসন্ধান চালিয়ে জি.এস.বি বেশ কটি সম্ভাব্য ধাতব খনিজ বলয় চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছে। দেশের উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ নমুনা থেকে চ্যালকোপাইরাইট, বোর্নাইট, চ্যালকোসাইট, কোভেলাইন, গ্যালেনা, স্ফালারাইটের মতো ধাতব খনিজ পাওয়া গেছে।

৭.৮. নির্মাণ কাজের বালি:

দেশের বিভিন্ন নদনদীর তলদেশে এ বালি পাওয়া যায়। প্রধানত মাঝারী থেকে মোটা দানাদার কোয়ার্টজ সমন্বয়ে এ বালি গঠিত। দালান, সেতু, রাস্তা ইত্যাদি নির্মাণে এ বালি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

৭.৯. নুড়িপাথর:

দেশের উত্তরাঞ্চলীয় সীমান্ত এলাকায় হিমালয়ের পাদদেশ বরাবর নুড়িপাথর পাওয়া যায়। বর্ষাকালে উজান এলাকা থেকে এসব নুড়িপাথর নদী দ্বারা বাহিত হয়ে আসে। নুড়িপাথর মজুতের মোট পরিমাণ প্রায় ১ কোটি কিউবিক মিটার। এ মজুত উন্নয়ন কার্যক্রমে ব্যবহার করা হচ্ছে।

Feel free to join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

৭.১০.গড়শিলা:

বাংলাদেশের বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গড়শিলাসমুহ মূলত পাললিক শিলাজাত। অপরদিকে বৃহত্তর সিলেট জেলার জৈন্তাপুর ও ভোলাগঞ্জ এলাকার গড়শিলাসমূহের উৎসশিলা হলো আগ্নেয় বা রূপান্তরশিলা। এ সব অঞ্চল ছাড়াও সংলগ্ন পর্বতমালা থেকে উৎসারিত অসংখ্য পাহাড়ি নদীর তলদেশে ও নদীর কাছাকাছি এলাকায়ও গড়শিলা মজুত হয়। সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে এইসব পাহাড়ের অধিকাংশ অবস্থিত। টেকনাফের সমভূমি অঞ্চলের তিনটি স্থানে এবং উখিয়া উপজেলার ইনানীতে গড়শিলা সঞ্চিত আছে। টেকনাফ-কক্সবাজার সমুদ্রতীরের ৭টি স্থানে গড়শিলার আলাদা আলাদা মজুত রয়েছে।

৭.১১.চীনামাটি:

বাংলাদেশে চীনামাটির উল্লেখযোগ্য মজুত রয়েছে। চীনামাটি সিরামিক শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

স্থান	মজুদের পরিমাণ (টন)
নেত্রকোণা জেলার বিজয়পুর	২৫ লক্ষ ৭ হাজার টন
শেরপুর জেলার ভুরুংগা	১৩ হাজার টন
চট্টগ্রাম জেলার হাইটগাঁও, কাঞ্চপুর, এলাহাবাদ	১৮ হাজার টন
দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়ায়	১ কোটি ৫০ লক্ষ টন

৭.১২.কাচবালি:

বাংলাদেশে কাচবালির উল্লেখযোগ্য মজুত রয়েছে।

স্থান	মজুদের পরিমাণ (টন)
বালিজুরী	৬ লক্ষ ৪০ হাজার টন
শাহজিবাজার	১০ লক্ষ ৪০ হাজার টন
চৌদ্দগ্রাম	২ লক্ষ ৮৫ হাজার টন
মধ্যপাড়া	১ কোটি ৭২ লক্ষ টন
বড়পুকুরিয়া	৯ কোটি টন

বাংলাদেশের উপকূলীয় বলয় ও উপকূলীয় দ্বীপসমূহে সৈকত বালির মজুত চিহ্নিত করা হয়েছে। এ সৈকত বালিতে বিভিন্ন ধরনের ভারী মনিকের মজুত রয়েছে।

নাম	মজুত
জিরকন	১,৫৮,১১৭ টন
রূটাইল	৭০,২৭৪ টন
ইলমেনাইট	১০,২৫,৫৫৮ টন
লিউকক্সিন	৯৬৭০৯ টন
কায়ানাইট	৯০,৭৪৫ টন
গারনেট	২,২২,৭৬১ টন
ম্যাগনেটাইট	৮০,৫৯৯ টন
মোনাজাইট	১৭,৩৫২ টন

সারণি: বাংলাদেশের কাঁচবালির মজুদ

৭.১৩.ইটের মাটি:

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী জেলার প্লাইসটোসিন ও হলোসিন যুগীয় ইটের মাটির খনিজতাত্ত্বিক, রাসায়নিক ও প্রকৌশলগত গুণাগুণ বহুল প্রমাণিত। হলোসিন ও প্লাইসটোসিন এমনকি নবীন টারশিয়ারি নমুনার সামগ্রিক রাসায়নিক ও প্রকৌশলগত গুণাগুণ উত্তম মানের ইট প্রস্তুতের জন্য সন্তোষজনক।

৮। সম্পদের সীমাবদ্ধতা ও পরিকল্পিত ব্যবহার:

প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত তাই আমাদেরকে এর ব্যবহারে যত্নবান হতে হবে। আমরা জেনেছি কতগুলো সম্পদ নবায়নযোগ্য। যেমন- পানি, বায়ু, সৌরশক্তি। আবার কতগুলো অনবায়নযোগ্য। যেমন- মাটিস্থ ধাতু, কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি। মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে জ্বালানির চাহিদাও বাড়ছে। বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন আগামী ১০০ বছরের মধ্যে পৃথিবীর সব তেল,গ্যাস, কয়লার মত জ্বালানি শেষ হয়ে যেতে পারে। তাই অনবায়নযোগ্য সম্পদের ব্যবহারে সবচেয়ে বেশি যত্নবান হতে হবে। তাপশক্তি, সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি ও পানিশক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। সীমিত ব্যবহারের পাশাপাশি বিকল্প সম্পদের উপায় উদ্ভাবনে বিশেষ মনোযোগী হতে হবে। যাতে ভবিষ্যতের চাহিদা মেটানোর পথ উন্মুক্ত থাকে।

Feel free to join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

৯। **সম্পদ সংরক্ষণে কী কী করণীয়?**

পরিবেশের উপর মানুষের প্রভাব সম্বন্ধে কিছু সুখবর আছে। বহু মানুষ এখন পরিবেশ সংরক্ষণে সচেষ্ট। পরিবেশকে নিরাপদ রাখা ও প্রাকৃতিক সম্পদের পরিকল্পিত ব্যবহারই হচ্ছে সংরক্ষণ। সম্পদ সংরক্ষণ ও পরিবেশ দূষণ হ্রাসে বিভিন্ন কৌশল বা পদ্ধতি অবলম্বন করতে যেতে পারে। যেমন- ব্যবহারের মাত্রা কমানো, অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার বন্ধ করা, পুনঃব্যবহার এবং পুনঃউৎপাদন।

১০। **নবায়নযোগ্য জ্বালানি:**

জ্বালানি নীতিমালা ২০২০ সালের মধ্যে মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের ১০% অর্থাৎ ২০০০ MW বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে উৎপাদন করতে হবে।

➤ **সরকারের লক্ষ্য:**

২০২১ সালে– ২৪,০০০ MW

২০৩০ সালে– ৪০,০০০ MW

২০৪১ সালে– ৬০,০০০ MW

সরকারের এই লক্ষ্য পূরণে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে পারে সহায়ক। আর নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে সরকারের লক্ষ্য নিম্নরূপ:

প্রযুক্তি	২০১৮ সাল পর্যন্ত উৎপাদন (MW)	২০১৯ সাল পর্যন্ত উৎপাদন (MW)
সৌর শক্তি	৩৫০.৭৪	১১৫০.৭৪
বায়ুশক্তি	২.৯০	৭৮২.৯
বায়ুগ্যাস	১.০৮	৮.৫৮
হাইড্রো	২৩০	২৩৫
মোট	৫৮৪.৭২	২১৭৭.২২

১০.১.সম্ভাবনাময় জ্বালানি হিসেবে সৌরশক্তির ব্যবহার:

বাংলাদেশের জন্য জ্বালানির আরো একটি উৎস হচ্ছে সৌরশক্তি। তেল,গ্যাস বা কয়লার মত সম্পদ কমে যাওয়ায় সৌরশক্তি এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সৌরপ্যানেলে সৌরশক্তিকে এখন বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বাসা,অফিস ও জলসেচ কাজে এই সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার করা হচ্ছে। এছারা ক্যালকুলেটরে সৌরশক্তি ব্যবহার করা হয়। বাড়িঘর আলোকিত করা, ফ্রিজ , টেলিভিশন চালানো , জলসেচ ইত্যাদি কাজে এর সম্ভাবনা বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে সৌরশক্তি ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বাসাবাড়ির জন্য সৌর বিদ্যুতের সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি ক্রয় ও স্থাপনের ঋণ দেয়া হচ্ছে। যার ফলে গ্রামের লোকজন সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার করে বৈদ্যুতিক বাতি,টিভি,রেফ্রিজারেটর, কম্পিউটার চালাতে পারে। তবে ব্যাটারি চার্জ করে তা রাতেও ব্যবহার করা যায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সৌরবিদ্যুতের ব্যবহারে পরিবেশের কোন ক্ষতি হয় না।

১০.২. সম্ভাবনাময় জ্বালানি হিসেবে বায়ু শক্তি:

বায়ু একটি নির্মল জ্বালানির উৎস, যা পৃথিবীর সর্বত্র পাওয়া যায়। অনেক বায়ুশক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। বায়ুপ্রবাহের এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে অনেক দেশে কলকারখানা চালানো হয়ে থাকে। এছাড়া শক্তি উৎপাদন ও সেচ কাজে বায়ুকল ও উইন্ডমিল ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশেও বায়ুশক্তি কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের উপকূলীয় এলাকায় এবং বঙ্গোপসাগরের দ্বীপ সমূহে বায়ুশক্তি ব্যবহার করার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। বিকল্প জ্বালানির উৎস হিসেবে বায়ুশক্তি ও সৌরশক্তির অগ্রাধিকার দিতে হবে। কেননা, বায়ুশক্তি ও সৌরশক্তি আহরণে অবকাঠামোগত খরচ ছাড়া অন্য কোন লাগে না। পরিবেশ দূষণ হয় না বলে এ জাতীয় শক্তি সবুজ শক্তি। তাই এগুলোর ভবিষ্যত জ্বালানির উৎস।

প্রাকৃতিক সম্পদ একটি দেশের উন্নতি ও জাতীয় সমৃদ্ধির চাবিকাঠি। বাংলাদেশ আয়তনের দিক থেকে ছোট হলেও যে পরিমান খনিজ, জলজ, মৎস্য, বনজ সম্পদ রয়েছে দেশের উন্নতির জন্য তা একেবারে কম নয়। কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে না। যে-সব সমস্যার কারণে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত সম্ভব হচ্ছে না তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো প্রযুক্তির অভাব, সদিচ্ছা ও দক্ষ জনবলের অভাব। যে সম্পদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধিসহ যে কোনো ধরনের উন্নয়ন সম্ভব। আর এজন্য দরকার প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, দক্ষ জনবল গড়ে তোলা। আর তাহলেই আমাদের জাতীয় সমৃদ্ধি গতিশীল হতে পারে।

References:

১. banglapedia.org
২. wikipedia.org
৩. জ্বালানি বিদ্যুৎ ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
৪. অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০১৯

Feel free to join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

দারিদ্র্য বিমোচন

অথবা, সামাজিক নিরাপত্তায় বাংলাদেশ

"Bangladesh's strong track record of poverty reduction and development shows that with the right policies and actions further progress is possible."

— Qismiao Fan
(Country Director of World Bank for Bangladesh, Bhutan and Nepal)

প্রশ্নাতীতভাবে বাংলাদেশ প্রচণ্ডবেগে উন্নয়নের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এসময়ে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য হারে দারিদ্র্য হ্রাস করেছে, প্রচুর বৈদেশিক বিনিয়োগ এসছে দেশে এবং মানব উন্নয়ন সূচকেও উন্নতি করেছে। ১৬ কোটি জনসংখ্যাকে সাথে নিয়ে গত এক দশকে ৭% উপর মোট দেশজ প্রবৃদ্ধি (GDP Growth) ধরে রেখে বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক উন্নয়ন আইন, বিচার ও সমতা রক্ষায় এগিয়ে চলছে। রূপকল্প-২০২১, ডিজিটাল বাংলাদেশ, রূপকল্প ২০৪১, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০, মধ্যম আয়ের দেশ, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন বিভিন্ন লক্ষ্য সমূহকে সামনে রেখেই বর্তমান সরকার এগিয়ে যাচ্ছে।

১। বাংলাদেশে দারিদ্র্যের পরিস্থিতির চিত্র:

দারিদ্র্য বিমোচন যে কোনো দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির অন্যতম সূচক। সরকারি উন্নয়ন কর্মকান্ড, বেসরকারি বিনিয়োগ এবং বহুবিধ সামাজিক উদ্যোগের সমন্বিত প্রয়াসে গত এক দশকে বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

"Development of Bangladesh stood out as a shining testament to this claim and the country has also fared better than many south Asian nations in the Human Capital Index (HCI)."

—Amarthy a Zen
(Nobel Laurate)

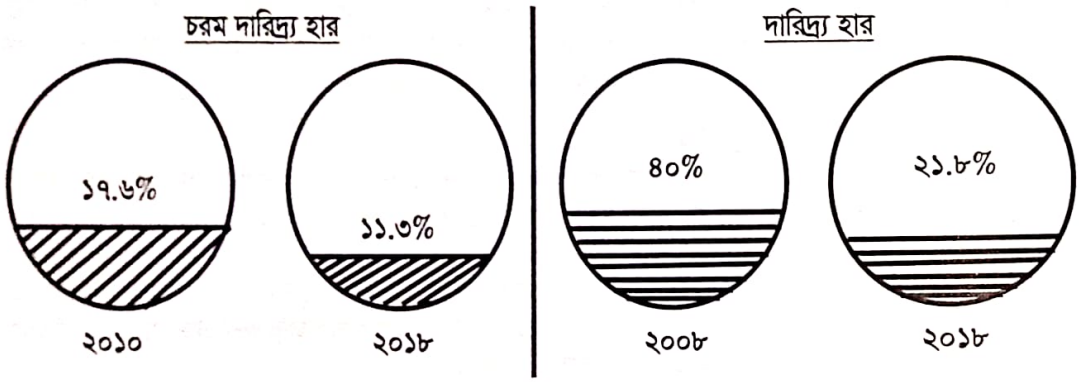

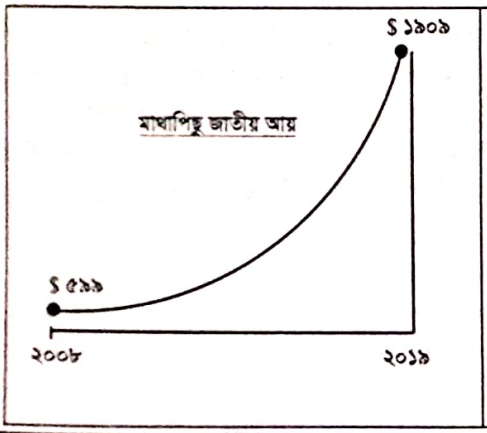

⇒ ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ৫৬.৭ শতাংশ। তবে, পরিকল্পনা কমিশনের 'SDGs: Bangladesh Progress Report-2018' অনুযায়ী বর্তমানে দারিদ্র্যের হার কমে দাঁড়িয়েছে ২১.৮ শতাংশে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০২০ সালের মধ্যে উচ্চ দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী দারিদ্র্যের হার ১৮.৬ শতাংশ এবং নিম্ন দারিদ্র্যের রেখা ব্যবহার করে দারিদ্র্য হার ৮.৯ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

⇒ মাথাপিছু জাতীয় আয় ২০০৮ সাল হলে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সময়ে প্রায় ১৬০% বেড়ে দাড়িয়েছে $১৯০৯ মার্কিন ডলার।

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

২। দারিদ্র্য এবং বৈষম্য দূরীকরণে সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন-

"এই স্বাধীন দেশে মানুষ যখন পেট ভরে খেতে পারবে, পাবে মর্যাদাপূর্ণ জীবন; তখনই শুধু এই লাখো শহীদের আত্মা তৃপ্তি পাবে।"

সংবিধানের ১৯ (২) নং অনুচ্ছেদ *অনুযায়ী* মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাহীন বিলোপ করার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে নির্দেশনা রয়েছে।

৩। দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম:

- দারিদ্র্য বিমোচন এবং বৈষম্য হ্রাসকরণে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়। দারিদ্র্য জনগণের অবস্থা উন্নয়নে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে প্রতিবছর বরাদ্দ বৃদ্ধি করে চলছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এই খাতে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ ৭৪,৩৬৭ কোটি টাকা। বর্তমানে দেশের প্রায় এক-চতুর্থাংশ পরিবারকে সামাজিক নিরপত্তা কর্মসূচির আওতায় নিয়ে এসেছে।
- বাংলাদেশ সরকার "Leaving No one Behind" কে সামনে রেখে প্রণয়ন করেছে "National Social Security Strategy (NSSS)", যার মুখ্য উদ্দেশ্য মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি এবং সামাজিক নিরাপত্তা আনয়ন। National Social Security Strategy (NSSS) এর আওতায় কর্মসূচিসমূহকে ৫টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে।

- **সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় পুনর্বাসন:**

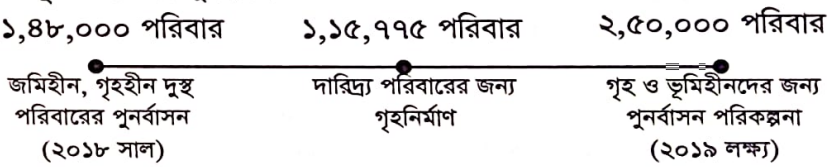

আগামী ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য সামাজিক সুরক্ষা খাতের আওতা বাড়ানোর প্রস্তাবসমূহ:

- ✓ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সম্মানী ভাতা ১০ হাজার টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১২ হাজার ঢাকায় উন্নীত;
- ✓ বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ৪০ লক্ষ থেকে ৪৪ লক্ষ জনে বৃদ্ধি;
- ✓ বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতাভোগীর সংখ্যা ১৪ লক্ষ থেকে ১৭ লক্ষে বৃদ্ধি;
- ✓ সকল অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের ভাতা দেয়ার লক্ষ্যে ভাতাভোগীর সংখ্যা ১০ লক্ষ হতে ১৫.৪৫ লক্ষে বৃদ্ধি;
- ✓ প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের উপবৃত্তির সংখ্যা ৯০ হাজার হতে ১ লক্ষ জনে বৃদ্ধি, উপবৃত্তির হার বাড়িয়ে প্রাথমিক স্তরে ৭০০ টাকা হতে ৭৫০ টাকায়, মাধ্যমিক স্তরে ৭৫০ টাকা হতে ৮০০ টাকায় এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৮৫০ টাকা হতে ৯০০ টাকায় বৃদ্ধি;
- ✓ সকল হিজড়াকে অন্তর্ভুক্ত করে হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা ৬০০০ জনে উন্নীত করা;
- ✓ বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উপকারভোগীর সংখ্যা ৬৪ হাজর থেকে ৮৪ হাজারে বৃদ্ধি;
- ✓ ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা ১৫ হাজার থেকে ৩০ হাজারে বৃদ্ধি;
- ✓ চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা ৪০ হাজার হতে ৫০ হাজারে বৃদ্ধি;
- ✓ দরিদ্র মার জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতাভোগীর সংখ্যা ৭ লক্ষ হতে ৭ লক্ষ ৭০ হাজার জনে বৃদ্ধি;
- ✓ কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তার আওতায় ভাতাভোগীর সংখ্যা ২ লক্ষ ৫০ হাজার হতে ২ লক্ষ ৭৫ হাজারে বৃদ্ধি

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

৪। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম:

৪.১. বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি:

দেশের মোট জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ বয়স্ক ও কর্মক্ষম নয়। এদের অনেকেই দারিদ্র্যক্লিষ্ট। অবহেলিত বয়স্ক এসব জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২,৪০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। জনপ্রতি মাসিক ৫০০ টাকা করে এ ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

৪.২. বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রম:

১৯৯৯-২০০০ অর্থবছর থেকে দরিদ্র, অসহায় ও অবহেলিত মহিলা জনগোষ্ঠী বিশেষ করে বিধবাদের জন্য ভাতা প্রদান কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে মোট ১৪ লক্ষ বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্ত দুঃস্থ মহিলাকে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। প্রতি দুঃস্থ মহিলাকে মাসিক ৫০০ টাকা হারে এ ভাতা প্রদান করা হয়।

৪.৩. দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতা:

এ কার্যক্রমের আওতায় দরিদ্র্য গর্ভবতী মহিলাদের ভাতা প্রদানের পাশপাশি স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। চলতি অর্থবচর থেকে দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন মাসিক ভাতা ৮০০ টাকা করা হয়েছে। এছাড়া, ভাতা প্রদানের মেয়াদও ২৪ মাস থেকে বৃদ্ধি করে ৩৬ মাস করা হয়েছে।

৪.৪. কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল:

শহরাঞ্চলে কর্মজীবী দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য ও তাদের গর্ভস্থ সন্তান বা নবজাত শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তার উদ্দেশ্যে এই ভাতা প্রদান করা হয়। বর্তমানে একজন মাকে মাসে ৮০০ টাকা করে ৩৬ মাস পর্যন্ত এ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

৪.৫. মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা:

জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মন্নোয়নে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। বতর্মানে মুক্তিযোদ্ধারা মাসিক ১০ হাজার টাকা করে সম্মানী পাচ্ছেন। এছাড়া, একই হারে বছরে দুটি উৎসব ভাতাও দেয়া হচ্ছে। খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানীও বৃদ্দি করা হয়েছে। বর্তমানে বীরশ্রেষ্ঠদের ৩৫ হাজার টাকা, বীর উত্তমদের ২৫ হাজার টাকা, বীর বিক্রমদের ২০ হাজার টাকা এবং বীর প্রতিকদের ১৫ হাজার টাকা করে মাসিক সম্মানী প্রদান করা হয়। চলতি অর্থবছর থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা ও উৎস ভাতার পাশপাশি ২ হাজার টাকা করে বাংলা নববর্ষ ভাতা দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও, সকল জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের জনপ্রতি ৫ হাজার টাকা করে বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ সম্মানী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা বাবদ ২,৩০৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

৪.৬. অসচ্ছল প্রতিবন্দীদের জন্য ভাতা:

জনপ্রতি মাসিক ৭০০ টাকা হারে এই ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ বাবদ মোট ৮৪০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। দেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি ও অন্যান্য চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রথমবারের মতো প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু করা হয়। প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি, প্রতিবন্ধী সেবা সহায়তা ও প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়সমূহে আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে এবং বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করে চলছে। দেশের সকল অনগ্রসর, বঞ্চিত, অসহায়, অটিস্টিক এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যেজাতয়ি প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ক্ষুদ্র ঋণ ও অনুদান কার্যক্রম, প্রত্যন্ত অঞ্চলে মোবাইল ভ্যানের মাধ্যমে ভ্রাম্যমান ওয়ানস্টপ থেরাপি সার্ভিস, Disability Job Fair আয়োজন, দক্ষতা বৃদ্দির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রতিবন্ধীদের ব্যবসা ও উৎপাদনশীল কাজে লাগাবার লক্ষ্যে একটি পৃথক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাজেট বরাদ্দ করা হবে।

৪.৭. এতিম শিশুদের খোরাকী ভাতা:

সরকারি শিশু পরিবার ও অন্যান্য বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে বসবাসরত এতিম শিশুদের ভরণ-পোষনের দায়িত্ব নিয়েছে সরকার। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এসব প্রতিষ্ঠানে নিবাসী শিশুদের খোরাকী ভাতা হিসেবে ৫৪.৬৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

৪.৮. বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম:

কতিপয় অপরিহার্য পেশার সঙ্গে সম্পকৃত দলিত, হরিজন ও বেদে সম্প্রদায়কে সমাজের মুলস্রোতধারায় নিয়ে আসতে এ কার্যক্রম চালু করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ৬৪টি জেলায় এ কার্যক্রম বিস্তৃত হয়েছে। এছাড়া, এসব সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের সরকার উপবৃত্তি প্রদান করছে।

৪.৯. ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীদের উন্নয়ন ব্যয়:

ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীদের শিক্ষা, বাসস্থান, কর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন অধিকার নিশ্চতকরণে বর্তমান সরকার 'জাতীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নীতিমালা-২০১২' প্রণয়ন করে।

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীদের উন্নয়ন ব্যয়:

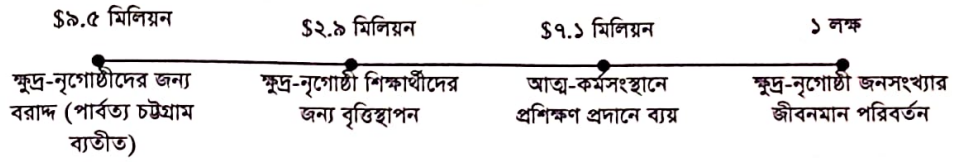

৪.১০.হিজড়া জনগোষ্ঠী জীবনমন উন্নয়ন কার্যক্রম:

পারিবরিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অবহেলিত হিজড়া সম্প্রদায়কে সমাজের মূলস্রোতধারায় নিয়ে আসতে সরকার কাজ করছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৭ হাজার হিজড়াকে সহায়তার লক্ষ্যে ১১.৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

৫। খাদ্য সাহায্য কর্মসূচির আওতায় চলমান বিভিন্ন কর্মসূচির অগ্রগতি:

৫.১. ওএমএস কর্মসূচি: নিম্নআয়ের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার খোলা বাজারে বিক্রয় (ওএমএস) কর্মসূচি চালু করে। এ কর্মসূচির আওতায় বিশেষ ভর্তুকির মাধ্যমে বাজার মুল্যের চেয়ে কম দামে খাদ্য সামগ্রী বিক্রয় কার হয়।

৫.২. কাজের বিনিময় টাকা (কাবিটা) কর্মসূচি: গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কারের লক্ষ্যে কাজের বিনিময় টাকা (কাবিটা) কর্মসূচিটি চালু করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। কাবিচটার জন্য চলতি অর্থবছরে ৭২০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

৫.৩. ভিডিডি: এ কর্মসূচির জন্য চলতি অর্থবছরে ১,৬৮৫.০৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে দেশব্যাপী ও ৩.৭৪ লক্ষ মে. টন খাদ্যশস্য রয়েছে।

৫.৪. ভিজিএফ: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করছে। সাধারণত দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দরিদ্র মানুষদের জীবিকা পুনর্বহাল না হওয়া পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে এ সহায়তা প্রদান করা হয়। প্রতি পরিবারকে মাসিক ২০.৪০ কেজি করে চাল ২-৫ মাস পর্যন্ত প্রদান করা হয়। এছাড়া, মা ইলিশ ও জাটকা আহরণে বিরত থাকা জেলেরাও ভিজিএফ সহায়তা পেয়ে থাকেন। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে দরিদ্র জনগণও ভিজিএফ সহায়তা পান।

৫.৫. জিআর: দুর্যোগকালে দরিদ্র মানুষকে জরুরি খাদ্য সহায়তা হিসেবে জিআর (চাল) সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিআর হিসেবে ১.২৫ লক্ষ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ রাখা হয়। টাকার হিসেবে এ বরাদ্দের মুল্যমান ৫৪০.৮৮ কোটি টাকা।

৬। অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি:

বছরের কর্মহীন সময়ে অতি দরিদ্র মানুষে দারিদ্র্য বিমোচন এবং যে কোনো প্রাকৃতিক বিপযয়ের পর দুর্যোগ মোকবিলার সক্ষমতা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর দুর্যোগ মোকবিলার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ কর্মসুচিটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। মূলত কর্মহীন আপদকালীন সময়ে অতি দরিদ্র মানুষের জীবিকা নির্বাহের বিকল্প হিসেবে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় বছরের দুটি কর্মহীণ সময়ে দু'বার ৪০ দিন করে মোট ৮০ দিন অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৮.২৭ লক্ষ অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থানের জন্য ১,৬৫০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনীর আওতাভুক্ত কয়েকটি প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

৬.১. আশ্রয়ণ-২ (দারিদ্র্য বিমোচন ও পুনর্বাসন) প্রকল্প

ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবারগুলোকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে গ্রহণ করা হয় আশ্রয়ণ প্রকল্প। প্রকল্পের সাফল্য ও ধারাবাহিকতায় ২০১০-২০১৯ মেয়াদে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় মোট ২.৫ লক্ষ গৃহহীন, ছিন্নমূল পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ, ঋণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অধীনে মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত ৩৭,৫২৫ জন উপকারভোগীকে আয়বর্ধক পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেক পরিবারকে ৩০.০০ হাজার টাকা ঋণ দেয়া হয়।

৬.২. গৃহায়ন তহবিল

গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের বাস্থান নিশ্চিতকরণ তথা দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে গৃহয়ন তহবিল গঠন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক গৃহয়ন তহবিলের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। তহবিল তেকে গৃহপ্রতি ৭০.০০ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করা হচ্ছে।

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

৭। দারিদ্র্য বিমোচনে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রম:

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের দারিদ্র্য বিমোবচন তথা সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক কয়েকটি প্রকল্পের এবং বিভাগের অধিভুক্ত কয়েকটি সংস্থা ও ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে তুলে ধরা হলো:

৭.১. আমার বাড়ি আমার খামার

'আমার বাড়ি আমার খামার' একটি স্থায়ী দারিদ্র্য বিমোচন মডেল। প্রতিটি বাড়িকেই অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ভূমিহীন অর্থাৎ শুন্য থেকে ৫০ শতক জমির মালিক, চরাঞ্চল/অনাগ্রসর এলাকায় এক একর জমির মালিক, সর্বোচ্চ দরিদ্র বলে সর্বজন স্বীকৃত মানুষই এ প্রকেল্পের আওতাভুক্ত হবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অভীষ্ট-১ 'সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান' এবং অভীষ্ট-২ 'ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার' অর্জনের লক্ষ্যে প্রকল্পটি ৬৪টি জেলার সকল ইউনিয়নের প্রত্যেক ওয়ার্ডে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের ফলে ২০২১ সালের মধ্যে ৫০ লক্ষ পরিবার তথা ২.৫০ কোটি মানুষ স্থায়ীভাবে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেয়ে বাংলাদেশকে দারিদ্র্যমুক্ত মাধ্যম আয়ের দেশে রুপান্তরে অগ্রণী ভুমিকা রাখবে। প্রকল্পের আওতায় গঠিত গ্রাম উন্নয়ন সমিতি ও তার স্থায়ী তহবিল ব্যবস্থাপনার জন্যে সরকার পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছে।

৭.২. সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-৩য় পর্যায়

দেশের দারিদ্র্য পীড়িত এলাকার দারিদ্র্য হ্রাস ও গ্রামীন মানুষের জীবনমান উন্নয়ন এবং গ্রামকে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১০,০৩৫টি সমিতি গঠনের মাধ্যমে নানা ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ৩.৫ লক্ষ লোকের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে।

৭.৩. সমবায় অধিদপ্তর

কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমবায়ের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। বর্তমান সারাদেশে ১,৭৫,৩১০টি নিবন্ধিত সমবায় সমিতি রয়েছে। এ সকল সমবায় সমিতির কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ প্রায় ১২,২৮২.৯১১ কোটি টাকা। সমবায় সমিতির সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে বেসরকারি খাতে বীমা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য 'বাংলদেশ কো-অপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স লি.' প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৭.৪. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

বিআরডিবির বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিগুলো হচ্ছে: (ক) উত্তরাঞ্চলের দারিদ্রের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি; (খ) অংশীদারিত্বমুলক পল্লী উৎপন্ন প্রকল্প-৩; (গ) গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরিকরণ প্রকল্প এবং (ঘ) সার্বিক গ্রাম উন্নয়ণ কর্মসূচি। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত বিআরডিবি ক্রমপুঞ্জিতভাবে মোট ১৬,১১৭.৩০ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে।

৭.৫. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বোর্ড), কুমিল্লা

পল্লী অঞ্চলের আর্থ-সামাজক অবস্থার উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধি, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা ও উন্নয়ন কর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদানসহ প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে বার্ড জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, পরিবার পরিকল্পনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় মহিলা উদ্যোক্তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নসহ নানা বিষয়ে গবেষণা করছে।

৭.৬. পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া

বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান, গবেষণা পরিচালনা এবং পরামর্শ সেবা প্রদান প্রতিষ্ঠানটির মূল কাজ। একাডেমির প্রশিক্ষণ কাযক্রমের প্রদান লক্ষ্য হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর, দক্ষতা বৃদ্দি ও মানবসম্পদ উন্নয়ন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ৫,৫২,৮০০ জন এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

৭.৭. পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে পিডিবিএফ গঠিত হয়। দেশের ৫৫টি জেরার ৩৫৭টি উপজেলায় পিডিবিএফের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, এর উপকারভোগী ৯৭ শতাংশই মহিলা। ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত পিডিবিএফ ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাঋণ হিসেবে মোট ১০,৬৩১.০২ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করেছে।

৭.৮. ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

১৯৯৪ সালে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের পল্লী অঞ্চলে সবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক ও ভুমিহীন পরিবারের বিশষত মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথ্য দারিদ্র্য বিমোচনই এ ফউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য। ফাউন্ডেশনের আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে মোট ৮১৫.৩৭ কোটি টাকা জামানতবিহীন ক্ষুদ্রকঋণ বিতরণ কার হয়েছে। একই সময় পর্যন্ত মোট ৬৬৫.৪৪ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে।

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

৭.৯. কর্মসংস্থান ব্যাংক

দেশের বেকার জনগোষ্ঠী বিশেষ করে শিক্ষিত বেকার যুবকদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাংকটি উৎপাদনমুখী ও আয়বর্ধক কর্মকান্ডে যুব সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করতে ঋণ প্রদান করে। ব্যাংকের নিজস্ব কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ৫,২৮,০৬৫ জন উদ্যোক্তার মধ্যে মোট ৪,৯২৭.৭১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

৭.১০. বাংলাদেশে ব্যাংক ঋণ কর্মসূচি

বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তার পরিচালিত কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত মোট ২০,৮৩৮ জন উদ্যোক্তার মাঝে ২৮৩.২৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

৭.১১. পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাইন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পল্লীকর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক নিরাপত্তা ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণে কাজ করছে। সারা দেশে ২৭৮টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে সংস্থাটি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সহযোগী সংস্থাসমূহের সদস্যদের প্রায় ৯১ শতাংশই মহিলা। ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত সহযোগি সংস্থাসমূহের অনুকূলে মোট ১,৬৩৬.০৭ কোটি টাকা বিতরণ করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলার লক্ষ্যে পিকেএসএফ পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট প্রতিষ্ঠা করেছে। এ ইউনিটের মাধ্যমে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা সংক্রান্ত নানা কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

৭.১২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঋণ কার্যক্রম

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও মোকাবিলায় সহায়তার লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দুর্যোগ মোকাবিলা ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে ভুক্তভোগীদের অগ্রিম শ্রম ও সম্পদ বিক্রি থেকে রক্ষা করতে দ্রুত আর্থিক সুবিধা দিতেই এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এতে করে উপকূল এলাকার দারিদ্র জনগোষ্ঠী নানা দরনের দুর্যোগ ও দুর্যোগ পরবর্তী দুরাবস্থা মোকাবিলায় সক্ষমতা অর্জন করতে পারছে।

৮। বেসরকারি সংস্থাসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম:

সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসমূহ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তায়বয়নে কাজ করছে। মূলত দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মানবস্মপদ উন্নয়নে এনজিওগুলো কাজ করছে। নিচে প্রধান ৭টি এনজিও'র সার্বিক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো:

৮.১. ব্রাক: বাংলাদেশে আর্থ-সামাকি উন্নয়নে বিশ্বের সর্ববৃহৎ এনজিও ব্রাকের অবদান অপরিসীম। এটি দেশের সবচেয়ে বড় ক্ষুদ্রঋণ দানকারী সংস্থা। ক্ষদ্রঋণ দানকারী সংস্থা। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি ছাড়াও দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে ব্রাক কাজ করছে।

৮.২. আশা: ১৯৯১ সালে বিশেষায়িত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আশা কার্যক্রম শরু করে। প্রতিষ্ঠানটির স্বল্প ব্যয় ও টেকসই ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ মডেল হিসেবে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ মডেল হিসেবে পরিচিত পেয়েছে।

৮.৩. ব্যুরো বাংলাদেশ: ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্যুরো বাংলাদেশ দেশের ৬৪টি জেলার ৪৪১টি উপজেলায় দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করছে। উপকারভোগীদের প্রায় ৯১ শতাংশই মহিলা।

৮.৪. এসএসএস: সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নেয়নে সোসাইটি কর সোশ্যাল সার্ভিস (এসএসএস) কাজ করছে। দেশের ৩১ টি জেলার ১৮৬টি উপজেলায় সংস্থাটি কাজ করছে। ঋণ গ্রহিতাদের প্রায় ৯৮ শতাংশই মহিলা।

৮.৫. শক্তি ফাউন্ডেশন: ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, কুমিল্লা, বগুড়া ও অন্যান্য বড় শহরের বস্তিতে বসবাসরত সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের ঋণ সুবিধা প্রদানে শক্তি ফাউন্ডেশন কাজ করছে।

৮.৬ প্রশিকা: দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথ্য দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখার প্রত্যয়ে ১৯৭৫ সালে মানিকগঞ্জ থেকে প্রশিকার যাত্রা শুরু হয়। ডিসেম্বর ২০১২৮ পর্যন্ত সংস্থাটি মোট ৬,১৯০.৬৮ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে।

৮.৭. স্বনির্ভর বাংলাদেশ: ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত স্বনির্ভর বাংলাদেশ তার প্রায় ১৭ লক্ষ উপকারভোগীর মাঝে মোট ২,২৫৬.৬৬ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। সংস্থাটির সেবা গ্রহীতার প্রায় ৮৩ শতাংশই মহিলা।

৯। MDG ও SDG অধীনে দারিদ্র্য বিমোচন:

MDGএর অধীনে ৮টি লক্ষ্যের প্রথম লক্ষ্য ছিল ক্ষুধা ও অতিদারিদ্র্য নিরসন। Sustainable Development Goals (SDGs) ১৭টি লক্ষ্য (Goals) মধ্যে প্রথমটি হল দারিদ্র সম্পূর্ণরূপে শুণ্যিকরণ। MDG নির্ধারিত লক্ষ্য দারিদ্র্যের হার ২৯% পর্যন্ত কমিয়ে আনা। বাংলাদেশে সেখানে ২০১৬ সালে ২৪.৩% এবং বর্তমানে ২১.৮% দারিদ্র্য কমিয়ে এনেছে। বাংলাদেশ MDG লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সফলতা অর্জন করায় আজ রোলমডেল হিসেবে দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

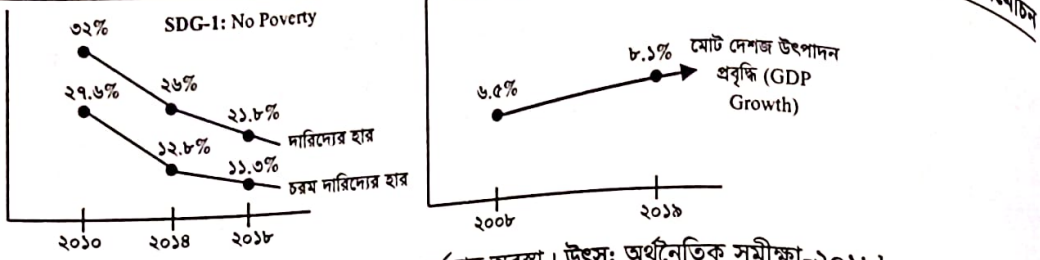

[চিত্র: SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা। উৎস: অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৯]

১০। দারিদ্র্য বিমোচনে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি:

১০.১.নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা: বর্তমানে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা বিশ্বের দেশগুলোকে তাদের আয় এবং সামাজিক কিছু সূচকের ভিত্তিতে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে থাকে। এগুলো মধ্যে বিশ্বব্যাংক এবং জাতিসংঘ আলাদা আলাদা পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে বিশ্বব্যাংক ঋণ প্রদানের সুবিধার জন্য অ্যাটলাস মেথড নামক বিশেষ পদ্ধতিতে মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় (GNI) পরিমাপ করে। একটি দেশের স্থানীয় মুদ্রায় মোট জাতীয় আয়কে মার্কিন ডলারের বিপরীতে হিসাব করা হয়। এক্ষেত্রে তিন বছরের গড় বিনিময় হারকে সমন্বয় করা হয়, যাতে আন্তর্জাতিক মূল্যস্ফীতি ও বিনিময় হারে ওঠা-নামার সমন্বয় সম্ভব হয়। প্রতি বছর ১ জুলাই বিশ্বব্যাংক আনুষ্ঠানিকভাবে মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় অনুসারে দেশগুলোকে ৪টি ক্যাটাগরীতে ভাগ করেন। এগুলো হলো–

ক্যাটাগরী	GNI/Capita (USD)
নিম্ন আয়ের দেশ	১,০০৫ এর কম
নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ	১,০০৬-৩,৯৫৫
উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ	৩,৯৫৬-১২,২৩৫
উচ্চ আয়ের দেশ	১২,২৩৫ এর বেশি

[উৎস: The World Bank Data blog, New country clasifications by income Level: 2017-2018]

বিশ্বব্যাংক প্রতিবছর এই তালিকা নুতন করে তৈরি করে। তবে এই ভাগটি শুধু আয়ভিত্তিক বলে এখানে কোনো দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের চিত্রটি বোঝা যায় না। বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে ২০১৫ সালে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ২০৩০ সালে বাংলাদেশের লক্ষ্য উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়া এবং ক্রমান্বয়ে ২০৪০ সালে উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হওয়া।

১০.২.উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় বাংলাদেশের: ১৬ মার্চ, ২০১৮ সালে জাতিসংঘের উন্নয়ন নীতি কমিটি (CDP) বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের সকল মানদন্ড পূরণকারী দেশ হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়।

সূচকের নাম	মানদন্ড	২০১৮ সালে বাংলাদেশ
মাথাপিছু জাতীয় আয় (GNI)	$ ১২৩০ (+)	$১২৭২
মানবসম্পদ সূচক (HAI)	৬৬ (+)	৭২
অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক (EVI)	৩৩ (–)	২৫

বিশ্বে 'উন্নয়নের বিস্ময়' (Development miracle) হিসেবে বাংলাদেশের নতুন খ্যাতির (branding) মূল রহস্য হলো কার্যকরী পরিকল্পনা ও নীতিমালা গ্রহণ এবং সেগুলোর বাস্তবায়ন। এর ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচনা, ক্ষুধা নিরসন, সামাজিক নিরাপত্তা আনয়ন, শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা, নারীর ক্ষমাতয়ন, সমতা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে । সরকার বর্তমান 'সবুজ বিপ্লব' কে সামনে রেখে কৃষিখাতে প্রচুর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে । খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তিতে উন্নয়নের স্বার্থে "রূপকল্প-২০২১" বাস্তাবায়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ২০৩০ সালে মাঝে SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জন এবং মধ্যম আয়ের দেশ উন্নীত হবার উদ্দেশ্যও রয়েছে নব্য এই এশিয়ান টাইগারের (Asian Tiger)। এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য "রূপকল্প-২০৪১" মধ্যদিয়ে দেশকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করা। এছাড়াও পরিবেশগত ঝুঁকি রোধে এবং টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে নিজস্ব তহবিল গঠনের পাশাপাশি "ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০" গ্রহণ করেছে।

"As we have started the development jourrney overcoming many obstacles, God-willing, no one can stop this journey anymore."

—Honorable PM Sheikh Hasina

References: ১. cri.org.bd; ২. বাজেট ২০১৮-২০১৯; ৩. অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৯।

Please join our Group: **BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]**

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

মেগা প্রজেক্ট

"উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে চলেছি দুর্বার এখন সময় বাংলাদেশের মাথা উচু করে দাঁড়াবার।"

বাংলাদেশকে ২০২১ সালে মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করতে বর্তমানে সরকার বেশ কয়েকটি মেঘা প্রকল্প হাতে নিয়েছে। জনগুরুত্ব বিবেচনায় এই প্রকল্পগুলোকে মেগা প্রজেক্ট হিসেবে আখ্যায়িত করেছে সরকার। এগুলো বাস্তাবয়নের জন্য বাজেট ও বরাদ্দ করা হয়েছে। যা বাস্তবায়িত হবে ধাপে ধাপে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণের জন্য ২০১৩ সালে প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি করে "ফার্স্ট ট্র্যাক মনিটরিং কমিটি" নামে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিবকে সভাপতি করে গঠন করা হয়েছে 'ফার্স্ট' ট্র্যাক টাস্কফোর্স।"

সরকারের মেগা প্রকল্পগুলো হলো–

১. পদ্মা বহুমুখী সেতু।
২. পদ্মা রেলসেতু সংযোগ।
৩. দোহাজারি-রামু কক্সবাজার-গুনদুম রেলপথ।
৪. মেট্রোরেল।
৫. পায়রা সমুদ্রবন্দর।
৬. রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র।
৭. মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্র।
৮. রামপাল কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র।
৯. সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দর।
১০. এলএন জি (তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস) টার্মিনাল।

১. পদ্মা বহুমুখী সেতু:

গঠন	দ্বি-তলা সেতু
বাহক	যানবাহন, ট্রেন
নদী	পদ্মা নদী
স্থান	লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ এর সাথে শারিয়তপুর, মাদারীপুর
নকশা	AECOM
উপাদান	কংক্রিট, স্টিল
মোট দৈর্ঘ্য	৬১৫০ মিটার (২০১৮০ ফুট)
নির্মান শুরু	ডিসেম্বর ৭, ২০১৪
নির্মাণকারী	চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন কো. লি.
নির্মাণ শেষ	২০১৯
পিলার	৪২টি
স্পান	৪১টি (১৫০ মিটার)
প্রকল্পের অগ্রগতি	৮১%

➤ পদ্মা সেতুর গুরুত্ব

বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম নদী বাংলাদেশের পদ্মা অতিক্রম করা বরাবরই এক কঠিন পরীক্ষা। অনির্ভরযোগ্য ও সীমিত ফেরি যোগাযোগের ফলে এই যাত্রা ক্লান্তিকর ও প্রায়ই ঝুঁকিপূর্ণ। নিয়মিতই জনাকীর্ণ নৌকা ও ফেরিতে ওঠার জন্য দীর্ঘ সারির সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে যথেষ্ট রেল যোগাযোগ নেই। পদ্মা সেতুর এই উপস্থিতি অপরিহার্য রেল অবকাঠামো সৃষ্টির শর্ত পূরণের মাধ্যমে এই অঞ্চলটিকে রেলপথে সংযুক্ত করবে। সেতুর উভয় পাশে সংযোজক রেলপথ থাকবে। বিদ্যমান ঢাকা-মাওয়া দুই লেনবিশিষ্ট সড়ক প্রকল্পের পরবর্তী পর্যায়ে সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

যেসকল জেলা সেতুর কারণে অর্থনৈতিক সুফল ভোগ করবে সেগুলো তিনটি বিভাগ জুড়ে আছে, যথা: খুলনা বিভাগে খুলনা, বাগেরহাট, যশোর, সাতক্ষীরা, নড়াইল, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, মাগুরা; বরিশাল বিভাগের বরিশাল, পিরোজপুর, ভেলা, পটুয়াখালি, বরগুনা ও ঝালকাঠি, এবং ঢাকা বিভাগের গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারিপুর, শরিয়তপুর ও রাজবাড়ি। পদ্মা সেতু নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার ফলে এই এলাকার উন্নয়নে যুগান্তকারী রূপান্তর ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই এলাকায় বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে এবং আয় অসাম্য কমে আসবে। আগে যোগাযোগের অভাব যথাসময়ে ও কার্যকর স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষার প্রাপ্যতা ব্যহত করত এবং গতিশীলতা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বাধা সৃষ্টি করত। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা জনসংখ্যা জাতীয় গড়ের তুলনায় ৫% বেশি। এই অঞ্চলটি দেশের অবশিষ্টাংশ থেকে পিছিয়ে থাকার অন্যতম কারণ যোগাযোগ ব্যবস্থার ঘাটতি।

যথাযথ গ্যাস সরবরাহ পেলে পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পর দক্ষিণাঞ্চল দেশের বৃহত্তম অর্থনৈতিক অঞ্চল হবে বলে আশা করা হচ্ছে। দেশের বাকি অংশের সাথে সড়ক যোগাযোগ এই সেতু নিশ্চয়তা দেবে, ফলে যাতায়াতের সময় ও ব্যয় উভয়ই হ্রাস পাবে।

পদ্মা সেতু খুলনা বিভাগের মূল রপ্তানি পণ্য হিমায়িত মাছ ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি করে অর্জিত মুনাফা বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। সেতুটি একীভূত, রেলব্যবস্থার মাধ্যমে দেশীয় পণ্য ও যাত্রী পরিবহন উন্নত করার সাথে সাথে অবশেষে বাংলাদেশকে এশীয় হাইওয়ে নেটওয়ার্কে সংযুক্ত করবে। এর সমগ্র সুফল ঘরে তুলতে সরকার সেতু নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার আগে থেকেই অন্যান্য অপরিহার্য অবকাঠামো নির্মাণ শুরু করেছে।

১. প্রতিবছর ১.৯% হারে দারিদ্র্য হ্রাস পাবে।
২. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বাড়বে ১.২%।
৩. নির্মিত হওয়ার ৩১ বছরের মধ্যে জিডিপি ৬০০০ মিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পাবে এবং ২০৩২ সালের পর বাৎসরিক রিটার্ন ৩০০ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়াবে।
৪. দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১৯ টি উপকূলীয় জেলার সাথে রাজধানী ঢাকাসহ পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ শক্তিশালী হবে বা অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ নেটওয়ার্ক শক্তিশালী হবে। ফলে ঐ অঞ্চলের কৃষি, যোগাযোগ, শিল্পায়ন, নগরায়ন, জীবনমান বৃদ্ধি পাবে যা দেশের সার্বিক উন্নয়ন ঘটাবে।
৫. বিসিআইএমের রুটের সাথে কানেক্ট থাকায় আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে।
৬. পদ্মা সেতু ও উভয় পাড়ের পর্যটন থেকেই প্রতিবছর কয়েক'শ কোটি টাকা আয় হবে। উভয় পাড়ে সিঙ্গাপুর, হংকের আদলে আধুনিক সিটি তৈরি করা হবে।
৭. ১৫৬ মিলিয়ন ডলার মূল্যমানের ৯ হাজার হেক্টর জমি নদী ভাঙ্গন থেকে রেহাই পাবে। পাশাপাশি বন্যার কবল থেকেও থেকেও রক্ষা পাবে কয়েক লক্ষ মানুষ।
৮. ৫০% ভর্তুকি দিয়ে চালু রাখা ফেরি সার্ভিস চালু রাখা বন্ধ হবে এবং আদায়কৃত টোল সম্পূর্ণরুপে সরকার পাবে। ফলে প্রতিবছর সরকারের আয় বাড়বে প্রায় ৪০০০ মিলিয়ন ডলার।
৯. সেতুর উভয় পাশেই ব্যাপক হারে শিল্পায়ন ও নগরায়ন ঘটবে যা অর্থনীতির চাকা সচল রাখবে।
১০. প্রায় ২ কোটির অধিক বেকারের কর্মসংস্থান ঘটবে আশা করা হচ্ছে।

২. পদ্মা রেলসেতু সংযোগ:

পদ্মা	রেলসেতু সংযোগ
প্রকল্প ব্যয়	৩৪.৯৯০ কোটি টাকা
তত্ত্বধায়ক	সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের কনস্ট্রাকশন সুপারভিশন কনসালটেন্ট (CSC)।
পরামর্শক	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)।
দৈর্ঘ্য	১৭২ কি.মি.।
সংযোগ স্থান	ঢাকা, ফরিদপুর, নড়াইল ও যশোর।
রেল কোচ কেনা হবে	১০০টি।
ঋণ দাতা দেশ	চীন (২৪,৭৪৯ কোটি টাকা)।
প্রকল্পের অগ্রগতি	২৩.৪৭%

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

৩. **দোহাজারি-রামু কক্সবাজার-গুনদুম রেলপথ:**

সংযুক্ত করবে	ট্রান্স এশিয়ান কারিডোর
সংযুক্তস্থান	(i) দোহাজারি হতে রামু হয়ে কক্সবাজার। (ii) রামু হতে মিয়ানমারের কাছে গুনদুম পর্যন্ত।
ধরন	ডুয়েল গেজ রেললাইন।
প্রকল্প ব্যয়	১৮,০৩৪ কোটি টাকা।
নির্মাণকারী	(i) প্রথম ভাগ– চায়নার CRC ও বাংলাদেশের তমা কনস্ট্রাকশন যৌথভাবে। (ii) ২য় ভাগ-চায়নার CCECC ও বাংলাদেশের ম্যাক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার লি.
দূরত্ব	১২৮ কি.মি. দেহাজারী- রামু = ৮৮কি.মি. রামু-কক্সবাজার= ১২ কি.মি. রামু-গুনদুম= ২৮ কি.মি.
অর্থ সহযোগিতাকারী	ADB
শেষ হওয়ার সময়	২০২২ সালে।
প্রকল্পের অগ্রগতি	১৮.৪৭%

৪. **মেট্রোরেল:**

প্রকল্প দৈর্ঘ্য	প্রায় ২১ কি.মি.।
সহযোগী সংস্থা	জাইকা (জাপান আন্তার্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা)।
প্রকল্প ব্যয় ও অর্থায়ন	২২০০ কোটি টাকা প্রায়। অর্থায়নে– জাইকা– ১৬৫৯৫ কোটি টাকা। সরকার→ ৫৩৯০ কোটি টাকা।
সংযোগ	উত্তরা থেকে মিরপুর হয়ে মতিঝিল।
স্টেশন থাকবে	১৬টি (প্রতিটি স্টেশন ১৮০ মিটার লম্বা হবে)।
প্রকল্প শেষ হওয়ার সম্ভাব্য সময়	(i) উত্তরা তৃতীয় ফেজ থেকে আগারগাও পর্যন্ত– ডিসেম্বর, ২০১৯। (ii) আগারগাও থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত– ডিসেম্বর, ২০২০।
উত্তরা থেকে মতিঝিল পৌছাতে সময় লাগবে	প্রায় ৪০ মিনিট।
প্রকল্পের অগ্রগতি	২৬%

➤ **মেট্রো রেলের গুরুত্ব**

- নিরাপদ, দ্রুত, নাগালের মধ্যে আধুনিক নগর পরিবহন
- ২.৫ বিলিয়ন ডলার মূল্যের অবকাঠামো ২০১৯ সালে চালু
- যানজট ও দূষণ হ্রাস
- ঘণ্টায় ৬০,০০০ যাত্রী বহন করবে

একইসাথে ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট হিসেবেও পরিচিত (কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনায় এমআরটি লাইন ৬ হিসেবে চিহ্নিত)। ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে সরকারি মালিকানাধীন ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ঢাকা মেট্রো রেল–

লাইন ১: দ্বিতীয় পর্যায়ে সম্পন্ন হতে যাওয়া এই লাইন প্রথমে ঢাকা বিমানবন্দর থেকে কমলাপুর পর্যন্ত লাইন স্থাপন করবে, চূড়ান্ত পর্যায়ে তা গাজীপুর, কমলাপুরকে কেরাণীগঞ্জের ঝিলমিল আবাসিক এলাকার সাথে যুক্ত করবে এবং খিলক্ষেতকে পূর্বাচল আবাসিক এলাকার সাথে যুক্ত করবে। মেট্রো রেল ঢাকা বিমানবন্দর থেকে কমলাপুর যাতায়াতের সময় কমিয়ে মাত্র ২৩ মিনিটে নামিয়ে নিয়ে আসবে, অন্যদিকে পূর্বাচল থেকে কমলাপুর যেতে সময় লাগবে ৩৯ মিনিট।

লাইন ২: ৪০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের চতুর্থ মেট্রো রেল এমআরটি লাইন ২ নির্মিত হবে আশুলিয়া, সাভার, গাবতলী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন নগর ভবন এবং কমলাপুরকে যুক্ত করতে। এটি ঢাকা ইপিজেড ও কমলাপুর আইসিডিকে সরাসরি যুক্ত করবে।

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

লাইন ৪: ১৬ কিলোমিটার বিস্তার নিয়ে তৈরি হতে যাওয়া এমআরটি লাইন ৪ কমলাপুর ও নারায়ণগঞ্জের মধ্যবর্তী রাস্তাকে বেষ্টন করবে। কিছু অংশ পাতালপথ সহ চতুর্থ ও পঞ্চম মেট্রো রেলের নির্মাণ কাজ ২০৩৫ সালে সমাপ্ত হবে।

লাইন ৫: ভুলতা ও বাড্ডার মধ্যে যুক্ত ৩৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এমআরটি লাইন ৫-এর যাত্রাবিরতি থাকবে মিরপুর, গাবতলী বাস টার্মিনাল, ধানমন্ডি, বসুন্ধরা সিটি শপিং মল এবং হাতিরঝিল লিংক রোডে।

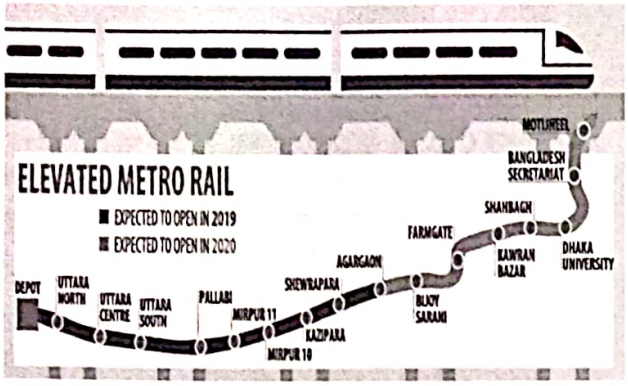

৫. পায়রা সমুদ্রবন্দর:

অবস্থান	কলাপাড়া, পটুয়াখালী
চালু হয়	১৩ আগষ্ট, ২০১৬।
কর্তৃপক্ষ	পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ।
প্রকল্পের অগ্রগতি	৩৮.১৮%

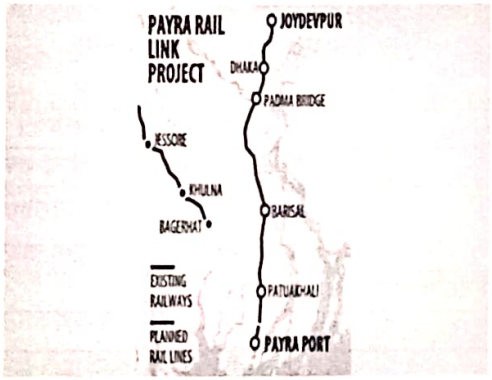

পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর: উন্নত বাংলাদেশ গড়তে সরকারের পরিকল্পনার অপরিহার্য অংশ পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল ইতিপূর্বে অবহেলিত ছিল বিধায় পায়রা বন্দর এই অঞ্চলের বিপুল সম্ভাবনা বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখবে। এই সম্ভাবনা মাথায় রেখে সরকার পায়রার রমনাবাদে একটি সমুদ্রবন্দর নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পায়রায় একইসঙ্গে একটি নৌঘাঁটি নির্মিত হচ্ছে এবং এখানে একটি সেনানিবাসও নির্মাণের প্রক্রিয়া এগিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নে আরও কিছু প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে, যথা জাহাজনির্মাণ, জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ, অর্থনৈতিক অঞ্চল ও বিদ্যুৎকেন্দ্র।

পায়রা বন্দর দেশের রেল নেটওয়ার্কের সাথেও যুক্ত হবে বিধায় নদীখননের মধ্য দিয়ে বন্দরের নৌপথ ব্রহ্মপুত্র ও ভারতের আসামের কমিরগঞ্জ পর্যন্ত প্রসারিত হবে, যা বাংলাদেশ ও প্রতিবেশী দেশসমূহের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি করবে। সরকার বন্দরটির জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য ধার্য করেছে। স্বল্পমেয়াদে এবছর সরকার ক্লিংকারিং, সার ও অন্যান্য বাল্ক জাহাজের বহিসমুদ্রে নোঙর করতে সহায়তা করবে। মধ্যমেয়াদে ২০১৮ সালের মধ্যে সরকার ১০ মিটার নৌপথ খননের মাধ্যমে একটি বহুমুখী ও বাল্ক টার্মিনাল অবকাঠামো নির্মাণ সম্পন্ন করবে। ২০২৩ সালের মধ্যে ১৬ মিটার নৌপথের একটি পরিপূর্ণ সমুদ্রবন্দর চালু হবে।

এই বন্দরটি সম্পূর্ণ চালু হওয়ার পর ৮ থেকে ১০ মিটার ড্রাফটসম্পন্ন মাতৃজাহাজসমূহ চট্টগ্রাম বন্দরের চেয়ে দ্রুত পণ্য বোঝাই ও খালাসের জন্য নোঙর করতে পারবে। বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরই দেশের ৯২% আমদানি-রপ্তানি সামলাচ্ছে। পায়রা বন্দর পদ্মা সেতুর জন্য আসা পাথর খালাসের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে এক নতুন যুগের সূচনা করবে।

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

৬. রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র:

উৎপাদন ক্ষমতা	২৪০০ মেগাওয়াট।
অবস্থান	রূপপুর, পাবনা।
নির্মাণ শুরু	২০০৯।
নির্মাণ ব্যয়	১১৩০৯২.৯১ কোটি টাকা।
সহায়তাকারী	রাশিয়া।
পরিচালনা	এটমস্ট্রয় এক্সপোর্ট।
ইউনিট প্ল্যান্ট	২টি।
বার্ষিক উৎপাদন	২৪০০ মেগাওয়াট
প্রকল্পের অগ্রগতি	১৩.৯৫%

৭. মাতারবাড়ী ১২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র:

অবস্থান	মাতারবাড়ী, মহেশখালী, কক্সবাজার।
প্রকল্প ব্যয়	৩৬০০০ কোটি টাকা।
অর্থায়ন	জাইকা– ২৯০০ কোটি টাকা। সরকার– ৭,০০০ কোটি টাকা
উৎপাদন ক্ষমতা	১২০০ মেগাওয়াট।
আয়তন	১৪১৪ একর জমি
উদ্বোধন	জানুয়ারি, ২০১৮।
প্রকল্পের অগ্রগতি	২১.১৫%

৮. রামপাল পাওয়ার প্ল্যান্ট:

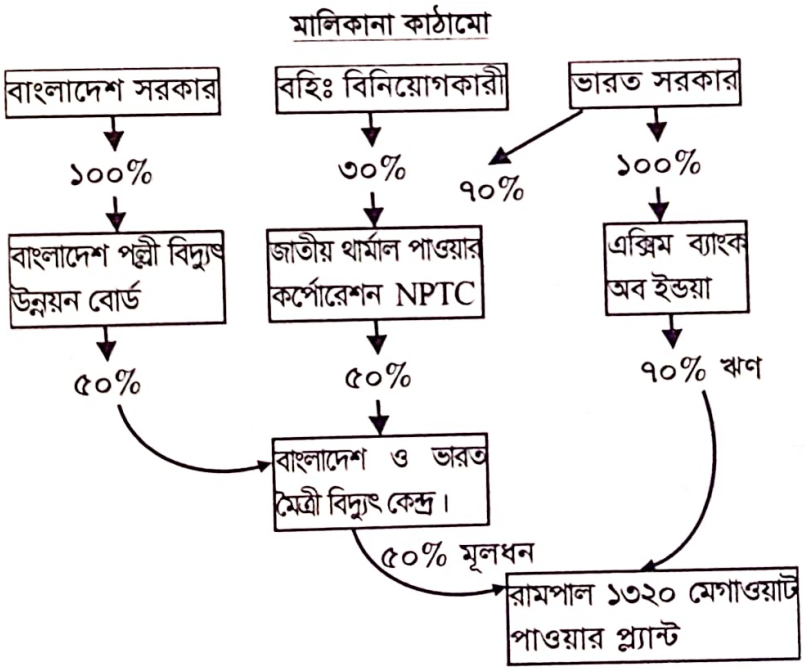

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

➤ মৈত্রী সুপার থার্মাল বিদ্যুৎকেন্দ্র (রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র):

অবস্থান	রামপাল, বাগেরহাট।
প্রকল্প বাস্তবায়নকারী	বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশীপ পাওয়ার কোম্পানি প্রো) লি.
সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং এনটিপিসি (NTPC) লি. ভারত
ইকুইটি অংশ	যৌথভাবে বাংলাদেশ ও ভারত (৫০:৫০)
প্রকল্পের ক্ষমতা	১৩২০ মেগাওয়াট।
প্রযুক্তি	সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি।
প্রকল্প ব্যয়	১৪৫১০ কোটি টাকা।
অর্থ যোগান	ঋণ: ৭০% (ECA) ইকুইটি: ৩০% (BPDB ও NTPC প্রত্যেকে ১৫% হারে।)
চুক্তি	বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সহিত ২৫ বছর মেয়াদি বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি স্বাক্ষীর।
কমিশনিং	প্রথম-ইউনিট: ডিসেম্বর ২০১৮। দ্বিতীয় ইউনিট: পরবর্তী ৬ মাস পর।
প্রকল্পের অগ্রগতি	২২.৮%

৯. সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দর:

অবস্থান	মহেশখালী, কক্সবাজার
BCTm গঠিত (কুনমিং ইনিশিয়েটিভ বলা হয়)।	বাংলাদেশ, চীন, ভারত, মায়ানমার ↓ ↓ ↓ ইন্ডিয়ান 7 Sisters ↓ উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভারতের উত্তরাঞ্চল নেপাল + ভুটান
প্রকল্পের অগ্রগতি	কাজ চলমান অবস্থায় রয়েছে

সোনাদিয়া দ্বীপের ২৫ কিলোমিটার দূরে মাতারবাড়িতে একটি গভীর সমুদ্রবন্দর, তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের (এলএনজি) টার্মিনাল, ৬০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন চারটি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, এবং রেল ও সড়ক সংযোগসম্পন্ন পরিবহন ব্যবস্থা নির্মাণাধীন রয়েছে। দেশের প্রথম গভীর সমুদ্রবন্দর মাতারবাড়ি জাপানি কাশিমা ও নিগাতা বন্দরের আদলে নির্মিত হবে। গভীর সমুদ্রবন্দরটি ১৬ মি. ড্রাফটসম্পন্ন হবে যাতে ৮,০০০ টিইইউ কন্টেইনার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন সর্বোচ্চ ৩৫০ মিটার দীর্ঘ জাহাজ জেটিবদ্ধ হতে পারবে। এই ক্ষমতা চট্টগ্রাম বন্দরের ক্ষমতার দ্বিগুণ।

১০. LNG (তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস) টার্মিনাল:

অবস্থান	মহেশখালী, কক্সবাজার
নির্মাণব্যয়	১৫৬ কোটি মার্কিন ডলার (৭৮ টাকা দার)
ক্ষমতা	দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন ভাসমান টার্মিনাল।
চুক্তি	পেট্রোলিয়াম ও এক্সিলেরেট এনার্জি বাংলাদেশ লি.

বাস্তবায়নাধীন মেগা প্রকল্পে স্বপ্ন বুনছে দেশের মানুষ। এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে মোট দেশজ উৎপাদন প্রবৃদ্ধি (GDP) যেমন বাড়বে, তেমনি বদলে যাবে অনেক হিসাব-নিকাশ এমনটি প্রত্যাশা সবার। কিন্তু সবগুলো প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমান হারে হচ্ছে না। পদ্মাসেতু, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, ও মেট্রোরেল প্রকল্পের অগ্রগতি ভালো হলেও বাকিগুলোচলছে ধীরগতিতে। ফাস্ট ট্র্যাক' হিসেবে এসব প্রকল্পকে গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। বিশ্বব্যাংকের লিড ইকোনমিস্ট ড. জাহিদ হোসেন বলেন, 'বাংলাদেশ এখন অগ্রগতির সিড়িঁতে উঠেছে। তিনি আরো বলেন, এখন শিল্পের ক্ষেত্রে যে সুযোগ তৈরি হয়েছে তা কাজে লাগাতে অবকাঠামো উন্নতি করতে হবে।

References:

১. যোগাযোগ ও সেতু মন্ত্রণালয়
২. বাজেট বক্তৃতা-২০১৯
৩. জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

If you like it, buy the book and support the author

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

পর্যটন শিল্প ও বাংলাদেশ

'বিশ্বব্যাপী পর্যটন একটি দ্রুত বিকাশমান খাত যা বৈদেশিক উপার্জন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।'

— মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পর্যটন এক ধরনের বিনোদন। অবসর অথবা ব্যবসায়ের উদ্দেশে এক স্থান থেকে অন্য স্থান কিংবা এক দেশ থেকে অন্য দেশে ভ্রমণ করাকে বোঝায়। বর্তমান সময়ে বিশ্বে পর্যটন 'শিল্প' হিসেবে পরিণত হয়েছে। এ ছাড়াও বিশ্বব্যাপী অবসরকালীন কর্মকাণ্ডের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। যিনি আমোদ-প্রমোদ বা বিনোদনের উদ্দেশ্যে অন্যত্র ভ্রমণ করেন তিনি পর্যটক নামে পরিচিত। ট্যুরিস্ট গাইড, পর্যটন সংস্থাগুলো, সেবা খাতগুলো পর্যটনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। পর্যটনের মাধ্যমে নিজেদের সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস, হস্তশিল্প, খেলাধুলা ও উৎসবসমূহ দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরার মধ্যে রয়েছে অফুরন্ত সুযোগ ও সম্ভাবনা। নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিহ দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে পর্যটন শিল্পের ভূমিকা খুবই উজ্জ্বল। অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বের অনেক দেশে পর্যটন খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ফ্রান্স, মিসর, গ্রিস, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, স্পেন, ইতালি, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর অন্যতম। এছাড়াও দ্বীপ রাষ্ট্র হিসেবে খ্যাত মরিশাস, বাহামা, ফিজি, মালদ্বীপ, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, সিসিলি, ক্যারিবীয় অঞ্চলেও পর্যটনশিল্প ব্যাপকভাবে বিকাশ লাভ করেছে। পর্যটনের মাধ্যমে ব্যাপক পরিমাণ অর্থ মালামাল পরিবহন এবং সেবা খাতে ব্যয়িত হয় যা বিশ্বের মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রায় ৫%। অর্থনীতির সহায়ক সেবা খাত হিসেবে পর্যটনের সঙ্গে জড়িত রয়েছে ব্যাপক সংখ্যক লোক।

১. পর্যটন শিল্পের ধারণা ঃ

"Activities of human being travelling to and staying in places outside their usual environment for the purpose of education, experiences, enrichment and enjoyment"

—AIEST (Association of International Experts Scientific Tourism)

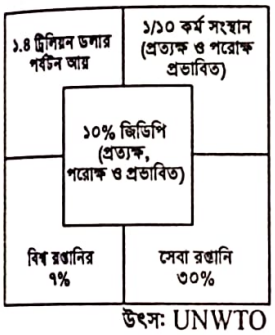

উৎস: UNWTO

পর্যটন হচ্ছে চিত্তবিনোদনের জন্য বা শিক্ষার উদ্দেশ্যে পরিভ্রমণ। জ্ঞানের পরিধিতে পর্যটন একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। পর্যটনের সাথে মানবমনের সৌন্দর্য প্রিয়তা, কৌতুহলপ্রিয়তা, প্রকৃতি প্রেম, সংস্কৃতিপ্রেম ইত্যাদি জড়িত। পর্যটন যে আমাদের অর্থনীতির একটি বিশাল খাত হতে পারে এ ধারনার বিকাশ ঘটে মূলত পঞ্চাশের দশকে। এরপর ১৯৯৯ সালে পর্যটনকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার পর্যটন কর্পোরেশনের মাধ্যমে এ শিল্পকে এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছেন। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে যুগে যুগে বহু পরিব্রাজক এবং ভ্রমণকারী মুগ্ধ হয়েছেন। নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সমৃদ্ধ ইতিহাস, বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি আমাদের দেশকে পরিণত করেছে একটি বহুমাত্রিক আকর্ষণ সমৃদ্ধ অনন্য পর্যটন গন্তব্যে, যা বাংলাদেশকে গড়ে তুলেছে পর্যটকদের জন্য তীর্থস্থান হিসেবে, কিন্তু অবহেলা ও অযত্নে পড়ে থাকা এ অঞ্চলের পর্যটন শিল্প এখনও ইতিহাস গড়তে পারেনি।

পর্যটন শিল্প হলো অর্থনীতির অমিত সম্ভাবনা ঃ

- পর্যটন শিল্পে বিশ্বের আয় হলো ১.৪ ট্রিলিয়ন ডলার
- ১০ ভাগের ১ ভাগ জনগণের কর্মসংস্থান হয়
- বিশ্বের মোট জিডিপি এর ১০% প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও প্রভাবিত অবদান রাখে
- বিশ্বের মোট রপ্তানি আয় এর ৭% অবদান রাখে
- ৩০% সেবা রপ্তানিতে অবদান রাখে

২. আধুনিক বিশ্বে পর্যটন শিল্প ঃ

পর্যটন শিল্প বিশ্বের একক বৃহত্তম শিল্প হিসেবে স্বীকৃত। পৃথিবীর সকল দেশে পর্যটন এখন অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার খাতে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী পর্যটকের সংখ্যা প্রায় ৯০ কোটি। ধরা হচ্ছে ২০২০ সাল নাগাদ এই সংখ্যা দাড়াবে ১৬০ কোটি। ১৯৫০ সালে বিশ্বে পর্যটক ছিল ২৫ মিলিয়ন। ২০১৬ তে সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২৩৫ মিলিয়নে।

পর্যটক সংখ্যা

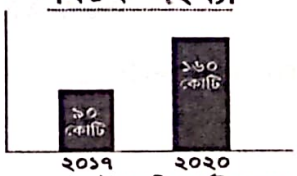

উৎস: বিশ্ব পর্যটন সংস্থা

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

- বিগত ৬৭ বছরে পৃথিবীতে পর্যটকের সংখ্যা বেড়েছে ৫০ গুণ।
- পর্যটন ১০৯টি শিল্পের সাথে সরাসরি জড়িত। পর্যটনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধিত হয়।
- বিশেষজ্ঞদের মতে এই বিপুল পর্যটকদের ৭৩% ভ্রমণ করবেন এশিয়ার দেশগুলোতে।
- ২০১৭ তে বিশ্ব জিডিপিতে পর্যটনের অবদান ছিল ১০.৪%। ২০২৭ সালে এটি বেড়ে হবে ১২%।
- ২০১৭ তে পর্যটকদের ব্যয় হয়েছে ১৮৯৪.২ বিলিয়ন ডলার।
- ২০১৭ তে এই খাতে বিনিয়োগ হয় ৮৮২.৪ বিলিয়ন ডলার।
- বর্তমানে পৃথিবীর ১০টি প্রধান কর্মসংস্থানের একটি পর্যটন খাত।
- ২০১৭ সালে প্রায় ১২ কোটি কর্মসংস্থান তৈরি হয় যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মোট ৩১ কোটি ৩২ লক্ষ।

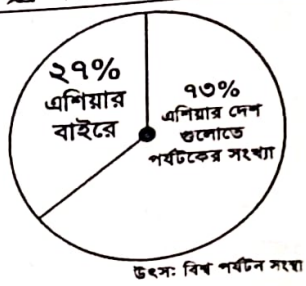

উৎস: বিশ্ব পর্যটন সংস্থা

৩. বিশ্ব অর্থনীতিতে পর্যটন শিল্প ঃ

ভ্রমণপিপাসু লেখকদের বক্তব্য থেকেও পর্যটনের সাথে অর্থনীতির সম্পর্কটির ব্যাপারটি বোঝা যায়। যেমন-

"ভ্রমণের জন্য বিনিয়োগ হচ্ছে নিজের জন্য বিনিয়োগ"

— ম্যাথু কাল্ট্রেন

বিশ্ব অর্থনীতিতে পর্যটন খাতের যে বিশেষ অবদান রয়েছে নিচের প্রতিবেদনটি থেকে তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় ঃ-
২০১৬ সালে বিশ্ব জিডিপিতে পর্যটন খাতের অবদান ছিল ৪২৮.৯ বিলিয়ন টাকা। যা জিডিপির ২.৬%। ২০২৬ সালে পর্যটন খাতে জিডিপি দাঁড়াবে ৭৩৮.১ বিলিয়ন টাকা। সারা বিশ্বে ১০০ মিলিয়নের বেশী মানুষ তাদের জীবন-জীবিকার জন্য পর্যটন শিল্পের উপর নির্ভরশীল। ২০২০ এ এই শিল্প হতে ২ ট্রিলিয়ন ডলার আয় হবে। ২০২৬ সালে পর্যটন খাতে জিডিপি দাঁড়াবে ৭৩৮১ বিলিয়ন টাকা।মালয়েশিয়ার জাতীয় অর্থনীতিতে পর্যটন শিল্পই বছরে অবদান রাখছে প্রায় ২০০০ কোটি ডলার। ২০১৫ সালে থাইল্যান্ড ২৯ মিলিয়ন পর্যটক টানতে সামর্থ্য হয়। বর্তমানে বিশ্বে শীর্ষস্থানীয় পর্যটনকারী দেশ ফ্রান্স যেখানে বছরে ৮২.৬ মিলিয়ন জনসংখ্যা পর্যটক হিসেবে ভ্রমণ করতে যায়। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র যেখানে ৭৫.৬ মিলিয়ন পর্যটক আসে।

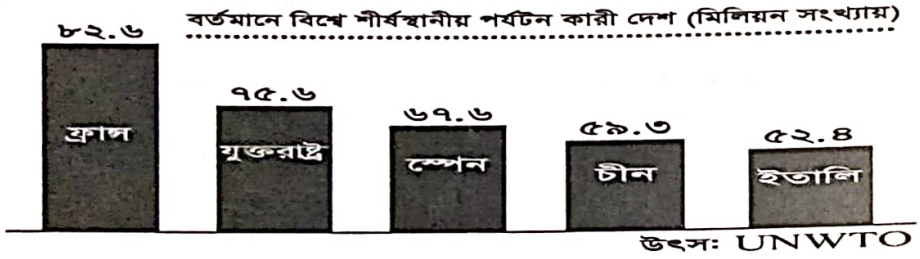

উৎস: UNWTO

বিশ্বের কিছু দেশের মোট জাতীয় আয়ে পর্যটন শিল্পের অবদান ঃ

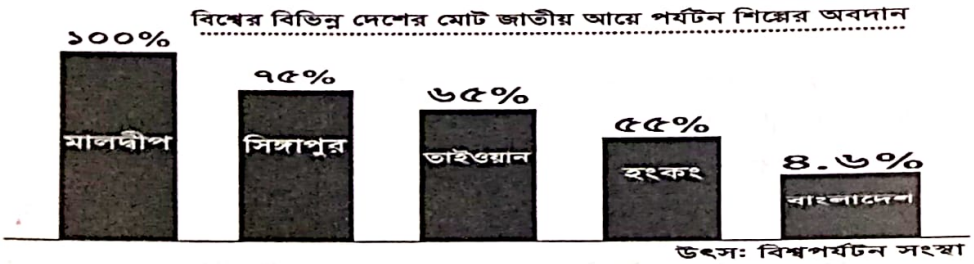

উৎস: বিশ্বপর্যটন সংস্থা

বিশ্বের মোট জাতীয় আয়ে পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে মালদ্বীপ সর্বোচ্চ ১০০% জাতীয় আয় করে থাকে। যেখানে বাংলাদেশের আয় বছরে মাত্র ৪.৬%।

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

৪. বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের পর্যটন ব্যবস্থা ঃ

দোজখ-ই-পুর-নিয়ামত বা ধন সম্পদপূর্ণ নরক।

চতুর্দশ শতকে সুলতান ফখরুদ্দীন মোবারক শাহের আমলে বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা সোনারগাঁও ভ্রমণ করে মুগ্ধ হয়ে বাংলাকে এই বিশেষণ দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের ক্রমবিকাশমান অর্থনীতিতে পর্যটনখাতের বিশেষ অবদান রয়েছে। বিশ্বের ৮১৮৪টি পর্যটন সমৃদ্ধ দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ৬০ নম্বরে। কিন্তু ১০ বছর পরে বাংলাদেশ ১৮ নম্বরে চলে আসবে। পর্যটন শিল্পের জিডিপিতে ১৭৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পের অবস্থান ১৪২তম।

"তুলনামূলক কম ব্যয়বহুল হওয়ায় পশ্চিমা ভ্রমণবিলাসীদের কাছে ইন্দোনেশিয়ার অবকাশ কেন্দ্র বালি অথবা থাইল্যান্ডের চমৎকার বিকল্প হতে পারে বাংলাদেশ।"

সূত্র: নিউইয়র্ক টাইমস, ২০০৬

বাংলাদেশে পর্যটনের সূচনা হয় ১৯৬০ এর দশকে। বিদেশ থেকে এখানে পর্যটকেরা আসতো সমুদ্রসৈকতের আকর্ষণে। ১৯৭৩ সালে মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমান পর্যটন করপোরেশন প্রতিষ্ঠিত করায় আস্তে আস্তে পর্যটন শিল্প বিকশিত হতে শুরু করে।

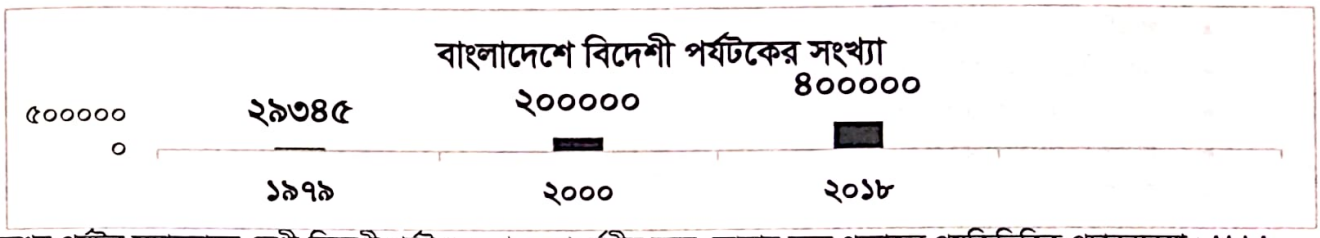

বাংলাদেশের পর্যটন সম্ভাবনাকে দেশী-বিদেশী পর্যটকের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য প্রয়োজন প্রযুক্তিভিত্তিক প্রচারব্যবস্থা। ১৯৯১ সালে দেশের পর্যটন নীতিমালায় পর্যটনকে শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ায় এই খাতের সম্ভাবনা অনেক উজ্জ্বল হয়েছে। কিন্তু নানা বাস্তবতায় বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের বিকাশে প্রত্যাশিত ও আকাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি সাধিত হয়নি। পর্যটন শিল্পের প্রসারে যেমন সরকারে রাজস্ব খাতে আয় হয় তেমনি কর্মসংস্থানের ও সুযোগ সৃষ্টি হয়।

- বাংলাদেশে এখন ১১ লাখ ৩৮ হাজার ৫০০ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পর্যটন খাতে সম্পৃক্ত। ২০২৬ সালে বাংলাদেশে এই খাতে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করবে ১২ লাখ ৫৭ হাজার লোক।
- সম্প্রতি পর্যটনবান্ধব দেশের তালিকায় ৫ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের চলতি বছরের প্রতিবেদনে ভ্রমণ ও পর্যটনে সেরা দেশগুলোর তালিকায় বাংলাদেশ এখন ১২০ নম্বরে।
- এখন প্রতিবছর প্রায় ৯০-৯৫ লাখ পর্যটক দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র ভ্রমণ করে থাকেন। ২০১২-১৩ সালে এ সমস্যা ছিল ২৫-৩০ লাখ। ২০০০ সালের দিকে ছিল ৩-৫ লাখ।
- বাংলাদেশে পর্যটন খাতে সরাসরি কর্মরত আছেন ১৫ লাখ মানুষ। এছাড়া পরোক্ষভাবে ২৩ লাখ, যার আর্থিক মূল্য সর্বমোট প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা।
- ২০১৩ সালে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পে ১২ লাখ ৮১ হাজার ৫০০ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। যা মোট কর্মসংস্থানের ১.৮%। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ২৭ লাখ ১৪ হাজার ৫০০ টি চাকরির সৃষ্টি হয়েছে যা সর্বমোট কর্মসংস্থানের ৩.৭।
- পর্যটন সক্ষমতা বা প্রতিযোগিতার (TTCI-Travel Tourism Competitivenes Index) দিক থেকে—পর্যটন সক্ষমতা বা প্রতিযোগিতায় ১৩৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পের অবস্থান ১২০তম।
- ২০১৬: পর্যটন বর্ষ।

৫. কর্মসংস্থান ও অর্থনীতিতে নতুন জাগরণ ঃ বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পর্যটন শিল্প অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারে।

- দেশের অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন ঘটছে পর্যটন শিল্প বিকাশের ফলে। বর্তমানে এ শিল্পে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে।
- কারণ একজন পর্যটক এলে ৪ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। সেই হিসাবে যদি আমাদের দেশে ১ লাখ পর্যটক আসে তাহলে ৪ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হবে।
- ২০০৯ সাল থেকে ২০১৭ গত আট বছরে ছয় হাজার ৬৯৯ দশমিক ১৬ কোটি টাকা পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে আয় হয়েছে।

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) এক জরিপ প্রতিবেদনে দেখা গেছে, দেশের কর্মসংস্থানের ১ দশমিক ৪১ শতাংশ বা প্রায় সাড়ে ৮ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে পর্যটন খাতে।
- এই শিল্পের মাধ্যমে দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ১ দশমিক ৫৬ শতাংশ বা মূল্য সংযোজন হচ্ছে ১৬ হাজার ৪০৯ কোটি টাকা।
- বিভিন্ন পরিসংখ্যানের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে জানা গেছে পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত হোটেল ব্যবসা, রেস্তোরাঁ ব্যবসা, পরিবহনসহ বিনোদন খাত থেকে এ আয় হচ্ছে।
- বিশ্ব পর্যটন সংস্থার প্রাক্কলন অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বে ২০২০ সাল নাগাদ পর্যটন থেকে প্রতিবছর ২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হবে।
- ২০৫০ সাল নাগাদ ৫১টি দেশের পর্যটক আমাদের দেশে আসবে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পর্যটন শিল্প নানাভাবে অবদান রাখতে পারে। যেমন-

- অনুকূল বাণিজ্যিক ভারসাম্য।
- বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি
- জাতীয় আয় বৃদ্ধি
- ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বেকারত্ব লাঘব।
- প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়ন।
- কুটির শিল্প ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন।
- আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি।
- ভূমি উন্নয়নে সহায়তা।
- রাজস্ব বৃদ্ধি
- অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানি
- অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- বৈচিত্র্যময় ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সৃষ্টি।

৬. পর্যটন শিল্পে বাংলাদেশ ও সার্কভুক্ত দেশের অবস্থান ঃ

সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ আয় করে ভারত, যার অবদান ১০৭২৯ মিলিয়ন ডলার। যেখানে বাংলাদেশ ৭৭ মিলিয়ন ডলার আয় করে থাকে। সার্কভুক্ত দেশের পর্যটন শিল্প হতে বার্ষিক আয়ের তালিকা ঃ-

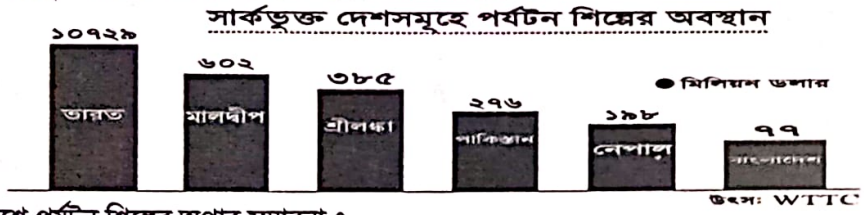

৭. বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের অপার সম্ভাবনা ঃ

"A Sleeping beauty emerging from mists and water."

— চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং

সপ্তম শতাব্দীতে প্রখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং বাংলাদেশ ভ্রমণে এসে আনন্দে উল্লসিত হয়ে এটি বলেছিলেন। তার এ বর্ণনা সত্য। বাংলাদেশের যে দিকে তাকানো যায় সেদিকেই সবুজের মেলা পরিলক্ষিত হয়। শহর থেকে আরম্ভ করে গ্রাম গ্রামান্তর অরন্যানী সর্বত্র যে পর্যটনের স্থান। দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়ার সংযোগ স্থলে অত্যন্ত তাৎপর্যময় ভৌগোলিক অবস্থান থাকার ফলে বিশ্বের রাজনীতি ভূ-অর্থনীতি এবং পর্যটন আকর্ষণের কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার একটি শর্ত পূরণ করেছে। এছাড়াও দেশটির অনবদ্য প্রাকৃতিক ভূ-দৃশ্যাবলি ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত সাংস্কৃতিক জীবন দেশটিকে পরিণত করেছে একটি বিশেষ পর্যটনের আকর্ষণের সম্ভাবনা।

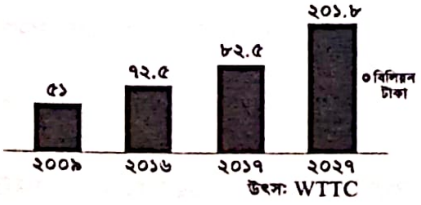

চিত্র: পর্যটন খাতে মূলধন বিনিয়োগ

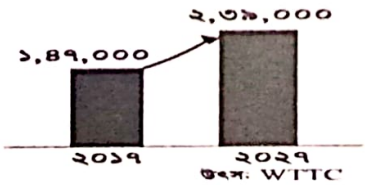

চিত্র: বাংলাদেশে বিদেশি পর্যটকদের আগমন

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

সারা বিশ্বে দ্রুত বর্ধনশীল কয়েকটি পর্যটন মার্কেটের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।

- বাংলাদেশ ২০০৯ সালে পর্যটন খাতে মূলধন বিনিয়োগ করেছিল ৫১ বিলিয়ন টাকা যা ক্রমবর্ধমান হয়ে ২০১৭ সালে ৮২.৫ বিলিয়ন টাকা হয়েছে। WTTC অনুযায়ী ২০২৭ সালে এই খাতে মূলধন বিনিয়োগ হবে ২০১.৮ বিলিয়ন টাকা।
- ২০১৭ সালে WTTC এর তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে বিদেশী পর্যটকদের সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৪৭ হাজার। যা ২০২৭ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ২ লাখ ৩৯ হাজার হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
- WTTC এর গবেষণা অনুযায়ী ২০১৪ সালে পর্যটন খাতে ১.৩ মিলিয়ন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যা দেশের মোট কর্মসংস্থানের ১.৮%। এবং ২০১৪-২০২৪ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর গড়ে ২.৭% বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে।
- শিল্পপতি সংগঠন FBCCI এর এক সভাপতি এক সেমিনারে গার্মেন্টস শিল্পের পরেই পর্যটনকে সর্বাধিক সম্ভাবনার খাত বলে উল্লেখ করেছেন।
- "রূপকল্প-২০২১" এর ধারাবাহিকতায় ২০২১ সালে বাংলাদেশে ২৫ লাখ পর্যটক আসার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ কল্পে প্রত্যাশিত অবকাঠামো উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক প্রচার প্রচারণা বৃদ্ধি, পর্যাপ্ত বিনোদন বিকাশের সুযোগ, নিরাপত্তা নিশ্চিত করন, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে পারলে, নবদিগন্তের ভোরের সূর্যের আলোর ন্যায় আলোকিত হবে অমিত সম্ভাবনার বাংলাদেশের পর্যটন।
- প্রাক্কলন করা হচ্ছে ২০২০ সালে GDP তে পর্যটনের অবদান হবে ৪.১%, ২০২৩ সাল নাগাদ তা ৬.৮% হবে।

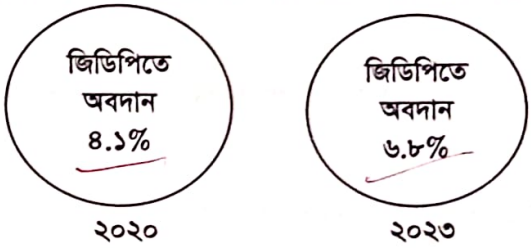

৮. বাংলাদেশে পর্যটন স্থান ঃ

"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি"
- প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডি.এল রায়

পাহাড়ে-পর্বতে, নদীতে নৌকা ভ্রমণ, সবুজের মাঝে জ্যোৎস্নার খেলা, এমনকি মেঘের রাজ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলার মতো চোখ জুড়ানো পর্যটন স্থান রয়েছে এই বাংলাদেশে। অপরূপ সৌন্দর্যের এই দেশের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই রয়েছে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান। দেশ-বিদেশের বহু পর্যটক তাই ঘুরে বেড়ানোর জন্য প্রতিবছর ভিড় জমিয়ে থাকেন বাংলাদেশে।

৮.১. সুন্দরবন ঃ

এই বাংলাদেশেই অবস্থিত পৃথিবীর বৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন যার নাম সুন্দরবন। খাল, নদী, সাগর, বেষ্টিত সুন্দরবনের জলে কুমির আর ডাঙায় বাঘ। যে বাঘ ভুবন বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার নামে পরিচিত। এছাড়া আছে চিত্রা হরিণ, বানর, বনমোরগ, ও নানা বন্যপ্রাণী। সুন্দরবনে অবস্থানকালে পর্যটকদের ঘুম ভাঙাবে অগনতি পাখির কল কাকলীতে যা একজন পর্যটককে স্বপ্নীল আবেশে মুগ্ধ করতে পারে।

৮.২. কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত ঃ

বিশ্বের বৃহত্তম সমুদ্র সৈকতের অবস্থান আমাদের বাংলাদেশের কক্সবাজারে। যার দৈর্ঘ্য প্রায় ১২০ কি.মি.।

৮.৩. কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত ঃ

দক্ষিণাঞ্চলের কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত। যেখানে অবস্থান করে অবলোকন করা যায় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত, যা খুবই বিরল।

৮.৫. সেন্টমার্টিন দ্বীপ ঃ

আমাদের আছে জগদ্বিখ্যাত প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন। বাংলাদেশের মূল ভূ-খণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন একটি প্রবাল দ্বীপের নামই সেন্ট মার্টিন। নারিকেল বিথীতে ঘেরা যার সৈকত। এখানে রয়েছে পর্যটন শিল্প সমৃদ্ধ করার অপার সম্ভাবনা।

৮.৬. রাঙামাটি ও বান্দরবান ঃ

পাহাড়-পর্বত ঘেরা বান্দরবান, রাঙামাটির সবুজ বনানীতে অপরূপ সৌন্দর্য সহসাই মনকে উচাটান করে দেয়। ছোট বড় পাহাড়ের মাঝ দিয়ে বয়ে যাওয়া পাহাড়ি নদী ঝর্ণা আর হ্রদের অপার নান্দনিকতা। যে কোন মানুষকে বার বার হাতছানি দিয়ে ডাকে। পাহাড়ি উপজাতিদের কৃষ্টি সংস্কৃতি জীবন যাত্রার বর্ণাঢ্যতা মুগ্ধ করে পর্যটন প্রিয়দের। কাপ্তাই হ্রদ বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের রাঙামাটি জেলার একটি কৃত্রিম হ্রদ। কর্ণফুলি পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য ১৯৫৬ সালে কর্ণফুলি নদীর উপর কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ করা হলে রাঙামাটি জেলার ৫৪ হাজার একর কৃষি জমি ডুবে যায় এবং এ হ্রদের সৃষ্টি হয়।

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

৮.৭. লালবাগের কেল্লা ঃ

লালবাগের কেল্লা (কিলা আওরঙ্গবাদ) ঢাকার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত একটি অসমাপ্ত মুঘল দুর্গ।

৮.৮. আহসান মঞ্জিল ঃ

আহসান মঞ্জিল পুরনো ঢাকার ইসলামপুরের কুমারটুলী এলাকায় বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। এটি পূর্বে ছিল ঢাকার নবাবদের আবাসিক প্রাসাদ ও জমিদারীর সদর কাচারি। বর্তমানে এটি জাদুঘর হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এখন এটি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর কর্তৃক পরিচালিত একটি জাদুঘর।

৮.৯. মহাস্থানগড় ঃ

মহাস্থানগড় বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রাচীন পুরাকীর্তি। প্রসিদ্ধ এই নগরী ইতিহাসে পুণ্ড্রবর্ধন বা পুণ্ড্রনগর নামেও পরিচিত ছিল। এক সময় মহাস্থানগড় বাংলার রাজধানী ছিল। ২০১৬ সালে এটি সার্কের সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসেবে ঘোষণা হয়।

৮.১০. মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত ঃ

মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত, বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ জলপ্রপাত হিসেবে সমধিক পরিচিত যা সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলায় অবস্থিত।

৮.১১. চা বাগান ও জলপ্রপাত ঃ

সিলেট অঞ্চলের চা বাগানগুলো বেশ সৌন্দর্য্যমণ্ডিত। যা পর্যটকদের আকর্ষণ করে। জাফলংয়ের জলপ্রপাত, ছাতকের পাথর কেয়ারী, টাঙ্গুয়ার হাওর নয়নভোলানো স্থান।

৮.১২. বাংলাদেশের পুরাকীর্তি ঃ

বৌদ্ধযুগে রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে বৌদ্ধ সংস্কৃতির ধ্বংসাবশেষ সত্যিই দেখার মতো এবং এর থেকে অনেক কিছু জানারও আছে।

এছাড়াও প্রাচীন বৌদ্ধযুগের বহু ধ্বংসাবশেষ এখানে বিদ্যমান। আরও আছে ষাট গম্বুজ মসজিদ, হযরত শাহ জালালের মাজার, কান্তজীর মন্দির, মহামুনি বিহার, জাতীয় স্মৃতিসৌধ, সোনারগাঁও, লোকশিল্প জাদুঘর, নাটোরের দিঘাপাতিয়া রাজবাড়ী-এসবই প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান যা আমাদের দেশ ইতিহাস-ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সভ্যতায় অনেক সমৃদ্ধ হয়ে আছে।

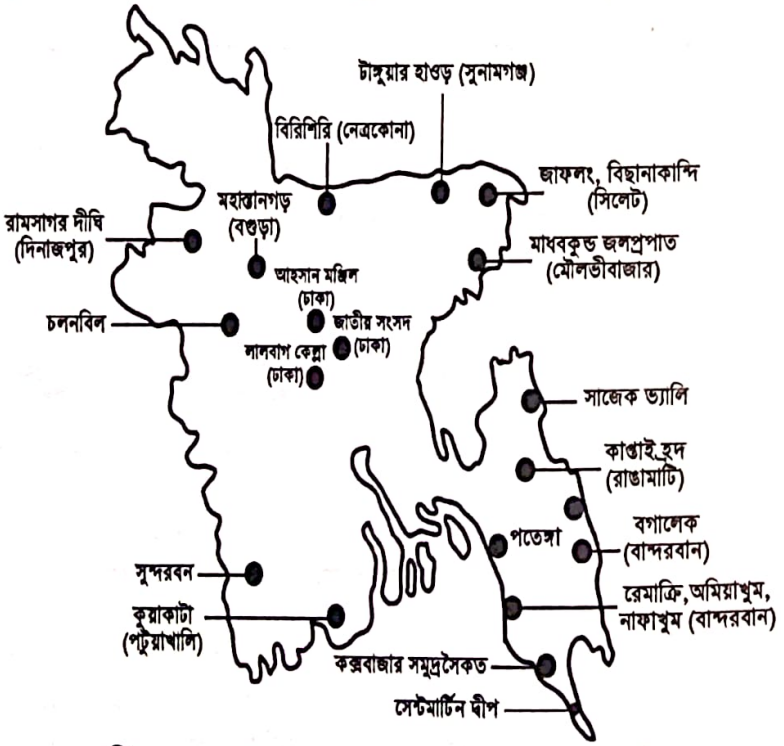

চিত্র: বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

৯. UNESCO স্বীকৃত বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ এবং অধরা সংস্কৃতি ঃ

ঐতিহাসিক স্থানসমূহ	অধরা সংস্কৃতি
১. ষাট গম্বুজ মসজিদ, বাগেরহাট-৩২১ তম	১. বাউল সংগীত
২. সোমপুর মহাবিহার, পাহাড়পুর-৩২২ তম	২. জামদানি
৩. সুন্দরবন-৭৯৮ তম।	৩. মঙ্গল শোভাযাত্রা
	৪. শীতলপাটি (সিলেট)

১০. পর্যটন খাতে বাজেট ঃ

পর্যটন খাতে সরকার প্রতিনিয়ত জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করে চলছে। ২০১৪-১৫ সালে যেখানে ৭১ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ ছিল পর্যটন খাতে সেখানে ২০১৮-১৯ এই বরাদ্দ এসে দাঁড়িয়েছে ১৪৬ মিলিয়ন টাকায়।

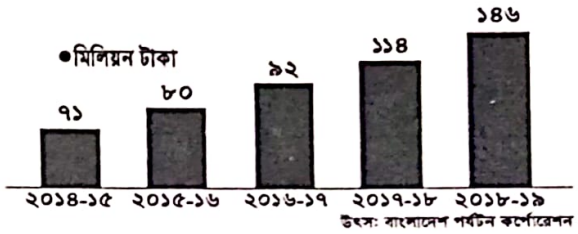

উৎস: বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন

১১. পরিবেশবান্ধব সম্ভাবনাময় পর্যটন শিল্প ঃ

বাংলাদেশ রয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম অবিচ্ছিন্ন সমুদ্র সৈকত (Unbroken Sandy Sea Beach) কক্সবাজারসহ আরো অনেক অনেক পর্যটন স্পট, যা এখনো বিশ্ববাসীর নিকট পরিচিত করে তোলা সম্ভব হয়নি। কক্সবাজারের সাবরাং-এ বিদেশি পর্যটকদের জন্য একটি এক্সক্লুসিভ পর্যটন এলাকা (Exlusive Toruist Zone) স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল সম্ভাবনাময় পর্যটন স্পটকে দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের উপযোগী করে গড়ে তোলা হবে।

১২. বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের সমস্যা ঃ

প্রচারের অভাব ঃ

আমরা বিভিন্ন টিভি চ্যানেল, বিবিসি, সিএসএন, ডিসকভারী, ন্যাশনাল জিওগ্রাফির মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলের সমাজ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যসহ প্রাকৃতিক রূপ অবলোকন করে থাকি। কিন্তু এক্ষেত্রে বাংলাদেশের তেমন কোন প্রচার নেই। প্রামাণ্য চিত্রের মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের কথা তুলে ধরা যায়।

অবকাঠামোগত দুর্বলতা ঃ

এই খাতের অবকাঠামো মারাত্মকভাবে দুর্বল। পরিবহন ব্যবস্থা মান্ধাতার আমলের। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সত্ত্বেও এখনও রয়েছে অনেক দুর্বলতা। রাস্তাঘাট সংকীর্ণ অনেক জায়গায় বিপজ্জনক। পর্যাপ্ত হোটেল ও মোটেল নেই। পর্যটন কেন্দ্রগুলো অবহেলিত। এগুলোর সুপরিকল্পিত আধুনিকায়ন ও শুল্কমুক্ত বিপণির অভাব ও ক্ষেত্রে বড় বাধা।

নিরাপত্তার অভাব ঃ

অস্থিতিশীলতা, চুরি, ছিনতাই, হত্যা, রাহাজানি, সহিংসতা, থেকে পর্যটকদের রক্ষা করতে হবে। পর্যটকদের দিতে হবে নির্বিঘ্নে চলাফেরার নিশ্চয়তা।

উন্নত সেবা ও তথ্যের অভাব ঃ

দক্ষ, মার্জিত জনবলের অভাব ও শিল্পে একটা বড় সমস্যা। সেই সঙ্গে রয়েছে উন্নত ও দ্রুত তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থার অভাব।

সামাজিক বাধা ঃ

বিদেশি পর্যটকদের সংস্কৃতিকে এদেশে অনেকেই সহজ ও স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেন না। অনেকে তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন এবং তাদের সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন। পর্যটকরা দুষ্টলোকের পাল্লায় পরে ক্ষতিগ্রস্থ ও হোন। এগুলো এ শিল্পের বিকাশে বিরাট সমস্যা।

সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের অভাব ঃ

সরকারি এবং বেসরকারি উভয়ভাবেই এ শিল্পকে সমৃদ্ধ করতে গৃহীত পদক্ষেপের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। স্বল্প পরিমাণে যা আছে তা আবার সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে না উদাসীনতা এবং প্রতিবন্ধকতার কারনে।

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

১৩. পর্যটন শিল্প বিকাশে করণীয় ঃ

- পর্যটকদের সেবা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- বাংলাদেশের দর্শনীয় স্থানগুলোর বিস্তারিত বর্ণনাসহ Bangladesh: At a glance এর ব্যবস্থা করা
- পর্যটন নীতিমালার সুষ্ঠ বাস্তবায়ন জরুরী।
- আইন শৃঙ্খলার উন্নয়ন।
- দক্ষ পর্যটক গাইড গড়ে তুলতে হবে।
- হোটেল সার্ভিস সমৃদ্ধি ও প্রসার করা।
- মনিটরিং সেল এবং পর্যটকদের চাহিদা।
- Tourist Police গঠনের ব্যবস্থা।
- তথ্য প্রযুক্তির উন্নতি।
- ট্যাক্স হলিডে।
- পর্যটন খাতে বাজেট বৃদ্ধি।

১৪. সাম্প্রতিক সময়ে পর্যটন শিল্প ঃ

সম্প্রতি কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত সাগরের পাড়ে বিশ্বের দীর্ঘতম ৮০ কিলোমিটার মেরিন ড্রাইভ সড়ক নতুন করে পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পাশাপাশি কক্সবাজারে বেড়াতে আসা বিদেশি পর্যটকদের জন্য পৃথক ট্যুরিস্ট জোন করা হচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে পর্যটক আকর্ষণে কক্সবাজারে তিনটি পর্যটন পার্ক তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ তিনটি ট্যুরিজম পার্ক হলো

১. সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক,
২. নাফ ট্যুরিজম পার্ক এবং
৩. সোনাদিয়া ইকো ট্যুরিজম পার্ক।

ইদানীং আমাদের দেশের পর্যটন খাতকে এগিয়ে নিতে বন্ধু হিসেবে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে তথ্যপ্রযুক্তি। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবাহর করে পর্যটকরা সহজেই তাদের গন্তব্য নির্ধারণ করতে পারছে। ভ্রমণ পিপাসুদের জন্য বাণিজ্যিক ট্রাভেল এজেন্সির বাইরেও গড়ে উঠেছে অনলাইন ভিত্তিক বিভিন্ন প্লাটফর্ম। ফেসবুক ভিত্তিক বিভিন্ন গ্রুপ রূপ নিয়েছে ট্রাভেল এজেন্সিতে। এগুলো চোখ রাখলেই বোঝা যায় ভ্রমণের প্রতি মানুষের আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে। সেই সঙ্গে আবিষ্কৃত হচ্ছে দেশের আনাচে-কানাচে অবস্থিত নতুন নতুন পর্যটন স্থানসমূহ। এভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রসার পর্যটন খাতের প্রচার ও প্রসারে অসামান্য অবদান রাখছে। সরকারের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা পেলে এ ধরনের অনলাইনভিত্তিক ট্রাভেল গ্রুপগুলোর গতিশীলতা আরও বাড়বে।

১৫. পর্যটনবান্ধব দেশের তালিকা ঃ

সম্প্রতি পর্যটনবান্ধব দেশের তালিকায় পাঁচ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের চলতি বছরের ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম কম্পিটিটিভ প্রতিবেদনে ভ্রমণ ও পর্যটনে সেরা দেশগুলোর তালিকায় পাঁচ ধাপ এগিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান এখন ১২০ নম্বরে।

- ওই প্রতিবেদনে জানানো হয়, পর্যটকদের জন্য উড়োজাহাজ পরিবহন, আবাসন, নিরাপত্তা, সংস্কৃতি ও স্থিতিশীল ভ্রমণের সুযোগগুলোর মধ্যে ৯০টি মানদণ্ড বিবেচনা করে ১৪০টি দেশের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।
- তালিকার শীর্ষে রয়েছে ইউরোপের দেশ স্পেন। এরপরই রয়েছে ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, ইতালি, কানাডা ও সুইজারল্যান্ডের মতো দেশ।
- সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ৩৪ নম্বরে পাশ্ববর্তী ভারত, শ্রীলঙ্কার অবস্থান ৭৭, নেপাল ১০২ ও পাকিস্তান ১২১।

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

১৬. পর্যটন শিল্প সম্পর্কিত আইন ও নীতিমালা ঃ

- বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড আইন, ২০১০।
- বাংলাদেশ পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন অঞ্চল আইন, ২০১০।
- জাতীয় পর্যটন নীতিমালা, ২০১০।
- বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, ২০১৫।

১৭.সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অর্জন ঃ

- দক্ষিণ কোরিয়ার সিউলে অনুষ্ঠিত Korea world Travel Fair (KOFTA) তে Bangladesh Tourism Board কর্তৃক ২০১৪ সালে Best Marketing NTO হিসেবে আন্তর্জাতিক পুরুস্কার অর্জন।
- পর্যটন বর্ষ– ২০১৬।
- কক্সবাজারকে আন্তর্জাতিক পর্যটন গন্তব্য হিসেবে প্রচার ও বিপণনের জন্য–"মেগা বিচ কার্নিভাল ডেস্টিনেশন Cox's Bazar আয়োজন।"
- আন্তর্জাতিক সি ক্রুজে বাংলাদেশকে সম্পৃক্ত। (BTB সমন্বয়ক)
- বিটিবি কর্তৃক নির্মিত"Beautiful Bangladesh Land of Stories এবং Beautiful Bangladesh land of Rivers." শীর্ষক টেলিভিশন প্রামান্য চিত্র দুটির যথাক্রমে ০৫টি ও ০২টি মর্যাদাজনক আন্তর্জাতিক পুরুস্কার অর্জন। (রূপময় বাংলাদেশ)
- BTB কর্তৃক ICC World T20-2014 এর সময় টুর্নামেন্টের লোকাল পার্টনার (Local Partner) হিসেবে পর্যটন শিল্পের প্রচার ও বিপণন।
- UNWTO Commission for South Asia (CSA) এবং OIC Tourism Ministers Conference এর ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত।

এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি উন্নতি করেছে বলে প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। বাংলাদেশের জন্য আশার কথা হলো, প্রাকৃতিক সম্পদ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কারণে এখানকার পর্যটনশিল্পে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হবে। পাশাপাশি পর্যটকদের সংখ্যাও দ্রুত বাড়বে। এ দেশের পর্যটন শিল্পের জন্য বেশ কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। যেমন- অনুন্নত পর্যটনসেবা, বায়ুদূষণ ও জলাবদ্ধতার মতো চ্যালেঞ্জগুলোর মুখে রয়েছে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প। বাংলাদেশের পর্যটনের টেকসই বিকাশ এবং উন্নয়নে বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য বৃদ্ধি, প্রাকতিক সম্পদ সংরক্ষণ পর্যটনের বিকাশে গতি আনতে পারে। সেই সঙ্গে দেশের পর্যটন শিল্পের প্রচার ও উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি ট্যুর অপারেটর, হোটেল ও এভিয়েশন সংশ্লিষ্ট সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

"Take only memories
Leave only footprints."

— Chief Seattle

Reference:

1. Bangladesh Tourism Board.
2. World Travel and Tourist Council (WTTC)
3. Bangladesh Parjatan Corporation
৪. বিশ্ব পর্যটন সংস্থা
5. UNWTO
6. World Tourism Organization

Please join our Group: **BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]**

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

চামড়া শিল্প ও বাংলাদেশ

"Think Ahead, Think Bangladesh."

— Theme of BLISS (Bangladesh Leather Footwear and leather goods International Sourcing Show)

চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তৈরি পোশাকের পর দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী গুরুত্বপূর্ণ খাত। এ খাতে প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ৬ লাখ এবং পরোক্ষভাবে আরও ৩ লাখ মানুষ আনুষঙ্গিক কর্মকাণ্ডে জড়িত। বাংলাদেশের মোট রপ্তানির মধ্যে এই খাতের অবদান প্রায় ৩%, যা দেশের মোট জিডিজির ০.৫%। ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসে সরকার চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যকে প্রডাক্ট অব দি ইয়ার/ বর্ষপণ্য হিসেবে ঘোষণা করে এবং ২০২১ সাল নাগাদ এ খাত থেকে মোট রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং মোট জিডিপির ২.৫% করার জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

বিশ্বব্যাপী চামড়া ও পাদুকা খাত খুব দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। বিশ্বের সকল ধরণের তৈরি পাদুকার উৎপাদন ২০১০ সালের ১৭.৯ বিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬ সালে ২১ পৌঁছেছে। ২০২১ সালের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য একটি চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উন্নয়ন নীতিমালার আবশ্যিকতা রয়েছে। এ নীতিমালাটি প্রণয়ন করা হলে এ শিল্পের সক্ষমতা অর্জন ও রপ্তানি সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হবে। আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক অর্থনীতির সাথে বাংলাদেশের ক্রমান্বয়ে আরও বৃহত্তর পরিসরে অঙ্গীভূত (Value Chain Intgration) হওয়া প্রয়োজন। একীভূত হওয়ার এ প্রক্রিয়াটিকে সহায়তা করার জন্য চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য খাতের কাঠামোকে বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০২১ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। ইতোমধ্যে স্থানীয় ও বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য বেশ কিছু রপ্তানি-প্রক্রিয়াজাতকরণ, শিল্প ও অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করা হয়েছে।

১. বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের ইতিহাস ঃ

"জাতির পিতা একটা যুদ্ধ-বিদ্ধস্ত দেশ গড়ার কাজে হাত দিয়েছিলেন, রিজার্ভ ছিলনা, তখন দেশ ছিল ক্ষত-বিক্ষত। কোন কোন পণ্য রপ্তানি করে সাফল্য অর্জন করা যায় সে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তিনি। তখন ৩টি পণ্যকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল এর মধ্যে একটি হলো চামড়া শিল্প।"

— মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ব্রিটিশ শাসনামলে অবহেলিত পূর্ববঙ্গে কোনো চামড়া শিল্প গড়ে উঠেনি। তখন এদেশের চামড়া কাঁচামাল হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ, কানপুর ও মাদ্রাজে প্রক্রিয়াকরণের জন্য পাঠানো হতো।

- ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান সরকার এদেশে চামড়া শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং দুটি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। এর-
  ১) একটি ঢাকার হাজারীবাগে,
  ২) অপরটি চট্টগ্রামের কালুরঘাটে।
- ১৯৪৯ সালে সরকারি পর্যায়ে এদেশ চামড়া শিল্পের ওপর একটি ইনস্টিটিউট স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়, কিন্তু সে পরিকল্পনা কার্যকর হয়নি।
- পরবর্তীকালে উন্নতমানের শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৫০ সালে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেদার টেকনোলজির গোড়াপত্তন ঘটে।
- ১৯৫১ সালে আর পি সাহা নারায়নগঞ্জে একটি ট্যানারি স্থাপন করেন।
- পরে ১৯৬০ সালে কতিপয় পাকিস্তানি চামড়া ব্যবসায়ীর উদ্যোগে ঢাকার হাজারীবাগ এলাকায় আধুনিক ট্যানারি স্থাপিত হয় তখন দেশে স্থাপিত মোট ৫৫টি মাঝারি ও বড় আকারের ট্যানারির মধ্যে ৩০টির মালিক ছিলেন পাকিস্তানিরা। আধুনিক ট্যানারি বলতে তখন সেগুলোকেই বোঝাত। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ধরনের ট্যানারির মালিক ছিলেন কিছুসংখ্যক বাঙালি।
- ১৯৭১ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধের পর ৩০টি বড় ট্যানারি সরকার অধিগ্রহণ করে, কিন্তু দূর্বল ব্যবস্থাপনার জন্য লোকসান হওয়ায় সেগুলো আবার ব্যক্তিগত পর্যায়ে ছেড়ে দিতে হয়।
- বর্তমানে সারা দেশের ট্যানারির সংখ্যা ২৭০টির ওপরে, এর মধ্যে প্রায় ৯০ ভাগই হাজারীবাগ এলাকায় ছিল।
- রাজধানী ঢাকার পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ বিধায় বর্তমান সরকার এ শিল্পকে সাভারে স্থানান্তর করেছে।

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

৩. বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের বর্তমান অবস্থা ঃ

"'ফরাসিদের ফ্রেঞ্চকাফের' পর মানের দিক থেকে আমাদের দেশের চমাড়াই দুনিয়ার সেরা।"

—চামড়া শিল্পের বোদ্ধাদের মতামত

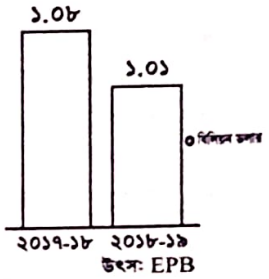

উৎস: EPB

বাংলাদেশে বর্তমানে দুই শতাধিক ট্যানারি শিল্পপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। এদের মধ্যে ৬০টিরও অধিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান অত্যন্ত আধুনিক ও পরিবেশবন্ধব। চামড়াজাত দ্রব্যাদি আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান খাত। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ইতালি, ফ্রান্স, স্পেন, নেদারল্যান্ডস, ব্রাজিল, চীন হংকং প্রভৃতি দেশ আমাদের চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যের প্রধান ক্রেতা। তাছাড়া বিশ্ব বাজারে চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যসমাগ্রীর চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এজন্য বিভিন্ন ধররেন চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যসামগ্রী তৈরি হচ্ছেঃ যেমন– জুতা, ব্যাগ, বেল্ট, ফিনিশড চামড়া ইত্যাদি। আর এসব পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯ অনুযায়ী বাংলাদেশের শিল্পজাত পণ্য রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের অবস্থান দ্বিতীয় স্থানে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ আয় করে ১.০৮ বিলিয়ন মার্কিন ডরার। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে এ খাতে রপ্তানি আয় দাঁড়ায় ১.০১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

৪. চামড়া শিল্প: দ্বিতীয় প্রধান রপ্তানিখাত ঃ

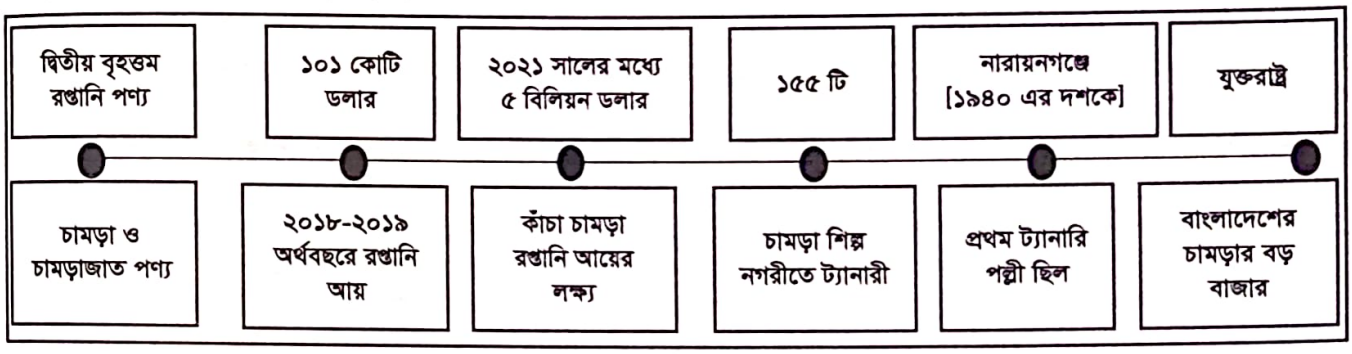

৫. চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য: ২০১৭ এর "Product of the year"

"চামড়া ও চামড়াজাতপণ্য এবং পাদুকা শিল্পকে আমরা ২০১৭ সালের পণ্য অর্থাৎ 'Product of the year' ঘোষণা করেছি।"

— মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৬. চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের খাতওয়রি রপ্তানি আয়ে অবদান ঃ

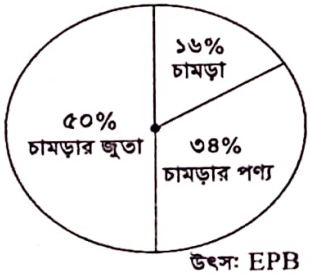

উৎস: EPB

দেশের তৈরি পোশাক (RMG) উৎপাদন ও রপ্তানি কার্যক্রম শক্তিশালী FDI (Foreign Direct Investment) এবং স্থানীয় বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ থেকে লাভবান হয়েছে। সেখানে চামড়া শিল্প এখনও গুণগত মান ও রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা অর্জন করতে পারে নাই। দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি খাত হিসেবে তৈরি পোশাক শিল্পের মত চামড়া শিল্পকেও অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা প্রয়োজন। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের খাতওয়ারি রপ্তানি আয়ে চামড়ার জুতার অবদান ৫০% চামড়ার পণ্যের অবদান ৩৪%, চামড়ার অবদান ১৬%।

- ২০২১ সরকার ৬০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানির যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য থেকে রপ্তানি হবে– ৫ বিলিয়ন ডলার (লক্ষ্যমাত্রা)।

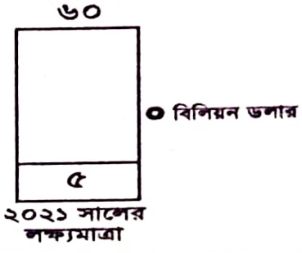

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

৭. চামড়া শিল্পের সম্ভাবনা ঃ

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সম্ভাবনাময় বড় একটি খাত চামড়া শিল্প। বাংলাদেশের গুণগত মানের চামড়া, সস্তা দরের শ্রমিক, কাঁচামালের সহজ প্রাপ্যতাসহ অন্যান্য তুলনামূলক সুবিধা এ শিল্পের সম্ভাবনা দিকটিরই জানান দিচ্ছে। বিশ্ব বাজারে চামড়ার পাশপাশি বাংলাদেশের তৈরি চামড়াজাত পণ্যের চাহিদাও বাড়ছে দিন দিন।

- বর্তমানে বিশ্বে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের বাজার ১.০১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ এ বাজারের মাত্র ০.৫ ভাগের প্রতিনিধিত্ব করে। অথচ বাংলাদেশ অতি সহজেই এ বাজারের একটা বড় অংশ দখল করতে পারে।
- বাংলাদেশের চামড়া রপ্তানির বাজার প্রতি বছর ১০-১৫% হারে বাড়ছে বাংলাদেশ থেকে পাকা চামড়ার পাশাপাশি জুতা, ট্রাভেল ব্যাগ, বেল্ট, ওয়ালেট বা মানিব্যাগ, জ্যাকেট প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে।
- চামড়া শিল্পের ক্ষেত্রে Backward Linkage মানে Raw Material বা কাঁচা চামড়া। সেই চামাড়াকে প্রক্রিয়াকরণের কারখানা প্রচুর রয়েছে বাংলাদেশে। অর্থাৎ চামড়ার জুতা তৈরির সকল ধরনের সুবিধা রয়েছে।

"গার্মেন্টস শিল্পের পর চামড়া শিল্পই এখন বিদেশি বিনিয়োগ আসার সবচেয়ে সম্ভাবনাময় খাত।"

—সৈয়দ নাসিম মনজুর (Managing Director, Apex Footwear)

- *বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তারের জন্য চামড়া শিল্পের সম্পূর্ণ সরবরাহ শৃঙ্খলে* (supply chain) শক্তিশালী পশ্চাৎ ও অগ্রসংযোগ তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি। সংযোগ ছাড়াও, কাঁচা চামড়ার লভ্যতা এবং সার্বিক গবেষণা ও উন্নয়নের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ প্রদান।
- ইতোমধ্যে বাংলাদেশের মসৃণ চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য জাপান এবং পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহে বেশ আগ্রহ সৃষ্টি করেছে।
- পুমা, পিভোলিনোস, হুগো বস প্রভৃতি বিশ্বখ্যাত কোম্পানির বাংলাদেশ থেকে চামড়াজাত শিল্পের কাঁচামাল সংগ্রহটা এ আগ্রহের প্রমাণ এবং চামড়া শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দিকটিকে আমাদের সামনে তুলে ধরে।
- বাংলাদেশে চামড়া শিল্পের অপার সম্ভাবনা সৃষ্টির পিছনে রয়েছে নানা কারণ। নিম্নে সেগুলো তুলে ধরা হলো:
  - ✓ ২০১২-১৫ রপ্তানি নীতিতে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতের তালিকায় রাখা হয়েছে। ফলে এ খাত যেসব সুবিধা পাবে তা হলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কম সুদে প্রকল্প ঋণ দেয়া, আয়কর রেয়াত, বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভর্তুকি দেয়া, সহজ শর্তে রপ্তানি ঋণ দেয়া, বহির্বিশ্বে বাজার খুঁজতে সহায়তা করা ইত্যাদি।
  - ✓ বিশ্বের প্রায় ৭৫ ভাগ চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের বাজার চীনের দখলে। কিন্তু সম্প্রতি চীনের বাণিজ্য নীতি পরিবর্তনের ফলে সেখান থেকে চামড়া কারখানার সংখ্যা কমতে শুরু করেছে। এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০১২-১৩ সালে চীনে চামড়ার তৈরি জুতা শিল্পের উৎপাদন ৫ দশমিক ২৯ শতাংশ থেকে ৭ দশমিক ৪৫ শতাংশ কমেছে। যার ফলে বাংলাদেশ হয়ে উঠেছে বিদেশ ক্রেতা ও বিনিয়োগকারীদের প্রধান আকর্ষণ। কারণ এ শিল্পের জন্য বাংলাদেশে রয়েছে পর্যাপ্ত কাঁচামাল, চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও সস্তা শ্রম। আর তাছাড়া রয়েছে জুতা তৈরির জন্য যন্ত্রপাতি আমদানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা।
  - ✓ বাংলাদেশি চামড়ার মান অন্যান্য দেশের থেকে অনেক উন্নতমানের। ফলে ইউরোপ আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এই চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে।
  - ✓ শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা প্রাপ্তি আমাদের দেশে চামড়া শিল্পের বিকাশ সাধনের অন্যতম নিয়ামক। বাংলাদেশ জাপানসহ আরও অনেক দেশ থেকে এই সুবিধা পাচ্ছে।
  - ✓ বাংলাদেশের জুতা ও ব্যাগ তৈরির সক্ষমতা বাড়ছে। এজন্য বৈশ্বিক ব্যান্ড নাইকি, অ্যাডিডাস, টিম্বারল্যান্ড, সিয়াস, ডায়েচম্যান, জেনেসকো প্রভৃতি বাংলাদেশ থেকে জুতা কেনা শুরু করেছে।
  - ✓ চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিতে সরকারের ১৫ ভাগ ভর্তুকি সুবিধার ফলে বিদেশি উদ্যোক্তারা ইতোমধ্যে আমাদের দেশে বিনিয়োগের বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। যার ফলে অপার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে এ খাতে।
  - ✓ চামড়া শিল্পের মুল কাঁচামাল চামড়া দেশেই উৎপাদন হয়। যার ফলে এই শিল্পের জন্য কিছু রাসায়নিক দ্রব্য সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি ছাড়া আর বেশি কিছু আমদানি করতে হয় না। এজন্য দেশীয় শিল্প উদ্যোক্তার এই শিল্প খাতের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে।
  - ✓ পরিকল্পিত উপায়ে যথাযথভাবে এ খাত সমৃদ্ধ করা হলো বছরে তিন হাজার কোটি টাকা আয় করা সম্ভব।
  - ✓ বিশ্ব বাজারে কুষ্টিয়া গ্রেড খ্যাত বাংলাদেশের ছাগলের চামড়ার চাহিদা রয়েছে প্রচুর। যদি এ চাহিদার বিপরীতে যোগান নিশ্চত করা যায় তবে তা যে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

৮. চামড়া শিল্পের বৈশ্বিক বাজার ঃ

- বিশ্বে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের বাজার ২১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- বাংলাদেশ বিশ্ববাজারে ০.৫ ভাগ রপ্তানি করে।

১	চীন
২	ব্রাজিল
৩	ইতালি
৪	রাশিয়া
৫	ভারত

উৎস: Buffalojackson.com

৯. চামড়া শিল্পের কাঁচামাল ঃ

বাংলাদেশের ২২০টি ট্যানারি থেকে উৎপাদিত প্রক্রিয়াজাত চামড়ার মধ্যে ৭৬% এর বেশি রপ্তানি করা হয়। বছরে প্রায় ২৫০ মিলিয়ন বর্গফুট কাঁচা চামড়া (হাইড ও স্কিন) প্রক্রিয়াজাত করা হয়, এর মধ্যে গরুর চামড়া হলো ৬৪%, ছাগলের চামড়া ৩২%, মহিষের চামড়া ২.৫% এবং ভেড়ার চামড়া ১.৫%।

পাদুকার ক্ষেত্রে ৯৩টি বড় পাদুকা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান নিবন্ধিত রয়েছে এবং সেগুলো প্রায় ৩৭৮ মিলিয়নের বেশি জোড়া জুতো তৈরি করে। প্রক্রিয়াজাত চামড়া এখন প্রধানতঃ সাভারের ট্যানারিগুলোতে তৈরি করা হয়। হাজারিবাগ থেকে সাভারে ট্যানারি স্থানান্তরিত হয়ে উৎপাদন শুরু করেছে।

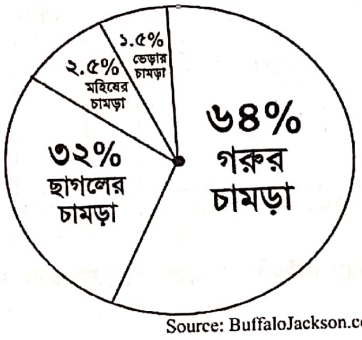

চিত্র: উৎপাদিত প্রক্রিয়াজাত চামড়ার উৎস।

- ১৯৯০ সাল পর্যন্ত কাঁচা চামড়া বা Wet-Blue Leather এবং প্রক্রিয়াজাত চামড়া বা ক্রাস্ট লেদার রপ্তানি কওে আসলে ও এখন বেশি রপ্তানি হয় Finished Leather |
- বাংলাদেশে প্রতিবছর গড়ে ২০০ থেকে ৩০০ মিলিয়ন বর্গফুট Finished Leather উৎপাদন হয়, যার বেশির ভাগই রপ্তানি হয়।
- অভ্যন্তরীণ চাহিতার শতকরা ৫০ ভাগই মেটানো হয়।

১০. বিশ্বে চামড়া উৎপাদনকারী দেশ ও বাংলাদেশের অবস্থান ঃ

গবাদি পশুর চামড়া উৎপাদন	ছাগল/ভেড়ার চামড়া উৎপাদন	চামড়ার জুতা উৎপাদন
১. চীন	১. চীন	১. চীন
২. ব্রাজিল	২. ভারত	২. ইতালি
৩. রাশিয়া	৩. তুরস্ক	৩. মেক্সিকো
১২. বাংলাদেশ	১০. বাংলাদেশ	১১. বাংলাদেশ

উৎস: wits.worldbank.org

চামড়া উৎপাদনে বাংলাদেশ প্রতিটি স্তরে শীর্ষ উৎপাদনকারী দেশের সাথে প্রতিযোগিতা করে শীর্ষ ১২টি দেশের মধ্যে অবস্থান করছে।

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

১১. বাংলাদেশের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের শীর্ষ রপ্তানি গন্তব্যস্থল:

বাংলাদেশের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয় হংকং-এ ৩৮%, চীনে রপ্তানি হয় ১২%, যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয় ১৪%, জাপানে রপ্তানি হয় ১১%।

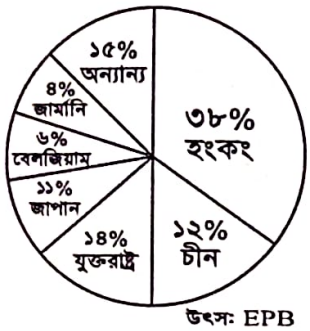

উৎস: EPB

১২. অর্থনীতিতে চামড়া শিল্পের অবদান ঃ

"২০২১ সালে চামড়া খাতে রপ্তানি আয় ৫ বিলিয়ন ডলার হবে।"

— তোফায়েল আহমেদ, সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী

অর্থনীতিতে চামড়া শিল্প প্রতিনিয়ত ব্যাপক অবদান রেখে আসছে। ২০১৭-১৮ সালে জিডিপিতে প্রায় ১.২৫% অবদান রেখেছে চামড়া শিল্প। তাই আশা করা যেতে পারে ২০২১ সালের মধ্যেই চামড়া খাতে রপ্তানি আয় ৫ বিলিয়ন ডলার হবে।

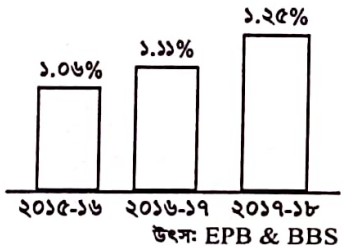

উৎস: EPB & BBS

চিত্র: জিডিপিতে চামড়া খাতের অবদান

১৩. বাংলাদেশে চামড়া শিল্পের সমস্যা ঃ

পর্যাপ্ত বিনিয়োগের অভাব, পরিবেশ বিপর্যয়ের ইস্যু এবং শিশু শ্রম-এ শিল্পের সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে বিবেচিত। নিম্নে এ শিল্পের প্রধান প্রধান সমস্যাসমূহ সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

- **বৈদেশিক বিনিয়োগের স্বল্পতা:** অবকাঠামোগত দুর্বলতা, পরিবেশবান্ধব শিল্প কারখানার অভাব, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ইত্যাদির কারণে বিদেশি উদ্যোক্তারা এদেশে বিনেয়াগ করতে আগ্রহী হয় না। এজন্য বৈদেশিক বিনিয়োগ কম হয়। আর এটও চামড়া শিল্পের বিকাশে অন্যতম সমস্যা।
- **পণ্য বৈচিত্র্যের অভাব:** বাংলাদেশ সাধারণত গুটি কয়েকটি চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে থাকে এক্ষেত্রে পণ্য উৎপাদনে বৈচিত্র্যের অভাব চামড়া শিল্পের বিকাশ ব্যাহত করছে। এজন্য পণ্য উন্নয়ন কেন্দ্র বা প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট সেন্টার দরকার।
- **চামড়া রপ্তানিতে দীর্ঘসূত্রিতা:** বাংলাদেশে থেকে যেসব দেশে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি হয় অধিকাংশ সময় দেখা যায়, রপ্তানিতে লিডটাইম বা পণ্য তৈরি করে জাহাজীকরণ করতে বেশি সময় লাগে। এক্ষেত্রে পণ্য সঠিক সময়ে সেসব দেশে পৌছায় না। এই রপ্তানির দীর্ঘসূত্রিতাও চামড়া শিল্পের বিকাশে অন্যতম প্রতিবন্ধক।
- **শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধার অভাব:** চামড়া শিল্পের বিকাশে শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা একান্ত জরুরি। কিন্তু বাংলাদেশ জাপানসহ মাত্র কয়েকটি দেশ থেকে এই সুবিধা পেয়ে থাকে। ফলে শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধার অভাব চামড়া শিল্পের বিকাশে বাধা সৃষ্টি করছে।
- **ব্যাংক ঋণের অভাব:** কোরবানির সময় চামড়া ক্রয় ও গুদামজাত করার জন্য চামড়া ক্রয়কারী সংস্থাগুলোর প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণের পরিমাণ পর্যাপ্ত নয়।
- **চামড়া প্রক্রিয়াকরণের অসুবিধা:** আমাদের ট্যানারি শিল্পগুলোকে সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নত অবকাঠামোর অভাব রয়েছে। ফলে এসব ছোট ছোট ট্যানারি প্রতিষ্ঠান ফিনিশড লেদার তৈরি করতে পারে না।

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

- **প্রয়োজনয়ি রাসায়নিক অভাব:** চামড়া শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যের অধিকাংশই বিদেশ থেকে আমদানি করাত হয়। এতে আমাদের চামড়া শিল্পের উৎপাদন অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে।
- **দক্ষ জনশক্তির অভাব:** চামড়া শিল্পের জন্য দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজন, কিন্তু আমাদের দেশে এ ধরনের দক্ষ জনশক্তির যথেষ্ট অভা রয়েছে। ফলে দক্ষ জনশক্তির অভাবে আমাদের চামড়া শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা কম।
- **গুদামের অভাব:** কাঁচা চামড়া গুদামজাতকরণের জন্য প্রচুর আড়ৎ থাকা প্রয়োজন; কিন্তু আমাদের দেশে চামড়ার গুদাম প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই কম।
- **অবকাঠামোগত সমস্যা:** বর্তমানে চামড়া শিল্পে যেসব অবকাঠামো ব্যবহৃত হয় তা সাধারণত মান্ধাতার আমলের। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার তেমন লক্ষণীয় নয় বললেই চলে। যার ফলে উন্নতমানের পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে না। এজন্য চামড়াখাতে রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে।
- **শিশুশ্রম ও বিপর্যস্ত শ্রম পরিবেশ:** বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের একটি বড় সমস্যা হচ্ছে শিশু শ্রম এবং ক্ষতিকর শ্রম পরিবেশ। চামড়া শিল্পের ব্যবহৃত নানা ধরনের ক্যামিকেল শ্রমিকদের চর্মরোগসহ নানা জটিল রোগে আক্রান্ত করে।

১৪. চামড়া শিল্পের সমস্যা সমাধানের উপায় ঃ

যথাযথ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে তৈরি পোশাক শিল্পের মতো এটিও হতে পারে শক্তিশালি রপ্তানি খাত। নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে-

- **সুষ্ঠু চামড়া নীতি প্রণয়ন:** আমাদের দেশে আলাদা কোনো চামড়া নীতি নেই। সুতরাং এ শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে পাট ও চায়ের মতো সুনির্দিষ্ট চামড়া নীতি প্রণয়ন করা দরকার।
- **অবকাঠামোর উন্নয়ন:** দেশের ছোট ছোট ট্যানারিগুলো যাতে ফিনিশড লেদার তৈরি করতে পারে, সে উদ্দেশ্যে এসব প্রতিষ্ঠানকে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য ফিনিশিং ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার চালু করতে হবে।
- **পৃথক শিল্পনগরী স্থাপন:** পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে লোকালয় থেকে দূরে চামড়া শিল্পের জন্য পৃথক শিল্পনগরী স্থাপন করা দরকার এবং এসব শিল্প এলাকায় রাস্তাঘাট নির্মাণ, ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন, পানি সরবরাহ, কাঁচাম চামড়ার আড়ত নির্মাণ, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে।
- **ঋণের যোগান:** চামড়া ক্রয়ে নিয়োজিত ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে কোরবানির চামড়া সংগ্রহ করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষত্রে আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।
- **রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন:** চামড়া শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যসমূহ দেশের অভ্যন্তরেই উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- **আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ:** বিদেশের বাজারে আমাদের চামড়াজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মেলা ও প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে আমাদের দূতাবাসগুলো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

১৫. চামড়া শিল্পের বিকাশে সরকারের ভূমিকা ঃ

চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী রপ্তানী পণ্য। আর এ ঐতিহ্যবাহী রপ্তানি পণ্যের যথাযথ গুরুত্বের দিকটি উপলব্ধি করেই সরকার ২০২১ সালে স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে ৬০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানির যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে তাতে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের অংশ নির্ধারণ করেছে ৫ বিলিয়ন। আর এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকার চামড়া শিল্পের বিকাশে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করছে। যেমন–

- চামড়া শিল্পের উন্নয়ন ও রফতানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার প্রতিবছর আয়োজন করছে 'লেদারটেক বাংলাদেশ' নামক চামড়া শিল্প মেলা।
- চামড়া শিল্প খাতের সামগ্রিক বিকাশের জন্য ইতোমধ্যে সাভারে পরিবেশসম্মত চামড়া শিল্পনগরী গড়ে তোলা হয়েছে।
- বাংলাদেশ সরকার চামড়া শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে চামড়াজাত পণ্যকে বর্ষবণ্য বা প্রেডাক্ট অব দ্যা ইয়ার-২০১৭ হিসেবে ঘোষণা করেছে।
- চামড়া খাতের গুরুত্ব অনুধাবন করে বার্তমানে সরকার চট্টগ্রাম এবং রাজশাহী বিভাগে আরও দুটি চামড়া শিল্পঞ্চল গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
- চামড়া খাতে ১৫ শতাংশ নগদ সহায়তা আগামী ৫ বছর অব্যাহত রাখার বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

Please join our Group: **BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]**

If you like it, buy the book and support the author

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

- আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার জন্য বেসরকারি খাত সহযোগে একটি টেস্টিং ও ক্যালিব্রেশন সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে।
- শিল্প স্থানান্তরের প্রণোদনা হিসেবে সাভার ট্যানারি শিল্পাঞ্চল থেকে ফিনিশিড চামড়া রপ্তানির ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ নগদ সহায়তা প্রদান করছে।
- আয়কর রেয়াত ও ওয়েটর লেদার ছাড়া চামড়া খাতে এফওবি রপ্তনি মূল্যের ওপর ১০০ ভাগ এক্সপোর্টপারফরম্যান্স লাইসেন্স সুবিধা দিচ্ছে যাতে রপ্তানি আরও সহজ হয়।

রপ্তানি ক্ষেত্রে এ খাতের ব্যাপক সম্ভাবনার কথা বিবেচনাকরে সরকার ১৯৭৭ সালে চামড়া শিল্পের উন্নয়নে মালিকদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য কিছু ক্যাশ সাবসিডি সুবিধা প্রদানের নীতি প্রবর্তন করে। এ ব্যবস্থা উদ্যোক্তাদের দারণভাবে উৎসাহিত করে ফলে এ সময় দ্রুত ও সেক্টরের বিস্তৃতি ঘটে। সরকার রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ খাতে ঋণসুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এ সুযোগে প্রকৃত ব্যবসায়ীদের পাশপাশি ট্রেড লাইসেন্স ও রপ্তানি লাইসেন্স সর্বস্ব সংরক্ষক কিছু ব্যবসায়ী ব্যংক থেকে ঋণ নিয়ে এ ব্যবসায় জড়িত হয়। ভ্যালু এডিশন বৃদ্ধির জন্য ১৯৯০ সালের ১ জুলাই থেকে ওয়েট-ব্লুচামড়া রপ্তানি সরকার নিষিদ্ধ করে। এর উদ্দেশ্য হলো ক্রাস্ট ও ফিনিশিড চামড়া রপ্তানি করে অধিক পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

অপরদিকে সরকার রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য মূলত দু'ভাবে প্রণোদনা দেওয়ার ব্যবস্থা হাতে নিয়েছে। এগুলো হচ্ছে–

১. প্রত্যাহারকৃত শুল্ক এবং
২. রপ্তানি কৃতিত্ব লাইসেন্স

১৬. ৭ম পঞ্চবার্ষিকীর পরিকল্পনায় চামড়া খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান ঃ

- চামড়াজাতপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ এবং
- যারা সাভার শিল্পনগরী থেকে থেকে এ সকল পণ্য রপ্তানি করবেন তারা আরো ৫ শতাংশ অর্থাৎ মোট ২০ শতাংশ হারে নগদ প্রনোদনা পাচ্ছেন।

চামড়া শিল্পকে একটি সম্ভাব্য রপ্তানিমুখী ও বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত হিসেবে গড়ে তোলার জন্য চামড়া উৎপাদন ও বাজারজাতকরার কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থা ও সরকারের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা একান্ত প্রয়োজন। যেহেতু চামড়া শিল্প একটি রপ্তানিনির্ভর শিল্প, সুতরাং এর আন্তর্জাতিক বিপণন বৃদ্ধির জন্য দক্ষতা বাড়াতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য মেলায় উপস্থিত হয়ে আমাদের চামড়ার গুণগত মান প্রদর্শ করতে হবে। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজারে টিকে থাকতে হলে আমাদের এ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন হতে হবে। ২০২১ সালের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য চামড়া শিল্পের সক্ষমতা অর্জন ও রপ্তানি সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হবে। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য খাতের কাঠামোকে বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০২১ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

"Leather has a real durability and Functionality."

— Mathew Williamson, British Fashion Designer

Reference:

1. BTA (Bangladesh Tannery Association)
2. LFMEAB
3. Leather Panel org
4. Buffalo Jackson Trading Company
5. Central leather Research Institute (CLRI)
6. Hulshof.com
7. EPB

Please join our Group: **BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]**

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

মানবসম্পদ উন্নয়ন

"It is about creating an environment in which people can develop their full potential and lead productive, creative lives in according their needs and interest."

—Human development report

বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব নতুন মাত্রা লাভ করেছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশপাশি মানবসম্পদ উন্নয়নও তাই বর্তমান সরকারের উন্নয়ন এজেন্ডার মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে সরকার আর্থ-সামাজিক খাতে ২২.০৯ শতাংশ হারে বাজেট বরাদ্দ রেখেছে। মনবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত খাতসমুহ যেমন-

বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণের ফলে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, 'Human Development Report-2018' অনুযায়ী মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান-১৩৬তম। বিগত কয়েক বছর থেকে মানব উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট খাতসমূহে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানব উন্নযন সূচকের হিসেবে দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের অবস্থান।

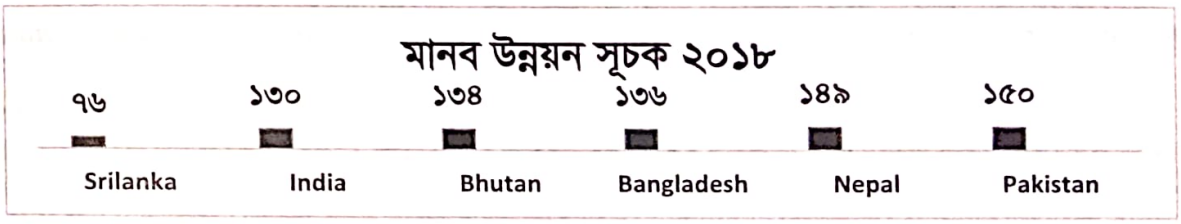

১. মানব সম্পদ উন্নয়ন কি?

"Human resource development is a complementary approach to other development strategies, Particularly employment and reduction of inequalities."

—World Bank

২. মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব ঃ

২০৪১ সাল পর্যন্ত দেশের ৭০ শতাংশ মানুষ কর্মক্ষম থাকবে। দীর্ঘ এই সময়ের মধ্যে সার্বিক উন্নয়ন অন্য উচ্চতায় নিতে চায় সরকার। তাই বাজেটে মানব সম্পদ উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এজন্য মানসম্মত ও বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা ক্ষেত্রে যথেষ্ট বরাদ্দ থাকবে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বা এডিপি'র জন্য প্রতি বাজেটেই বিশাল অংকের বরাদ্দ রাখা হয়। গত অর্থবছরে এক লাখ ৬৪ হাজার ৮৫ কোটি টাকা রাখা হয়েছিলো। পরে সংশোধিত এডিপি এক লাখ ৪১ হাজার কোটি টাকা করা হয়।

Please join our Group: **BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]**

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

পরিকল্পনামন্ত্রী জানালেন, ২০৪১ সালের পরও দীর্ঘ সময় দেশের ৬০ শতাংশ মানুষ কর্মক্ষম থাকবে। তাই বিশাল এই জনগোষ্ঠীকে দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে বাজেটে বরাদ্দ রাখা হচ্ছে বলে জানান মন্ত্রী। শিক্ষা ব্যবস্থা আধুনিকায়নের প্রতি গুরুত্বারোপের কথাও জানান তিনি। একশটি বিশেষ অর্থনৈতিক জোন সহ মেগা প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দেশের চেহারা বদলে যাবে বলেও জানান পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। যে সকল ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার আবশ্যক-

- পল্লী উন্নয়ন
- প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়ন
- কৃষি উন্নয়ন
- শিল্প উন্নয়ন
- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাগ্রিক উন্নয়ন

৩. মানবসম্পদ উন্নয়নে মন্ত্রণালয়নের বাজেট ঃ

মন্ত্রণালয়	২০০৭-০৮ (কোটি)	২০১৩-১৪ (কোটি)	২০১৫-১৬ (কোটি)	২০১৬-১৭ (কোটি)
শিক্ষা এবং বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	১১৬৫৪	২৮২৭২	৩৪৩৭০	৫২৯১৪
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	৫২৬১	৯৯৫৫	১১৫৩৭	১৭৪৮৬
যুব ও ক্রিড়া এবং সংস্কৃতি	২৮৭	১০৬১	১১৯৯	১৩৪৩
শ্রম ও কর্মসংস্থান	১১৯	১৯২	৩০২	৩০৮
সমাজকল্যাণ, মহলিা ও শিশু বিষয়ক এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক	২০২৮	৪৭৩০	৭৬১৩	৯৪৩৩
পার্বত্য, চট্টগ্রাম বিষয়ক	৪৬৯	৬৩৩	৭৭৯	৮৪০

৫. বাংলাদেশ মানব সম্পদ উন্নয়নের চিত্র ঃ

মাবন উন্নয়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৭ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৩৯, ২০১৮ সালে অবস্থান দাড়িয়েছে ১৩৬। বাংলাদেশ বিগত বছরগুলোতে মানব সম্পদ উন্নয়ন সূচকে ক্রমান্বয়ে উন্নিত করছে।

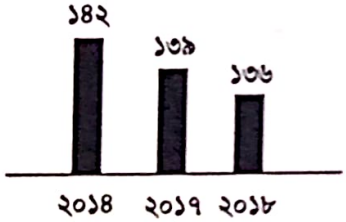

৬. মানবসম্পদ উন্নয়ন ও শিক্ষা

"Education is the process by which people acquire knowledge, skills, habits, values and attitudes. Education is key for the development"

—The world book of Encyclopedia

- শিক্ষার সকল স্তরে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি ও শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' প্রণয়নসহ বহুবিদ কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে।
- সরকারি প্রাথমকি বিদ্যালয়ে শতকরা ৬০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বিধি প্রবর্তনের ফলে মহিলা শিক্ষকের হার ১৯৯১ সালে ২১.০৯ শতাংশ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ৬৪.১৮ শতাংশে উন্নতি হয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষকের হার

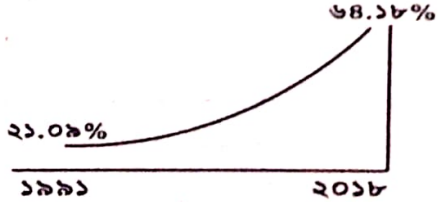

উৎস: mopme.gov.bd

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

- প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, উপবৃত্তি ও ছাত্র-শিক্ষক সংযোগ ঘন্টা বৃদ্ধির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝড়ে পড়ার হার

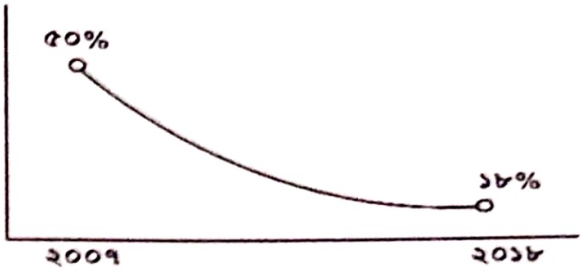

৬.১. মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব ঃ

- জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তর।
- কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি।
- নারী উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি।
- তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষতা বৃদ্ধি।
- জ্ঞান ও যোগ্যতা বৃদ্ধি।
- শিক্ষা পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে।
- নিজের উদ্যোগে জ্ঞানার্জনের পথ সুগম করে।
- শিক্ষা মানুষের চিন্তা ও বিচার শক্তির বিকাশ ঘটায়।
- সমাজ সচেতনতা ও ঐক্যবোধ জাগ্রত করে।
- স্বাস্থ্যবোধ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে।
- শিক্ষা জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে স্পৃহা জাগায়।

৭. মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক খাতে বরাদ্দ ঃ

- মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্যখাতসহ সামাজিক খাতসমূহে অধিক বিনিয়োগ অপরিহার্য। এ কারণেই সরকার মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত খাতসমূহের যথা: শিক্ষা ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ, নারী ও শিশু, সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, সংস্কৃতি, শ্রম ও কর্মসংস্থান খাতের বাজেট বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করছে।
- চলমান ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মানবসম্পদ উন্নয়ননের সাথে জড়িত এসব খাতসমূহে মোট বাজেটের প্রায় ২২.০৯ শতাংশ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
- মানবসম্পদ উন্নয়নের মূল ভিত্তি হিসেবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতকে বিবেচনা করা হয়। তাই জাতীয় বাজেটে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাত উন্নয়নে সরকার প্রতিবছর পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদান করছে।
- গত অর্থবছরে এ দুই খাতে মোট ৭৬,৪৩৭ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যা মোট বাজেটের ১৬.৪৫ শতাংশ। এর ফলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে বাস্তবসম্মত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকার শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।
- ফলশ্রুতিতে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে লিঙ্গ বৈষম্য বিরূপ করে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে সংখ্যাসাম্য অর্জন সম্ভবপর হয়েছে।
- এছাড়া, প্রজনন হার হ্রাস, শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহার হ্রাস, যক্ষ্মা ও এইডস এর বিস্তার রোধ, গড় আয়ু বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জনের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন অব্যাহত রয়েছে। ক্রীড়া ও সংস্কৃতির উন্নয়ন ও মানবসম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সক্ষম। ফলে এসব খাতেও বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

৮. শিক্ষায় আইসিটি কার্যক্রম ঃ

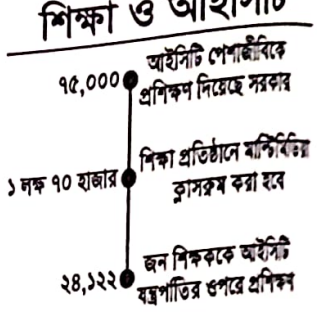

- শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি সম্পৃক্ত করে একটি দক্ষ ও যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষার সকল স্তরকে সম্পৃক্ত করে ICT in Education Master Plan-প্রণয়ন করা হয়েছে।
- দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও বর্তমান বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং আইসিটি জ্ঞান সমৃদ্ধ সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সরকারি কলেজে আইসিটি শিক্ষকের ২৫৫টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।
- শিক্ষাক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের মাধ্যমে আই.সি.টি. জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা সহ শিক্ষাতথ্য ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়া ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন ফান্ড (E.D.C.F)-এর আওতায় শিক্ষা মন্ত্রাণালয়ের আওতাধীন ব্যানবেইস কর্তৃক বাস্তবায়িত'উপজেলা আই.সি.টি. ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন 'ইউ.ইউ.টি.আর.সি.ই' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ১২৫টি উপজেলায় ইউ.আই.টি.আর.টি.সি.ই. নির্মাণ করে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ICT ট্রেনিং ল্যাব তৈরি করা হয়েছে।
- এ প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে আরো ১৬০টি উপজেলায় ইউ.আর.টিআর.সি.ই স্থাপনের প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।
- বাংলাদেশ পরিসংখ্যাণ ব্যুরোর হিসাব হিসাবমতে এ পর্যন্ত প্রায় ১,৩৮,০০০ শিক্ষককে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- শ্রেণিকক্ষে পাঠদান কার্যক্রমকে আরো কার্যকর, আনন্দদায়ক এবং যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশে এ পর্যন্ত ৩২,৬৬৭টি মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। '
- এস্টাবলিশমেন্ট অব ফরেন ল্যাংগুয়েজ ট্রেনিং সেন্টারস-২ (এফএলটিসি-২) প্রকল্পের অধীনে ৩১ টি ডিজিটাল ল্যাংগুয়েজ ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে বিদেশ গমনেচ্ছুকদের ইংরেজি, আরবি, কোরিয়ান, জাপানি, ফরাসী ভাষা শিক্ষা নিয়ে দক্ষতা সম্পন্ন জনবল হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত মোট ৩০ হাজার প্রশিক্ষণার্থী বিভিন্ন ভাষায় প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

৯. নারী শিক্ষা উন্নয়ন ঃ

- নারী শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি কর্মসূচি চালুর ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে লিঙ্গ বৈষম্য বিলোপ করে ছেলে মেয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে সংখ্যাসাম্য অর্জন সম্ভব হয়েছে।
- নারীর ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামজিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাধ্যমিক থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত উপবৃত্তি প্রদান, বেতন মওকুফ, বই ক্রয়ের জন্য আর্থিক সহায়তা দেয়া হচ্ছে।
- পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য নারী শিক্ষার্থদের পরীক্ষায় ফিও প্রদান করা হয়।
- তাছাড়া, মেধাবী ছাত্রীদের জন্য সাধারণ মেধাবৃত্তি এবং বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষাবৃত্তির পরিমাপ ও সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১০. কমিউনিটি ক্লিনিক

- প্রান্তিক পর্যায়ে মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সরকারের অন্যান্য উদ্যোগ কমিউনিটি ক্লিনিক সেবা কার্যক্রম।
- তৃণমূল পর্যয়ে সরকারি ও স্থানীয় জনগণের প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো মা ও শিশু মৃত্যুর হার কাঙ্ক্ষিত মাত্রার নিচে নামানোর ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।
- ১৯৯৮ সালে প্রথমবারের মতো গ্রাম/ওয়ার্ড পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক সেবা কার্যক্রম চালু করা হয়।

বর্তমানে সারা দেশে ১৩,৭৭৯ টি কমিউনিট ক্লিনিক সম্পূর্ণরূপে কার্যকর রয়েছে	প্রতিটি প্রায় ৬,০০০-৮,০০০ জনগণকে সেবা প্রদান করছে
প্রতিদিন গড়ে ৪০ জন সেবা প্রার্থী একটি কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে সেবা গ্রহণ করে থাকনে	এদের ৮০ শতাংশই নারী ও শিশু।
এ সময়কালে ৩.৬৯ কোটির ও বেশি রোগীকে জরুরী প্রয়োজনে ও জটিলতার জন্য উচ্চতর সেবা কেন্দ্রে রেফার করা হয়েছে।	২০০৯ সাল থেকে শুরু করে আগষ্ট, ২০১৮ পর্যন্ত কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো থেকে ৭৫ কোটিরও বেশি সংখ্যক বার সেবা নেয়া হয়েছে।
'কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার' (সিইইচসিপি) নিয়োগপূর্বক তাদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষন প্রদান করে এবং পর্যপ্ত ঔষধ ও পরিবার-পরিকল্পনা সামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে	সারাদেশে প্রায় ৪,০০০ কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাভাবিক প্রসব সম্পন্ন হয়েছে।

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

১১. স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা ঃ

- স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে সরকারের নেয়া অগ্রাধিকারভিত্তিক বিভিন্ন কর্মকান্ডের ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই এ সংক্রান্ত সহশ্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।
- এ বিষয়ে বাংলাদেশ দুবার জাতিসংঘ সাউথ সাউথ এ্যাওয়ার্ড লাভ করে দেশে প্রজনন হার ও মৃত্যু হার কমেছে।
- গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাতক শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে।

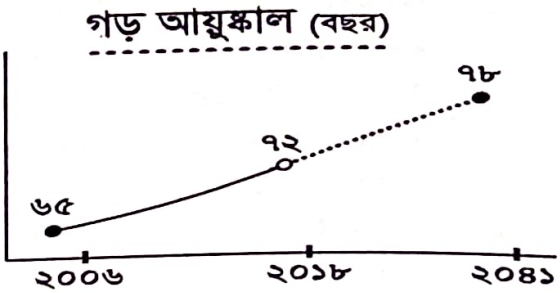

- অপুষ্টির হারও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।
- বর্তমানে সরকার স্বাস্থ্যখাত সংক্রান্ত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) অর্জনে কাজ করেছে।
- **সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি:** WHO কর্তৃক বাংলাদেশকে পোলিও মুক্ত দেশ হিসেবে ঘোষনা করা হয়েছে।

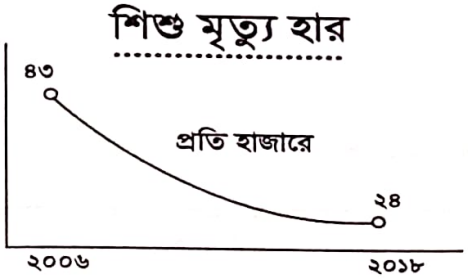

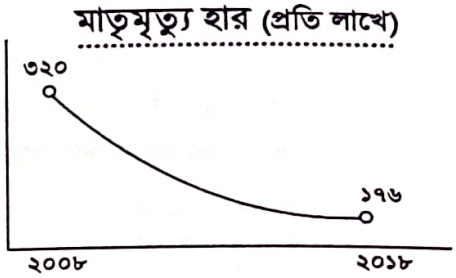

স্বাস্থ্য শিক্ষা

- স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি স্বাস্থ্য শিক্ষার প্রসোরেও সরকার বদ্ধপরিকর।
- বিভিন্ন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান ছাড়াও মেডিকেল কলেজগুলোতে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা হয়েছে ও পাঠক্রম অব্যাহত রয়েছে।
- দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির আসন সংখ্যা ১২,৬১১ এ উন্নীত করা হয়েছে।
- ২০১৮-১৯ পর্যন্ত দেশে ৩৬টি সরকারি মেডিকেল কলেজ (আসন ৪,০৬৮টি), ১১টি আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ (আসন ১২৫) ও ৫টি আর্মি মেডিকেল কলেজ (আসন ২৫০), ৯টি ডেন্টাল কলেজ (আসন ৫৩২), ২৮টি পোস্ট গ্রাজুয়েট ইনস্টিটিউশন (আসন ১,৫১৮), ৯টি মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল (আসন ৮১৮), ১১টি ইন্সটিটিউট অফ হেলথ টেকনোলজি (আসন ২,৫৮৫) এবং ১৫টি নার্সিং কলেজ দক্ষ জনশক্তি তৈরির কাজ করছে।
- একই সাথে বেসরকারি খাতে দক্ষ জনশক্তি তৈরির কাজ করছে। একই সাথে বেসরকারি খাতে মোট ৬৯টি মেডিকেল কলেজ (আসন ৬,২৩১), ২৬টি ডেন্টাল কলেজ (আস ১,৪০৫), ২০০টি মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল (আসন ১৩,৫৪০), ৯৭টি ইন্সটিটিউট অফ হেলথ টেকনোকলজি (আসন ৮,৯৪০) কার্যক্রম পরিচালনা করছে।
- সম্প্রতি ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে-
  - ✓ নেত্রকোণা মেডিকেল কলেজ,
  - ✓ নীলফামারী মেডিকেল কলেজ,
  - ✓ নওগাঁ মেডিকেল কলেজ,
  - ✓ মাগুরা মেডিকেল কলেজ ও
  - ✓ চাঁদপুর মেডিকেল কলেজে শিক্ষা কার্যক্রম শরু হছে।
- এছাড়া, গোপালগঞ্জ ও গাজীপুর জেলায় একটি করে ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজী স্থাপনের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
- বর্তমানে বিকল্প ধারায় চিকিৎসা ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ১৯টি অল্টারনেটিভ মেডিকেল কেয়ার করে চালু আছে।

Please join our Group: **BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]**

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

১২. নারী ও শিশু উন্নয়ন কার্যক্রম ঃ

- নারীর কাঙ্ক্ষিত বিকাশ এবং জাতীয় উন্নযন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে 'নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১' প্রণয়ন করা হয়েছে।
- নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধে গৃহীত হয়েছে 'পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন-২০১০'।
- শিশু স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা এবং শিশু কল্যাণের লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছে 'জাতীয় শিশু নীতিমালা ২০১১' এবং 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭'।
- এছাড়া, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়ন এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ২টি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।
- নারীর সামগ্রিক আর্থ-সামজিক উন্নয়নে 'মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়' বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হলো-
  - ✓ নারীর ক্ষমতায়ন,
  - ✓ নারী নির্যাতন বন্ধ,
  - ✓ নারী পাচার প্রতিরোধ,
  - ✓ কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বিধান এবং
  - ✓ অর্থনেতিক কর্মকাণ্ডের মুলস্রোতধারায় নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি।

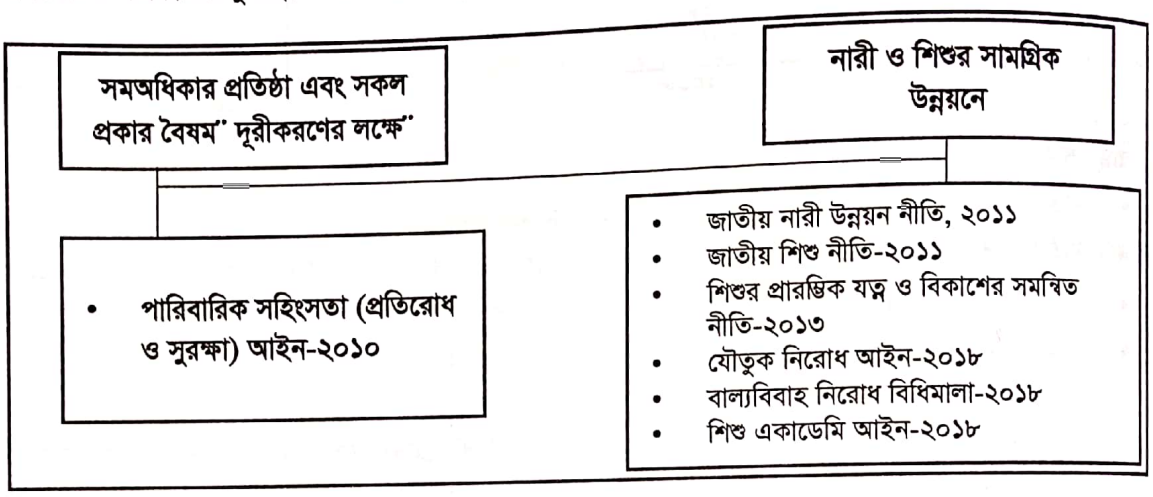

- নারীর সুরক্ষা, অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন আইন-কানুন প্রণয়ের পাশপাশি নারীর আর্থ-সামজিক উন্নয়নের জন্য সরকার নানাবিধ কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে।
- দুঃস্থ ও অসহায় নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় খাদ্য সহায়তাসহ বিভিন্ন ধরনের ভাতাদি প্রদান করা হচ্ছে।
- দরিদ্র মায়েদের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা এবং কর্মজীবি ল্যাকটিটিং মাদার সহায়তা তহবিলের মাধ্যমে দরিদ্র মায়েদের মাসিক আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হচ্ছে।
- এছাড়া, মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি এবং উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
- সরকার কর্মজীবি মহিলাদের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, যশোর ও রাজশাহীতে মোট ৫টি কর্মজীবি মহিলা হোস্টেল পরিচালনা করছে।
- ঢাকার মিরপুর ও খিলগাও এলাকায় দুটি হোস্টেল নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।
- এছাড়াও কর্মজীবি মহিলাদের জন্য গাজীপুরে ৬ তলা বিশিষ্ট একটি হোস্টেল নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।
- নির্যাতিত নারীদের আইনিসহ সকল প্রকারের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ৬টি বিভাগীয় শহরে মহিলা সহায়তা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

- নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম (৪র্থ পর্যায়)-প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপী নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৪০টি জেলা সদর হাসপাতল ও ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ মোট ৬০টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল স্থাপন করা হয়েছে।
- এছাড়া, এ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ন্যাশনাল ট্রমা ও কাউন্সিলিং সেন্টার হতে মোট ১,৪৫১ জন এবং ন্যাশনাল হেল্প লাইন ১০৯ এর মাধ্যমে ৫৪,৫১১ জন নির্যতনের শিকার নারী ও শিশুকে মনোসামাজিক কাউন্সিল করার উদ্দেশ্যে জয়িতা ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়েছে। এর ফলে নারী উদ্যোক্তদের দেশব্যাপী নারীবান্ধব বিপণন নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে তাদের অর্থনেতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে লিঙ্গ সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হবে।
- দুস্থ শিশুদের মেধা বিকাশে ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে মেয়ে শিশুদের জন্য আজিমপুর কেন্দ্র এবং ছেলে শিশুদের জন্য কেরানীগঞ্জ ও গাজীপুরে ৩টি কেন্দ্র এবং রাজশাহী, খুলনা ও চট্টগ্রাম বিভাগে ৩টি কেন্দ্রসহ মোট ৬টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়া ৬৪টি জেলায় এবং ৬টি উপজেলা শাখা সহ মোট ৭১টি কার্যালয়ে ১টি শিশু বিকাশ ও ১টি প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এসব কেন্দ্রের মাধ্যমে ৪-৫+ বছর বয়সী শিশুদেরকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির উপযোগী করে গড়ে তোলা হচ্ছে।
- এছাড়া শিশু শ্রম ও শিশু নির্যাতন বন্ধ এবং শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি, নিরাপত্তা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের নিমিত্তে যেসকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-
  - ✓ গর্ভধারণ থেকে ৮ বছর বয়সী শিশুর বৃদ্ধি, বিকাশ, সুরক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তার লক্ষ্যে সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ এবং প্যারেন্টিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন,
  - ✓ ৪ বছর বয়সী শিশুদের জন্য শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা,
  - ✓ হতদরিদ্র ও ছিন্নমূল শিশুদের জন্য শিশু বিকাশ কেন্দ্র কার্যক্রম প্রসারণ করা,
  - ✓ গ্রামীণ এলাকার কওমী মাদ্রাসা শিশুদের জন্য বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা,
  - ✓ চা বাগান ও গার্মেন্টস কর্মীদের শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার স্থাপন ও পরিচালনা ইত্যাদি।

১৩. সমাজকল্যাণ ঃ

- দরিদ্র ও অসহায় এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সার্বিক অবস্থার উন্নয়নের উপর দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি বহুলাংশে নির্ভর করে। সামাজিক সুরক্ষা, ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র, অসহায় জনগোষ্ঠী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নত জীবনযাত্রা নিশ্চিতকরণের জন্য সরকার ব্যাপক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সরকারের হয়ে কাজ করছে। মন্ত্রণালয়ের আওতায়-
  - ✓ অপরাধপ্রবণ কিশোরদের সংশোধন,
  - ✓ সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের পুনর্বাসন,
  - ✓ দুঃস্থ ও অসহায় ছেলে-মেয়েদের লালনপালন,
  - ✓ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণসহ পুনর্বাসন করা হচ্ছে
  - ✓ ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান,
  - ✓ নিরাপদ আবাসনসহ বহুবিধ কার্যক্রম দেশব্যাপী বাস্তবায়নাধীন আছে।
- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কল্যাণ ও সেবামূলক কার্যক্রমের মধ্যে-
  - ✓ হাসপাতাল সমাজসেবা/চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম,
  - ✓ দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র,
  - ✓ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি কর্মসূচি ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষন
  - ✓ পুনর্বাসন কেন্দ্রের মাধ্যমে সেবামূলক কার্যক্রম প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের মাধ্যমে সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে।
  - ✓ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের নিজস্ব পরিবেশে এবং স্থানীয় শিক্ষালয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সমন্বিত শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে ৬৪টি জেলা শহরে সমন্বিত অন্ধশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও 'চাইল্ড সেনসিটিভ সোশ্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে পথশিশুদের 'Drop In Center' এর মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

- এছাড়া, সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহনের মাধ্যমে অতি দরিদ্র শ্রেণীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতিকল্পে কাজ করে যাচ্ছে। চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ৪৩১৬.৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা উক্ত বাজেট বরাদ্দের ১.০৭ শতাংশ এবং জিডিপি বরাদ্দের ০.১৯ শতাংশ।

❑ **সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় পুনর্বাসন ঃ**

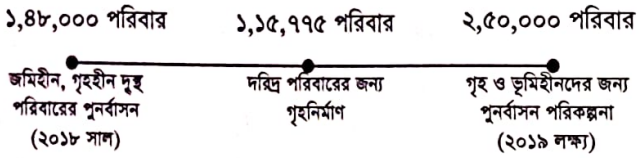

১৪. মানবসম্পদ উন্নয়নে সাফল্যের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ঃ

- বর্তমানে বাংলাদেশে প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল ৭২.৮ বছর
- পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) ৩১ জনে, এক বছরের কম বয়সি শিশুদের ক্ষেত্র মৃত্যু হার ২৪ জনে হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) ১.৭২ জনে নেমে এসেছে।
- সরকারের এই অভূতপূর্ব সাফল্যের প্রতিফলন ঘটেছে বিশ্বব্যাংকের নতুন Human Capital Index ২০১৮ তে, যাতে ১৫৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশর অবস্থান হয়েছে ১০৬ তম।
- আগামী ২০১৯-২০ অর্থবছরে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের জন্য ২৫ হাজার ৭৩২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করেছে যা বর্তমান ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ছিল ২২ হাজার ৩৩৬ কোটি টাকা।
- এখানে উল্লেখ্য করা প্রয়োজন যে, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ সংক্রান্ত কার্যক্রম ১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ বাস্তবায়ন করছে।
- আগামী অর্থবছরে স্বাস্থ্যখাতে মোট বরাদ্দ ২৯ হাজার ৪৬৪ কোটি টাকা যা জিডিপি'র ১.০২ শতাংশ এবং মোট বাজেট বরাদ্দের ৫.৬৩ শতাংশ প্রস্তাব করা হয়েছে।

উৎস ঃ বাজেট বক্তৃতা- ২০১৯

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা আবশ্যক। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ৫৮.৭ শতাংশই কর্মক্ষম। বিপুল কর্মক্ষম এই জনসম্পদকে কাজে লাগিয়ে জনভিত্তিক লভ্যাংশ আহরণে বাংলদেশ সরকার নানা উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। এ প্রেক্ষপটে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচির দ্বারা সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নেরর মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নের নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

"মানবসম্পদ উন্নয়ন বলতে এমন এক প্রক্রিয়াকে বুঝায় যার মাধ্যমে কোনো সমাজের সকল মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।"

— ফেডারিক হার্বিসন ও চার্লস এ সসার্স

Reference:

1. অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০১৯
2. Human development report
3. World Bank

Please join our Group: **BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]**

If you like it, buy the book and support the author

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

"মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান।
মুসলিম তাহার নয়ন-মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ"

– কাজী নজরুল ইসলাম

পৃথিবীর দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম ছোট দেশ বাংলাদেশ। এই বাংলাদেশ একটি বহু জাতি, সংস্কৃতি, ধর্ম ও ভাষার দেশ। কালের বিবর্তনে আমাদের এ বাংলাদেশের যে জীবনাধারা গড়ে উঠেছে সেখানে বসবাস করছে নানা সম্প্রদায়ের মানুষ। যুগ থেকে যুগান্তর এদেশের মানুষ পারস্পারিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে মিলেমিশে অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করে সাচ্ছন্দে। ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সাম্প্রদায়িক আচার-আচরণ ভিন্ন ভিন্ন হলেও কেউ কখনো কারও অনুষ্ঠান পালনে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় না। হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান-বাঙ্গালি-আদিবাসী সকলেই ছোট এ বদ্বীপটিতে যেন একই সুতোয় গাঁথা। জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার মধ্যে সম্প্রীতি পরিলক্ষিত হয় সকল বিভেদ-ভিন্নতা ভুলে এদেশের মানুষ আত্মস্থ করেছে চন্ডীদাসের অক্ষয় বাণী–

"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই"

বাংলাদেশের এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত জনজীবনের সকল ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত প্রতিনিয়তই।

১। সম্প্রদায়:

সম্প্রদায় হলো ক্ষুদ্র বা বৃহৎ জনগোষ্ঠী যাদের মধ্যে কিছু বিষয়, যেমন– সামাজিক প্রথা, ধর্ম, মূল্যবোধ ও পরিচয়ের মিল থাকে। সম্প্রদায় প্রায়ই একটি নির্দিষ্ট ভৌ-গোলিক অবস্থানের (যেমন– গ্রাম, শহর বা দেশ) ভিত্তিতে গড়ে ওঠে, তবে সবক্ষেত্রে নয়। নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থানের বাইরেও দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক গড়ে উঠলেও তাকে সম্প্রদায় বলা হয়। যেমন– ইন্টারনেট সম্প্রদায়। যদিও সম্প্রদায় বলতে ক্ষুদ্র পরিসরে ব্যক্তিগত সমাজিক সম্পর্ককে বুঝানো হয়, তবে সম্প্রদায় বলতে বৃহৎ জনগোষ্ঠী, যেমন– জাতীয় সম্প্রদায়, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ভার্চুয়াল সম্প্রদায়ের সাথে একত্মতাও বুঝানো হয়।

➤ **সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য:** সম্প্রদায়ের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়:

(ক) নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী মনুষ্যগোষ্ঠী।
(খ) ভাষা, বর্ণ, ধর্ম প্রভৃতির ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ জনগোষ্ঠী।
(গ) সভ্যতাবোধ প্রবল।
(ঘ) সম্প্রদায়ের সদস্যরা নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই সব ধরনের সামাজিক সম্পর্ক খুঁজে পায়।

২। সাম্প্রদায়িকতা:

সমাজবদ্ধ নানা ধর্ম, বর্ণ-জাতি বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। যখন এসব গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মানুষ নিজগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের স্বার্থ হাসিল করতে গিয়ে বা আদর্শ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে অন্য ধর্ম, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে বিদ্বেষপূর্ণভাবে দমন করে বা তাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করে বা করতে থাকে, তখন তাকে সম্প্রদায়িকতা বলে। অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতার মূল কথা হচ্ছে অন্য দর্শন বা সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ।

➤ **সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি:** জাতি বর্ন-ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে মানুষে মানুষে প্রীতি ও মৈত্রীর শান্তিময় সম্পর্ক ও প্রসুণ হচ্ছে সম্প্রদায়িক সম্প্রতি। এটি একটি সম্প্রদায়ের মৌলিক নীতিমালা যা সে সম্প্রদায়ের সব সদস্যকে পারস্পারিক মেলবন্ধনে আবদ্ধ রাখে এবং একইভাবে অন্যন্য বিভিন্ন সাম্প্রদায়কে একটি রাষ্ট্রের কাঠামোতে সুসম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ রাখে। অর্থাৎ বিভিন্ন গ্রুপ বা সম্প্রদায়ের মানুষের একই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম মনোভাব পোষণ করে রেখে চলাকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বলে।

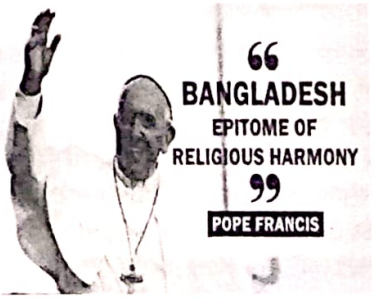

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

৩। বাংলাদেশের সংবিধানে অসাম্প্রদায়িকতা:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানে অসাম্প্রদায়ীকতা তথা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। রাষ্ট্র পরিচালনার চারটি (৪) মূলনীতির একটি হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষতা।

সংবিধানের ২(ক) নং অনুচ্ছেদ রাষ্ট্রধর্ম শিরোনামে বলা হয়েছে–

"প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান সহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্রসমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করবেন।"

ধর্ম নিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য বিলোপ করা হবে–

(ক) সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা

(খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান।

(গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার

(ঘ) ধর্মের নামে কোন ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা নিপীড়ন এছাড়াও সংবিধানের ৪নং অনুচ্ছেদ ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে।

৪। বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়:

দীর্ঘদিনের ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে বিভিন্ন শাসকগোষ্ঠী যেমন: শাসন করেছে, তেমনি বিকল্প লাভ করেছে বিভিন্ন ধর্ম, সংস্কৃতি আর বিশ্বাস। বর্তমানে এ-দেশের প্রায় ৯০% লোক মুসলমান। দ্বিতীয় বৃহত্তর জনেগোষ্ঠী হিসেবে রয়েছে হিন্দুরা। এছাড়াও এ সোনার বাংলায় রয়েছে বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও অন্যান্য সম্প্রদায়।

ধর্মীয় সম্প্রদায়	জনসংখ্যার শতকরা হার
মুসলিম	৯০.৪০
হিন্দু	৮.৫০
বৌদ্ধ	০.৬০
খ্রিস্টান	০.৩০
অন্যান্য	০.২০
মোট	১০০.০০

৫। বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতিসত্তা:

বাংলাদেশে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সিংহভাগই হচ্ছে বাঙ্গালি। মুলত বাঙালি জাতীয়তাবাদের ওপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ। তবে দেশের ভিন্নি অঞ্চলে বিশেষকরে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত অঞ্চলে অনেক উপজাতি সম্প্রদায় বসবাস করে। বাংলাদেশের প্রায় ১৩ লক্ষ উপজাতীয় লোক বসবাস করে যা মোট জনসংখ্যার ১.১০ শতাংশ। বাংলাদেশে প্রায় ৩২টি ভাষাভাষির ৪৫টি উপজাতি বসবাস করে। (আদমশমারি ২০১৯) বৃহত্তম উপজাতি চাকমা এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম উপজাতি হলো সাঁওতাল। এছাড়াও গারো, মারমা, খাসিয়া, ত্রিপুরা, পাঙ্গন, মনিপুরী, হাজং, রাজবংশী, রাখাইন, চাকমা, খুমি, খিয়াং প্রভৃতি উপজাতি বসবাস করে।

৬। অসাম্প্রদায়িক চেতনার মডেল বাংলাদেশ:

ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশ সম্পদ্রদায়িক সম্প্রীতি দেশ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন একায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিষয়টি পরিলক্ষিত হলেও বাংলাদেশ এটি কম দেখা যায় দক্ষিণ এশিয়ার ভারতে হিন্দু-মুসলিম, দাঙ্গা, শ্রীলংকায় তামিল-সিংহলিজ দ্বন্দ্ব, পাকিস্তানের শিয়া-সুন্নি সংঘর্ষ, নেপালে মাওবাদী গেরিলাদের তৎপরতা, মায়ানমারে রোহিঙ্গাদের নির্মল সহ অন্যান্য দেশেও চলছে সম্প্রদায়কিতার ঘৃণ্য চর্চা। কিন্তু বাংলাদেশে দু-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া এ সাম্প্রদায়িকতার চর্চা খুজে পাওয়া দুষ্কর। এখানকার মানুষের দীর্ঘদিনের যে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্য তা কোনো ধর্মীয় বাড়াবাড়ি প্রশ্রয় দেয়নি। সত্যিকার অর্থেই বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে অসাম্প্রদায়িক চেতনার মডেল হওয়ার যোগ্য।

"আর সাম্প্রদায়িকতা যেন মাথাচারা দিয়ে উঠতে না পারে। ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ বাংলাদেশ। মুসলমান তার ধর্মকর্ম করবে। হিন্দু তার ধর্ম-বর্ণ করবে। বৌদ্ধ তার ধর্মকর্ম করবে। কেউ কাউকে বাধা দিতে পারবে না। কিন্তু ইসলামের নামে আর বাংলাদেশের মানুষকে লোট করে খেতে দেয়া হবে না।"

— জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

৭। মুক্তিযুদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ:

ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এদেশের মানুষের মাঝে ভিন্নতা বা পার্থক্য থাকতেও এদেশের মানুষ সুদূর সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় বন্ধনে আবদ্ধ। রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় স্বার্থে এদেরশ মানুষের সাথে-মুসলিম হিন্দু-বৌদ্ধ-বাঙালি বা উপজাতি বিভেদ নেই। জাতীয় স্বার্থে এদেশের জনগণ যেন একই সূত্রে গাথা। আর সম্পদায়িকা মনোভাবের কারণেই সেই ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৫৪ যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৬২ শিক্ষা আন্দোলন ১৯৬৬ ক এর ছয় দফা দাবি, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান ও সর্বপুরি নয় মাসের সুদীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পেয়েছি আমদের এই অসম্প্রদায়িক বাংলাদেশ। বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে জাতির জনকের অমর বাণী উক্তি: "এদেশ হিন্দুর না এদেশ মুসলিমদের না। এই দেশকে যে নিজের বলে ভাববে, এই দেশ তার। এই দেশের কল্যাণ দেখে যার মন আনন্দে ভরে উঠবে, এই দেশ তার। এই দেশের দুঃখে যার মন কাঁদবে। এই দেশ তার। এই দেশ তাদের যারা এদেশের স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও দিবে।"

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

৮। **বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক চিত্র:**

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অন্যন্য মডেল বাংলাদেশ। বাংলাদেশ বিশ্বের চতুর্থ বৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র। ঐতিহাসিক পথ পরিক্রমায় এখানে হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ খ্রিস্টান-উপজাতি পাশপাশি অবস্থান করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক প্রীতিময় ঐতিহ্য ধারণ করে আসছে। সমমর্যাদা আর সমধিকার নিয়ে এখানে সকল ধর্মের মানুষ তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনযাপন করে চলছে। বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িকতার চিত্র নিম্নরূপ:

ক. **ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা ঃ** বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির শ্রেষ্ঠ ও অন্যতম দিক হল ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা। ধর্মনিরপেক্ষতা হলো সকল ধর্মের প্রতি রাষ্ট্রের সমান মর্যাদা প্রদান ও নিশ্চিতকরণ আর ধর্মীয় স্বাধীনতা হলো রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের নিজ নিজ ধর্ম পালনের বাধাহীন অধিকার বা স্বাধীনতা। বাংলাদেশ সংবিধানের ১২নং অনুচ্ছেদ দ্বারা ধর্মনিরপেক্ষতা ও ৪১ নং অনুচ্ছেদ দ্বারা ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। শুধু আইনের ক্ষেত্রেই নয়, প্রায়োগিক ক্ষেত্রেও ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার নীতির পূর্ণ বাস্তবায়ন পরিলক্ষিত হয়। এখানে একটি ধর্মের মানুষের তাদের স্ব-স্ব ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করে এবং একে অপরের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও রীতিনীতির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। ধর্মের নামে বাড়াবাড়ি কিংবা উগ্রতা এদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের স্বাভাবিক চেতনায় অনুপস্থিত। যা হোক, ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার নীতি এদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দৃঢ়করণে রেখেছে অনন্য অবদান।

খ. **জাতীয় উৎসব ঃ** বাংলাদেশের জাতীয় উৎসবগুলো এদেশের ভিন্ন ধর্ম-বর্ণ-জাতি-সম্প্রদায়ের মানুষগুলোকে একই ডোরে আবদ্ধ করে গড়ে তোলে সম্প্রীতির অপরূপ রাজ্য। পহেলা বৈশাখের মতো জাতীয় উৎসব বাঙালি সংস্কৃতি তথা এদেশের মানুষের জীবনে অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রতি বছর এ দিনটি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই পালন করে উৎসবমুখর পরিবেশে। এছাড়া নবান্ন উৎসব, পিঠা উৎসব, চৈত্রসংক্রান্তি, বসন্ত বরণ ইত্যাদি জাতীয় উৎসবগুলো ভুলিয়ে দেয় এদেশের মানুষের সাম্প্রদায়িক অবস্থান। ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৬ ডিসেম্বর, ২৬ মার্চের মত জাতীয় দিবস বা উৎসবগুলো এদেশের মানুষকে যেমন জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে তেমনি ভুলিয়ে দেয় মানুষের মাঝের ধর্ম-বর্ণ-জাতি-সম্প্রদায়ের সকল বিভেদ। সাম্প্রদায়িকতার দেয়াল ভেঙে সবাইকে আবদ্ধ করে ভালোবাসা ও সম্প্রীতির একই ছাদের নিচে।

গ. **ধর্মীয় উৎসব ঃ** বাংলাদেশের জাতীয় উৎসবের মত ধর্মীয় উৎসবগুলোও এদেশের মানুষের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে রেখেছে অনন্য অবদান। এদেশের প্রধান চারটি ধর্মের বড় চারটি উৎসব হল ঈদ, দুর্গাপূজা, বড়দিন এবং মাঘী পূর্ণিমা। সবগুলো ধর্মীয় উৎসবই যথাযোগ্য ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে জাতীয়ভাবে পালিত হয়। শুধু তাই নয়, এক ধর্মের এসব উৎসবের দিন অন্য সকল ধর্মের সকল লোকের কাছেও সমান উৎসবমুখর ও আনন্দময়। শুধু তাই নয় উপজাতিদের বৈসাবি, হিন্দুদের স্বরসতী পূজা ইত্যাদি উৎসবের দিনগুলো সবার কাছেই উৎসবমুখর। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এসব উৎসবে অংশগ্রহণ করে উৎসবগুলোকে করে তোলে মিলনমেলা আর জাতীয় ও সামাজিক পর্যায়ে গড়ে ওঠে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অটুট বন্ধন।

ঘ. **সমান রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ঃ** কোনো রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার অপরিহার্য উপাদান হল রাষ্ট্র কর্তৃক সকল ধর্ম-বর্ণ-জাতি-সম্প্রদায়কে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান। বাংলাদেশ এক্ষেত্রে হতে পারে এক অনন্য উদাহরণ। এদেশের সংবিধানে ১২নং অনুচ্ছেদে ধর্মনিরপেক্ষতা পাশাপাশি ২৮নং অনুচ্ছেদে ধর্ম, গোষ্ঠী প্রভৃতি কারণে জনগণের মাঝে বৈষম্য না করার বিধান করা হয়েছে। এছাড়া ২৩নং অনুচ্ছেদে বাঙালি সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও উন্নয়নের পাশাপাশি ২৩ (ক) নং অনুচ্ছেদে ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও উন্নয়নের বিধান করা হয়েছে। শুধু আইনের মাধ্যমেই নয়, বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে নাগরিকদের সকল ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়। শিক্ষা, চিকিৎসা, চাকরি, ব্যবসায়, কৃষি, বিচার প্রভৃতি কোনো ক্ষেত্রেই কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের জন্য রাষ্ট্রীয় সুবিধার কমবেশি নেই। বরং সরকারি বা রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা সকলের জন্যই সমান। এখানে সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু কোনো গোষ্ঠীরই রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বৈষম্যের কোনো বিধান নেই।

ঙ. **দেশ রক্ষার আন্দোলনে যুগপৎ সঙ্গী ঃ** ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী-জাতি সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এদেশের মানুষের মাঝে ভিন্নতা বা পার্থক্য থাকলেও এদেশের মানুষ সুদৃঢ় সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় বন্ধনে আবদ্ধ। রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় স্বার্থে এদেশের মানুষের মাঝে মুসলমান-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-বাঙালি উপজাতি কোনা বিভেদ নেই। জাতীয় স্বার্থে এদেশের জনগণ একই বন্ধনে আবদ্ধ হয়। প্রাচীন, মধ্য, আধুনিক কোনো যুগেই এ সহাবস্থানের বন্ধন ছিন্ন হয়নি। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে ভাষা আন্দোলন এবং সর্বশেষ স্বাধীনতা আন্দোলনেও এদেশের মানুষ ধর্মীয় জাতিগত বা সাম্প্রদায়িক বাছ-বিচারের উর্ধ্বে ওঠে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে লড়েছে। এদেশের ইতিহাসের প্রতিটি জাতীয় আন্দোলনে প্রাধান্য পেয়েই জাতীয় স্বার্থ আর উৎসর্গিত হয়েছে ক্ষুদ্র জাতি বা সাম্প্রদায়িক স্বার্থ। এদেশের প্রতিটি আন্দোলন যেমন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য উদাহরণ তেমনি এগুলো এদেশের ভিন্ন জাতি-ধর্মের মানুষের বন্ধন করেছে পূর্বের চেয়ে আরও অটুট।

চ. **গণমাধ্যম ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ঃ** বাংলাদেশ একটি নবীন বা শিশু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হলেও এখানকার গণমাধ্যমগুলো বিশ্বের অনেক দেশের চেয়ে স্বাধীন। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা থাকার কারণে দেশের যেকোনো নাগিরকের রয়েছে অবারিত বাক-স্বাধীনতা বা মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা। আর গণমাধ্যম ও বাকস্বাধীনতা এদেশে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের পাশাপাশি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষায় রেখেছে অনন্য অবদান। এদেশের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় যেমন তাদের অধিকার আদায়ের সুযোগ পায়। তেমনি পায় এদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু ধর্ম-জাতি সম্প্রদায়ের এ সমান সুযোগ লাভের অধিকার নিশ্চিত করেছে সম্প্রদায়গুলোর ঐক্য ও সম্প্রীতির বন্ধন। এভাবেই গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধিতে রেখেছে নিবিড় ও নীরব ভূমিকা।

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

ছ. **উদারনৈতিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ঃ** দেশে উদারনৈতিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে রাজনীতিতে সকল ধর্মের মানুষের সব পর্যায়ের সম্পৃক্ত থাকার অধিকার। তাই এখানে যেমন ইসলামপন্থি রাজনৈতিক দল আছে তেমনি কমিউনিস্ট বা সমাজতান্ত্রিক দলের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মের সমর্থনপুষ্ট দলও রয়েছে। এখানে রয়েছে বিভিন্ন আদর্শের রাজনৈতিকদলের রাজনৈতিক সহাবস্থান। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের উপস্থিতি নিয়ে অনেক কথা চালু থাকলেও এদেশের মানুষ ধর্মের রাজনীতি থেকে পুরাপুরি পৃথক করার তত্ত্ব এখনো অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। এরপরও ধর্মের নামে রাজনৈতিক সহিংসতাকে তারা সমানভাবে ঘৃণা করে। বিশেষ করে রাজনৈতিকভাবে ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করা বা ধর্ম বিরোধী কার্যক্রমকে তারা কখনই সমর্থন করেনি। বিপরীতপক্ষে পুরাপুরি ধর্মীয় শাসন প্রতিষ্ঠার যে আদর্শিক আন্দোলন, তার প্রতিও জনসাধারণের সমর্থন তেমন লক্ষ করা যায় না বরং এদেশের মানুষ মধ্যপন্থা অবলম্বনে বিশ্বাসী। এদেশের নির্বাচনের ইতিহাস লক্ষ করলে দেখা যায় যে, যে কোন সাম্প্রদায়িক দলের চেয়ে তুলনামূলক প্রগতিশীল ও উদারনৈতিক রাজনৈতিক দলগুলো বিপুল জনসমর্থন পেয়েছে। এদেশের রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের উদারনৈতিক ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও এর প্রতি জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গি এদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

৯। বাংলা সাহিত্যে অসম্প্রদায়িকতা:

বাংলাদেশের কবি-সাহিত্যিকগণও অসম্প্রদায়িকতা তথা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির গুনাগুণ গেয়ে যাচ্ছেন। সৃষ্টি করে গেছেন অনেক অসম্প্রদায়িক চেতনা সমৃদ্ধ সাহিত্য কর্ম।

"গাহি সাম্যের গান
মানুষের চেয়েবড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ানে।"

— কাজী নজরুল ইসলাম।

নজরুলের "মসজিদ ও মন্দির" গল্পে ও হুমায়ুন আহমেদের "শ্যামল ছায়া" উপন্যাসে অসম্প্রদায়িক চেতনা খুঁজে পাওয়া যায়। এছাড়াও বিভিন্ন ধর্মেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথাই বলা হয়েছে–

"যারা তোমাদের ভালোবাসে যদি তাদেরই শুধু ভালোবাস, তবে মন্দ লোকদের সাথে তোমাদের তফাৎ কি? মন্দ লোকেরাও তো তাই করে।"

— পবিত্র বাইবেল।

১০। বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রতীর দুর্বল দিক:

- ➤ দুর্বল গণতান্ত্রেক ভিত্তি
- ➤ রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মের ব্যবহার
- ➤ পার্বত্য শান্তি বিস্মৃত
- ➤ রামুতে বৌদ্ধ উপসনালয় ভাংচুর
- ➤ নারায়ণগঞ্জে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলা
- ➤ গোবিন্দগঞ্জে সাঁওতালদের সাথে সংঘর্ষ
- ➤ পাবনায় পুরোহিত হত্যা
- ➤ নাসিরনগরের হিন্দুদের ঘরবাড়ি পুড়ানো ইত্যাদি

১১। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির রক্ষার্থে আমাদের করণীয়:

- ➤ ক্ষমতার জন্য সংখ্যালঘুদের নির্যাতন না করা
- ➤ রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার না করা।
- ➤ গুজবে কান না দেয়া।
- ➤ মুক্তিযুদ্ধের অসম্প্রদায়িক চেতনার বাস্তবায়ন।
- ➤ চাকুরীতে সহনীয়মাত্রার কোটা ব্যবস্থা প্রয়োগ।
- ➤ ধর্মীয় গোড়াসী ত্যাগ।

দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ যখন সাম্প্রদায়ীকতার নীল বিষে জর্জরিত তখনও বাংলাদেশ নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছে এ ঘৃণ্যতম কাজ থেকে। এদেশের মানুষের মধ্যে রয়েছে ধর্ম-বর্ণ জাতিগোষ্ঠীগত পার্থক্য। তবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কারণে এ ক্ষুদ্র পার্থক্য বড় হয়েছে উঠতে পারেনি। জনগণের আকাঙ্ক্ষা, রাষ্ট্রীয় কাঠামোর শক্ত ভিত্তি ও সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক চর্চা দ্বারা সাম্প্রদায়িকতাকে সমূলে উৎপাটন করে বাংলাদেশের মানুষের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অমূল্য আরও অটুট করা সম্ভব। তাহেলেই দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি মজবুত হওয়ার পাশাপাশি জাতীয় উন্নয়ন ও বৃহত্তর স্বার্থকে সমন্বত রাখা সম্ভব হবে। আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর উক্তি সত্য করার জন্য একই কণ্ঠে বলি–

"বাংলার মাটিতে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নেই।"

References:

১. www.mora.gov.bd
২. Wikipedia.org
৩. www.moca.gov.bd

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

মাদকাসক্তির কুফল ও প্রতিকারের উপায় (মাদক বিরোধী অভিযান)

"সিগারেট থেকে শুরু, শেষটাতে হিরোইন
মাঝখানে মাদকের দাসত্ব প্রতিদিন"

মানব সভ্যতা যখন বিস্ময়কর সম্ভাবনা দিয়ে নতুন সহস্রব্দে এসে দাঁড়িয়েছে তখন আমাদের দেশের তরুণ প্রজন্মের উল্লেখযোগ্য অংশ আক্রান্ত এক সর্বনাশা মরণ নেশায়-সে নেশা মাদকের। এক গভীর ষড়যন্ত্রের স্বীকার আমাদের তরুণেরা। যে তরুণের ঐতিহ্য রয়েছে সংগ্রামের, প্রতিবাদের, যুদ্ধজয়ের, তাদের সেই ঐতিহ্যকে নস্যাৎ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে আন্তর্জাতিক মাফিয়া চক্র। তাদের ভবিষ্যৎকে আসাড়, পঙ্গ ও ধ্বংস করে দেয়ার জন্য চলছে ভয়ঙ্কর এক চক্রান্ত। জাতির মেরুদণ্ডকে অথর্ব করে দেওয়ার জন্য তাদের ছলে-বলে-কৌশলে টেনে নেয়া হচ্ছে নেশার করাল বলয়ে। আর তার ফলে মাদক নেশার যন্ত্রণায় ধুঁকছে শত সহস্র প্রাণ। ড্রাগের ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসার দুঃসাহস হারিয়ে ফেলছে দুর্মর তরুণ্য।

মাদক একটি সামাজিক সমস্যা। বর্তমানে মাদকাসক্তি আমাদের সমাজে এক সর্বনানাশা ব্যাধিরূপে বিস্তার লাভ করেছে। দুরারোগ্য ব্যধির মতোই তা আমাদের তরুণ সমাজকে গ্রাস করছে। এর তীব্র দুংশনে ছটফট করছে আমাদের সমাজের আগামী দিনের ভবিষ্যৎরা। মাদকের ভয়বহ পরিণতি দেখে আজ প্রশাসন বিচলিত, অভিবাকরা আতঙ্কিত চিকিৎসকেরা দিশেহারা। এর কারণ যে তরুণ যুবশক্তি দেশের প্রাণ মেরুদণ্ড, নেশার ছোবলে আজ সেই মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ে যেতে বসেছে। নেশার ছোবলে মৃত্যুতে ঢলে পড়ছে লক্ষ প্রাণ ধ্বংস হচ্ছে পরিবার ও সামাজিক শান্তি। রাষ্ট্র অনিশ্চিত ভবিষ্যতের হাতছানি দেখতে পাচ্ছে। এর পেছনে রয়েছে মাদক সমস্যার বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করার জন্য ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের অভিপ্রায়। এই অভিযানের পটভূমি ব্যাখ্যা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ.টি.এম বিবিসিকে বলছিলেন, *"এ বছর অন্তত তিনটি বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেয়ার কথা বলেছিলেন।* তার ধারাবাহিকতাতেই এ অভিযান চলছে।

১। মাদকদ্রব্য কি?

মাদকদ্রব্য হলো ভেষজদ্রব্য বা রাসায়নিক উপায়ে সংশ্লেষিত বস্তু যা প্রয়োগে মানবদেহে মস্তিষ্কজাত সংজ্ঞাবহ সংবেদন হ্রাস পায় বা থাকে না বললেই চলে। মাদকদ্রব্য গ্রহণে মানুষ স্বাভাবিক অবস্থায় না থেকে একধরনের অস্বাভাবিক অবস্থায় চলে যায়, সাময়িক উত্তেজনা বা পুলক অনুভূত হয় এবং তার ফলে এক সময় বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত মানবকল্যাণে সৃষ্ট ভেষজ বা রাসায়নিক দ্রব্য যা নির্দিষ্ট মাত্রায় চিকিৎসকরা রোগীর সেবায় ব্যবহার করে থাকেন তার অপব্যবহার ও মাত্রাধিকার সমাজের অসাধু লোকদের ফলে সেই কল্যাণকর দ্রবই অকল্যাণকর মাদক হয়ে উঠে। তবে মাদকদ্রব্যের উপাদানসমূহের ব্যবহার চিকিৎসা শাস্ত্রের তুলনায় অপব্যবহারই বেশি হয়। মাদকদ্রব্যের বেদনা নাশক-ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকে তন্দ্রাচ্ছন্নতা, আনন্দচ্ছাস, মেজাজ পরিবর্তন, মানসিক আচ্ছন্নতা, শ্বাসপ্রশ্বাসের আবনমন, রক্তচাপ হ্রাস, মূত্র হ্রাস, অন্তক্ষরাগ্রন্থি ও অন্তক্রিয়া স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়াকল্লাপের পরিবর্তনসহ অপর্যাপ্ত কুম ও নিদ্রাজনিত সমস্যা। । মদ, গাঁজা, বাঙ, আফিম, চারস, ভদকা প্রবৃতি নেশাকর দ্রব্য বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে মাদকদ্রব্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। বর্তমানকালে মাদকদ্রব্য হিসেবে হিরোইন, মারিজুয়ানা,এলএসডি, ফ্যাথেড্রিন, কোকেন, মরফিন, পপি, ক্যানাবিস ও সিসা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

২। সর্বনাশা নেশার উৎস:

নেশার ইতিহাস বেশ প্রাচীন হলেও তা ছিল অত্যন্ত সীমিত পর্যায়ে। মদ, গাঁজা, ভাং, আফিম, চারশ, তামাকের নেশার কথা শুনে এসেছে মানুষ। উনিশ শতকের মধ্যেভাগে বেদনানাশক ওষুধ হিসেবে যে মাদকের ব্যবহার শুর হয় তার ইংরেজি পরিভাষা ড্রাগ। ফরাসি বিপ্লবের সময় পরাজিত সৈনিকদের অনেকে হতাশা থেকে মুক্তি পেতে মাদকের আসক্ত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়বহতার কালেও নানা কারণে ব্যথা উপশম ছাড়াও নেশার উপকরণীয় হিসাবে ড্রাগের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। এই প্রেক্ষাপটে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া, বলিভিয়া, ব্রজিল, ইকুয়েডর ইত্যাদি এলাকায় মাদক ড্রাগ তৈরির বিশাল বিশাল চক্র গড়ে ওঠে। এভাবেই বেদনানাশক 'ড্রাগ' ক্রমে পাশ্চত্যের ধনাঢ্য সমাজে এক ব্যাপক নেশার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। দুবেলা যেখানে সবার ভাত জোটে না সেখানেও যত্রতত্র এমনকি দরিদ্র্য পীড়িত বস্তি এলাকায় ড্রাগের সহজ প্রাপ্তি দেখে অবাক না হয়ে পারা যায় না।

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

৩। বিভিন্ন ধরনের মাদক ও তাদের ব্যবহারের ধরন:

সাম্প্রতিককালে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের মদতপুষ্ট ড্রাগ ব্যবসায়ীরা নানা ধরনের মাদক ড্রাগের ব্যবসা করছে। এই ধরনের মাদক ড্রাগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইয়াবা, আফিম, হাসিস, হেরোইন, কোকেন, হেম্প, মারিজুয়ানা, ব্রাউন শুগার, এল.এস.ডি., স্মাক ও সিসা ইত্যাদি রয়েছে। এসবের ব্যবহারের পদ্ধতিও নানা রকম। ধূমপানের পদ্ধতি, 'ইনহেল' বা নাকে শোকার পদ্ধতি, 'স্কিন পপিং' বা ইনজেকশনের মাধ্যমে ত্বকের নিচেগ্রহণের পদ্ধতি এবং 'মেইন লাইনিং' বা সরাসরি রক্ত প্রবাহে অনুপ্রবেশকরণ পদ্ধতি। তাছাড়া টিকটিকির লেজ পুড়িয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে খাওয়া, বিভিন্ন ধরনের এনার্জি ড্রিংক ও এলকোহল মিশিয়ে ঝাকানোর মাধ্যমে উত্তেজক পায়নি তৈরি এবং বিভিন্ন ধরনের আঠা ও বিশেষ ক্যমিক্যাল পলিথিনের ব্যগে মুড়ে সেটা ইনহেল করা এগুলো কিছু আনর্থোডক্স নেশার উদাহরণ। নিছক কৌতূহলবশত যদি কেউ হেরোইন সেবন করে তবে এই নেশা সিন্দাবাদের দৈত্যের মতো তার ঘাড়ে চেপে বসে। তখন প্রচণ্ড মানসিক শক্তি এবং চিকিৎসকের অনুপস্থিতে পরিচর্যা ছাড়া আসক্ত ব্যক্তি এ নেশার কবল থেকে সহজে মুক্তি পায় না।

৪। মাদকের উৎসভূমি:

গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল (লাওস, মায়ানমার, থাইল্যান্ড) গোল্ডেন কিনসেন্ট (আফগানিস্তান, ইরান, পাকিস্তান) গোল্ডেন ওয়েজ হেরোইনের মূল উৎস। এ সমস্ত দেশে আফিমের চাষ করা হয় যা মাদকের প্রাচীন উপাদান। পপি ফুলের নির্যাস থেকে কৃষকরা তৈরি করেন কাঁচা আফিম। তা থেকেমরফিন ও বিশেষ প্রক্রিয়ায় হেরোইন উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন তথ্য প্রাপ্তি হতে জানা যায় যুক্তরাষ্ট্র, কলম্বিয়া, ব্রাজিল, জ্যামাইকা, প্যারাগুয়ে, ঘানা, নাইজেরিয়া, কেনিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশে মারিজুয়ানা উৎপন্ন হয়। দক্ষিন আমেরিকা, পেরু, কলম্বিয়া, ব্রাজিল বলিভিয়া উৎপাদনকারী দেশ। মেক্সিকো, যুগোশ্লাভিয়া, হাঙ্গেরীর সীমান্ত প্রদেশ, সাইপ্রাস, ইরান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, নেপাল, অস্ট্রেলিয়ার তাসমেনিয়ায় হেরোইন ও আফিমের উৎপাদন হচ্ছে। বিভিন্ন অবৈধ পন্থায়, চোরাচালানের মাধ্যমে বাংলাদেশে এসব মাদক পাঁচার হয়ে আসে।

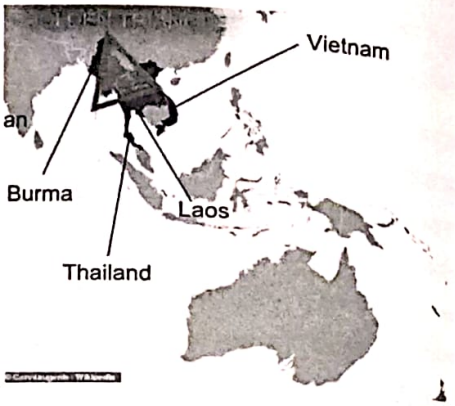

৫। বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য ও মাদকাসক্তের পরিসংখ্যান:

দৈনিক প্রথম-আলো পত্রিকায় প্রকাশিত এক রিপোর্টে ডিএনসির উধ্বর্তন কর্মকর্তারা জানান, দেশে বর্তমানে প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক সহ অর্ধশতাধিক মাদকদ্রব্য বৈধ্য অবৈধ উপায়ে উৎপাদন, আমদানি, বিপনন ও ব্যবহার করা হচ্ছে। আমাদের দেশে সাধারণত আফিম, গাঁজা, ভাং চারস, মরফিন, হেরোইন, চোলাই, দেশী মদ ও ফরেন লিকার মাদকদ্রব্য হিসাবে সুপরিচিত। এছাড়াও রয়েছেকোডিন সমৃদ্ধ ফেন্সিডিল, থিবাইন, নোজকা পাইন, নারকোটিন, প্যাপাভারিন, এলএসডি, বারবি, চরেটস, অ্যামেফোটামিন, সেথামফিটমিন ইত্যাদি। আফিমের সমজাতীয় কৃত্রিম উপায়ে তৈরি বিভিন্ন মাদকদ্রব্যের মধ্যে রয়েছে মেপারভাইন, মিথাডল ইত্যাদি। আর ৬ হাজার ৭শ ১২ মেট্রিকটন তামাক পাতা আমাদনি এবং ৪ হাজার ৫শ ৫৪ মেট্রিকটন তামাক পাতার আমদানি-রপ্তানি করা হয়।

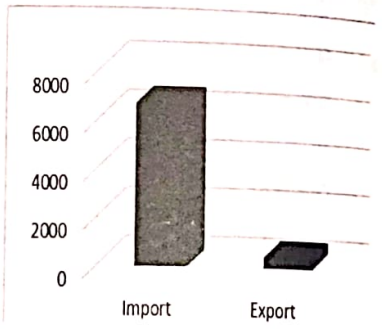

তাছাড়া তাড়ী, মহুয়া, পঁচুই, চ্যু, ডি/এস, আর/এস, অ্যালকোহল, বিয়ার, মিথানল ট্রাংকুলাইজার, বিভিন্ন ধরনের ঘুমের ঔষুধ যথা, সিডক্সিন, নাইট্রোজিপাম, ডায়াজিপাম, বেনজোডায়াজিপেন, ফ্লুরাইট্রোজিপাম, টেমাজিপাম, কোনোজিপাম ইত্যাদি সব কিছুই সময়ের ব্যবধানে, মাদকদ্রব্য হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। নিয়মিত অভ্যস্তদের পছন্দের তালিকায় রয়েছে, ব্রান্ডি, হুইস্কি, ভদকা, রাম, জিন রেকটিফাইড, স্পিরিট, মেসকালিন, পেয়োটি ক্যসটাস ইত্যাদি। অপ্রচলিত-ভলাটাইল ইন হ্যালেন্ট জাতীয় মাদকের মধ্যে রয়েছে ডান্ডি ক্যাত ডেক্সসইড সলিউশনস, টলুইন, গ্লু পেট্রোল, অ্যারোসল, টিকটিকির পোড়া লেজ, জ্যামবাক মলম, ঘর্মাক্ত মোজা ধোয়া পানি, ঘুমের ট্যাবলেট মিশ্রিত কোমল পানীয়, পিরিটন, তুসকা ও ফেনারগ্যান কফ সিরাপ ইত্যাদি। সম্প্রতি ইয়াবা নামক এক প্রকার যৌন উত্তেজক সিনথেটিকট্যাবলেট বাংলাদেশে মাদক হিসেবে ব্যাপকহারে ব্যবহার হচ্ছে। এছাড়া মাদক জাতয়ি হালকা উত্তেজক হচ্ছে বিড়ি, সিগারেট, চুরুট, হুক্কা, জর্দা, খৈনী, সাদা-সাদা, দাঁতের গুল ইত্যাদি। এসব মাদক দ্রব্যগওলো শ্রেণীভেদে স্নায়ু উত্তেজক ক্ষতিকারক সৃষ্টিকারী, স্নায়ুতে প্রশান্তিদায়ক, মায়াবিভ্রম উৎপাদনকারী ইত্যাদি। এক রিপোর্টে জানা যায়, বছরে ৪০ হাজার মেট্রিকটন তামাক উৎপাদিত হয়। বছরে ২০ হাজার ৩শ মিলিয়ন সিগারেট এবং আনুমানিক ১ লাখ ৮ হাজার মিলিয়ন ডলার উৎপাদতি হয়। দেশে ১৫ বছরের বেশি বয়স্ক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৩৬.৮% কোনো না কোনো ভাবে তামাক ব্যবহার করেছেন। দৈনিক প্রথম আলোর এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বাংলাদেশে বর্তমানে ৫০ লক্ষ লোক মাদকাসক্ত। কারো কারো মতো এ সংখ্যা ৭৫ লক্ষ। এদের মধ্যে ৭০ ভাগ হেরোইন বা এডিন সুগারে আসক্ত। আর ৩০ ভাগ ফেন্সিডিলে আসক্ত। আর বর্তমানে বহুল প্রাচরিত যৌন উত্তেজক মাদক ইয়াবা আসক্তের সঠিক কোনো পরিসংখ্যান পাওয়া না গেলে। এক গবেষণায় দেখা যায়, ঢাকা শহরে বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের যাদের বয়স ১৫-৩০ বছরের মাঝে সেসব যুবকদের ৭০% এবং যুবতীদের ৫০% নেশাগ্রস্ত।

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

এছাড়া ফিরোজা (১৯৮৮) সালে পর্যবেক্ষন করে দেখেছেন যে, মাদকাসক্তদের ৮৯% ৩০ বছরের নীচে। অতি সম্প্রতি দেশের শীর্ষ স্থানীয় কয়েকটি দৈনিকের জরিপ রিপোর্টে দেখা যায়, নেশাগ্রস্ত ও নেশার চোরাচালান ও এই ব্যবস্থার সাথে জড়িত ৯০% ই হচ্ছে যুবক যুবতী, বস্তিবাসী ও কর্মসংস্থানহীন লোক। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, দেশে পথ শিশু রয়েছে ১২ লাখ। যাদের অধিকাংশই এখন মাদকের নীল ছোবলের শিকার।

২০১০ হতে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের পরিসংখ্যান

মাদকদ্রব্যের নাম	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
আফিয়াম (কেজি)	-	৮.০৭	৪.৮৪	১১.৬২	৯১.২২	-	৫.১০	-
হেরোইন (কেজি)	১৮৮.১৯	১০৭.৫০	১২৪.৯২	১২৩.৭৩	৭৮.৩০	১০৭.৫৪	২৬৬.৭৯	৪০১.৬৩
কোকেইন (কেজি)	-	-	-	-	২.০৮	৫.৭৮	০.৬২	-
কোডিন (ফেন্সিডিল) বোতল	৯৬১২৬০	৯৩২৮৭৪	১২৯১০৭৮	৯৮৭৬৬১	৭৪১১৩৭	৮৭০২১০	৫৬৬৫২৫	৭২০৮৪৩
কোডিন (ফেন্সিডিল) লিটার	৪১১৯.১৯	৩২২৮	২৬১৩	৮৫৭.৫৫	৪৩৮	৫১০৫	২৭৫	৩৩৮
গাঁজা (কেজি)	৪৮৭৪৯.৩৬	৫৪২৪৪	৩৮৭০২	৩৫০১২.৫৪	৩৫৯৮৮	৩৯৯৬৮	৪৭১০৪	৬৯৯৮৯
গাঁজা গাছ	১৭৬০	৭৪২	৪৮৫	৬৬+	৭২৭	৭৬১	৮৯৪	৫৩৮
ইনজেকটিং ড্রাগ (এ্যাম্পুল)	৬৯১৫৮	১১৮৮৯০	১৫৭৯৯৫	৯৯৫০৯	১৭৮৮৮৯	৮৫৯৪৬	১৫২৭৪০	১০৯০৬৩
এটিএস (ইয়াবা) (টেবলেট)	৮১২৭১৬	১৩৬০১৮৬	১৯৫১৩৯২	২৮২১৫২৮	৬৫৮১২৮৬৯	২০১৭৭৫৮১	২৯৪৫০১৭৮	৪০০৭৯৪৪৩
মোট মামলা	২৯৬৬২	৩৭২৪৫	৪৩৭১৭	৪০২৫০	৫১৮০১	৫৭১৩৪	৬৯৭৩৯	১০৬৫৩৬
মোট আসামী	৩৭৫০৮	৪৭৩০৯	৫৪১০০	৪৭৫৩১	৬২০৮০	৭০১৫৯	৮৭০১৪	১৩২৮৮৩

৬। মাদকাসক্তির কারণ:

যারা নেশা করে তাদের অদিকাংশই জানে নেশা ভালো কাজ করে না। মাদকের নেশা জীবন নষ্ট করে জেনেও তারা নেশার মধ্যে থাকতে চায়-এ যেনো রবীন্দ্রনাথের "আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান" গানের মতোই। আমাদের যুবসমাজ নেশায় মেতে উঠার কারণ কি? এ পর্যন্ত বিজ্ঞানী গবেষক ও চিকিৎসকরা মাদকদ্রব্য ও নেশার আসক্তির যে কারণগুলো চিহ্নিত করেছেন তা হলো:

১. **সঙ্গীদের চাপ এবং বন্ধুদের কাজ সমর্থনে চেষ্টা:** এ কথা খুবই সত্য যে যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হবে তাদের মধ্যে যদি মাদকের নেশা চালু থাকে তবে সেই সঙ্গ নিতে মাদকাসক্তরা বাধ্য করে। আমাদের দেশের বেশিরভাগ মাদকাসক্তরা এভাবে নেশাগ্রস্ত বা মাদকাসক্ত হয়।

২. **নেশার প্রতি কৌতুহল:** যৌবন ও কিশোরে এমন একটা সময় আসে যখন অজানা কে জানার আগ্রহ বাড়তে থাকে। কৌতুহলের বশে কেউ যদি মাদকের জালে আটকা পড়ে তাহলে তা থেকে বেরিয়ে আসা খুবই কষ্ট।

৩. **সহজে আনন্দ লাভের বাসনা:** মানুষ অনেক সময় ভুল করে সহজে আনন্দ লাভের বাসনায় সহজ উপায় হিসেবে মাদকের প্রতি ঝুঁকে এবং ধীরে ধীরে তা নেশায় পরিণত হয়।

৪. **প্রথম যৌবনের বিদ্রোহী মনোভাব:** কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে ছেলে-মেয়েরা বিদ্রোহী মনোভাবের মধ্য দিয়ে তাদের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটাতে চায়। যা করতে গিয়ে তার ভালোমন্দ বিচার না করে সামগ্রিক অনেক নিয়মকানুন ভাঙ্গতে চায়।

৫. **মনস্তাত্ত্বিক বিশৃংঙ্খলা:** তরুণদের মধ্যে মাদকাসক্তির বিস্তৃতির একটা কারণ হতাশার, শোক, বিষাদ, বঞ্চনার চেতনাকে চায় নেশায় আচ্ছন্ন করতে।

৬. **প্রতিকূল পারিবারিক পরিবেশ:** বহুক্ষেত্রে বাবা-মায়ের মধ্যকার খারাপ সম্পর্ক এবং ঝগড়াঝাটি, বাকবিতণ্ডার বহিঃপ্রকাশ ঘটে অমানবিক কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে এ ধরনের পারিবারিক পরিবেশ বাবা মায়ের স্নেহ ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত। ফলে তাদের অনুপস্থিতিতে ছেলে-মেয়ারা খারাপ বন্ধুদের সাথে সৌহার্য্য গড়ে তোলে।

৭. **পারিবারিক পরিমণ্ডলে মাদকের প্রভাব:** পরিসংখ্যানে দেখা যায়, মাদকাসক্তদের পিতা-মাতার ভেতর মাদকাসক্তির বা নেশার অভ্যাস ছিলো।

৮. **ধর্মীয় অনুভূতির অভাব:** পৃথিবীর প্রতিটি দেশের লক্ষ্য করা গেছে যে ধর্মীয় বিধি নিষেধের প্রতি অবজ্ঞা মাদকাসক্তি বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। পিতা-মাতাকে সন্তানদের সাথে ধর্মীয় মূল্যবোধ নিয়ে কথা বলতে হবে।

৯. **শিক্ষা কার্যক্রমে বিষয়টির প্রতি অনুপস্থিতি:** শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তুলতে এবং সুস্থবাবে সুশিক্ষাগ্রহণে ছেলে-মেয়েদের আগ্রহী করতে আমাদের অপারগতা তরুণ-তরুণীদের মধ্যে মাদকাসক্তি বৃদ্ধির একটা বড় কারণ।

১০. **চিকিৎসা সৃষ্ট মাদকাসক্তি:** বহুনেশাগ্রস্তরা মাদকদ্রব্য প্রথম গ্রহণ করে ডাক্তারের নির্দেশে। তাপর সতর্ক তত্ত্বাবধানের অভাবে ও ব্যবস্থাপত্র ঘন ঘন ব্যবহারের কারণেই সেই জীবন রক্ষাকারী ঔষুধই একদিন মাদক হয়ে ওঠে।

১১. **মাদকের সহজলভ্যতা:** মাদকের সহজলভ্যতা হয় মাদকের উৎপাদন, আমাদানি এবং চোরাচালানের মাধ্যমে। এতএব মানুষ নেশা করার সুযোগ পাবে না যখন তার হাতের কাছে সহজলভ্য দ্রব্যের মতো বিষাক্ত মাদক না থাকবে।

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

৭। মাদকাসক্তির লক্ষণসমূহ:

মাদকাসক্তি নির্মূলের আগে জানতে হবে, মাদকাসক্তির লক্ষণ গুলি কি কি? কেউ মাদক গ্রহণ করলে তার লক্ষণ কিভাবে অনুধাবন করা যায়, তা জানা একান্ত দরকার। একজন মাদক গ্রহণকারীর জীবন আর আগের মতো স্বাভাবিক থাকে না তার মধ্যে বেশকিছু আরচরণগত পরিবর্তন দেখা যায়, যেমন:

১. হঠাৎ করেই স্বাভাবিক আচরণে পরিবর্তন আসতে পারে। অন্যমনস্ক থাকা, একা থাকতে পছন্দ করা।
২. অস্থিরতা প্রকাশ, চিৎকার, চেচামেচি করা।
৩. অসময়ে ঘুমানো, ঝিমানো কিংবা হঠাৎ চুপ হয়ে যাওয়া।
৪. কারণে-অকারণে খারাপ ব্যবহার করা। অসংলগ্ন ও অস্পষ্ট কথাবর্তা বলা।
৫. কোথায় যায়, কার সঙ্গে থাকে এসব বিষয়ে জানতে চাইলে বিরক্ত হওয়া, গোপন করা কিংবা মিথ্যা বলা।
৬. ঘর অন্ধকার করে জোরে মিউজিক শোনা। নির্জন স্থান, বিশেষত বাথরুমে বা টয়লেট আগের চেয়ে বেশি সময় কাটানো।
৭. রাত করে বাড়ি ফেরা, রাত জাগা, দেরিতে ঘুম থেকে ওঠা।

৮। মাদকদ্রব্য ব্যবহারের কুফল:

"Drugs will change you to someone, you would nerver want to be"

মাদক ও মাদকাসক্তির কোনো ধরনের ভালো দিকই নেই সবটাই কুফল সবটুকুই খারাপ দিক। মদাকসক্তি মারাত্মক রকমের অসুস্থতা। এইডস, ক্যান্সার ও হৃদরোগের মতো এটিও ভয়াবহ রোগ। মাদকাসক্তির ফলে শারিরিক ও মন এমন অবস্থায় পৌছে যে মাদক না নিলে পত্যাহারজনিত কারণে আসক্তের শরীরের নানারকম উপসর্গ দেখা দেয়। মাদকের আসক্তি মানুষের জীবনে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক, আধ্যাত্মিক বিভিন্ন ধরনের কুফল দেখা দেয় এসব কুফলের বর্ণনা করা হলো।

➤ **মাদকের শারীরিক কুফল:**

সাধারণভাবে তামাক বা সিগারেটের মাধ্যমে মাদকাসক্তের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়। একজন ধুমপায়ী নিজের ও অধুমপায়ীদের নানা শারীরিক সমস্যা ও জটিল রোগের কারণ হতে পারে। ধুমপানের মাধ্যমে যে ক্ষতিপয় দিকগুলো সমীক্ষায় উঠে এসেছে তা হলো:

- একটি সিগারেটের ধোয়ায় ১৫ বিলিয়ন পদার্থের অনু থাকে যা সব মানুষের জন্যই ক্ষতিকর।
- একটি সিগারেটের ফলে একজন ধুমপায়ীর ৫.৫ মিনিট আয়ু কমে যায়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।
- ধমপায়ীদের মধ্যে পুরুষত্বহীনতা, গর্ভের সন্তান বিকলাঙ্গ বা অন্ধ হতে পারে। স্ট্রোক ও হৃদরোগের মতো জটিল রোগ হতে পারে।
- বিশ্বে প্রতি বছর ১০ লাখ লোক ধুমপানের কাণে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। ফুসফুস ক্যান্সারে যতো লোক মারা যায় তাদের ৮৫ জন ধমপায়ী। ব্রংকাইটিস ও হৃদরোগ ধুমপায়ীদের স্বাভাবিক অসুখ। প্রতি বছর ৫০ লাখ লোক অর্থৎ ৬.৫ সেকেন্ডে ১ জন প্রাণ হারায়।
- এছাড়া হাঁড় ও দাঁতের মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতিসহ বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে যেতে পারে। এছাড়া অন্যান্য মাদক যেমন হেরোইন, গাঁজা, মদ, আফিম, পেথেডিন প্রভৃতি মাদক গ্রহণে কর্মক্ষমতার অবণতি, ক্ষয়রোপ, স্নায়ুবিক দুর্বলতা, যকৃতের তীব্র প্রদাহ, রক্ত দূষণ, এইডস ও প্রজননতন্ত্রের সমস্যাসহ নানা জটিলতায় ও রোগে ভোগেন মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা।

১. **অকাল মৃত্যু:** ড্রাগের প্রধান অপকারিতা হলো অকাল মৃত্যু। ড্রাগ যুব সমাজের জীবনী শক্তিকে নিঃশেষ করে দেয়। এজন্য ড্রাগকে মৃত্যুর খালাত ভাই বলে অভিহিত করা হয়। মাদক দ্রব্য ও নেশা নিরোধ সংস্থা "মানস" এর এক পরিসংখ্যানে বলা হয়, দেশে প্রতি সাড়ে ৬ সেকেন্ডে একজন করে ঘন্টায় ৪৫০ জন মাদকাসক্ত বা ধুমপায়ীর মৃত্যু হয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন সমন্বয় ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানইজেশন (ডব্লিউএইচও) এর এক গবেষণা রিপোর্টে বলা হয়েছে- তামাক ব্যবহারের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে প্রতি বছর ৫৭ হাজার মারা যায় এবং ৩ লাখ ৮২ হাজার লোক পঙ্গুত্ববরণ করে।

২. **এইডস আক্রান্ত:** মাদকাসক্তরাই এইডস আক্রান্ত হচ্ছে বেশি। এক জরিপে বলা হয়, মাদকাক্ত নারী পুরষরাই এইচ আই ভি এইডসে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কেন্দ্রীয় অঞ্চলে ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহণকারীদের মধ্যে এইচ আইভির হার খুব দ্রুত বাড়ছে। কেন্দ্রীয় মাদকাসক্ত নিরময় কেন্দ্র এক জরিপে জানায়, মাদক গ্রহণের ফলে বর্তমানে এইডসে আক্রান্তের হার ভয়াবহ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশা গ্রহণকারীদের মদ্যে জরিপে শতকরা ৪ জন এইচআইভিতে আক্রান্ত। সেখানে হেপাটাইটিস সি-এ আক্রান্তের হার ৫৯.২% । ঢাকার একটি ছোট এলাকায় শুধুমাত্রা ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদকসেবনকারীদের উপর বিগত তিনটি জরিপের প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় এই বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৪% থেকে ৮.৯% এর সর্বশেষ ১০.৫% । এইচআইভি সংক্রমণের হার ১০% এর উপরে চলে গেলে সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কঠিন হয়ে পড়বে।

৩. **অর্থনৈতিক ক্ষতি:** মাদক দ্রব্য গুলো দেশের অর্থনীতিতে বিরাট আঘাত হানছে। মাদক দ্রব্য জনিত কারণে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে। এছাড়া মাদকাসক্তি জনিত রোগে হাজার হাজার কোটি কোটি টাকা অপচয় হচ্ছে। সৈনিক মাদকাসক্তের পেছনে গড়ে ৭৫ কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। আমাদের মতো গরীব দেশের জন্য খুবই দুঃখজনক সংবাদ। যেখানে দু'মোঠো ভাতের ব্যবস্থা করতে লক্ষ লক্ষ মানুষ হিমশিম খাচ্ছে সেখানে মাদকাসক্তের পেছনে এত টাকা ব্যয় আমাদের দেশকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। গবেষণা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন সমন্বয় ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন (ডব্লিউএইচও) এর এক গবেষণা রিপোর্ট-এ বলা হয়, তামাক ব্যবহারের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বছরে নীট ক্ষতি হচ্ছে দুই হাজার ছয়শ কোটি টাকা।

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

তামাক জনিত রোগের চিত্র

১২ লাখ লোক তামাক ব্যবহার জনিত রোগে আক্রান্ত → ২৫% হাসপাতালে ভর্তি হয় → এর ফলে বছরে ৫০০০ হাজার কোটি টাকা ক্ষতি হয়

অন্যদিকে তামাক খাতে বছরে দুই হাজার চারশ কোটি টাকা আয় হয়। এতে আরো বলা হয়, দেশে প্রতি বছর ৩৩ হাজার হেক্টর জমি তামাক চাষে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া বছরে মাদকের পেছনে খরচ পড়েছে ২০ হাজার কোটি টাকা।

৪. **যুব সমাজ ধ্বংসের কারণ:** মাদক হচ্ছে এমন এক সর্বনাশা নেশা, যা যুব সমাজকে ধ্বংস করেই ছাড়ে। যুব সমাজরাই হচ্ছে দেশের মেরুদন্ড। কিন্ত ড্রাগ নামক এ ভয়ংকর নেশা দেশের এ মেরুদন্ডকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। আমাদের দেশকে পরিণত করছে মেরুদন্ডহীন, দুর্বল অর্থহীন। প্রতিবছর মাদকাসক্তের কারণে ৫৭ হাজার মানুষের অকাল মৃত্যু হচ্ছে যার অধিকাংশই তরুন ও যুব সমাজ। আর দেশে মোট মাদকাসক্তের ৭০ ভাগই যুব সমাজ। এতেই লক্ষণীয় কোথায় যাচ্ছে আমাদের যুব সমাজ?

৫. **অপরাধ তৎপরতা বৃদ্ধি:** মাদকাসক্তরা পৃথিবীতে এমন কোনো অপরাধ নেই, যা তারা করে না। দেশের অদিকাংশ খুন, ধর্ষন, চুরি ছিনতাই সহ সকল ধরনের অপরাধ তৎপরতার পেছনে মাদকাসক্তরাই দায়ী। মানুষের এক পরিসংখ্যাই বলা হয়েছে- মাদকাসক্তদের মধ্যে গড় হার শতকরা ৪২ জন কোনো না কোনো অপরাধের সঙ্গে জড়িত।

৬. **উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাধাপ্রাপ্ত:** দেশের যুব সমাজের একটা বড় অংশ মাদকের কবলে আটকা পড়েছে। তারা দেশের কোনো উন্নয়ন কর্মকান্ড তো দুরের কথা, বরং উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে এমন কাজেই তারা জড়িত। একটি পরিবারে একজন মাদকাসক্ত থাকলে সেই পরিবারটি ধ্বংস হওয়ার জন্য, নিঃস্ব হওয়ার জন্যই যথেষ্ট। দেশের ৭৫ লাখ মাদকাসক্ত ব্যক্তি দেশের উন্নয়নের ধারাকে বাধাগ্রস্ত করতে ব্যস্ত।

৭. **প্রধান সামাজিক সমস্যা:** মাদকাসক্তি আমাদের দেশের প্রধান সামাজিক সমস্যা। এ একটি সামাজিক সমস্যার কারণে আরো হাজারো সমস্যা জন্ম নিচ্ছে সমাজে। যা সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি সহায়তা করছে। এর মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের স্রোতও গতি হারিয়ে ফেলছে।

৮. **সন্ত্রাস ও মাদক:** সন্ত্রাস ও মাদক একে অপরের পরিপূরক। মাদক ছাড়া সন্ত্রাস চলে না। কারণ সন্ত্রাসের প্রধান শক্তিই হচ্ছে মাদক। আর সন্ত্রাসীদের প্রধান ব্যবসায় হলো মাদক। সন্ত্রাসীদের আর্থিক জোড়ান সব মাদক থেকেই আসে। তাই মাদক নির্মূল করতে চাইলে আগে সন্ত্রাস নির্মূল করতে হবে।

৯. **সামরাজ্যবাদীদের প্রধান হাতিয়ার:** মাদক হচ্ছে সামরাজ্যবাদীদের প্রধান হাতিয়ার। আজকের আমেরিকা পৃথিবীর পরাশক্তি হাওয়ার পেছনে এ মাদক ব্যবসায় আসল। পরাশক্তি হওয়ার আগে এক সময় এ আমেরিকা সারা পৃথিবীতে মাদকের পাচারের ব্যবসা করতো। এর থেকেই ধিরে ধিরে আর্থিক সক্ষমতা অর্জন করে আজকের বিশ্বের পরাশক্তিতে পরিণত হয়েছে। ২০০ বছরব্যাপী ক্রুসেড যুদ্ধের সময় ইউরোপীয় দেশগুলো মুসিলম বিশ্বকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য মুসলিম বিশ্বব্যাপী নারী ও মাদকের বিস্তার ঘটিয়েছিল।

১০. **মুসলিম বিশ্বের পতনের মূল:** মাদক হচ্ছে মুসলিম বিশ্বের পতনের মূল। এক সময় সারা পৃথিবী এ মুসলমানরাই শাসন করেছিল। মুসলিম বিশ্বের পতন তরান্বিত করার জন্য এখানে মাদকের জোয়ার বয়ে দেয়া হয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের প্রতিক যুব সমাজরা ঈমান আকিদা হারিয়ে ফেলে।

৯। প্রতিকারের উপায়:

ড্রাগ-ড্রাগন বিশ্বজুড়ে যে মাদক বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে কালো থাবা থেকে নিজেদের বাঁচাবার উপায় কী? এ সমস্যা নিয়ে বিশেষজ্ঞবাদ হিমশিম খাচ্ছেন। সমাজসেবীরা উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ১৯৮৬ সালে মাদকাসক্তি বিষয়ক এক দলিলে এই অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে যে, বিশ্বব্যাপী হেরোইনের প্রভাব থেকে মানুষকে মুক্ত করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তাহলে কি মানুষ পৃথিবীতে মাদক নেশার হাত থেকে বাঁচতে পারবে না? সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ কি এই সর্বনাশা নেশার কবলে ক্রমে নিঃশেষ হয়ে যাবে? এই প্রশ্ন সামনে রেখেই বিশ্বব্যাপী বিবেকবান মানুষ মাদকবিরোধী আন্দোলনে অংশ নিচ্ছে। দেশে দেশে মাদকবিরোধী সংস্থা ও সংগঠন পড়ে উঠছে। তারা মাদক বিরোধী গণসচেতনতা গড়ে তোলার কাজে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের দেশও এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিরোধ পড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে তৎপরতা শুরু হয়েছে। এসব তৎপরতার লক্ষ্য হচ্ছে:

১. ড্রাগ আসক্তদের প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টি নিয়ে ভেষজ চিকিৎসার পাশপাশি মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা।
২. ব্যাপক সাংস্কৃতিক উদ্দীপনা ও সুস্থ বিনোদনমূলক কার্যক্রমের সঙ্গে, তরুণদের সম্পৃক্ত করে নেশার হাতছানি থেকে তাদের দূরে রাখা।
৩. মাদকাসক্তির কুফল ও মর্মান্তিক পরিণতি সম্পর্কে ব্যাপক প্রচরণার মাধ্যমে সকলকে সচেতন করা।
৪. মাদক ব্যবসা, চোরাচালানের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা।
৫. বেকার যুবকদের জন্যে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি।
৬. পরিবার থেকেই শুরু করতে হবে মাদক বিরোধী অভিযান এক্ষেত্রে মা-বাবা কিংবা বড় ভাই-বোন মাদকের কুফল ও ভয়াবহতা সম্পর্কে পারিবারিক আলোচনা ও তা থেকে বিরত থাকতে পারিবারিক আলোচনা ও তা থেকে বিরত থাকতে পরিবারকে উৎসাহিত করবেন।
৭. পিতা-মাতাকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে তার সন্তান কোথায় যাচ্ছে কাদের সাথে মিশছে।

কারণ, ছেলে মেয়েদের সঠিক তথ্য জানানোর দয়িত্ব স্কুল ও অভিবাকের উপর। তা না হলে ভুল মাধ্যমে তারা বিষয়টিকে সঠিকভাবে বুঝতে নাও পারে।

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

১০। সাম্প্রতিক মাদক বিরোধী অভিযানের সূত্রপাত:

বাংলাদেশে চলমান মাদক বিরোধী অভিযানে এখন পর্যন্ত (মে, ২০১৮) একশ'র বেশি মানুষ নিহত হয়েছে বলে বেসরকারি একটা হিসেব পাওয়া যাচ্ছে। মাদক চোরাচালানী এবং মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে এ অভিযান হঠাৎ করেই শুরু হয়নি। এই অভিযানের পটভূমি ব্যাখ্যা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ.টি ইমাম বিবিসি বাংলাকে ২৩ মে এক সাক্ষাতকারে বলেছিলেন, "এ বছর অন্তত তিনটি বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেয়ার কথা বলেছিলেন। তার ধারাবাহিকতাতেই এ অভিযান চলছে।" জানুয়ারি মাসে পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে এক ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নানা ধরনের সামাজিক সমস্যার মধ্যে মাদককে "গুরুতর সমস্যা" হিসেবে চিহ্নিত করেন। এরপর, পুলিশের দ্বিতীয় আরেকটি অনুষ্ঠানে এবং তৃতীয়বার গত মাসে সারদায় পুলিশ ট্রেনিং একাডেমিতে ভাষণেও তিনি মাদক সমস্যার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাছাড়া, গত ১১ই মে ছাত্রলীগের জাতীয় সম্মেলনে ভাষণ দেয়ার সময় শেখ হাসিনা জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসের পাশাপাশি মাদক সমস্যা থেকে ছাত্র সমাজকে দূরে থাকার আহ্বান জানান।

১১। মাদক বিরোধী অভিযানের ব্যাপকতা:

একাধিক সূত্র থেকে জানা যায়, বিশেষ অভিযানের লক্ষ্যে র‍্যাব, পুলিশ, বিজিবি, এনএসআই ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদকের সহশ্রাধিত্ব গডফাদার এবং আড়াই হাজারের বেশি শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ীর পৃথক তালিকা তৈরি করে। প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের উদ্যোগেও তালিকা হয়। এসব তালিকার সমন্বয়ে একটি সমিন্বত তালিকা তৈরি করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ওই তালিকা অনুযায়ী গত ৪ মে থেকে বিশেষ অভিযান শুরু করে র‍্যাব। এদিকে মাদকবিরোধী বিশেষ অভিযানের কারণে তালিকাভুক্ত মাদক ব্যবসায়ীদের বেশিরভাগই গা-ঢাকা দিয়েছে। তাই তালিকার বাইরে তেকে গ্রেফতার করা হচ্ছে অনেককে। সোমবার পর্যন্ত র‍্যাব ও পুলিশের হাতে প্রায় ১৭ হাজার মাদক ব্যবসায়ী ও মাদকসেবী গ্রেফতার হয়েছে। এর মধ্যে সোমবার পর্যন্ত র‍্যাব ৩ হাজার ৬৬৬ জনকে গ্রেফতার করেছে। রুবার পর্যন্ত পুলিশ গ্রেফতার করেছে ১২ হজার ৯১২ জনকে। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) অতিরিক্ত মহাপরিচালক বিগ্রেডিয়ার জেনারেল মজিবুর রহমান বলে, "সীমান্ত এলাকয় বাউন্ডারি নির্মাণ করা সম্ভব নয়। তবে কক্সবাজার সীমান্ত এলাকার ১১ কিলোমিটার জুড়ে অত্যাধুনিক সাভাইলেন্স ডিভাইস স্থাপন করার প্রক্রিয়া চলছে। এর পাশপাশি গোটা এলাকা সিসি ক্যামরার নিয়ন্ত্রণে আনসার কথাও ভাবা হচ্ছে।

১২। মাদকবিরোধী মামলাগুলোর নিষ্পত্তি:

বাংলাদেশের মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের হিসেব অনুযায়ী, ২০১৭ সালে মাদক আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে মোট ১১,৬১২টি। চলতি বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত মামলা হয়েছে ২৮৯ টি। মাদ নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. জামাল উদ্দীন আহমেদ বলেছেন, "২০১৭ সালে ২৫৪৪টি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। এর মধ্যে ১০১৬ টি মামলায় আসামীর সাজা হয়েছে। আর আসামী খালাস পেয়েছে ১৫২৮টি মামলায়। বাংলাদেশের মাদক বিরোধী আইনে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ডের ব্যবস্থা থাকলেও এর কিছু ত্রুটি এখনো রয়ে গেছে। যেমন প্রচলিত আইনের তফসিলে বেশ কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত নেই। যাদের মাদকের গডফাদার বা মাস্টার-মাইন্ড বলা হয় তাদেরকে এনে সোপর্দ করার কোনো ব্যবস্থা বর্তমান আইনে নেই। আইন সংশোধন করে, যারা মাদকের ব্যবসা করে এবং মাদক তৈরি করে তাদের আইনের আওতায় আনার জন্য আইনানুগ বিধান তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

➤ **বছরভিত্তিক আদালত কর্তৃক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের দায়েরকৃত নিষ্পত্তিকৃত মামলার পরিসংখ্যান:**

মোবাইল কোর্ট কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত মামলার পরিসংখ্যান

বছর	অভিযান	মামলা	আসামী
২০১০ (আগস্ট-ডিসেম্বর)	১৮৫৯	১৫১৭	১৬৯১
২০১২	৯৩৪০	৪৮৭১	৫১৬২
২০১৪	১৪৮১৫	৭৯৪৮	৮৩২০
২০১৬	১৩৫৪১	৬৪৩০	৬৫৯২
২০১৭	১২২১২	৫৯৯১	৬০৪৪

"Cocaine, Herioine, Ectasy, Meth
All roads that lead to the Death."

মাদকাসক্তির মতো সর্বনাশা ছোবল দেশের তরুণ সমাজকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আজকের ও আগামী দিনের সুস্থ, সুন্দর ও সুখকর সমাজের জন্য মাদকদ্রব্যের ব্যবহার রোধ করতে হবে। মাদকাসক্তির মতো সর্বনাশা নেশার করালগ্রাসে পড়ে আমাদের তরুণ প্রজন্ম অথবা ও আসাড় হতে চলেছে-এ দেখে সর্বস্তরের মানুষ আজ শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন। এটি সমস্যা মোকাবিলায় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক দিক। এ মারাত্মক সমস্যা সম্পর্কে সচেতন থেকে আগামী দিনের সুস্থ, সুন্দর, আনন্দ-উজ্জ্বল সমাজ জীবন গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমাদের মাদকদ্রব্য ব্যবহার রোধ করার বাস্তাব ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। মাদকাসক্তি নিরোধকল্পে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা মনে করে, মাদকজাত ওষুধের ব্যবহার বন্ধ করা একান্ত দরকার। সেই সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের মাদক বিষ বর্জনকেও তারা অপরিহার্য বলে বিবেচনা করেছে। এটি নির্মূলে যুব সমাজের একটি সিদ্ধান্তই যথেষ্ট। আর তার জন্য প্রয়োজন ব্যক্তিগত উদ্যোগ, সামাজিক প্রতিরোধ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ। আমরা আশা করছি সময়ের ব্যবধানে এসব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগ আগামী প্রজন্মকে উপহার দেবে একটা মাদকমুক্ত সমাজ। আসুন **"মাদক কেনা বলি।"**

References:

১. BBC New বাংলা
২. www.dnc.gov.bd

If you like it, buy the book and support the author

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

ব্লু-ইকোনমি বা সমুদ্র অর্থনীতি

"The blue economy model aims for improvement of human wellbeing and social equity, while significantly reducing environmental risks and ecological scarcities. It is not just about market opportunities; it also provides for the protection and development of more intangible 'blue' resources"

— Patricia Scotland
(Secretary-General of Commonwealth of Nations)

সমুদ্রের জলরাশি, সমুদ্র সম্পদ ও সমুদ্রকে ঘিরে গড়ে উঠা অর্থনীতিকে বলা হয় "ব্লু-ইকোনমি" বা সমুদ্র অর্থনীতি। বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যে দেশ সমুদ্রকে যত বেশি যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে, সে দেশ তার অর্থনীতিকে তত বেশি এগিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশ অংশে রয়েছে দক্ষিণ-পূর্বের টেকনাফ থেকে দক্ষিন-পশ্চিমের সাতক্ষীরা পর্যন্তপ্রায় ৭১০ কিলোমিটার তটরেখা এবং উপকূল থেকে দেশের প্রায় স্থলভাগের সমান ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার সমুদ্র অঞ্চল, ২০০ নটিক্যাল মাইলের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং চট্টগ্রাম উপকূল থেকে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপানে অবস্থিত সব ধরনের প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদের ওপর সার্বভৌমত্ব। আর বিশাল সমুদ্র অঞ্চল বাংলাদেশের ভূকেন্দ্রিক উন্নয়নের কার্যক্রমের পাশাপাশি সমুদ্রভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন আমাদের সামনে খুলে দিতে পারে উন্নয়নের এক নতুন দিগন্ত।

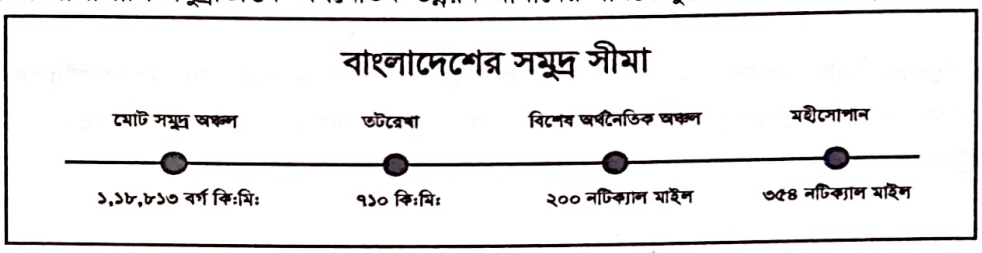

১। সমুদ্র অর্থনীতির ধারণা ও এর প্রেক্ষাপট ঃ

গুন্টার পাওলি "ব্লু ইকোনমি" বা সমুদ্র অর্থনীতি ধারণাটির জনক। তাঁর রচিত "The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 1000 Million Jobs" বইটিতে প্রথম "ব্লু ইকোনমি" সম্পর্কে উল্লেখ করেন। সমুদ্রের জলরাশি, সমুদ্র সম্পদ ও সমুদ্রকে ঘিরে গড়ে উঠা অর্থনীতিকে বলা হয় "ব্লু ইকোনমি" বা সমুদ্র অর্থনীতি। জাতিসংঘের উদ্যোগে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিও শহরে ২০১২ সালের ২০-২২ জুন অনুষ্ঠিত The United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20)-এ উঠে আসে "ব্লু-ইকোনমি" বা সমুদ্র অর্থনীতির ধারণাটি। সমুদ্রের সংবিধান হিসেবে অভিহিত ১৯৮২ সালে "United Nations Convention on the Law of the Sea"-এর আবির্ভাব বাংলাদেশের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ।

২। সমুদ্রে বাংলাদেশ, ভারত ও মিয়ানমারের দাবি এবং ট্রাইব্যুনালের রায়/বাংলাদেশের সাফল্য ঃ

দেশ	সংগঠন	বিরোধপূর্ণ এলাকা	বাংলাদেশের অর্জন	সময়
মিয়ানমার	ITLOS	৮০,০০০ বর্গকিলোমিটার	৭০,০০০ বর্গকিলোমিটার	১৪ মার্চ, ২০১২
ভারত	PCA	২৫,৬০২ বর্গকিলোমিটার	১৯,৪৬৭ বর্গকিলোমিটার	৭ জুলাই, ২০১৪

ফলে বাংলাদেশের মোট সমুদ্রসীমা দাঁড়িয়েছে এক লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার। রায়ের ফলে বাংলাদেশ এই এক লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটারের বেশি টেরিটোরিয়াল সমুদ্র, ২০০ নটিক্যাল মাইল একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং চট্টগ্রাম উপকূল থেকে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপানের তলদেশে অবস্থিত সব ধরনের প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদের উপর সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। এছাড়া মায়ানমার কর্তৃক দাবীকৃত ১৭টি গ্যাস ব্লকের মধ্যে ১২টির মালিকানা নিশ্চিত হয় বাংলাদেশের।

(সূত্র: দৈনিক যুগান্তর, ৯ জুলাই ২০১৪)

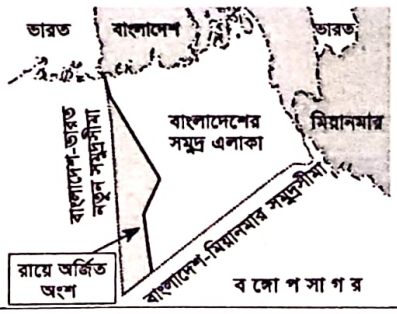

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

৩। সমুদ্র অর্থনীতির বৈশ্বিক গুরুত্ব ঃ

"The coastal state exercises sovereign rights over the continental shelf for exploiting the minerals and other non-living resources of the seabed and subsoil together with living organisms."

— Article 77 of UNCLOS

আলাস্কা উপসাগর নিয়ে আমেরিকা-জাপানের লালসা, ভূ-মধ্যসাগর কিংবা পারস্য উপসাগরের বিশাল জলরাশিকে নিয়ে বিশ্ব রাজনীতির তৎপরতা বিশ্ববাসীর নিকট অজানা নয়। সম্প্রতি দক্ষিণ চীন সাগরে পরাশক্তিদের মহড়া চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় ভূ-রাজনীতির গতিবিধি।

- ✓ সমুদ্রের অভ্যন্তরে মৎস্য ও তেল-গ্যাসসহ খনিজ সম্পদের কারণে সমুদ্র ঘিরে গড়ে উঠেছে ব্লু-ইকোনমি বা 'সমুদ্র-অর্থনীতি'।এই অর্থনীতি ও ভূ-কৌশল নিজেদের দখলে রাখতে পরাশক্তিগুলো মরিয়া হয়ে উঠেছে।
- ✓ একটু দেরিতে হলেও এ বিশ্ব বিশাল সমুদ্র সম্পদের দিকে নজর দিয়েছে। তারা বুঝতে পেরেছে সমুদ্র সম্পদের গুরুত্ব। কারণ অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের একবিশাল কারখানা হলো সমুদ্র। তেল গ্যাস মূল্যবান খনিজ পদার্থ যেমন কোবাল্ট, ম্যাগনেসিয়াম তামা ছাড়াও বিশাল মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ এই সমুদ্র।
- ✓ এছাড়াও মানুষ সমুদ্রকে বিদ্যুৎ উৎপাদন সহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করছে এবং ভবিষ্যতে ব্যবহারের পরিকল্পনা করছে।
- ✓ ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরামের তথ্য মতে মানব সভ্যতা সাগরের প্রতিবেশ থেকে যে উপকার ভোগ করছে তার বার্ষিক আর্থিক মূল্য প্রায় ৩৮ ট্রিলিয়ন ডলার।

বিশ্বের আমদানি রপ্তানির ৮০% হয় সমুদ্রের পথে	বৈশ্বিক জিডিপিতে অবদান ৭০ ট্রিলিয়ন ডলার
বিশ্বের গ্যাসের ৩০% যোগান	পৃথিবীর ৪ ভাগের ৩ ভাগ জল
১৪০০ অফশোর তেল ও গ্যাস প্লাটফর্ম = ৩৪ বিলিয়ন ডলার	খাদ্য হিসেবে মৎস্যের ৪০% যোগান= ৩৫ বিলিয়ন ডলার
সমুদ্রভিত্তিক পর্যটন খাত হতে প্রতিবছর বিশ্বে মোট আয় = ২০০ বিলিয়ন ডলার	বিশ্বের ৮০% জলজপ্রাণীর (এ্যাকুয়াকালচার) = ১০০ বিলিয়ন ডলার
৪০% বৈশ্বিক অক্সিজেনের যোগান	বিশ্বের আমিষের ২০% সরবরাহ
২০০০ মিলিয়ন টন লবনের যোগান	পর্যটনের শিল্পের ৭০% সমুদ্র কেন্দ্রিক
ক্যানসার, হৃদরোগ ইত্যাদির ঔষধ তৈরিতে কাঁচামাল হিসেবে সামুদ্রিক মাছ ও উদ্ভিদ	নবায়নযোগ্য শক্তি হিসেবে স্রোত ওয়াইন্ড পাওয়ার হতে ১% বিদ্যুৎ সরবরাহ

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

৪। বাংলাদেশে সমুদ্র অর্থনীতির গুরুত্ব:

"Focus needs to be placed to build a sustainable blue economic belt in this subcontinent with the help of untapped resources of the sea."

— HPM Sheikh Hasina

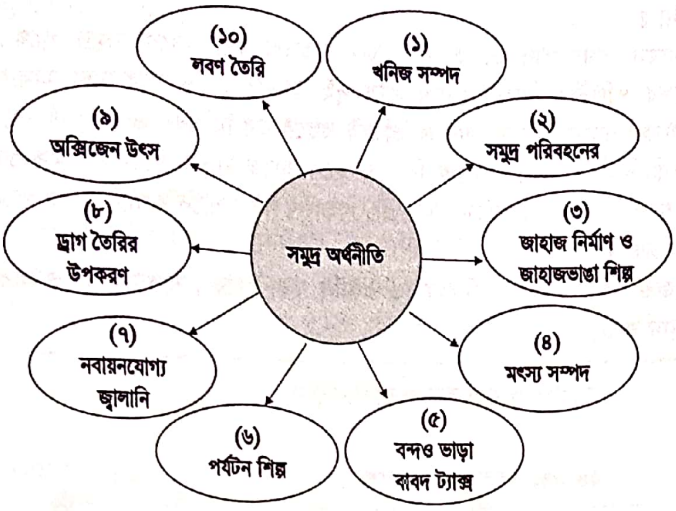

চিত্রঃ সমুদ্র অর্থনীতি ও এর খাতসমূহ

(ক) ভূ-কৌশলগত গুরুত্ব ঃ

সমুদ্র বিশেষজ্ঞরা বলছেন, 'বঙ্গোপসাগর যার নিয়ন্ত্রণে থাকবে, দক্ষিন এশিয়া তার নিয়ন্ত্রণে থাকবে'। এ জন্য পরাশক্তিগুলো বঙ্গোপসাগর দখলে রাখতে নানা পরিকল্পনা করছে'।

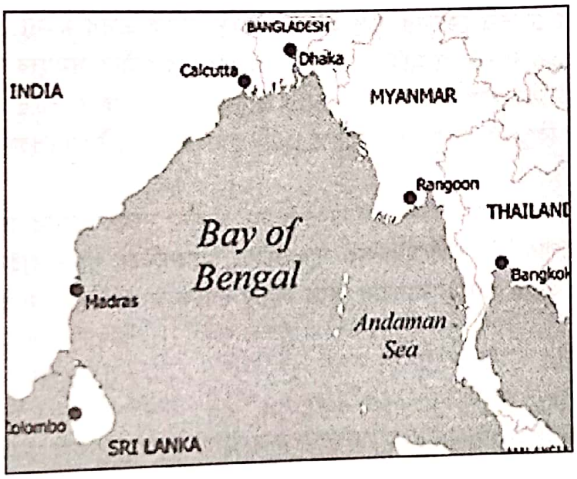

(খ) খনিজ সম্পদের আধার ঃ

তেল-গ্যাস ঃ

সমুদ্র অঞ্চলে মৎস্য সম্পদ ছাড়া এ মূহূর্তে আহরণযোগ্য সম্ভাবনাময় সমুদ্র-সম্পদ হচ্ছে তেল-গ্যাস ও খনিজ সম্পদ। তেল গ্যাস খনিজ সম্পদের এক বিশাল জায়গা বলে অবিহিত করা হয় বঙ্গোপসাগরকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ভূ-তাত্ত্বিক গবেষণা সংস্থার (ইউএসজিএস) মতে, বাংলাদেশের সুমদ্রসীমায় অবস্থিত গ্যাস ব্লকগুলোতে ৪০ ট্রিলিয়ান ঘনফুট গ্যাসের সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে প্রতি বছর দেশে এক টিসিএফ গ্যাসের চাহিদা রয়েছে। সে হিসাবে স্থল ভাগের ১২ টিসিএফ গ্যাস আগামী ১২ বছরে শেষ হবে। তারপর দেশে গ্যাসের সংকট দেখা দেবে। সমুদ্রসীমায় নতুন গ্যাস ব্লক অর্জিত হওয়ায় সে গ্যাসের সংকট অনেক ক্ষেত্রেই কাটিয়ে উঠবে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের সীমায় ২৮টি ব্লকের ১০ ও ১১ নম্বর ব্লকে তেল গ্যাস অনুসন্ধানের কাজ করছে মার্কিন কোম্পানি কনোকো ফিলিপস। কনোককো ফিলিপস জানিয়েছে সেখানে প্রায় ৭ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস মজুদ আছে।

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

ভারী খনিজ ঃ

শুধু গ্যাসই নয়, বঙ্গোপসারে ১৩ রকমের ভারী খনিজের (হেভি মিনারেলস) সন্ধান পাওয়া গেছে। এর মধ্যে আটটি অত্যন্ত মূল্যবান, যার মধ্যে রয়েছে ইলমেনাইট, টাইটেলিয়াম অক্সাইড, রুটাইল, রিকন, গার্নেট, কোবাল্ট প্রভৃতি। এসব মূল্যবান সম্পদ সঠিক উপায়ে উত্তোলন করতে পারলে হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব।

(গ) সমুদ্র পরিবহনের সম্ভাবনা ঃ

বিশ্বে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পণ্য পরিবহনের প্রায় ৯০ শতাংশ হয়ে থাকে সমুদ্র পথে। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্রবন্দর দিয়ে প্রতিবছর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রায় দুই হাজার ৬০০ জাহাজের মাধ্যমে ২৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের আমদানি-রপ্তানি হয়ে থাকে। এসব পণ্যের জাহাজ ভাড়াই বছরে ছয় বিলিয়ন ডলার। এ খাতের বিকাশ হলেও শিপিং এজন্সি, ফ্রেইট-ফরোয়ার্ডিং, ব্যাংক-বীমা খাতের ব্যাপক বিকাশ হবে যাতে নতুন ধরনের কর্মসংস্থানও বৃদ্ধি পাবে। এ টার্মিনালের কার্যক্রম পুরোদমে শুরু হলে নৌপথে পরিবহন খরচ ৩০ শতাংশ কমে যাবে কমবে সড়ক পথের উপর চাপ।

(ঘ) জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজভাঙা শিল্প ঃ

দেশে এখন নতুন জাহাজও তৈরি হচ্ছে যা বিদেশেও রপ্তানি করা হচ্ছে। নারায়নগঞ্জ ও কক্সবাজারকে কেন্দ্র করে এই শিল্পে অনেক লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে।

জাহাজ তৈরি ও জাহাজ ভাঙার শিল্প:

১৩ তম	২৪.৮% অবদান বাংলাদেশে	২৬০০ জাহাজ
বিশ্বে অবস্থান	জাহাজ ভাঙা শিল্পের বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি	বাংলাদেশে প্রতিবছর আসে

(ঙ) মৎস্য সম্পদ আহরণ ঃ

বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমা মৎস্য সম্পদ ও জলজ প্রাণীর এক বিশাল ভান্ডার বলে অভিহিত করা হয়। বঙ্গোপসগর এলাকয় প্রতি বছর প্রায় ৮০০ মিলিয়ন টন মৎস্য ধরা পড়ে। এ দেশের জেলেরা মাত্র ৭০ মিলিয়ন টন মাছ ধরে। ট্রলার ও নৌকা ব্যবহার করে আমাদের দেশের জেলেরা শুধু অগভীর সমুদ্র থেকে এসব মৎস্য সম্পদ আহরণ করে থাকে। জানা যায় প্রযুক্তির অভাবে বাংলাদেশ ২০০ নটিক্যাল মাইল ভেতরের ও বাইরের গভীর সমুদ্রের মৎস্য সম্পদ থেকে কোন আয় করতে পারছে না। অথচ দেশের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ১১ শতাংশ মানুষ মৎস্য আহরণ করে জীববিকানির্বাহ করে। সমুদ্রসীমা বেড়ে যাওয়ায় মৎস্য সম্পদ আহরণের বিপুল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এটি দেশের জনগোষ্ঠীকে বেকারত্বের হাত থেকেও রক্ষা করবে।

(চ) অজানা সম্পদের খোঁজ ঃ

সমুদ্রের তলদেশেকে তেল, গ্যাস, খনিজ সম্পদ ছাড়াও জানা-অজানা নানা ধরনের সম্পদের আধার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সাগরে ফসফরাই, ইডাপোরাইট, পলিমেটালিক সালফাইড, ম্যাঙ্গানিজ, গ্যাস হাইড্রেট, ম্যাগনেসিয়াম ও লবণ রয়েছে। এ সবের পাশপাশি আধুনিক উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে সাগর থেকে লবণ উৎপাদন করা যায়, যা দেশের প্রয়োজন মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানি করা সম্ভব।

(ছ) পুঁজি প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে ঃ

চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর থেকে ভাড়া বাবদ বাংলাদেশ সরকারের আয়-

আর্থিক বছর	রাজস্ব আয় (কোটি টাকায়)	ব্যয় (কোটি টাকায়)	উদ্বৃত্ত (কোটি টাকায়)
২০০৮-০৯	১১৩৩.৭২	৪৫৭.৫১	৬৭৬.২১
২০১৫-১৬	২০৩০.৮৫	১০৭৩.৫৪	৯৫৭.৩১
২০১৬-১৭	২৩৮৬.২২	১৩০৩.৭৫	১০৮২.৪৭

(জ) পর্যটন শিল্প বিকাশে উদ্যোগ ঃ

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী পর্যটকের সংখ্যা প্রায় ৯০ কোটি। ধারণা করা হচ্ছে, ২০২০ সাল নাগাদ এ সংখ্যা দাঁড়াবে ১৬০ কোটি। পর্যটন বিশেষজ্ঞদের মতে এই বিপুল সংখ্যক পর্যটকের প্রায় ৭৩ শতাংশ ভ্রমণ করবেন এশিয়ার দেশগুলোতেক। এছাড়াও বিশ্ব পর্যটন সংস্থার তথ্যমতে, ২০১৮ সালের মধ্যে এ শিল্প হতে ২৯ কোটি ৮০ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হবে, যা বিশ্ব অর্থনীতিতে অবদান রাখবে ১০.৫ ভাগ।

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

(ঝ) বিদ্যুৎ উৎপাদন ঃ
সাগর থেকে নবায়নযোগ্য জ্বালানিও পাওয়া সম্ভব। এর মধ্যে রয়েছে বায়ু, ঢেউ ও স্রোত কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন।

(ঞ) ড্রাগ তৈরি ঃ
সাগরে মেরিন থেরাপিউটিক পাওয়া যায় যা ড্রাগ তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। সারা পৃথিবীতে সমুদ্র থেকে ১০ হাজার কম্পাউন্ড এ ধরনের ড্রাগ তৈরির উপকরণ পাওয়া যায়।

৫। লক্ষ্যসমূহ ঃ
✓ স্থলভাগের প্রধান প্রধান সম্পদ ক্রমেই নিঃশেষ হবে। সমুদ্রই থাকবে একমাত্র ভরসা। এটি মিয়ানমার উপলব্ধিতে এনেছে। কিন্তু বাংলাদেশ শুধু সমুদ্রে তেল-গ্যাসের ব্লক বরাদ্দ নিয়ে সন্তুষ্ট। এ মুহূর্তে দরকার সমুদ্র সম্পদের জরিপ করে বের করা সেখানে কী কী সম্পদ কত পরিমাণ আছে। এরপর এ সম্পদ কিভাবে কাজে লাগানো যাবে তা ঠিক করা। সম্পদের হিসাব-নিকাশ কাজে লাগাতে গেলে দরকার হবে 'সমুদ্রবিদ্যা', যা আমাদের গড়ে তুলতে হবে।
✓ সমুদ্রসম্পদ আহরণে প্রয়োজন প্রযুক্তি। সেই সঙ্গে প্রয়োজন গবেষণা ও সমীক্ষা। কিন্তু বাংলাদেশে সমুদ্র নিয়ে এর আগে কখনো গবেষণা ও সমীক্ষা হয়নি। মাছ আহরণ ও খনিজ সম্পদ উত্তোলনে নেই অত্যাধুনিক প্রযুক্তি।
✓ সমুদ্রে ৪৩৫ প্রজাতির মাছ আছে। কিন্তু মাছ ধরতে এখন মাত্র ২০ থেকে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত যেতে পারে আমাদের দেশের নৌকা ও জাহাজ। সমুদ্রসম্পদ আহরণে জাহাজ নির্মাণের পাশপাশি প্রযুক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে আমাদের। একই সঙ্গে করতে হবে গবেষণা ও সমীক্ষা।

৬। অন্যান্য দেশের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অবস্থানের তুলনা ও মূল্যায়ন ঃ
মাৎস্য সম্পদের সামন্যই নাগালে ঃ
থাইল্যান্ড প্রতি বছর ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মাছ আহরণ করে সাগর থেকে। এ কাজে সরাসির সম্পৃক্ত দেশটির ছয় লাখ জেলে। সে তুলনায় বাংলাদেশ সাগর থেকে মাছ ধরার হার নগণ্য। বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা থেকে থাইল্যান্ডের জেলেরা উন্নত ফিশিং ট্রলারের মাধ্যমে আহরণ করে। বঙ্গোপসগার এলাকায় প্রতিবছর ৮০০ মিলিয়ন মেট্রিকটন মাছ ধরা পড়ছে। এর মধ্যে মাত্র ০.৭০ মিলিয়ন মেট্রিক টন মাছ আমাদের দেশের জেলেরা ধরে থাকেন অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরের বিশাল মৎস্য সম্পদের ১ শতাংশও বাংলাদেশের জেলেরা ধরতে পারছে না উন্নত ধরনের জাহাজ ও প্রযুক্তির অভাবে। আবার বঙ্গোপসগারের কোনো এলাকায় কী ধরনের মাছ রয়েছে সে সংক্রান্ত জরিপ নেই বাংলাদেশে হাতে। ফলে জেলেরা তাদের অভিজ্ঞাতার মাধ্যমে মাছ ধরতে যান। ছোট ছোট নৌকার মাধ্যমে অগভীর সমুদ্রর ৩ কিলোমিটারের মধ্যে বাংলাদেশের জেলেরা মাছ ধরে থাকনে। প্রায় ৬০ হাজার ছোট ট্রলারের মাধ্যমে ৩ লাখ জেলে বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। মাছ ধরার জন্য নির্মিত বড় জাহাজ (ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিশিং ট্রলার) না থাকায় ২০০ নটিক্যাল মাইলের ভেতরে ও বাইরের গভীর সমুদ্রের মৎস্য সম্পদ থেকে তেমন আয় করতে পারছে না বাংলাদেশ।

পর্যটন শিল্পবিকাশেও উদ্যোগ নেই ঃ
পর্যটন শিল্পের জিডিপিতে প্রত্যক্ষ অবদানের ভিত্তিতে ১৭৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের অবস্থান ১৪২ তম। বিশ্ব পর্যটন সংস্থার হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের চেয়ে দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলোতে বার্ষিক পর্যটকের সংখ্যা অনেক বেশি। অথচ বাংলাদেশে রয়েছে ১২০ কিলোমিটারের পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার। এই সমুদ্র সৈকতকে ঘিরে পর্যটন শিল্প গড়ে তুলতে পারলে গোটা বাংলাদেশেই বদলে যেতে পারে। আন্তর্জাতিক পর্যটকদের জন্য প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিনকে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারলে এ অঞ্চলে বিদেশী পর্যটকের ঢল নামবে। অথচ স্বাধীনতার পর প্রায় সাড়ে ৪ দশকেও কক্সবাজারে বিদেশী পর্যটকদের জন্য উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা গড়ে ওঠেনি।

৭। ব্লু-ইকোনমি বাস্তবায়নে সরকারি পদক্ষেপ:
(ক) দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে পায়রা সমুদ্র বন্দরের কাজ ঃ
প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকারভিত্তিক প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের অন্যতম পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর। দ্রুত গতিতেই এগিয়ে যাচ্ছে এই মেঘা প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ। পায়রা বন্দর প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রস্তাবিত ১৯টি কম্পনেন্ট (স্তর) নির্ধারণ করেছে সরকার।
(খ) দেরিতে হলেও সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের সমুদ্রে কী পরিমাণ মৎস্য সম্পদ, খনিজ সম্পদ, নৌ চলাচলসহ অন্যান্য কি ধরনের অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে ১৯ টি মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছেন।
(গ) ৫ মার্চ ২০১৫ সালে মহান জাতীয় সংসদে 'বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট আইন-২০১৫' পাস হয়েছে যা দেশের সমুদ্রসম্পদ ব্যবহার ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি মাইলফলক অর্জন।

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

(ঘ) ২০১০ সালে কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলার জঙ্গল গোয়ালিয়া পালং মৌজায় ৪০ একর জমির উপর জাতীয় সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট তৈরির জন্য জমি অধিগ্রহণের কাজ সমাপ্ত হয়। এর অধীনে সমুদ্রবিদ্যার (Oceanography) নিম্নরূপ বিষয়ে গবেষণা করা:

১. ভৌত সমুদ্রবিদ্যা (Physical Oceanography);
২. ভূতাত্ত্বিক সমুদ্রবিদ্যা (Geological Oceanography);
৩. রাসায়নিক সমুদ্রবিদ্যা (Chemical Oceanography);
৪. জৈব সমুদ্রবিদ্যা (Biological Oceanography);
৫. জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্র (Climate Change and the Ocean)।

৮। সমুদ্র অর্থনীতি ও আমাদের করণীয় ঃ

নীল অর্থনীতির সম্ভাবনা যেমন অফুরন্ত, তেমনি জটিলতাও অনেক। তবে আশা করা যায় যে, বাংলাদেশ এ সুযোগের উত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে। সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ২০ আগষ্ট প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী, সচিব ও সংস্থা প্রধানদের নিয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় করণীয় সম্পর্কে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নিচে সেগুলো দেওয়া হলো:

১. সমুদ্রসীমা অর্জনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা শীঘ্রই স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। এ সকল কার্যক্রম মনিটরিং করতে একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করতে হবে।
২. সমুদ্র সম্পদ রক্ষা, সমুদ্রের উপকূলীয় এলাকা ও গভীর সমুদ্র এলাকার নিরাপত্তা বিধানের জন্য কোস্টগার্ড ও বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।
৩. সমুদ্র ও নদীর মোহনায় জেগে ওঠা নতুনচর স্থায়ী করার লক্ষ্যে বনায়ন কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। সমুদ্রের কাছাকাছি জেগে ওঠা চরসমূহের ভূমি পুনরুদ্ধার কার্যক্রমের মাধ্যমে একত্রীকরণ করতে হবে।
৪. সন্দ্বীপ এলাকায় ক্রস ড্যাম নির্মাণ করা যাবে কী না এবং ক্রস ড্যাম নির্মাণ করলে ভোলা জেলায় এর কোনো প্রভাব পড়বে কী না সে বিষয়ে গবেষণা করতে হবে।
৫. বাংলাদেশ-ভারত-শ্রীলংকা-মালদ্বীপ এ চারটি দেশের সমন্বয়ে সীক্রুজের/কোস্টাল টুরিজমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন নৌ-প্রটোকল, আইন ইত্যাদি পর্যালোচনা করা যেতে পারে।
৬. বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার তেল, গ্যাস, মূল্যবান খনিজ সম্পদ, মৎস্য সম্পদ আহরণ ইত্যাদির জন্য দক্ষ জনবল তৈরি করতে হবে।
৭. বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমুদ্র বিজ্ঞানবিষয়ক কোর্স চালু করতে হবে।
৮. দেশের দক্ষিণাঞ্চল বিশেষত বরগুনা জেলায় শিপ বিল্ডিং এবং শিল্প রিসাইক্লিং শিল্প গড়ে তুলতে হবে। সমুদ্র বন্দর থকে নদীপথে কন্টেইনার পরিবহন করতে হবে। ফলে মহাসড়কের ওপর চাপ কমবে।
৯. কক্সবাজার-টেকনাফ চারলেন বিশিষ্ট মেরিন ড্রাইভ সড়ক নির্মাণ করতে হবে।
১০. কক্সবাজার থেকে সমুদ্রতীর হয়ে পতেঙ্গা পর্যন্ত যাতায়াতের লক্ষ্যে সড়ক নির্মাণের বিষয়ে ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি (সম্ভাব্যতা-সমীক্ষা) করতে হবে।
১১. প্রতিবছর রুটিন করে নদীগুলো ড্রেজিং করতে হবে। নদী শাসন ও নদী ড্রেজিং করে নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে হবে।

উপরের আলোচনা দেখে সহজেই অনুমেয় যে আমাদের অর্থনীতিতে সমুদ্র অর্থনীতি কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এই অর্থনীতিই আমাদের আগামী দিনের ভূ-রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এ কারণে এই অঞ্চলটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে এবং এশিয়ার অন্যতম জ্বালানি শক্তি হিসেবে বাংলাদেশ অবস্থান করছে। বিশেষজ্ঞদের মতে প্রাকৃতিক গ্যাসের সুপার পাওয়ার হিসেবে বাংলাদেশ অবস্থান করছে। তাই বলা যায় বঙ্গোপসাগর শুধু আমাদের নীলিমার হাতছানি নয়; এটি আমাদের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অপার দক্ষিণ দুয়ার। যা বাংলাদেশকে নিয়ে ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত বিশ্বের দেশে পরিণত করার যে স্বপ্ন দেখা হচ্ছে, তা বাস্তবায়নের দুয়ার খুলে দিবে।

"Bangladesh has 120 trillion dollar ocean resource which will make Bangladesh Asian super power."

— Charles Brown Blumberg
(Ocean related researcher)

Reference:

1. General Economic Division, Planing Ministry
2. UNCLOS, ITLOS
3. thecommonwealth.org
4. দৈনিক প্রথম আলো ও দৈনিক যুগান্তর
5. iora.int

Please join our Group: **BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]**

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

SDG Goals and Bangladesh

"Sustainable development is the pathway to the future we want for all. It offers a framework to generate economic growth, achieve social justice, exercise environmental stewardship and strengthen governance"

— Ban Ki-moon (Ex-Secretary General of UN)

The Sustainable Development Goals are the blueprint to achieve a better and more sustainable future for all. They address the global challenges we face, including those related to poverty, inequality, climate change, environmental degradation, peace and justice. The 17 Goals are all interconnected, and in order to leave no one behind, it is important that we achieve them all by 2030.

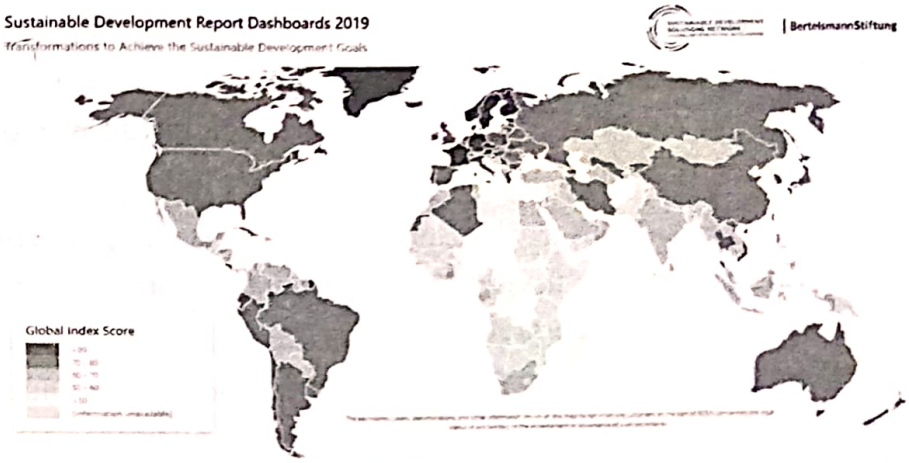

GDP Growth-the 'King indicator': GDP has emerged more as a policy tool for economic planning than an indicator for socio-economic well-being.

1. Current Situation of Bangladesh in Achieving SDGs:

➤ Goal-1: No poverty

Sustainable Development Goals-01: The main of this goal is to "End poverty in all its forms everywhere."

There are 7 targets in goal 1. All of the targets are set to be achieved within:

Target 01: Acute poverty reduction is the main target **($1.90 per day).** Acute poverty was 25.1% in the year 2005 in Bangladesh. In the last fiscal year acute poverty rate was 15.2% and in current fiscal year the rate 11.3%. This scenario shows 14% acute poverty has been eradicated in the last era.

Poverty line- The 'Key indicator': Goal 1 calls for an end to poverty in all its manifestations by 2030. The progress on reducing extreme poverty measured by $1.90 a day or by national poverty line is a track.

Year	Poverty rate	Extreme Poverty Rate
2016	24.3%	12.9%
2017	23.1%	12.1%
2018	21.8%	11.3%

[**Source**: Bangladesh Bureau of statistics (BBS)]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

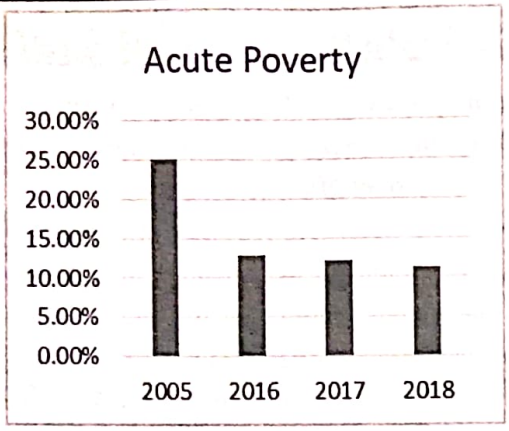

Target 02: The main target was to reduce poor women, man and child to half. Total poverty was 40% in 2005. In last fiscal year it was 24.3% and in current fiscal year (2018-2019) it is 21.8%. That means poverty was reduced by 4.23% in one era. As per the plan of 7th 5 year plan, poverty will be reduced to 18.6% by 2020 and 9.7% by 2030.

Target 03: The main to reduce poverty by conducting social safety program. As per article 15 of our constitution, this is one of the principles of running country. Government has taken 73 projects with a budget of 64176 crore Tk.

Target 04: The main target is to equal opportunity for man and women. Old aged allowance, lactating mother allowance and handicap and disabled person allowance are some examples of social safety service.

Target 05: The main target is to enhance capability of poor people to fight against climate change. Bangladesh is mainly integrating SDG Goal 13 with this target. Bangladesh is the first country to establish green climate fund among LDC countries. BDT 3500 crore has been sanctioned till March 2019 for this purpose.

Target 06: Ensure significant mobilization of resources from a variety of sources, including through enhanced development cooperation, in order to provide adequate and predictable means for developing countries, in particular least developed countries, to implement programmes and policies to end poverty in all its dimensions

Target 07: The main target is to develop a policy in national, regional and international sphere with a view to eradicating poverty. The largest project of present government is Delta Plan 2100, BS-1, and 100 Special Economic zones.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

➤ **Goal-2: End hunger, achieve food security & improved nutrition, & promote sustainable agriculture.**

There are 8 targets which are promised to be fulfilled by 2030. Notable: 2030 end hunger and ensure access by all people, in particular the poor and people in vulnerable situations including infants, to safe, nutritious and sufficient food all year round and by 2030 end all forms of malnutrition, including achieving by 2025 the internationally agreed targets on stunting and wasting in children under 5 years of age, and address the nutritional needs of adolescent girls, pregnant and lactating women, and older persons.

Achievement of Bangladesh: The target of vision 2020 was to make Bangladesh self-sufficient in food production by 2013. It was achieved before the dead line. By 2030 malnutrition will be reduced by 10%.

Food Production

368 lac Metric tons — 413.25 lac Metric tons — 415.74 lac Metric tons

➤ **Goal-3: Ensure health lives & promote wellbeing for all ages.**

There are 13 targets. Among those targets maternal mortality rate 70/1000000, child mortality rate 12/10000 and less than 5 year old child mortality rate 25/1000 are the targets.

Achievement of Bangladesh: In 2013 child mortality rate per thousand was 203% which reduced to 1.72% in 2017. Child mortality rate of less than year child was 31/1000 in 2013 which reduced to 24/1000 in 2017. Child mortality rate of five year old child was 41/1000 which was reduced to 31/1000. To implement goal-2, and 3, ministry of health and family planning has implemented Population & Nutrition Sector Development Plan (HPNSDP). Govt. has initiated 13779 community clinic. Almost 40 people are taking service from this service. Emergency Obstructive Care has been started to reduce child mortality rate to 50%. For this our prime minister was awarded MDG Award-2010. There are also several achievements including National health policy 2011, E-Health service.

Progress on SDG by indicators maternal mortality ratio (Per 1,00,000 lives birth): The maternal mortality ratio is the number of women who die from any cause related to pregnancy or child birth per 1,00,000 live births.

Year	Maternal Mortality Ratio (Per 1,00,000 live births)
2016	178
2017	172
2018	163

[**Source**: WHO]

Under-five mortality rate (per 1,000 live births): The under 5 mortality rate is the number of deaths of children under the age of five years for every 1,000 live births.

Year	Under-5 Mortality rate (Per 1,000 live births)
2016	36
2017	33
2018	31

[**Source**: World Bank]

Please join our Group: **BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]**

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

➤ **Goal-4: Ensure inclusive & equitable education & Promote lifelong learning opportunities for all.**

There are 10 targets in this goal. Primary & secondary education, pre-primary education, Technical & Vocational & tertiary education, employment & entrepreneurship based education, education for disabled & indigenous, improved literacy rate, ensure cultural, peaceful & global citizenship, effective educational environment, & skilled teacher are notable.

"All the SDGs come down to education…" — Malala Yousafzai

Male & female student ratio

Achievement of Bangladesh: Initiatives taken by govt.

- ❖ National education policy 2010.
- ❖ 2.95 billion books have been disbursed till 2019-20.
- ❖ Brail designed books have been given also
- ❖ Primary Education Development Program, School Level Improvement Plan, Upazila Education Plan, Reaching out of Children Program, Second Chance Education Program, Secondary Education Sector Improvement Program,
- ❖ Technical & Vocational Education Teaching Action Plan, Cross boarder Higher Education Act 2014
- ❖ ICT in Education Master Plan

Assessment on Progress on SDG 4 measured by indicators: Despite progress in primary school enrolment there are still millions of school age children who are out of school.

Year	Adult literacy rate of population aged 15 years and above
2016	72.3%
2017	72.9%
2018	73.9%

[**Source**: UNESCO]

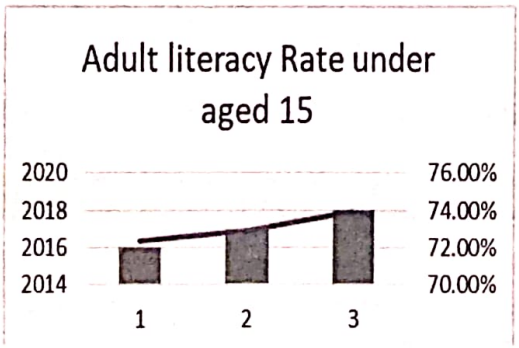

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Goal-5: Achieve gender equality & empower all women & girls.

There are 7 targets. Notable: end all forms of discrimination, eliminate all forms of violence, trafficking, sexual exploitation, eliminate all harmful practice such as child early & forced marriage, recognize unpaid domestic work through social protection policy, ensure equal & full political, economic & social leadership participation of women, ensure universal access to sex & reproductive health rights, ensure equal rights in Economic resources, ownership, property, natural resources, enhance ICT capabilities, adopt sound policies & enforceable legislation.

Achievement of Bangladesh: Bangladesh is now the role model in achieving this goal. Government has taken "National Women plan of action 2013-2025" and gained a lot of praise. Like D. Kalam Memorial International Excellence Award on 16 September, 2019 and Life Time contribution Award on 8 March, 2019 (for Women empowerment, from: Institute of South Asian Woman). Global Women's Leadership Award-2018 (for women education and entrepreneurship, form: Global Summit of Women). Planet 50-50 Champion Award-2016 (for gender equality & women empowerment, from: UN-WOMEN). Peace Tree Award-2014 (for women & child education, from: UNESCO). Agent of change Award-2016 (from: Global Partnership Forum).

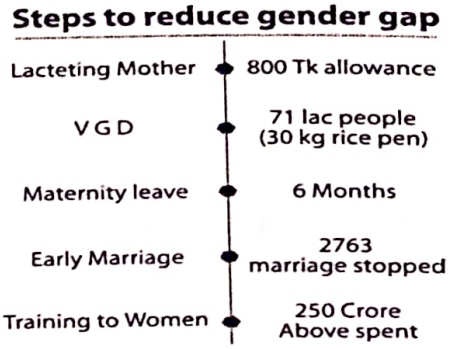

Assessment on Progress on Goal 5 by indicators: Bangladesh is the example of a country with dominant leadership of women in the national parliament and Government Country. The speaker of the National Parliament, the Prime Minister and the leaders of the opposition and the deputy leader of the House are all women.

Year	2016	2017	2018	2019
No. of female members	71	72	73	73
No of total seats	350	350	350	350
Percentage	20.29	20.57	20.57	20.85

[**Source:** Bangladesh Parliament Secretariat (BPS)]

Bangladesh is the most gender equal country in south Asia.

Rank	Country	Score
48	Bangladesh	0.721
100	Sri Lanka	0.676
105	Nepal	0.671
108	India	0.665
113	Maldives	0.662
122	Bhutan	0.638
148	Pakistan	0.550

[**Source**: Global Gender Gap Report 2018. World Economic Forum]

For the fourth time in a row. Bangladesh held top position among South-Asian Countries in ensuring gender equality.

Please join our Group: **BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]**

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

➤ Goal-6: Clean water & sanitation.

There are 8 targets in goal 6. Notable: Safe & Affordable drinking water, adequate & equitable sanitation & hygiene, improve water quality from all sorts of pollution, remove water scarcity, implement integrated water resource management, protect water related ecosystem, expand international cooperation capacity building support for developing countries, strengthen local community.

Achievement of Bangladesh: In 2010, 56% people were under sanitation, in 2015 it was 61% and now it is 76.8%. Presently 98% people drink pure water which was 87% in 2015.

Year	Safe drinking water (% of Population)	Safe sanitation (% of Population)
2015	87%	61%
2016	93%	68.9%
2017	98%	76.8%

[**Source:** WB]

➤ Goal-7: Affordable and clean energy.

There are 5 targets. Notable: Ensure access to affordable, reliable, sustainable, renewable & modern energy, double the global rate of improvement in energy efficient, international cooperation, expand infrastructure & upgrade technology. Achievement of Bangladesh:

Achievement of Bangladesh: Bangladesh has been lagging behind in this sector for the last 40 years. From 2009 steps have been taken to gain some success in this sector.

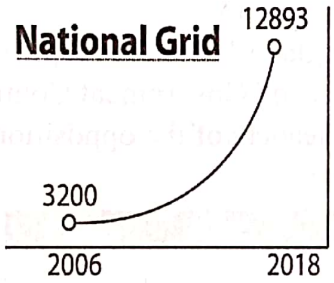

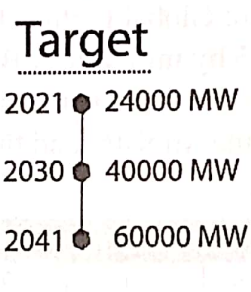

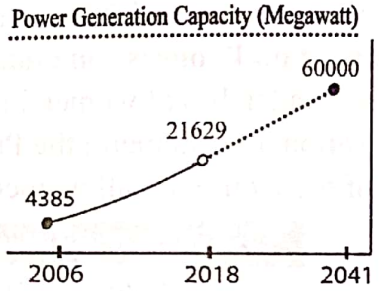

Electricity: 94% people are under electricity service which will be 100% by 2021. System loss was 15.73% which is 10.9% in 2018-19. Govt. has formulated "Sustainable & Renewable Energy Development Authority"

Gas: There are 27 gas field containing 15.94 trillion cubic gas. Total reserve in field is 39.8 trillion cubic gas but usable is 15.94 trillion. 1333000 cubic meter gas was imported in April through LNG terminal in Moheshkhali.

- ❖ Fuel reserve is 13.27 lac metric ton.
- ❖ Govt. has established "Fuel Security Fund" in 2015

Progress in Access to electricity in Bangladesh: Bangladesh has made significant progress in access to electricity. The World Bank published Energy Progress Report-2019 mentioned below:

Year	Access to electricity
2016	75.92%
2017	85.3%
2018	93%

[**Source**: WB]

Besides, Bangladesh can reduce Poverty and accelerate growth faster by taking urgent actions to improve the quality of water and sanitation.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Goal-8: Decent work and economic growth.

There are 12 targets. Notable: GDP growth 7% for LDC listed countries, achieve level of economic productivity, taking development oriented policy, job creation, entrepreneurship, protect labour right, increase capacity of domestic financial institutions, increase aid for trade support etc.

Achievement of Bangladesh: "Key indicators for Asia & the Pacific". Report of ADB, September, 2019:

- In terms of Purchasing Power Parity (PPP) Bangladesh is in 49th position in Asia and 13th largest economy of the world
- "World Economic Outlook" Report of IMF, April, 2019: said with 7.3% GDP growth Bangladesh is the 2nd fastest country in terms of GDP growth.
- "World Trade Statistical Review" of WTO (2019): said that Bangladesh is the 2nd country in terms of export growth among advancing economies of the world.
- Bangladesh stands 30th position in terms of import and 42nd in terms of export
- In 2015 Bangladesh was elevated to lower middle income country.

Fiscal year	GDP growth rate
2015-16	7.11%
2016-17	7.24%
2017-18	7.86%
2018-19	8.13%

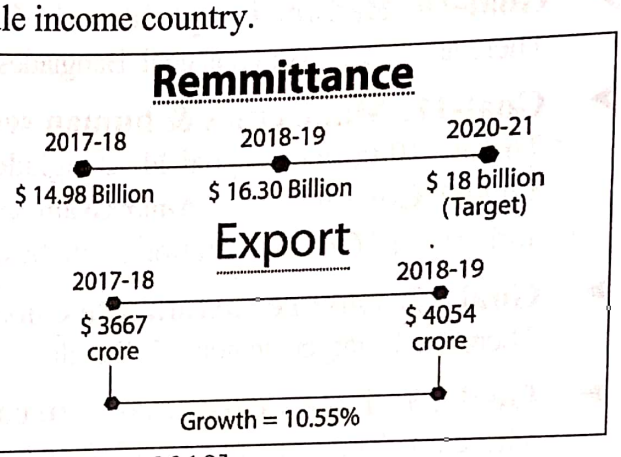

[**Source**: Bangladesh Economic Review-2019]

Goal-9: Build resilient infrastructure, promote inclusive & Sustainable industrialization and foster innovative.

There are 8 targets in goal no 09.

Achievement of Bangladesh: Achievement has no appeared in this sector but activities have been running to achieve this goal.

Special Economic Zones: As the Bangladesh Government took the initiative to become a developed nation under Vision 2041, the government plans to set up at least 100 public and private SEZs across the country. Bangladesh Economic Zones Authority was founded through the Bangladesh Economic Zones Act 2010 . Already 28 zones are in progress. As per the information of BEZA, 5,740000 employment opportunity will be created. Total 1784 crore Tk. already invested in Bangbandhu Industrial Park.

Mega projects:

1. **Padma bridge:** 81% work has been done and whole project will be done by 2025. Total expenditure 30,193 crore tk. GDP growth will increase by 1.23% after the completion of the project.
2. **Padma Rail connections:** 23.47% work has been done.
3. **Metrorail:** 26.0% work has been done and whole project will be completed by 2024 and total expenditure is 21985 crore Tk.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

4. **Rooppur nuclear energy plant:** 13.95% work has been done and whole project will be done by 2025. Total expenditure 1,13,093 Tk.
5. **Rampal Coal power plant:** 22.80% work has been done and whole project will be done by 2020.
6. **Matarbari Coal Energy plant:** 21.15% work has been done and whole project will be done by 2023.
7. **Chattogram Cox-bazar railroad:** 18.47% work has been done and whole project will be done by 2022.
8. **Payra sea port:** 38.18% work has been done and whole project will be done by 2020.
9. **Sonadia Deep sea Port:** yet to start building.
10. **Moheshkhali LNG Terminal:** Construction was completed in last year.

Dhaka Mass Rapid Transit: There will be 5 MRT line.

- ❖ Sub way rail road
- ❖ Karnafuli Tunnel 3.4 km.
- ❖ Dhaka Elevated Express Way 46.73 km from airport to Kutubkhali and 20 km road from airport to Gazipur.

So maximum goals of SDGs will be fulfilled if mega projects are completed timely.

➤ **Goal-10: Reduce inequality within & among Countries.**
There are 10 targets in this goal. Bangladesh is trying to achieve this goal integrating goal no- 1, 2 and 5.

➤ **Goal-11: Make cities & human settlement inclusive, safe, resilient & sustainable.**
The are 10 targets in goal 11. Bangladesh is trying to achieve this goal integrating goal no 1, 2, 5 and 9. Government's **"Amar Gram Amar Shohor"** slogan is sign of fulfilling election manifesto and article 16 of constitution is the basement of this goal.

➤ **Goal-12: Ensure sustainable consumption & production Patterns.**
There are 11 targets in goal 12. Bangladesh is trying to achieve this goal integrating goal no 1, 2, 3 and 6.

➤ **Goal-13: Take urgent action to combat climate change and it's impact.**
There are 15 targets in goal 13. Notable: This goal is related to other goal; that is why targets are less than other goals. Notable:

A) Strengthen resilience & adaption capacity to climate related hazards & natural disaster.
B) Integrate climate change measure into national policies, strategies & Planning.
C) Improve education awareness raising & Human and institutional capacity on climate change mitigation, adoption, impact, reduction and warming.
D) Fulfil the commitment to provide $100 billion from green Climate Fund by 2020 under UNFCCC (From developed to developing)
E) Taking climate related policies concerning women, youth, and marginalized people in LDCs.

➤ **Goal-14: Conserve & sustainably use the ocean, seas & marine resources for sustainable development.**
There are 10 targets in goal 14. Notable: Remove marine pollution by 2025, ensure security of marine & coastal areas and save at least 20% of it by 2020, remove acidification of marine areas, sustainable marine fishing, increase economic benefit from marine resources, increase scientific knowledge by marine technology, using marine resources concerning "Future We Want" of UNCLOSEE.

➤ **Goal-15: Life on Land.**
There are 12 targets in goal 15. Notable: Secure territorial & inland Freshwater, forest, mountain, dry land, combat desertification, drought, flood, halt the loss of biodiversity & protect the threatened species by 2020, urgent action against illegal poaching & trafficking.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

To achieve Goal 13 + 14 + 15, steps taken by government:

- ✓ Article 18(a) has been added to our constitution by 15th amendment.
- ✓ Prime minister was awarded highest award of environment Champions of the earth in 2015 in 70th assembly of United Nations.
- ✓ South-south award was awarded to our prime minister for winning sea areas in 2015.
- ✓ Bangladesh Climate Change Strategy & Action Plan has been composed as part of integrated planning.
- ✓ Under long term planning, National Adaption Plan has been composed under the policy of UNFCCC
- ✓ Delta Plan 2100: This is a sheer example of long term planning. Netherlands govt. is willing to help us in this project. Dealing with sustainable water, atmosphere, environment and land management challenges, Bangladesh plans to be middle income country by 2030 and high-middle income country by 2041. Main targets are 6 in this project.
- ✓ With the view to getting fund from Green Climate Fund, National Designed Authority Secretariat has been established. Already IDCOL & PKSF have been recognized as implementation authority in funding climate change fund. Last year Bangladesh was given $85.82 million in 3 projects by this fund.

Goal-16: Peace, justice and strong institutions.

There are 12 targets in goal 16. Notable: Reduce violence & death, end abuse, exploitation , trafficking & child torture, promote rule of law at national & international level, reduce illegal financial & arms flow, reduce corruption & bribery, accountable and transparent institutions, legal identity for all, access to information and protect fundamental freedom, combat terrorism an crimes.

Achievement of Bangladesh: This goal is a massive one. It's implementation is not easy. :

- Bangladesh signed CAT in 1998. The responsibility of publishing report in every four years was on government.
- Present govt. has presented 7 reports to UN human rights commission. Govt. passed Torture & Death in detention law-2013. Govt. has taken zero tolerance position in this case.
- Punishment has been given to RAB against 94 complaints.
- Article 35 has been reformed according to CAT in 15th amendment

Goal-17: Partnership for the goal.

There are 19 targets in goal 17. Notable: To keep the promise of developed countries to provide official development assistance to LDC countries. Increase domestic capacity to improve tax & Revenue collection, assist developing countries to attain long term debt capacity, taking investment promotion regime for LDCs, enhance North-South, South-South & triangular regional & International cooperation, open, non-discriminatory & equitable multilateral trading system under WTO, duty & quota free market access for LDCs.

Bangladesh's achievement: This goal is mainly for developed countries. Yet Bangladesh has contributed to BIMSTEC, SAARC, BBIN, BCIM, ESCAP, D-8 CIRDAP and many other regional forum.

2. Challenges:

⇒ Gender inequality persists in various forms of depriving women and girls of their basic rights and opportunities. The SDG Gender Index 2019 shows that Bangladesh ranked is 110, in sphere of Gender equality.

⇒ Employment is the biggest challenge for Bangladesh in attaining the SDGs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

⇒ The scarcity of data in Bangladesh is a challenge for preparing report. Data is essential for analysing and forecasting future projects. Without proper documentation, summary efforts may go in vain.

- Asset Acquisition
- Incorporation of private and public sector
- Information availability
- SDGs localization

3. UNDP's Pivotal Role:

United Nations Development Programme has been a partner to the government in implementing SDGs, Through numerous projects that aim to alleviate poverty, reduce gander discrimination ensure, education, project the environment and reach many other objectives that take Bangladesh one step closer to achieving every sustainable development goals.

Continue to Provide UNDP's Goal is to continue to provide the infrastructure and resources that are necessary to take SDG implementation to every corner of the country and ensure that every Bangladeshi citizens has a better life.

On 24 and 25 September 2019, heads of state and government gathered at the United Nations Headquarter in New York to follow up and comprehensively review progress in the implementation of the 2030 Agenda for sustainable development and the 17 Sustainable Development Goals (SDGs).

Bangladesh has achieved tremendous improvements in MDGs. The success in MDGs will provide some sort of inspiration to achieve SDGs. Already there are some improvements in several goals like removing poverty and others. Yet lot more work to do to cope up with the goals. Over the NEXT eleven years, it must be ensured that the country's economic growth remains sustainable and that it make equal social progress. There are many private organisations working towards SDGs and proper collaboration is needed to reach the goals sooner.

References:

1. undp.org
2. sustainabledevelopment.un.org
3. Planning Ministry of Bangladesh Govt.
4. General Economic Division

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Terrorism

"Terrorism is the threat to change political environment or impose power"

—Professor Jainkum.

Terrorism is one of the most denting emotive and controversial issues of the world today. It has appeared throughout the world as a severe threat to humanity and security. According to the speech of our Prime Minister Shaikh Hasina delivered in the 70th US general assembly to global challenges pose the greatest threat to the sustainability of human kind. Terrorism and Violent extremism and climate change. According to the global terrorism index (GTI) Bangladesh is also at the risk of higher level of terrorism.

"Terrorism will spill over if you don't speak up."

—Mallala Yousfzai

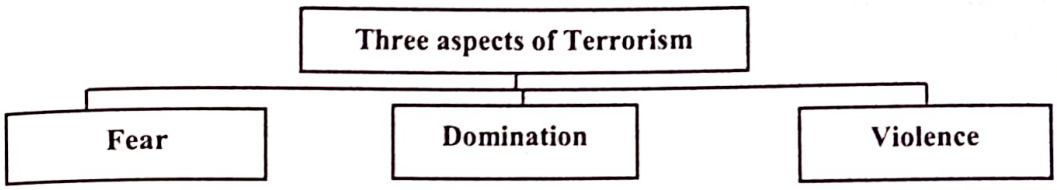

"Premeditated, politically motivated violence against innocents"

—USA national security agency

1. Reasons for Terrorism:

There are some specific factors and circumstances responsible for terrorism.

A. Socio-Economic Causes	B. Political Causes
1. Injustice 2. Illiteracy 3. Poverty 4. Food Integrity 5. Dissatisfaction	1. Non-Democratic set-up. 2. Improper government set up. 3. Absence of law and Failure of law endowment agencies.

2. History of terrorism:

The term terrorism dates from 1793-94 in fresh revolution but has taken an additional meaning in the country. Terrorism by radicals and by nationalist become widespread after world war II , Acts of terrorism brave been associated with Italian Red Brisaden, Irish Republican Army, Peru's shining path, SriLankan's LTTE Al-Qaueda Japan's Aum Shinriky.

After 9/11, 2001 Twin Tower attack terrorism word has been so widespread that leaders to call war on terrorism".

3. Types of terrorism:

According to the USA based National Advisory committee on criminal justice standards and Goals, there are six distinct types of terrorism. They are-

a. **Domestic Terrorism:** It defines any violent action initiated by an existing government to achieve a particular goal. Most often this goal involves a conflict within the country.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

b. **International terrorism:** (9/11 attack)
c. **Civil disorder:** It refers to a form of collective violence interfering with peace, security, and normal functioning of the community.
d. **Political Terrorism:** It is used by one political faction to intimidate another.
e. **Non Political Terrorism:** It is perpetrated by a group or groups for any other purpose rather than a political objective most after of an ideological nature.
f. **Quasi-Political Terrorism:** It refers to a violent act that utilizes the same methods terrorist employ, but does not have the same motivating factors. Also
g. **Limited Political Terrorism:** Its acts are to make a political or ideological statement. The Goal is not to overthrow the government, but to protest a governmental policy or action.
h. **Technological Terrorism (cyber-attack):** All the types' show the common traits of being violent acts that destroy property invoke fear and attempt to harm the lives of civilians.
i. **Physical terrorism** : 9/11, Rail station
j. **Left wing terrorism:** FARC, Columbia
k. **Right wing:** a Nazi legacy

4. Terrorism in the world:

Organization	Country
ISIS/ISIL	Iraq-Syria
Hezbollah	Lebanon
Boko-Haram	Nigeria
Taliban	Pakistan
Al-Qaeda	Afghanistan
Al-Shabab	Somalia
JMB	Bangladesh

4.1. Top most Terrorist Organizations:

1. **ISIS/Islamic state:** The dramatic rise of terrorist in Syria is indirect result of the Syrian civil war. Islamic state officially known as ISIL or ISIS. (Islamic state of Iraq, and Levant/Syria). Islamic state controls northern Parts of Iraq and the western parts of Syria. Within which it has formed its own government. ISIS is founded by Abu-Bakar-Al-Baghdedi. ISIS aspires to control the Levant region which includes Israel, Iraq, Jordan, Lebanon and Syria.

   ISIS: Establishment — 2013
   Capital —RAKA (Syria)
   Founder — Abu Bakar al Baghdadi
   Purpose — To establish Islamic state

2. **Boko Haram:** Boko Haram is a Nigerian based Terrorist group founded in 2002. Their Slogan is 'Western education is sin or Civilization is forbidden'. The boko haram is still fighting with the Nigerian Government in order to implement Islamic regime.

Boko Haram:

Established: 2002
Slogan: "Western education is sin"
Country: Nigeria
Abducted: 200 school girl (recently)

From 15th January 2015 to 15th July, 2016, they organized 2658 terrorist attack all over the world.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

3. **Al-Qaeda:** Al-Qaeda, the extremist Islamic Group, is one of the brutal terrorist groups in the world was founded by Osama bin-Laden in 1989. It is supposed that under his leadership the Al-Qaeda carried out the 9/11 attacks on US.

Al-Qaeda:

The "biggest brand" name of terrorism
Founded —1989
Founder — Osama Bin laden

4. **FARC:** The Marxist guerrilla Group. Revolution Armed Forces to Colombia-People's army (FARC) has been formed in 1960s.
5. **Taliban:** The Taliban is an Islamic fundamentalist political movement in Afghanistan. The Taliban formed a government from 1996 to 2001. With Kandahar as the Capital. Taliban is founded by Mohammed Omar in 1994.

4.2. Some recent terrorist attacks of the terrorist organizations:

1. **Srilanka attacks:** On 21 April 2019 three churches in Srilanka and three luxury hotels in the commercial capital Colombo were attacked by terrorist suicide bombings. 253 people were killed including at least 42 foreign nationsls and 3 police officers and at least 500 were injured.
2. **Christchurch Mosque shooting:** The Christchurch mosque shooting were two consecutive terrorist attacks at mosque in Christchurch, New Zealand, during Friday prayer on 16 March 2019. The attacks begat at the Al Noor mosque at 1.40 pm and at the line wood Islamic centre about 1.55 pm. The gunman live the first attack on Facebook live. The attacks killed 51 people and injured 40 Death.
3. **Mosul Attacks (01-06-2017):** Snipers opened fire on civilians in Zanjil neighbourhood, Mosul, Iraq, Death 163. Responsible Terrorist Organization: ISIL.

5. **Trends in Terrorism:** This is the third consecutive year that the number of deaths from terrorism has crossed that of previous years.

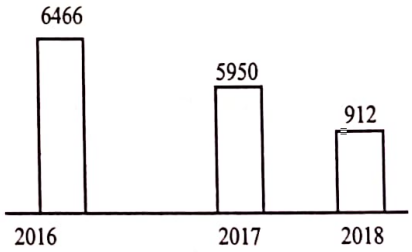

[Graph: Number of Terrorist deaths occurred in Iraq Nigeria and Pakistan.]

The lethality of terrorist attacks has declined as the operational capacity of groups like ISIL has fallen. Over the past three years 20% of terrorist attacks were unsuccessful in 2017, compared to just over 12% in 2014. For the past 20 years bombing and armed assets have been the most common form of terrorist attack every year. In 2017, 24 people were killed per attacks. Death tolls in Western Europe fell by 52%.

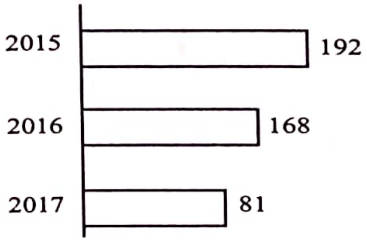

[Graph: Number of death took by terrorist attack in Western Europe.]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Some attacks by ISIS:

Date	Place	Death
10th, Nov, 2015	French	89
15th, July, 2016	Turkey	216
3rd July, 2016	Iraq	300
17 Feb, 2016	Istanbul	34
14 July, 2016	France	84

Dhaka attack aftermath:

Attack —Holy Artisan (Goshen)

Date —1st, July -2016

Operation — Operation thunderbolt

Death — 28 innocent people, 5 armed terrorist.

Arrest and charges: Between July and august 2016, 293 suspects were arrested from JMB, Huji and Ansarullah Bangla team and Hijbut Tahiri.

Country/Region	No. of Attack	Death
Europe and America	46	658
Rest World	2063	28031

6. Terrorism in Bangladesh:

"There world be no room for militancy and terrorism in Bangladesh"

— HPM Sheikh Hasina

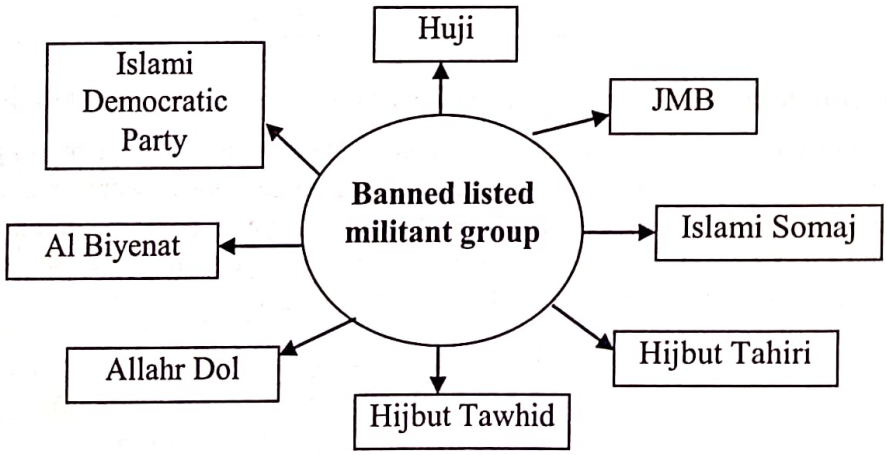

[Source: The Daily Star]

➤ **Major attacks and fatalism:**

From 2005 to 2018/1505 people are dead due to terrorist attack including civilians and terrorists.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Major Incident of Terrorist Violence

Year-2018 (Till May 27)

SL.	Date	Place (District)	Killed	Injured
1	January 12	Three JMIB Militants were killed when the RAB busted a hideout only 500 meters away from the PMO in Dhaka city. Two RAB Officials were injured as well. RAB recovered there suicide vests, two pistols, 14 IEDs and detonators, four containers of explosive gel and equipment to make IEDs form the from the militants had been staying in.	3	2
		Total	3	2

Year-2017

SL.	Date	Place (District)	Killed	Injured
1	March 16	Five persons, including a women and toddler, were killed in a police raid on a Neo-JMB den at a two-story building at Sitakunda in Chittagong District. An explosion injured two policemen. Police recovered 10 bombs, three suede vests and explosive substance possible to make 40 to 50 powerful bombs.	5	2
2	March 25	Three person killed and 43 others injured in a powerful bomb explosion on Sylhet-Fenchuganj road in Gutrtick area Sylhet District around 7.00pm. The deceased are Whidul Islam Opu, Kadim Shah-and Jannatul Fahim (18). Islamic Sate claimed responsibility for the bombing.	3	43
3	March 25	Three persons killed, including two policemen, were killed in a powerful bomb explosion bomb explosion at around 8:00 pm close to Atia Mahal in Sylhet Dristrit. The dead are Chowdhury Abu Mohammad Kaiser, an Inspector of Court Place in Sylhet, Monirul Islam, Inspector (Investigation) of Jalalabad Police Station and Shahidul Islam, a Businessman of Dariapara in Sylhet city. Islamic State claimed responsibility for the bombing.	3	0
4	March 30	Body parts of seven, including those of four children, two women and one man, were recovered from a Neo-JMB den at Nasirpur village in Moulvibazar District. Police said the militants may have blown themselves up to avoid arrest when SWAT and CTTC teams launched an assault codenamed "Operation Hit Back" on the den.	7	0
5	April 1	Security Forces, under Operation Maximus, stormed an Islamist militant hideout killing three militants (two males and a female) at Borohat in Moulvibazar District. Police suspect the "Militants" killed themselves by exploding bombs. Some powerful explosives, including IEDs, were also recovered and then defused inside the building.	3	0

Please join our Group: **BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]**

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

6	April 27	Four Neo-JMB militants holed up at a den in Shibnagar Trimohoni of Chapainawabganj District was killed as operation Eagle Hunt Concluded. Rafiqul Islam alias Abu was among the dead. Police said all the four persons were killed in suicide bomb explosions. Abu's pregnant wife Sumaiya Begaum and their six-year-old daughter Khadiza were rescued from the den. Police recovered IEDs, bombs and pistols from the den.	4	0
7	May 11	Five suspected militants and one fire-fighter were killed in a militant hideout in Benipur village of Rajshai District, Five militants, including Sazzad, his wife Beli, their sons Alamin, 30, and Soheb, 25, and daughter Karima, 18, died in the suicide bomb explosions. While fire-fighter Abdul Motin died when taken to Rajshi Medical College Hospital Shazzad's another daughter Sumiya and her two hildren have surrendered. Locals say they were all involved with the politic of Jel.	6	0
8	November 28	Three JMB militants below themselves up during an anti-terror operation by RAB at a remote char in Chapainawabganj District. Three IEDs, seven detonators, 12 packs of explosives gel and two pistols were recovered from the spot.	3	0
		Total	34	45

Year-2016

SL.	Date	Place (District)	Killed	Injured
1	March 14	Two Hizb-ut Tawhid cadres and a day labourer were killed in a clash between the villagers and cadres of Hizb-ut Tawhid over a dispute for construction of a mosque at Korpora village in Noakhali District. 50 people were also injured in the clash. 113 cadres of Hizb-ut Tawhid were arrested for the incident.	3	50
2	July 1	28 persons including 20 civilians, six militants and two Police officers were killed in a hostage crisis at Holey Artisan Bakery a Spanish restaurant at Dhaka City's Gulshan diplomatic zone. Joint Security Force rescued 13 people form the restaurant. Around 53 people were injured in an exchange of gunfire between Police and gunmen. One militant was arrested in the incident. IS claimed responsibility of the attack. A pistol used by terrorists, folded butt AK 22 rifle, IED, walkie-talkie set and a large number of locally made sharp weapons were recovered from the spot.	28	53
3	July 7	Four persons including two Policemen, a woman and militant were killed and 12 others were injured in a bomb blast near the Shaolakia Eid congregation in Kishorganj District.	4	12
4	July 26	Nine militants were killed during a special drive of the joint forces in Dhaka city's Kalyanpur area. One militant was arrested from the spot with bullet injuries. Another one escaped. The joint force recovered 13 (locally made grenades, around five kg gel, 19 detonators, four 7.62 mm pistols, seven magazines of 7.62 mm pistols, 22 bullets, three commando knives and 12 guerrilla knives and two black flags with Arabic letters.	9	1
		Total	44	116

[Source: South Asia Terrorism Portal]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

7. Terrorism Scenario in Bangladesh:

Terrorism has a lower impact in Bangladesh Then in the USA in 2017, according to a recently published report by Australian think tank institute of economics and peace.

The Report titled "Global Terrorism Index-2018" ranked Bangladesh as 25th in terms of the impact of terrorism in 2017.

As per the report Bangladesh dropped by four ranks as compared to 2016, meaning the country has had a lower impact from terrorism in 2017.

Terrorism index in Bangladesh decreased 5.70 in 2017 form 6.18 in 2016. Terrorism in Bangladesh Averaged 5.14 form 2002 until 2017. All time high was in 2015 with 6.48 and time low record was in 2012 with 4.10.

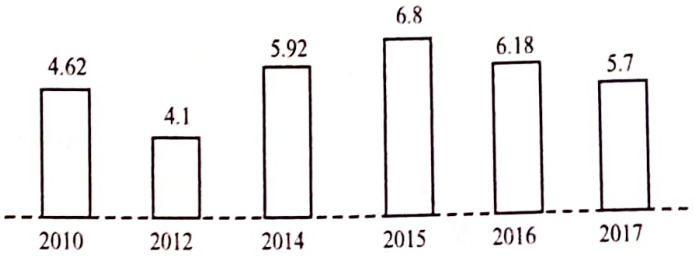

[Source: Institute for economics and Peace]

8. Reasons for terrorisms:

- ✓ Frustration
- ✓ Poverty
- ✓ Corrupt political parties
- ✓ Religious and racial fanaticism
- ✓ Unemployment
- ✓ Political unrest
- ✓ Plural confects
- ✓ Party conflicts

9. How to prevent terrorism:

- ✓ Poverty alleviation
- ✓ Eradications of political conflict
- ✓ Good governance
- ✓ Ensuring equal opportunities
- ✓ Ensuring rule of law
- ✓ Employment opportunities
- ✓ Elimination of tiny conflicts
- ✓ UN Should take the central role in every case.

10. Initiatives against terrorism:

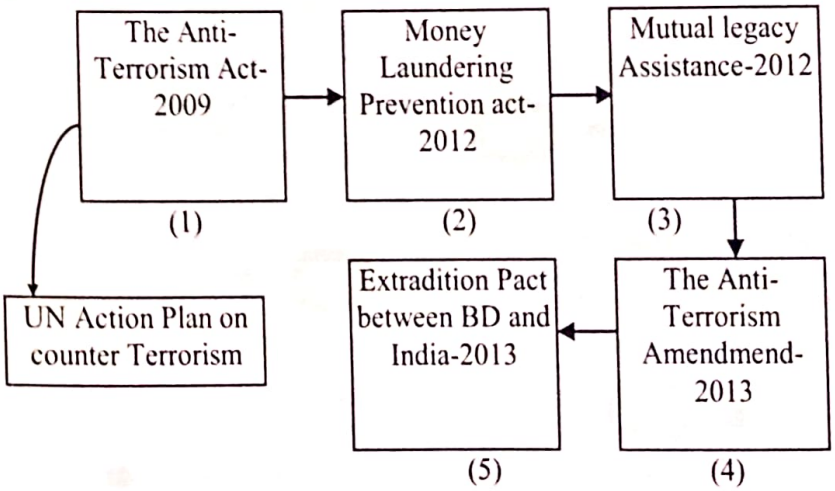

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

- In 2011, the government formulated counter terrorism unit and also formulated counter terrorism strategy.
- In August, 2011 Bangladesh acceded Palermo convening against transnational organized crimes.

➤ **Education against terrorism:**

In 2010, the government has formulated a strong anti-militancy education policy which highlights the need for reforming madrassa curriculum.

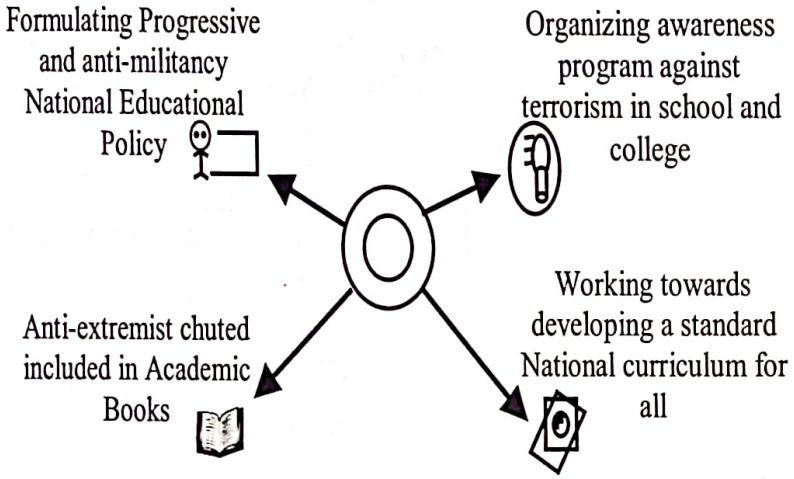

➤ **High level committee:**

In 2009, "National committee on militancy resistance and prevention" was founded communizing 17 members headed by prime minister.

National committee for intelligence coordication-8 members, headed by prime minister.

➤ **Social measures:**

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Global terrorist index:

Rank	Country	Score
1.	Iraq	9.4
2.	Afghanistan	9.4
3.	Nigeria	8.7
4.	Syria	8.3
5.	Pakistan	8.2
6.	Somalia	8.02
7.	India	7.6
8.	Yemen	7.5
9.	Egypt	7.3
10.	Libya	7.2

"Everyone's worried about stopping terrorism, well, there is really an easy way: stop participating in it."

—Noam Chomsky.

Terrorism is a disease, a menace, an evil and a crime against humanity. It destroys peace of mind as well as peace of society. The overall economic development of a country is hampered due to terrorism. The world communities are taking counter-terrorism progress to stop it. Bangladesh has already signed the UN Convention on terrorism. We hope that one day the world will be free from terrorism and people will be able to live in peace.

"Terrorism has no religion"—Vladimir Putin

References:

1. Counter terrorism and transnational crime unit.
2. South Asian terrorism portal
3. A report on Bangladesh: Countering terrorism and unlined Extremism.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Bangabandhu Satellite-1: a Leap into Space

"We launched Bangabandhu Satellite-1. With this launching, we've hoisted the Bangladesh flag in the space. The satellite will be a great addition to our information technology, heralding our entry into the Satellite Club of the world"

— Honorable PM Sheikh Hasina

A satellite doesn't necessarily have to be a tin can spinning through space. The word "satellite" is more general than that: it means a smaller, space-based object moving in a loop (an orbit) around a larger object. The Moon is a natural satellite of Earth, for example, because gravity locks it in orbit around our planet. The tin cans we think of as satellites are actually artificial (human-built) satellites that move in precisely calculated paths, circular or elliptical (oval), at various distances from Earth, usually well outside its atmosphere. The first communication satellite of Bangladesh is Bangabandhu-1. With the launch of Bangabandhu-1, Bangladesh became the 57th country in the world and fourth in South Asia-after India, Pakistan and Sri Lanka to have its own satellite in space.

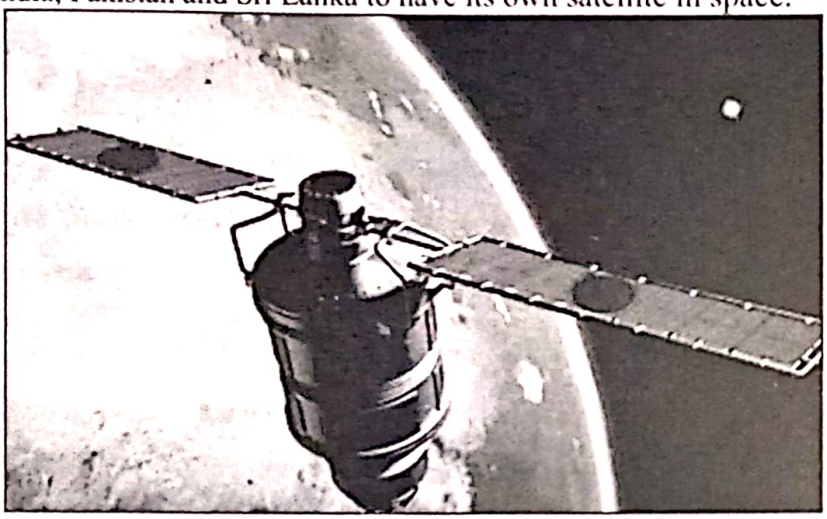

Image: Bangabondhu-1

1. Definition:

A satellite is a moon, planet or machine that orbits a planet or star. For example, Earth is a satellite because it orbits the sun. Likewise, the moon is a satellite because it orbits Earth. Usually, the word "Satellite" refers to a machine that is launched into space and moves around Earth or another body in space. Sputnik I was the first satellite in space. The Soviet Union launched it in 1957.

Earth and the moon are examples of natural satellites. Thousands of artificial or man-made satellites orbit Earth. Some take pictures of the planet that help meteorologists predict weather and track hurricanes. Some take pictures of other planets, the sun, black holes, dark matter or faraway galaxies. These pictures help scientists better understand the solar system and universe.

Still other satellites are used mainly for communications, such as beaming TV signals and phone calls around the world. A group of more than 20 satellites make up the Global Positioning System, or GPS. If you have a GPS receiver, these satellites can help figure out your exact location.

2. Parts of a Satellite:

Satellites come in many shapes and sizes. But most have at least ***two parts*** in common-

1) an antenna and

2) a power source

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

The antenna sends and receives information, other to and from Earth. The power source can be a solar panel or battery. Solar panels make power by turning sunlight into electricity.

Many NASA Satellites carry cameras and scientific sensor. Sometimes these instruments point toward Earth to gather information about its land, air and water. Other times they face toward space to collect data form the solar system and universe.

3. Types of a Satellite:

Most satellites are launched into space on rockets. A satellite orbits Earth when its speed is balanced by the pull of Earth's gravity. Without this balance, the satellite would fly in a straight line off into space or fail back to Earth. Satellites orbit Earth at different heights, different speeds and along different paths.

The two most common types of orbits are-

1) Geostationary and

2) Polar

3.1. Geostationary satellite: A geostationary satellite travels from west to east over the equator. It moves in the same direction and at the same rate Earth is spinning. From Earth, a geostationary satellite looks like it is standing still since it is always above the same location.

3.2. Polar-orbiting satellites: Polar-orbiting satellites travel in a north-south direction from pole to pole. As Earth spins underneath, these satellites can scan the entire glove, one strip at a time.

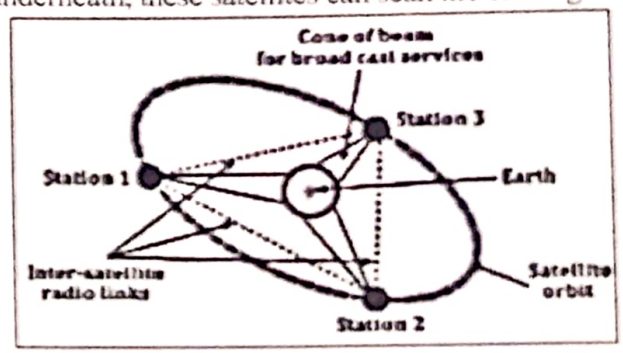

Figure: A Geostationary Satellite

On the basis of use/role satellites can further be classified in different kinds:

- **Weather satellites:** These type of satellites help meteorologists predict the weather or see what's happening at the moment. The Geostationary Operational Environmental Satellite (GOES) is a good example. These satellites generally contain cameras that can return photos of Earth's weather, either from fixed geostationary positions or from polar orbits.
- **Communication satellites:** Communication satellites allow telephone and data conversations to be relayed through the satellites. Typical communications satellites include Telstar and Intelsat. The most important feature of a communications satellite is the transponder -- a radio that receives a conversation at one frequency and then amplifies it and retransmits it back to Earth on another frequency. A satellite normally contains hundreds or thousands of transponders. Communication satellites are usually geosynchronous (more on that later).
- **Broadcast satellites:** They are used to broadcast television signals from one point to another (similar to communication satellites).
- **Scientific satellites:** Scientific satellites, like the Hubble Space Telescope, perform all sorts of scientific missions. They look at everything from sunspots to gamma rays.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

- **Navigational satellites:** These type of satellites help ships and planes navigate. The most famous are the GPS NAVSTAR satellites.
- **Rescue satellites:** They respond to radio distress signals.
- **Earth observation satellites:** These satellites are used to check the planet for changes in everything from temperature to forestation to ice-sheet coverage. The most famous are the Landsat series.
- **Military satellites:** Military satellites are up there, but much of the actual application information remains secret. Applications may include relaying encrypted communication, nuclear monitoring, observing enemy movements, early warning of missile launches, eavesdropping on terrestrial radio links, radar imaging and photography (using what are essentially large telescopes that take pictures of militarily interesting areas).

4. Background:

Bangladesh began its venture into space in 2008 when Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission sought allocation of orbital slot 102 east from the International Telecommunication Union for launching its own satellite. But about 20 countries filed a large number of complaints saying that the allocation of that particular slot to Bangladesh would hurt business with their existing satellites. The BTRC in 2013 negotiated with the Russian-Intersputnik and rented the 119.1 east orbital slot for Tk. 221 Crore for 15 years. Bangladesh will be able to send three more satellites to the same slot. Bangladesh has also south allocation for 69° east and 135° east. The BTRC in November, 2015, signed a deal with French company Thales Alenia Space to build the satellite within December 16, 2017. Initially, the launch was scheduled for Victory Day 2017. However, it was postponed until March this year after Hurricane Irma and subsequent floods hit Florida, said officials concerned. The launch had been delayed eight times. Brac University has a Nano satellite in orbit having name Onnesha.

5. Launch:

The falcon-9 rocket of SpaceX propelled the satellite into space at 2:14am Bangladesh time on 12 May 2018, from Cape Canaveral, Florida. Minutes after the launch, the rocket went through Max-Q, which according to SapaceX is the time the rocket is pushing against the atmosphere the hardest. The launch process has two phases. The first is the Launch and Early Orbit Phase which will take 10 days and the second phase is Satellite in Orbit that takes 20 days. The first stage of the rocket separated moments later and the second stage took over to send the satellite hundreds of kilometers above the earth's surface. Around 28 and a half minutes after liftoff, the second stage cut off engines at over 34,000kmph. Around 33 minutes after liftoff, the satellite was detached form the second stage and Bangabandhu-1 was on its way to its new home at 119.1 degree east. "The 3.7-tonne satellite will travel vertically 36,000km up from the launch pad before making adjustments for orbit and it will take 10 days to do

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

that" Mezbahuzzaman said. Once the satellite becomes active at its orbital slot, it will be controlled form three stations in the US, Italy, and South Korea for about a month. It will be controlled and maintained form ground stations in Gazipur and Rangamati later on. In a massage after launch. Prime Minister Sheikh Hasina said. "With this we entered a new ear". She thanked the satellite thanked Russia for rating its orbital slot to Bangladesh. The State Minister for ICT Zunaid Ahmed Palak said. "Digital Bangladesh started off with a set of promises and dreams around nine years ago. And with the launch of our first ever communication satellite, we have moved much closer in realizing yet another dream and fulfilling yet another promise."

6. Uplinks and Downlinks:

If you want to send something like a TV broadcast from one side of Earth to the other, there are three stages involved. First, there's the uplink, where data is beamed up to the satellite from a ground station on Earth. Next, the satellite processes the data using a number of onboard transponders (radio receivers, amplifiers, and transmitters). These boost the incoming signals and change their frequency, so incoming signals don't get confused with outgoing ones. Different transponders in the same satellite are used to handle different TV stations carried on different frequencies. Finally, there's the downlink, where data is sent back down to another ground station elsewhere on Earth. Although there's usually just a single uplink, there may be millions of downlinks, for example, if many people are receiving the same satellite TV signal at once. While a communication satellite might relay a signal between one sender and receiver (fired up into space and back down again, with one uplink and one downlink), satellite broadcasts typically involve one or more uplinks (for one or more TV channels) and multiple downlinks (to ground stations or individual satellite TV subscribers).

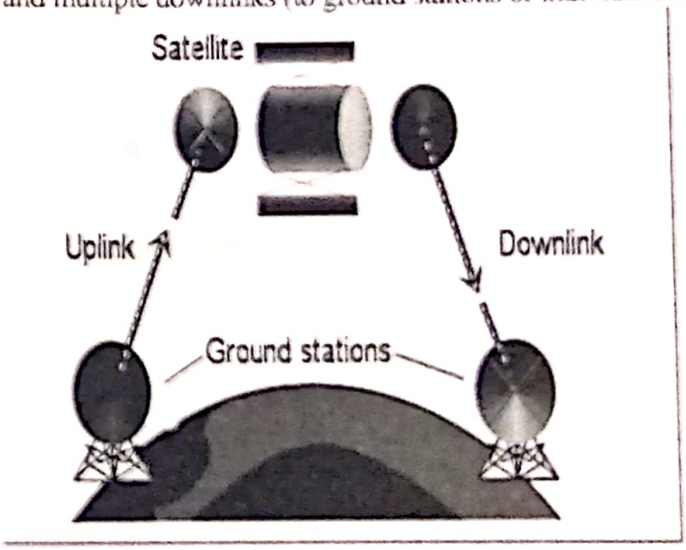

Figure: Uplink and Downlink of a Satellite

Satellites are like any other vehicle in as much as they have two main parts: the generic vehicle itself and the specific thing it carries (the payload) to do its unique job. The "vehicle" part of a satellite is called the bus, and it includes the outer case, the solar panels and batteries that provide power, telemetry (a remote-controlled system that sends monitoring data from the satellite to Earth and operational commands back in the other direction), rocket thrusters to keep it in position, and reflective materials or other systems (heat pipes) to protect it from solar radiation and dissipate heat. The payload might include transponders for a communication satellite, computers and atomic clocks to generate time signals for a navigation satellite, cameras and computers to images back to digital data for a photographic satellite, and so on.

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

7. Benefits:

Talking about the benefits of the satellite, project officials said it would immensely contribute to the digital advancement of the country. Currently, Bangladesh meets its demand for satellite connectivity by renting bandwidth from foreign operators, which costs the country about $14 million a year. Bangabandhu-1 could save the foreign currency and its unused capacity could also be rented to other nations.

- Sate owned Bangladesh Communication Satellite Company Ltd. will operate the business of the Bangabandhu-1 and has already started the process of renting out capacity to Indonesia and the Philippines. ".....Our main target is to sell the capacity to Indonesia and the Philippines," said Md. Saiful Isalm, managing director of the company. Two other countries also are on the list of prospective buyers, said Saiful, also the additional secretary of the telecommunications ministry. The satellite will mostly cover South Asian countries and Indonesia, the Philippines, Myanmar, Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkestan and a part of Kazakhstan.
- Bangabandhu-1, which costs Tk. 2,765.66 crore, is expected to reduce dependence of our TV channels on foreign owned satellites for their broadcasting services. There are also opportunities to earn foreign currency. 26 ku band and 14 C band and a number of them will be used for broadcasting TV channels.
- The country's remote parts- haors, hilly parts, coastal areas and deep-sea zones will get internet service from the satellite. It will also be helpful in distance learning and telemedicine services, said officials concerned.
- "There are more than 750 union parishads in the country with no internet connectivity and we want to ensure broadband internet with this satellite there." said ICT Minister Mustafa Jabbar over the phone on Wednesday.
- It could provide the nation with dedicated emergency telecommunication services during natural disasters if all other services go offline, Jabbar said, adding, "And this will be the major part of the satellite's benefit."
- Bangabandhu-1 will also be a crucial tool for surveillance and ensuring national security and will be a huge stride towards digitization, he said, "There is no doubt that this is the most sophisticated project in the country's history."

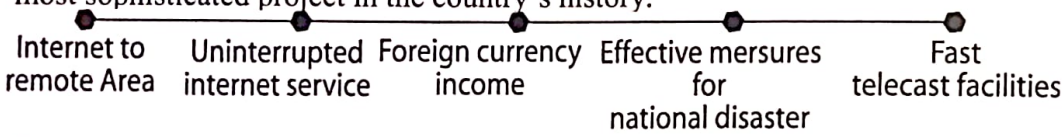

8. Challenges:

Once the satellite will set in the 119.1° E, it will be controlled form the ground stations and the duration of the satellite is 15 years. We have to increase our capability to take the control of ourselves. Some of the challenges are:

- To ensure greater involvement from the skilled, intellectuals and technical officials of your country.
- To increase our self-capability to take the control of ourselves.
- To make up the project cost by renting orbital slot to neighboring countries.
- Within the project duration we have to plan to launch another satellite in future.
- To take effective plan how we can deploy the satellite for DTH, TV broadcasting, disaster alert and commercial purpose.

The Bangabandhu-1 Satellite can truly user our Digital Bangladesh dream. For this we need to have a capable team and fast creation of appropriately trained manpower to take full advantage of it.We must take advantage of this window of opportunity to the best of our ability. HPM Sheikh Hasina rightly claimed:

"The satellite will not only be used for entertainment. We will use it in many ways. We can use it for education, entertainment, medical care and even to gather information on natural disasters."

References:

1. Nasa website (www.nasa.gov)
2. Bangladesh Communication Satellite Company Limited Website (www.bcscl.com.bd)

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)

"We can see an industrial revolution lying ahead as a result of the expansion of information and communication technology."

—PM Sheikh Hasina

Bangladesh has been witnessing impressive growth and development Since 2009. The country aspires to reach an upper-middle income status by its 50th birthday in 2021. To achieve the upper-middle income goal, the government has devised the "Perspective plan of Bangladesh (2010-2021); Making Vision 2021 a Reality"- which envisions a nation with high quality living standard, free of poverty and hunger. Through the perspective plan 2021, Bangladesh has breaking records in –

- Earning remittance,
- Attracting foreign direct investment and
- Pilling up foreign exchange reserves.

The country is also implementing the numerous fast track development mega-projects, which are mend to transform the economy. One of the key tools for achieving Vision 2021 was the earmarking of the **'Digital Bangladesh'** policy, the brainchild of Prime Minister Sheikh Hasina and her ICT Affairs Adviser Sajeeb Wazed, to utilize ICT (Information and Communication Technology) as a tool for development and governance in vital sectors. The aim was to transform Bangladesh into a technologically advanced nation by 2021. driven by internet connectivity, mobile phone usage, and the use of ICT in education and accessibility of public services. In short-

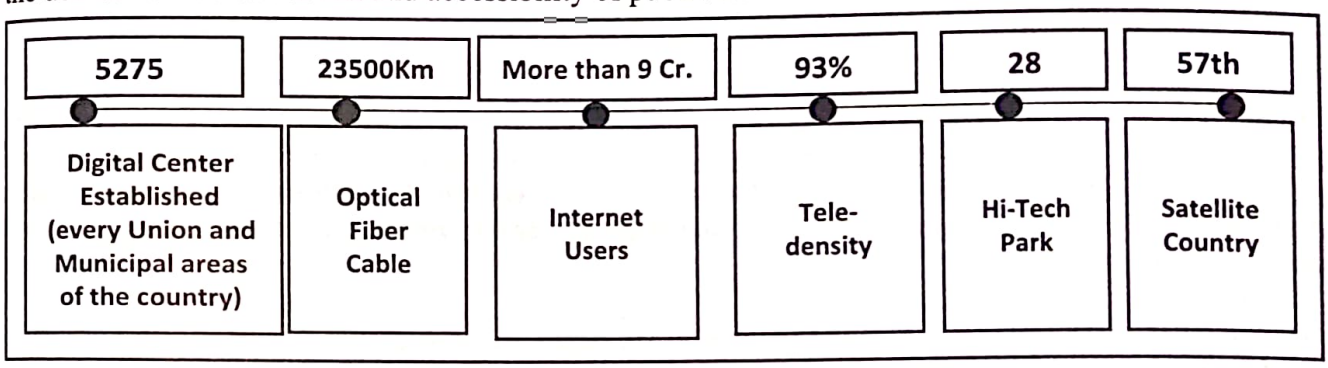

1. ICT Visionaries

- In the last nine years, owing to the fantastic work done by Prime Minister Sheikh Hasina and her ICT Affairs Advisor Sajeeb Wazed, several international awards and recognition for ICT have been won by the country.
- Until over a decade ago, even in 2007. Bangladesh did not feature on the world map as ICT potential country. All that changed, when Prime Minister Sheikh Hasina, with the help of her ICT affairs advisor Sajeeb Wazed, unveiled the Awami League's 'Digital Bangladesh' strategy in 2008. The plan was to transform Bangladesh into a technologically advanced nation by the year 2021.
- For the first time such an ambitious vision was incorporated into the electoral manifesto of any political party.

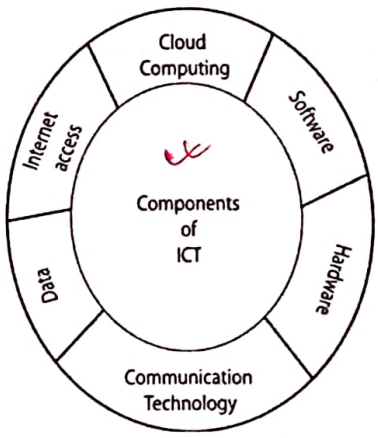

Feel free to join our Group: **BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]**

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

2. ICT sector: A new driver of economic growth

- Around 1.3 million ICT professional, along with, 10,000 ICT entrepreneurs, have become self-reliant, helping the country earn some $300 million since the inception of Digital Bangladesh policy. Given the quick progress of the ICT sector.
- Bangladesh is emerging as a hub for ICT outsourcing the total size of the ICT market in Bangladesh was merely $26 million in 2008. Today, the market size has grown to a remarkable $1 Billion.
- Software industry contributes more than 1 percent in GDP of BD.
- The ICT sector in Bangladesh has grown by 40 percent annually since 2010.- (UNCTAD's assessment).

3. Export earnings from ICT sector

Bangladesh had exported software and ICT services worth of more than 1 billion dollar or Taka 8,500 crore in 2018. Bangladesh Association of Software and Information Services (BASIS) and some other software institutions confirmed it.

Earlier in 2017 according to government information Bangladesh exported software worth of 800 million dollar.

Telecommunication and ICT Minister Mostofa Jabber told-

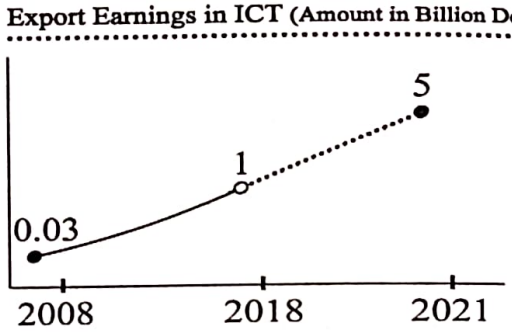

Source: ictd.gov.bd

"Previously there was a negative perception regarding us. But now we turned this negative perception into a positive one. No one ever thought that our software export would reach to one billion dollar. Still no one won't believe that it will soon reach to five billion dollar. Bangladesh now can dream and can show dream and most importantly can turn it into reality. And its credit goes to young generation."

Minister added-

"ICT export of Bangladesh is not just limited in software. Bangladesh is also advancing in hardware."

4. ICT for Inclusive Public Services

4.1. National Helpdesk:

- 999 Emergency Helpline is fully-functional
- 1.3 million Calls responded
- 60 calls per minute response capacity
- 321 police stations have 999 sets

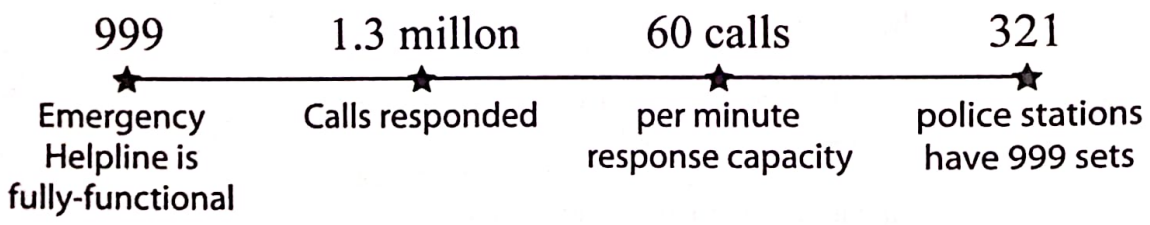

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

4.2. Digital Centers:

- 5,275 Digital Centers
- 200 Types of Services
- 4 Million Monthly Users
- US$ 0.6 Million Monthly income

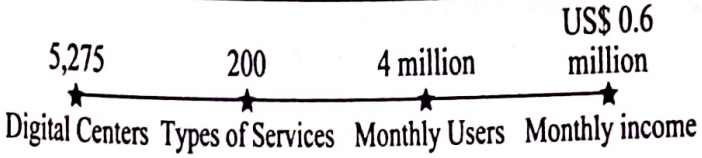

4.3. Post e-Centers:

The government, apart from digitizing the postal service, has also embarked on a project to transform 8,500 post offices, from across the nation, into e-centers for speeding IT services to the rural people. Of the 8,500, 8,000 post offices are at the union level. While the rest are from sub-district level. To test the efficacy of the project, e-services were first provided from 2,500 post offices on a trial basis. Under the post e-Center for Rural community project. These centers are provided rural people with the opportunity to-

- browse the internet,
- transfer remittance,
- check academic results,
- fill up application forms, and
- gather information about agriculture, education and health.

4.4. 333 Call Center:

- Bangladesh government's digital service innovation wing 'a2i' established the 333 Call center to provide citizens with information on procedures for receiving public services.
- 333 started its journey with the motto "Government information and services, anytime". Locals can 24/7 dial 333 and NRBs can dial to 09666789333 to receive information.

4.5. Bangladesh National Portal:

- 25000 websites
- 2 Million Contents for Users

25000 websites	2 Million Contents for Users

Bangladesh Government's special programme 'Access to information (a2i)' has developed a single platform, the National Web Portal (www.bangladesh.gov.bd), with 235 government E-services including-

- Passport /visa application,
- online jobs & admission application, recruitment,
- police clearance,
- utility bills,
- income tax and ticket booking.

5. ICT are creating new jobs:

"ICT sector had created 10 lakh jobs in the last ten years. Total employment in the ICT sector would reach 20 lakh by the year 2021."

– Zunaid Ahmed Palak State Minister of ICT

The ICT sector is natural fit in the country's development goal to create jobs for the 110 million Bangladeshi under the age of 35 in a country of 160 million.

6. Bangladesh Enters Space Era:

- A noteworthy advancement in the science and technology sector, is the launch of Bangabandhu-1-Bangladesh's geostationary communications and broadcasting satellite. With the launching of the country's first satellite, the country has entered the space age on 11th May, 2018 (US Standard Time).
- This publication maps the journey of 'Digital Bangladesh' since its inception, especially in terms of its impact in enabling the people.

Feel free to join our Group: **BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]**

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Bangabandhu-1 Satalite:

- Satellite build by Thales Alania splay
- Launched on 11th may (USA time)
- Kennedy space Centre Florida
- Orbital slot 119.1 degree east
- South Asia, Middle East Asia, Indonesia & Philippine

Benefits of Bangabandhu-1 Satellite:

- Internet to remote Area
- Uninterrupted internet service
- Foreign currency income
- Effective mersures for national disaster
- Fast telecast facilities

7. Effects of ICT on Education:

The present ruling government has already worked vastly in every wings of education in the mood of ICT oriented and patterns such as-

- ✓ multimedia classroom have been started in 4500 primary schools and 3300 secondary, higher level institutions.
- ✓ 2 lakhs teachers are engaged with this system and 7.5 million students are getting better classroom performance of teaching-learning techniques.
- ✓ About 20,000 computers labs have been set up, 1700 computers have already been supplied to the institution and many teachers have been given foreign training on ITC.

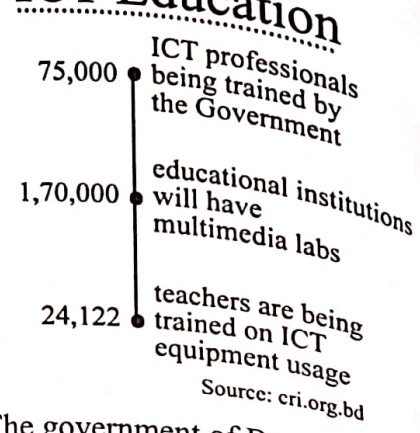

8. Digital Connectivity

On 19 February 2018, Bangladesh started the 4G network service. The government of Bangladesh is now planning to deploy 5G at the spring of 2019.

8.1. Internet Users:

"Bangladesh to be the 10th largest internet using country by 2020"

—Group special Mobile Association (GSMA).

The number of internet users in Bangladesh has grown at an astonishing rate. In 2006, there were only 1.5 million internet users in the country. Today, that number has gone up to almost 94.5 million.

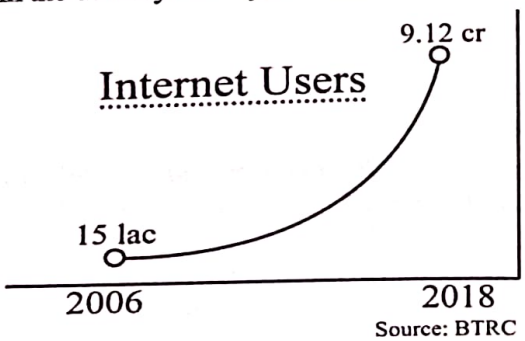

8.2. Second Submarine Cable:

- Since September 2017, Bangladesh has been hooked into to the SEA-MEA-WE 5 optical fiber submarine communication cable system, the second submarine cable to ensure uninterrupted internet connectivity for Bangladesh.
- According to the project paper, the 25,000 kilometer cables are installed under sea from Singpore to Bangladesh at a cost of US$ 84.7 million

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

8.3. Regional Connectivity:

Bangladesh has installed 58km-long fiber optic cable line from panchagarh to Banglabandha.

9. Mobile Technology:

Wireless Bradband Network connectivity (4G, LTE) for Digital Bangladesh.

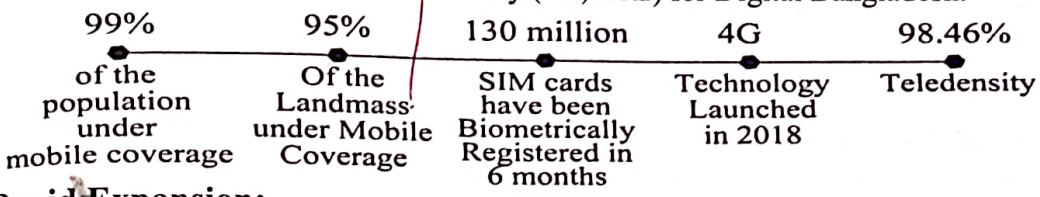

10. Rapid Expansion:

By 2020, the ICT outsourcing industry income is projected to be $5 billion.

Owing to robust measures to equip the young workforce with soft skill trainings. The country has seen a rapid rise in the outsourcing landscape. Various international ratings put Bangladesh in the league of top ten destinations for tech outsourcing around the globe.

11. Large Scale Projects:

In alignment with the national growth strategy, construction of various large-scale infrastructure projects is thoroughly underway. To ensure world class IT infrastructure in Bangladesh, the government has planned to establish a high-tech park, an IT park and a software technology park in every district. The government has already implemented or initiated a number of large scale projects.

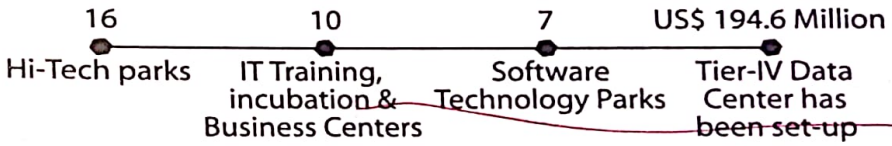

11.1. Others projects:

- ✓ The government is constructing an 'Electronic City' on 163 acres of land in Sylhet's Companyganj.
- ✓ The Electronic City is being realized on a public-private-partnership (PPP) model, and once completed, the project will create some 45,000 jobs.
- ✓ The government also plans to set up a 'Silicon City' in Rajshahi, and an IT Village in Mohakhali, Dhaka.
- ✓ An academy to provide assistance to the IT innovators and business entrepreneurs will also be established.

11.2. Incentives for investors in Digital Bangladesh:

1. 12 years of tax exemption for developers.
2. 100% profit repatriation for foreign ownership.
3. 10 years tax exemption for IT/ITES companies.
4. Duty free import of capital machineries.
5. No VAT on e-commerce.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

12. Use of ICT in good Governance:

In order to ensure that the benefits of digitization reach all quarters of the country, a number of initiatives have been taken to digitally equip the administration and civil service. Till date, 24,907 tablet PCs have been distributed among government officials.

The government has built a network of internet protocol telephony by public offices to ensure better communication. A special mobile application has been built to be used by Government officials to communicate.

13. Digital Bangladesh in Government Plans:

Bangladesh Perspective Plan (2010-2021) and vision 2021:

As per the promises in the election manifestos of 2014 and 2018, strengthening the ICT sector is a priority to achieve a "Digital Bangladesh". The chapter 7 of the Bangladesh Perspective Plan (2010-2021) titled "Digital Bangladesh within 2021' highlights the significance or increased productivity of every sector for rapid growth. The Perspective Plan 2021 focuses on research and technology to ensure rapid growth. Bangladesh can adopt new technologies that are reshaping the world by emphasizing on 'Knowledge Economy'.

The Vision 2021 is based on the idea of Digital Bangladesh. It envisions that using ICT-based governance, enhanced Public service and skilled human resource development can ensure a poverty-free middle income Bangladesh.

"The Perspective plan 2041 has several nations to realize the Digital Bangladesh aspirations."

13.1. Knowledge Economy:

The government will create an economy where the production of goods and services are based on knowledge-intensive activities. In this economy, the workers and the industries will continually learn and increase their skills and expertise to foster innovation.

13.2. ICT in National Development:

ICT in National Development Science and technology is not only transforming people's lives, but also regulating global changes. It is reflected in the National Science and Technology Plan 2011. The main objectives of the Plan are:

- More science and tech institute will be established
- Increasing share of research and development in GDP
- Increasing Productivity in every sector of the economy including small and medium industries
- Inclusion of ICT in education and research
- Encouraging ICT education and innovation

13.3. The software Market:

Government will ensure enhanced software development through proper assistance and training programs. Similar to the Indian success story. Bangladesh is set to make a mark in the global software industry.

To be Achieved by 2021	To be Achieved by 2025
• 100% teledensity • 65% Internet penetration • 50% people will have fixed-broadband • 4,553 unions to have optical fiber connectivity	• Increased internet penetration to 90% of the population • Reaching broadband facilities to 60% • 50% residences and organizations to have optical fiber connectivity

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

13.4. Budget allocation for ICT Sector:

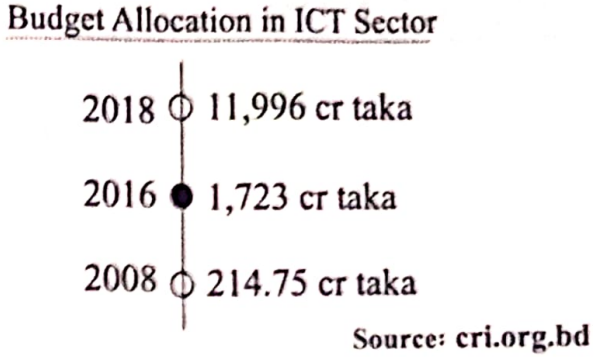

Source: cri.org.bd

14. Awards for Digital Bangladesh

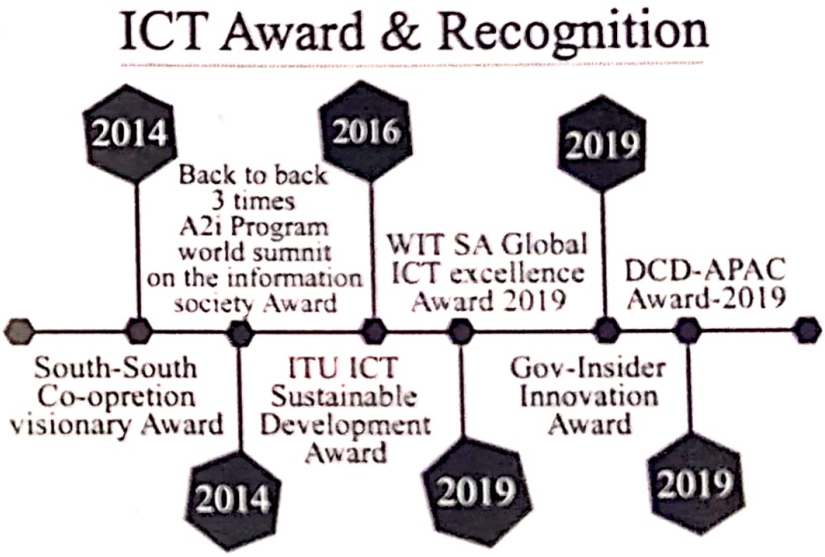

In the world of globalization and open market economy, we will not be able to survive without the development of the information technology. Because information technology is controlling the development of the world. So we must put sufficient effort to run in the super highway of the communication.

"Now is the time to talk about the 4th industrial revolution, because fast-changing technology is bringing vast differences in human lives."

—Sajeeb Wazed Joy
(the prime minister's Information and Communication Technology (ICT) Affairs adviser)

Reference:

1. cri.org.bd
2. BASIS
3. ictd.gov.bd
4. Economic Review-2019

Feel free to join our Group: **BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]**

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Delta Plan-2100

"The government has declared the Delta Plan 2100 as a long-term strategy to prevent floods and soil erosion, manage rivers and wastes, and supply water throughout the century."

— HPM Sheikh Hasina

A delta is a geo-morphological area largely defined by its low lying surface form and location in landscape and costal area that forms at the mouth of river. Deltas from depostion build a dynamic, geographic, ecological and social pattern of the delta and its features. The most expansive defination of the delta is the Bangladesh delta that includes all districts that face various natural hazards owing to the deltaic formation of Bangladesh and its related interface with the vast river networks, the Bay of Bengal and climate change. She is the larget delta of the world. One third of its total area is located in such a crucial geological position that various natural disasters predominately floods, river erosion, landslide, drought, cyclone, tidal-wave frequently pay a visit to its apoplexies. For Bangladesh, delta plan is a visionary project by which Bangladesh will get relief from unwanted climate disorders.

1. Perspective:

Bangladesh is the largest delta of the world. Its rivers and floodplains make up 80% of the country and support life, livelihoods and the economy. Bangladesh is a rapidly developing country envisoning to become a middle-income country in 2021. The country faces major inter-related delta challenges in water safety, food security and socio-economic development and is prone to natural calamities such as floods, cyclones and droughts. There is already high pressure on the available land and water, resources in the delta.

The government would spend $37 billion by 2030 for ensuring food and water security and fighting disasters, according to a draft of the Delta Plan 2100.The government of Bangladesh, in cooperation with the government of the Netherlands, aims to create the Bangladesh Delta Plan 2100. The Delta Plan will integrate planning from delta-related sectors and from all across the country to come to a long-term holistic and integrated plan for the Bangladesh Delta. The Delta Plan will be grounded in a long-term, vision of the Delta's future.

This long-term vision, combined with the use of scenarios, allows planning to be adaptive and dynamic by constantly taking into account uncertainties in future developments in climate change, socio-economic development, population growth and regional cooperation. The Delta Plan aims to provide the foundation for permanent delta governance in Bangladesh through the outlining of a Delta Framework.

2. Delta plan-2100 Inititions:

- ⇒ The Delta Plan is the initiative of General Economics Division (GED) of Bangladesh Planning Commission with financial and technical assistance of Netherlands.
- ⇒ **Official name:** "Bangladesh Delta Plan-2100 Implementation Project"
- ⇒ **Supported by:** Government of the Kingdom of the Netherlands
- ⇒ **Technical assistance:** Dutch-Bangladeshi BanDuDeltAS consortium and Bangladesh Policy Research Institute
- ⇒ MOUs was done is 16 June, 2015.
- ⇒ Final approbation by National Economic Council was done on 04 September, 2018.
- ⇒ **Main goal:** "Adaptation with Climate change".
- ⇒ Through this plan, Bangladesh GDP growth will rise to 10%.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

3. Motives of Delta Plan 2100:

Some conspicuous motives are following:

- The final and foremost aspiration of (Delta) this long-term planning is to integrate entire deveolpment sectors in a strategic master plan.
- Securing water resources and food safety.
- Giving focus on climate change issues such as temperature rising, erratic rainfall pattern, sea level rise, flood etc.
- Identifying risky region for sorting out onerous task.
- To ascertian sustainable development growth combinig with agriculture, industry and environment sectors.
- River management water logging banishment and land recovery.

4. Reason to adopt Delta plan-2018:

The father of the nation Bangabandhu Sheikh Mujbur Rahman told his daughters during his Russia visit in seventh decade-

"If you get time, visit Netherlands because it is a riverland like ours."

Then Prime Minister Sheikh Hasina made several visit to Netherlands following his advice to gather experience which motivated her to adopt Delta plan-2100.

Ohter reasons:

Due to excessive water flow in rainy season and lack of adequate water in dry season, agricultural productions are getting hampered to a great extent. This is another main reason to adopt this policy.

- Challenges of climate change.
- Country's flood problem, river erison and water logging etc to prevent.

5. Importance of Delta Plan:

The present Awami League government came into power by focusing on four issues in its memorandum of Eleventh National Parliament Election. Those issues were-

a) Delta Plan
b) Blue Economy
c) Empowering the women and young generation
d) Zero tolerance against corruption

So, successful implementation of Delta Plan-2100 is a matter of promise and high priority to the government.

6. Strata of Implementing the Project:

According to GED, this project will be materialized in three phase –

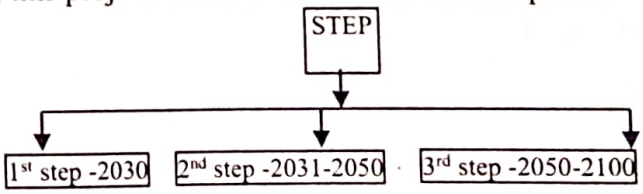

- **1st step-2030** : It will cost upto 2, 97,827 crore taka. Under it, there are 80 projects.
- **2nd step- 2031 to 2050** : After sewing up first step, second step will be inagurated.
- **3rd step: 2051-2100** : The project will have been aborted within next hundred years in a sequential manner.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

7. Cost of project implementation: (1st Step)

- 2, 97,827 crore taka will be needed to implement "Delta Plan-2100" up to 2030 plan. And for this, a "Delta Fund" will be formulated.
- A fund equivalent to 2.5% of total expenditure will be formed to shape the plan. Here 80% money will come from government fund and 20% will come from non-government fund.
- The amount of money of 2.5% of every year's GDPs will be needed to materialize the plan and 296 billion dollar will also be required through investment by 2030 in every year.
- According to the planning minister, the possible sources of "Delta Fund" which will be formulated to implement "Delta plan 2100" are-
  - Bangladesh Government
  - Development Partner
  - Green Climate Fund
  - Public Private Partnership (PPP)
- "Beneficiary pay principal" will be followed for 'cost recover of Delta Plan.

8. Steps taken for Delta Plan:

Meanwhile, Bangladesh government has started working to implement "Delta Plan-2100". Government has taken some initiatives to shape 1st step (2018-2030) of the paln. 80 pojects have been taken for it. If those projects are completed successfully within 2030, it will increase our GDP growth to 10% by an increase of 1.5%

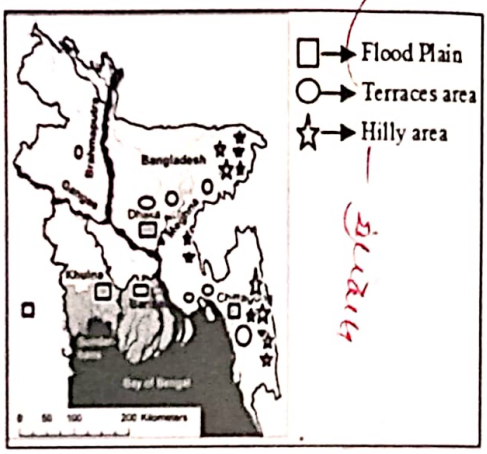

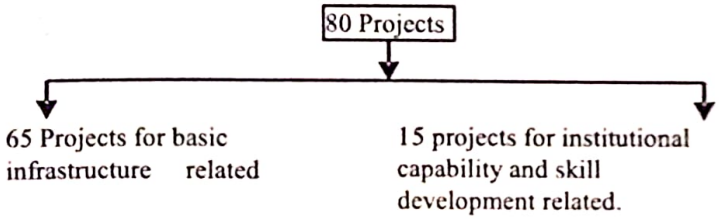

9. Expenditure Sectors:

The first 65 basic infrastructure related projects are catagorized under six hotspots and the last 15 projects of capability and skill development catagorized under cross-cutting area. Details are given below-

Areas Name	No. of Projects	Amount (Crore)
Costal region	23	88,436
"Barandra" and drought prone area	9	16,314
Haor and sudden flood prone area	6	2798
Montane chottogram	8	5986
River and estuary areas	7	48,261
Urban area	12	67,152
Cross-cutting area	15	68,880
Total	**80**	**2,97,827**

[Source: National Economic Council report-2018]

10. Delta Plan-2100 Hotspot:

Determined by the risk of this long-term plan, six climacteric hotspots have been figured out which are –

1. Costal area.
2. Barendra and drought prone area.
3. Haor and sudden susceptible flood affected area.
4. Hilly area.
5. River and esturay and
6. Urban area.

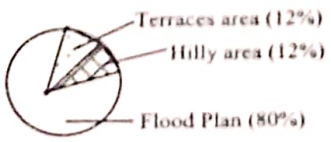

Fig: Geographic areas (%)

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

11. Convenences:

- Decreasing some natural calamities like flood, river erosion etc.
- Mininizing salinity of soil in the costal belt of the country.
- Proliferating agricultural production and food secruity.
- Enhancing drinking water supply.
- Proliferating agricultral production and food secruity.
- Enhancing drinking water supply.
- Widening the range of water flow in the different rivers.
- Adaption of pwoer will be soared high to reconciliate with climate change.
- Increasing economic development or GDP growth.
- Enhancing development process of the country.

12. Challenges towards Delta project:

12.1. Fair implementation of the project: Gurgantuan challenges may rise on the account of fact that it is a long term scheme that gives the impression of being flinty to implement it felicitonusly and as per errorless direction.

12.2. Funding: Adequate funding if not possible, the venture may accost whopping commination to materialize it.

12.3. Debiliated infrastructure: This sort of mega project necessitates robust infrustructure which is too arduous for any developing country like Bangladesh to concoct.

12.4. Political stability: Political steadiness is one of the most priorities in this case just as long term political constancy may help ensuring the project.

12.5. Foreign succour: It is not possible for Bangladesh government to complete such costly task without the aid of foreign development associates. A monumental challenge is to get the foreign assistance at the moment of desideratum.

12.6. Dexterous labour force: To implement such mega project, a good number of labour force is needed and it's a whacking challenge for Bangladesh, because it has no anterior savvy and not an ample supply of professional labour force.

To execute the Delta plan-2100, a high level Delta Governance Council will be formed to make decisions. This will be led by the Honorable Prime Minister with the Planning Minister serving as vice president. Additionally, a project or operation selection committee led by GED member will be constituted. The secretaries of the ministries related to the Delta Plan will be committee members who will select and monitor the projects and programs.

To sum up, it can be said that Delta Plan-2100 can be implemented by including bio-diversity, keeping alive the Sundarbans, constructing barrages, dominating water flow in estuary. At the same time through it, public health, economic development, vision-2021 and vision-2041 can be combined together in the development project. Bangladesh can procure burgeoning success if long-term sustainable management system in water, environment and soil can be ensured. In this regard, "Delta Plan-2100" can be effective tool to accelarate economic growth to the national economy of Bangladesh.

"In order to illustrate the role of BDP 2100 and its contribution to the long term development of Bangladesh, two policy options are considered. One is called the Business As Usual (BAU) policy and another is Delta Plan-2100"

—Dr. Shamsul Alam
(Senior Secretary, General Economics Division,
Planning Commission and coordinating lead Author of Bangladesh Delta Plan 2100)

Reference:

1. General Economic Division
2. Daily Jugantor.

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Cultural Heritage of Bangladesh

"We should feel empowered by where we came from and who we are, not hide it. It is important to acknowledge that everything we do affects our ancestors as much as they have affected us."

— Lorin Morgan-Richards

Bangladesh is a land of cultural beauty. Bangladesh has got the reputation of being at the crossroads of many cultures. The remains of glorious cities and monuments left behind in many parts of the country by the disappearing dynasties of rulers still bear testimony to the richness of its cultural heritage. Bangladesh has always been known as a land full of nature's bounties as evident from the vast expanses of its lush crop fields, borderland hills thickly covered with virgin forests and innumerable rivers and their tributaries, marking it the world's largest delta. Ancient chronicler's virgin forests and innumerable rivers and their tributaries, marking it the world's largest delta. Ancient chronicler have described it as **"a land of emerald and silver", "a garden fit for kings", or as "a paradise among countries"**. It is no wonder then that this country has always attracted settler, traders, and conquerors who turned the land into a vast melting pot of diverse races and cultures.

1. Arena of Culture:

The culture of Bangladesh refers to the way of life of the people of Bangladesh. It has evolved over the centuries and encompasses the cultural diversity of several social groups of Bangladesh. The Bengal Renaissance of the 19th and early 20th Centuries, noted Bengali writers, saints, authors, scientists, researchers, thinkers, music composers. Painters and film-makers have played a significant role in the development of Bengali culture. The Bengal Renaissance contained the seeds of a nascent political Indian nationalism and was the precursor in many ways to modern Indian artistic and cultural expression. The culture of Bangladesh is composite and over the centuries has assimilated influences of Islam, Hinduism, Buddhism and Christianity. It is manifested in various forms, including music, dance and drams; art and craft; folklore and folktale; languages and literature; philosophy and religion; festivals and celebration; as well as in a district cuisine and culinary tradition.

2. Music, Dance and Dram:

The music and dance styles of Bangladesh may be divided into three categories:

- Classical
- Folk and
- Modern

Bangladesh was once part of Pakistan and it was called East Pakistan. The classical style has been influenced by other prevalent classical forms of music and dances of the Indian subcontinent and accordingly, show some influenced dance forms like Bharatnatyam and Kathak.

Several dancing styles in vogue in the northeastern part of the Indian subcontinent, like Manipuri and Saotali dances are practiced but Bangladesh has developed its own district dancing styles. Bangladesh has a rich tradition of folk songs, with lyrics rooted in vibrant tradition and spirituality, mysticism and devotion. Such folk songs revolve around other themes, including love. The most prevalent folk songs and music traditions include Bhatiali, Baul, Marfati, Murshidi and Bhawaiya. Lyricists like Lalon Shah., Hason Raja, Kangal Harinath, Romesh Shill, Abbas Uddin, and many unknown anonymous lyricists have enriched the tradition of folk songs of Bangladesh.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

In a relatively modern context, Robindro Shongit and Nazrul Giti from Precious cultural heritage of Bangladesh. Recently, western influences have given rise to quality rock bands, particularly in urban centers like Dhaka. Several musical instruments, some of them indigenous, are used in Bangladesh, and major musical instruments used are the bamboo flute *(bashi)*, drums *(tabla, dhol)*, a single stringed instrument named **Ektara**, a four-stringed instrument called *dotara*, and a pair of metal bawls used for rhythm effect called *mandira*, are important in the culture of Bangladesh. Currently, musical instruments of western origin like guitars, drums and the saxophone are used, sometimes along with traditional instruments (Muajj).

3. Media and Cinema:

The Bangladeshi press is diverse, outspoken and privately owned. Over 200 newspapers are published in the country. Bangladesh Betar is the state-run radio service. The British Broadcasting Corporation operated the popular BBC Bangla news and current affairs service. Bengal broadcast from Voice of America are also very popular. Bangladesh Television (BTV) is the state-owned television network. There more than 20 privately owned television networks, including several news channels. Freedom of the media remains a major concern, due to government attempts at censorship and harassment of journalists.

The cinema of Bangladesh dates back to 1898, when films began screening at the Crown Theatre in Dacca. The first bioscope in the subcontinent was established in Dacca that year. The Dhaka Nawab Family patronized the production of several silent films in the 1920s. In 1931, the East Bengla cinematograph Society released the first full-length feature film in Bangladesh, titled the Last Kiss. The first feature film in East Pakista, *Mukh O Mukhosh,* was released in 1956. During the 1960s, 25-30 films were produced annually in Dacca, by the 2000s, Bangladesh produced 80-100 films a year. While the Bangladeshi film industry has achieved limited commercial success; the country has produced notable independent film makers. Zahir Raihan was a prominent documentary-maker who was assassinated in 1971. The late Tareque Masud is regarded as one of Bangladesh's outstanding directors due to his numerous productions on historical and social issues. Masud was honored by FIPRESCI at the Cannes Film Festival in 2002 for his film the Clay Bird. Tanvir Mokammel, Mostofa Sawar Farooki, Late Humayun Ahmed, Alamgir Kabir, Subhash Dutta and Chasi Nazrul Islam are other prominent directors of Bangladesh cinema.

4. Festivals and Celebrations:

Festivals and celebrations are an integral part of the culture of Bangladesh. Muslim festivals of

- Eid-ul-Fitr
- Eid-ul-Adha
- Milad un Nabi
- Muharram
- Chand raat,
- Shah-e-Baraat
- Biswa Ijtema

Hindu Festival of

- Durga Puja
- Janmashtamir

Buddhist Festival of Buddha Purnima

Christian festival of Christmas and secular festivals like **Pahela Boishakh**, Language Movement Day, Independence Day, Rabinadra Jayanit, Nazrul Jayanti witness widespread celebrations and are national holidays in Bangladesh.

Please join our Group: **BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]**

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

5. Eid-ul-Fitr:

As the most important religious festival for the majority of Muslims, the celebration of Eid-ul-Firt has become a part of the culture of Bangladesh. The government of Bangladesh declares the holiday for three days on Eid-ul-Fitr. But practically, all schools, colleges and offices remain closed for a week. This is the happiest time of the year for most of the people in Bangladesh. All outgoing public transport from the major cities have become highly crowded and in many cases the fares tend to rise in spite of government restrictions. On Eid day, the Eid prayers are held all over the country, in open areas like fields, Eidgahs or inside mosques. After The Eid prayers, people return home, visit each other's home and eat sweet dishes called *Shirini, Sheer Khurma* and other delicacies like biryani, korma, haleem, kabab etc. throughout the day people embrace each other and exchange greetings. It is also customary for junior members of the society to touch the feet of the seniors and seniors returning blessings (sometimes with a small sum of moony as a gif). Money and food is donated to the poor. In the rural areas, the Eid festival is observed with great fanfare. Quiet remote villages become crowded. In some areas Eid fairs are arranged. Different types of games including boat racing, kabadi and other traditional Bangladeshi games as well as modern games like cricket and football are played on this occasion. In urban areas, people play music, visit each other's houses, arrange picnics and eat special food. The homes, streets, markets and parks are illuminated with lighting decorations in the evening. Watching movies and television programs has also become an integral part of the Eid celebration in urban areas. All local TV channels air special program for several days for this occasion.

6. Eid-ul-Adha:

Eid-ul-Adha is the second most important religious festival. The celebration of this festival similar to Eid-ul-Fitr in many ways. The only big difference is the *Kurbani* or sacrifice of domestic animals. Numerous temporary market places of different sizes called hat operate in the big cities for sale of Qurbani animals (Usually cows, goats and sheep). In the morning on the Eid day, immediately after the prayer, affluent people thank god for the animal and then sacrifice it. Less affluent people also take part in the festivity by visiting houses of the affluent who are taking part in Kurbani. After the Kurbani, a large portion of the meat is given to the poor people and to the relatives and neighbors. Although the religious doctrine allows the sacrifice anytime over a period of three days string from the Eid day, most people prefer to perform the ritual on the first day of Eid. However, the public holiday spans over there to four days. Many people from the big cities to their ancestral houses and homes in the villages to share the joy of the festival with friends and relatives.

7. Pahela Boishakh:

Pahela Boishakh is the first day of the Bengali calendar. It is usually celebrated on 14 April. Pahela Boishakh marks the start day of the crop season. Usually on Pahela Boishakh, the home is thoroughly scrubbed and cleaned; people bathe early in the morning and dress in fine clothes. They spend much of the day visiting relatives, friends and neighbors and going to the fair. Fairs are arranged in many parts of the country where various agricultural products, traditional handcrafts, toys, cosmetics and well as various kinds of food and sweets are sold. The fairs also provide entertainment, with singers, dancers and traditional plays and songs. Horse races, bull races, bull-fights, cock-fights, flaying pigeons and boat racing were once popular. All gatherings and fairs consist a wide spread of Bengali food and sweets. The most colorful New Year's Day festival takes place in Dhaka. Large numbers of people gather

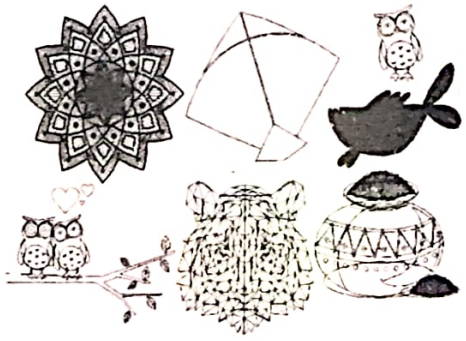

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

early in the morning under the banyan tree at Ramna Park where *Chhayanat* artists open the day with Rabindranath Tagore's famous song, **"Esho, he Boishakh, Esho esho (come, year, come, come)"** A similar ceremony welcoming the New Year is also held at the Institute of Fine Arts (Dhaka) and University of Dhaka. Students and teachers of the institute take out a colorful programes. Newspapers bring out special supplements. There are also special programmes on radio and television. Prior to this day, special discounts on clothes, furniture, electronics and various deals and shopping discounts are available. Special line of saree, usually cotton, white sarees with red print and embroidery is sold before this day as everyone dresses up for this day. Jasmine and marigold flowers are also a huge sale for this event which adorns the women's hair.

8. Language Day:

In 1952, the emerging middle classes of East Bengal underwent an uprising known later as the Bangla Language Movement. Bangladeshis (then East Pakistanis) were initially agitated by a decision by the Central Pakistan Government to establish Urdu, a minority language spoken only by the supposed elite class of West Pakistan, as the sole national language for all of Pakistan. The situation was worsened by an open declaration that **"Urdu and only Urdu will be the national language of Pakistan"** by the governor, Khawaja Nazimudin.

Cultural Discrimination

Language	Population (%)
Bangla	56.40%
Panjabi	28.55%
Urdu	3.27%

[**Source:** "মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস"– Dr. Mahfuzur Rahman]

Police declared Section 144 which banned any sort of meeting. Defying this, the students of University of Dhaka and Dhaka Medical College and other political activists started a procession on 21 February 1952. Near the current Dhaka Medical college Hospital, police fired on the protesters and numerous people, including Abdus Salam, Rafiq Uddin Ahmed, Sofiur Rahman, Abul Barkat and Abdul Jabbar Died. The movement spread to the whole of East Pakistan and the whole province came to a standstill. Afterwards, the Government of Pakistan relented and gave Bengali equal status as a national language. This movement is thought to have sown the seeds for the independence movement which resulted in the liberation of Bangladesh in 1971. To commemorate this movement, Shaheed Minar, a solemn and symbolic sculpture, was erected in the place of the massacre. The day is revered in Bangladesh and to a somewhat lesser extent, in West Bengal as the Martyr's Day. This day is the public holiday in Bangladesh. UNESCO decided to observe 21st February as International Mother Language Day. The UNESCO General Conference took a decision to that took effect on 17 November 1999 when it unanimously adopted a draft resolution submitted by Bangladesh and co-sponsored and supported by 28 other countries.

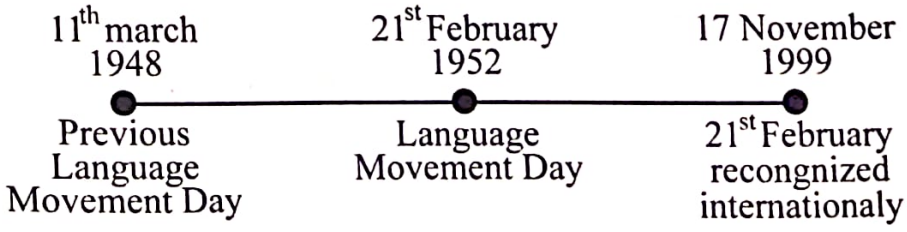

Please join our Group: **BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]**

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

9. Durga Puja:

Durga Puja, Largest religious festival for Hindus, is celebrated widely across Bangladesh. Thousands of pandals (mandaps) are set up in various villages, towns and cities. durga Puja is a grand cultural celebration in the capital city of Dhaka. Major Pujas of Dhaka are held in numerous pandals but the biggest celebration takes place at dhakeswari Temple wher several thousand devotees and onlookers stream through the premises for four days. Special boat race on Buriganga River is arranged and it attracts a large crowd. A five-day holiday is observed by all educational institutions, while Bijoya Dashami is a public holiday. On Bijoya Dashami, effigies are paraded through the streets of Shankhari Bazar in Old Dhaka in loud, colorful processions before being immersed into the rivers. Thousands of Muslims take part in the secular part of festivities in celebration of Bengali solidarity and culture.

10. Architecture and Heritage:

Bangladesh has appealing architecture from historic treasures to contemporary landmarks. It has evolved over centuries and assimilated influences from social, religious and exotic communities. Bangladesh has many architectural relics and monuments dating back thousands of years.

- 1752 kantajew Temple-prominent Hindu architecture of Bangladesh.
- Lalbagh Fort-a-Mughal architecture of Bangladesh.
- Ahasan Manzil in Dhaka-Indo-Saracen Revival architecture of Bangladesh.
- Jatiyo Sangsad Bhaban- the house of the parliament of Bangladesh.

11. World Heritage Sites:

Table: List of world Heritage Sites in Bangladesh

Site	Location	Criteria	Year
Historic Mosque City of Bagerhat	Bagerhat District, Khulna Division	Cultural	1983
Ruins of the Buddhist Vihara at Paharpur	Naogaon District, Rajshai Division	Cultural	1985
The Sundarbans	Khulna Division	Natural	1997

Table: Lists of UNESCO Intangible Cultural Heritage Lists

Heritage Name	Year Inscribed
Baul songs	2008
Traditional art of Jamdani weaving	2013
Mangal Shobhajatra on Pahela Baishakh	2016
Traditional art of Shital Pati weaving of Sylhet	2017

12. Memory of the world Register: 7th March Speech of Bangabandhu

13. Geographical Indicative Products:

The GI indication of goods acts as the "claim to fame" for a state.

Bangladesh made the GI law - the Geographical Indicative Products (Registration and Protection) Act - in 2013. A GI policy was made in line with the law after another two years. The DPDT registered Jamdani saree as the first GI product of Bangladesh in 2016. Hilsa, a fish popular for its taste and flavor, received the recognition in 2017.

GI Products	Year Inscribed
Jamdai	2016
Hilsha Fish	2017
Khirshapati Mango	2019

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

14. Sports:

Cricket is the most popular sport in Bangladesh, followed by football. Kabaddi is the national sport in Bangladesh. Cricket is a game which has massive and passionate following in Bangladesh. Bangladesh has joined the elite group of countries eligible to play Test Cricket since 2000. The Bangladesh national cricket team goes by the nickname of the Tigers – after the royal Bengal tiger. The People of Bangladesh enjoy watching live spots. Whenever there is a cricket of football match between popular local teams or international teams in any local stadium significant number of spectators gather to watch the match live. The people also celebrate major victories of the national teams with great enthusiasm for the live game. Victory processions are the most common element in such celebrations. A former Prime Minister even made an appearance after an International one day 2007, football legend Zinedine Zidane paid a visit to local teams and various events thanks to the invite of Nobel Peace Prize winner Dr. Muhammad Younus. Some traditional sports of Bangladesh include Nouka Baich, Kho Kho, Boli Khela and Lathi Khela etc.

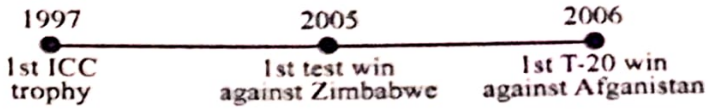

15. Religion:

Bangladesh is ethnically homogeneous, with Bengalis comprising 98% of the population. Bangladesh is a Muslim-majority country. Muslims constitute around 87% of the population in Bangladesh while Hindus and Buddhists are the most significant minorities of the country. Christians, Sikhs and atheists form a very minuscule part of the population. But due to immense cultural diversity, multiple dialects, hybridization of social traits and norms as well as cultural upbringing, Bangladeshis cannot be stereotyped very easily, except for the only fact that they are very resilient in nature. People of different religions perform their religious rituals with festivity in Bangladesh. The government has declared National Holidays on all important religious festivals of the four major religions. Eid-ul-Fitr, Durga Puja, Christmas and Buddha Purnima are celebrated with enthusiasm in Bangladesh. All of these form an integral part of the cultural heritage of Bangladesh. People form several tribal communities like Chakma, Garo, Khasi, Jaintia, Marma, Santhal, Manipuri, Tripuri, tanchangya, Mru, Mandi, Kuki, Bawm, Oraon, Khinang, Chak, Dhanuk, Munda, Rohingya also have their own respective festivals, Apart from these religious and tribal celebrations there are also several secular festivals, Pahela Boishakh is the biggest cultural event among all the festivals in Bangladesh. Bangladesh also observes 21st February as Shaheed Dibas, 26 March as Independence Day and 16 December as Victory Day.

16. Cuisine:

Bangladesh is famous for its distictive culinary tradition, delicious food, snacks, and savories, Steamed rice constitutes the staple food, and is saved with a variety of vegetables, fried as well curry, thick lentil soups, egg, fish and meat preparations of chicken, mutton, beef, duck, Sweetmeats of Bangladesh are mostly milk based and consist of several delights including rasgulla, shondesh, rasmalai, gulab jam, kala jam and chom-chom. Several other sweet preparations are also available, Benglai cuisine is rich and varied with the use of many specialised spices and flavoris. Fish is the dominant source of protein, cultivated in ponds and fished with nets in the fresh-water Rivers of the Ganges delta. More than 40 types of mostly freshwater fish are common, inlduing carp, varieties like rui (rohu), katal, magur (catfish), chingri (prawn or shrimp), as well as shutki machh (dried sea fish) are popular. Salt water fish Ilish is very popular among Bengalis, can be called an icon of Bengali cuisine. Unlike neighboring West Bengal, serving dishes with beef is not a taboo in Bangladesh. Beef curry is a very common and essential part of Bengal cuisine.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

17. Clothes:

Bangladeshi people have unique dress preferences. Bangladeshi men traditionally wear Panjabi on religious and cultural occasions. Bangladeshi men wear lungi as casual wear (in rural areas) and shirt-pant or suits on formal occasions. Shari is the main and traditional dress of Bangladeshi women also and some young female also wear Salwar kameez. In urban areas, women can also be seen wearing Western clothes. The women also have a different preference to which types of Sharee or any other popular dress like Salwar kameez they would like to wear. Whether it may be silk sharis, georgette sharis, or designer Sharis, each particular fabric contributes to representing the culture overall. Weaving the fabric for these dresses is a traditional art in Bangladesh.

18. Positive impact of Globalization on our Culture:

Due to Globalization, Westernization is spreading out all over the world. Westernization has been placed in different countries because of globalization of needless to say, it has had an implant on the Bangladesh way of life. It has out-rooted the traditional Bengali culture and the rate at which westernization is happening to Bangladesh is surprising. Regional languages are on the process of redefined. In many ways instating of regional language people have been used to English especially in urban areas youngsters. It had started get fixing with western clothing, western languages, western mannerisms and everything else westernized. Besides, the festival of Pahela Baishak, people is now celebrating like other western cultural festivals especially in young group such as —

- Valentine's Day.
- Friendship Day.
- Mother's Day.
- Father's Day.
- And other International celebrations.

19. Negative impact of Globalization on our culture:

At the side of the positive, Bangladeshi people are involving day by day with negative activities which our own culture because of following western culture. However on matter have occurred by this way, what people are doing in our society.

With Globalization and westernization of our culture, Bangladesh now has access to things like adult movies, pornographic material, sex toys and other sexual content form all around the world especially in young group of people. Bangladeshi's population has been corrupted thanks by easy access which has been brought about by westernization. In fact, this has gone to such limits that now pornographic material is even made in Bangladesh also. These perverted habits have raised a population who sometimes are so full of hunger for that they choice to rape. It is a fact that rape cases have risen since the spread of globalization. So that, western dress is another factor that creates an imbalance in our society especially for woman group (whenever girls wear a shirt, t-shirt, and pant in our society, due to feel or sensation of comfortable) which does not permit within our culture as majority of Muslim nationality.

Everything has its own negative and positive sides. Globalization has it's too. Because of globalization western culture has affected our culture to a great extent. Western culture is not a curse to our society but it can bring a slot of negative effects. We must understand that the young generations are the future face of your country. So, it is necessary to enlighten them about our own cultural values which will make our nation proud. Without having own cultural values a nation becomes rootless.

References:

1. Banglapedia: National Encyclopedia of Bangladesh.
2. Asiatic Society of Bangladesh.
3. Ministry of Cultural Affairs.
4. UNESCO Website (en.unesco.org)

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Refugee Crisis Around the World

"A bundle of belongings isn't the only thing a refugee brings to his new country."
— **Albert Einstein**

Refugee crisis has become a common phenomenon in today's world. From ancient to recent times, from poor areas to developed countries, refugees could be seen almost everywhere. Now a days, although the global economy has been developing very fast, the problem of refugee still exists. With the old issues remain unsolved, the new ones also emerging, the situation of refugees did not improve much. The number of refugees has kept rising and their geographical distribution has kept widening. Now solving refugee crisis is a cross-century challenge for the whole world.

1. Who is a refugee?

A refugee is someone who has been forced to the his or her country because of persecution, war or violence. A refugee has a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, political opinion or membership in a particular social group. Most likely, they cannot return home or are afraid to do so. War and ethnic, tribal and religious violence are leading causes of refugees fleeing their countries.

Two-thirds (67%) of all refugees worldwide come from just from countries: Syria, Afghanistan, South Sudan, Myanmar and Somalia

[Source: UNHCR, The UN refugee Agency]

2. Who are not legally recognized as a refugees?

People who leave their homes and cross International borders due to natural disasters, climate changes or environmental factors are not considered refugees. In addition, people who leave their homes and cross international borders due to severe situations, such as a lack of food (including famine), water, education, health care and a livelihood are not legally-recognized refugees. The United Nations states, "All of these emerging the trends pose enormous challenges for the international humanitarian community. The threat of continued massive displacement is real and the world must be prepared to deal with it."

Recognizing this, the United Nations and UNHCR in particular-have already begun reviewing priorities, partners and methods of work in dealing with the new dynamics of human displacement.

3. What is the 1951 Refugee Convention?

The 1951 Geneva Convention is the main international instrument of refugee law. The Convention clearly spells out who a refugee is and the kind of legal protection, other assistance and social rights he or she should receive from the countries who have signed the document. The convention also defines a refugee's obligations to host governments and certain categories or people, such as war criminal who do not quality for refugee status. Another document, the 1967 protocol, expanded the scope of the Convention as the problem of displacement spread around the world.

50 million (+) number of refugees helped by UNHCR since 1951.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

4. Number of Refugees around the world:

- According to the UN High Commissioner for Refugees, as of January, 2019, 70.8 million people were displaced worldwide.
- UNHCR's annual Global Trends Report-released on 19 June, 2019-shows that nearly 70.8 million people were displaced at the end of 2018. Some 13.6 million people were newly displaced during the course of the year. Among them are nearly 25.9 million refugees, over half of whom are under the age of 18.

There are also millions of stateless people who have been denied a nationality and access to basic rights such as education, employment and freedom of movement.

1 person is forcibly displaced every two seconds as a result of conflict or persecution.
By the end of 2017, there were 25.4 million refugee men, women and children registered across the world.
Moreover, more than half of the world's refugees came from three countries: Syria (67 million), Afghanistan (2.8 million) and south Sudan (2.3 million).
"Refugees are people, they are not numbers on a score card."

5. Host countries and countries of origin:

Host countries: (Top 5, in millions)

1. Turkey → 3.70
2. Pakistan → 1.40
3. Uganda → 1.17
4. Sudan → 1.07
5. Germany → 1.06

[Source: UNHCR, June, 2019]

Sources of refugees: (Top 5, in millions)

1. Syria → 6.70
2. Afghanistan → 2.70
3. South Sudan → 2.30
4. Myanmar → 1.10
5. Somalia → 0.95

[**Source:** UNHCR, June, 2019]

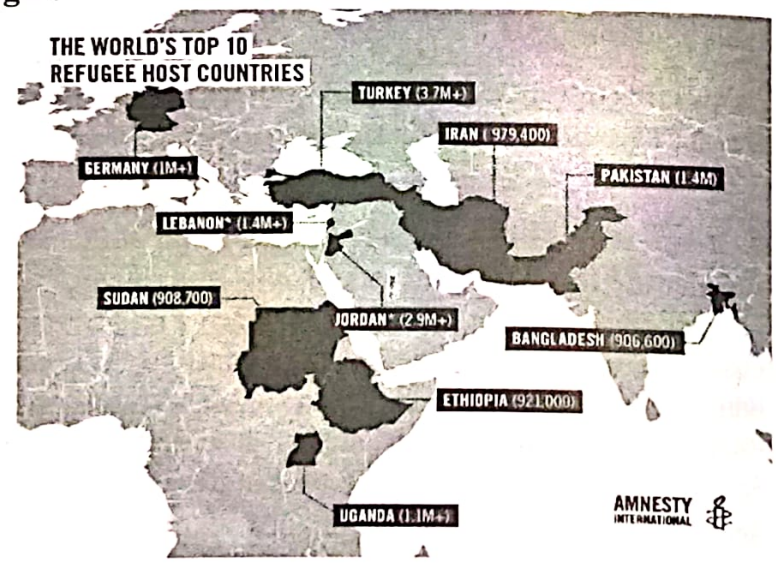

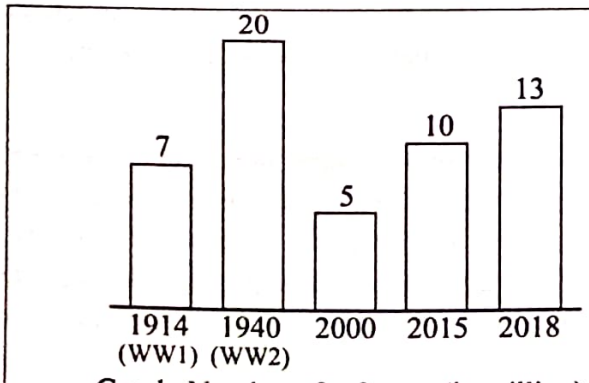

Graph: Number of refugees (in million)

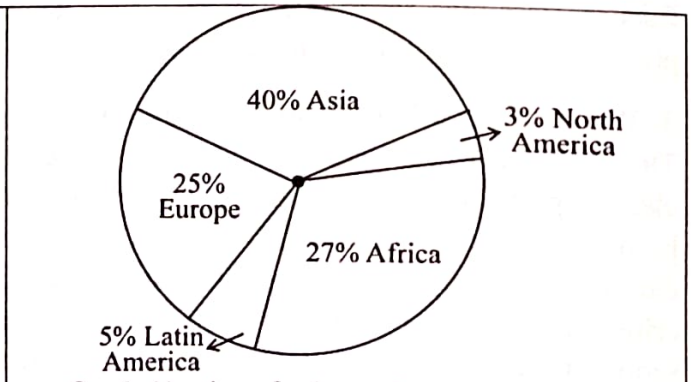

Graph: Number of refugees in percentag

[**Source:** UNHCR Report-2019]

Please join our Group: **BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]**

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

6. Rohingya refugees in Bangladesh:

According to the UN Refugee Agency (UNHCR), more than 723,000 Rohingya have fled to Bangladesh since 25 August, 2017. On 28 September 2018, at the 73rd United Nations General Assembly, The prime minister of Bangladesh, Sheikh Hasina said there are 11 m Rohingya refugees in Bangladesh now.

For decades, the Rohingya have experienced ethnic and religious persecution in Myanmar. Some of them have fled to other countries including Malaysia, Indonesia, Philippines and Pakistan. But most of them have escaped to Bangladesh. This refugees lack access to services, education, food, clean water and proper sanitation and they are also vulnerable to natural disasters.

Year	Rohingya refugees
1972	4,500
1990	25,000
2000	80,000
2015	3,00,000
2018	11,00,000

[Source: The Daily Star]

7. Major causes behind refugee crisis:

There are many causes for refugee crisis. Among them some are discussed below as follows:

a) War and civil war:

In June, 2015 the UN refugee agency reported that wars and persecutions are the main reasons behind the refugee crises all over the world. A decade earlier, six people were forced to leave their homes every 60 seconds but in 2015, wars drove 24 people on average away from their homes each minutes (According to UNHCR). Civil war in Syria, Somalia, Afghanistan, Ethiopia etc. are causes of refugee crises.

b) Human rights violations:

Discrimination and inequality an also lead many individuals and families to move away from their homelands to other countries or regions. For example, Europe, Nigeria, Canada or North America and Australia).

c) Environment and Climate:

Although they do not fit the definition of refugees set out in the UN convention, people displaced by the effects of climate change have often been termed climate refugee" or 'climate change refugee". The alarming predictions by the UN, charities and some environmentalists that 200 million and 1 billion people could be affected for natural calamities within rest 40 years. For that, refugee crisis will also be longer lasting crisis in the world.

d) Poverty and Despair:

Poverty and despair is also another reason of refugee crisis. People from the backward regions face food crisis, scarcity of resources and shortage of daily necessities and they decide to leave their OWN country and thereby refugee crisis generates.

Please join our Group: **BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]**

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

8. Challenges of the World Community:

- Regional terrorist groups will emerge
- International terrorist networks will recruit refugees to carry out their operations.
- Neighboring countries will feel extra burden
- International borders will be unsafe and risky
- Bilateral relations between countries will be collapsed.
- Receiving countries will have to face food crisis.
- Overall, peace and stability of the world will be threatened.

9. Our Responsibilities:

- The world community must come to a consensus to discard the old-fashioned idea of war.
- The United Nations should show zero-tolerance to the violators of world peace and stability
- Peaceful bilateral and multi-lateral relations should be encouraged and facilitated.
- To fight climate change related hazards, formulating a climate change strategy and action plan is a must.
- International lows and charters protecting human rights should be followed properly.
- Poverty in all its form must be eliminated from every corner of the world so that nobody can leave his/her country.
- United Nations should be made more inclusive and participatory so that balance of power many be ensured.

There is a proverb that, where there is a will, there is a way. And obviously refugee crisis is not an exceptional one. Though refugee crisis is the most dreadful crisis of the present, this is obviously not a permanent problem to deal with. Only a wise and pragmatic decision can save us from the curse of refugee crisis. So, standing on an ethical ground, we all need to focus on human rights, democracy, civil rights, political and economic freedom that can successfully draw an end to this dreadful refugee crisis and can bring peace in this planet.

"If I was in a refugee camp somewhere on the Pakistani border, of course I'd want to come to Australia."

— Tony Abbott
(PM of Australia)

Reference:

1. UNHCR Report-2018
2. Amnesty International

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

E-Governance in Bangladesh

"E-Governance is easy governance, effective governance, and also economic governance. E-governance paves the way for good governance."

—Narendra Modi (PM of India)

From the dawn of micro-electronics revaluation the E-governance has become a favorable issue almost all over the world. E-governance or Electronic governance is the demand of time in Bangladesh. Most of the developed countries have introduced the electronic governance. It increases the transparency of the government and strengthens the relationship between the mass people and the government. Electronic governance gives the access to the government activities for the people for 24 hours a day 7 days a week without waiting in queues at government offices.

1. What is the E-Governance?

E-governance or Electronic governance involves the use of Information and Communication Technology (ICT) and its numerous applications by the government for the provision of information and e-services to the citizens of the country.

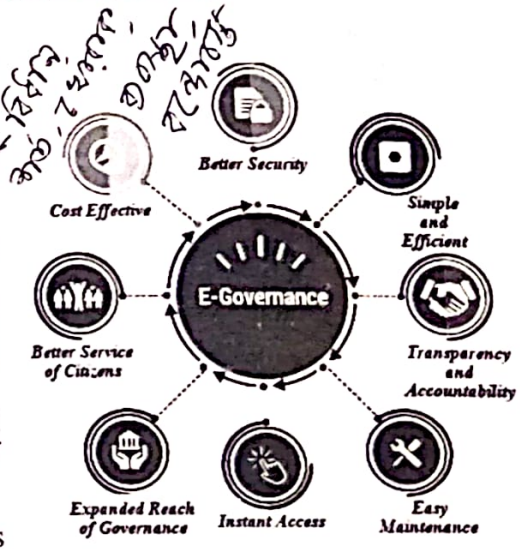

'E-governance, expands to electronic governance, is the integration of Information and Communication Technology (ICT) in all the processes, with the aim of enhancing government ability to address the needs of the general public.

According to UN, "E-Governance is defined as the employment of the internet and the worldwide web for delivering government information and service to the citizens."

The ex-chief minister Chandrababu Naidu called e-governance is a smart government.

S = Simple
M = Moral
A = Accountable
R = Responsive
T = Transparent.

2. Types of Interactions in E-Governance:

Types of Interactions in E-Governance

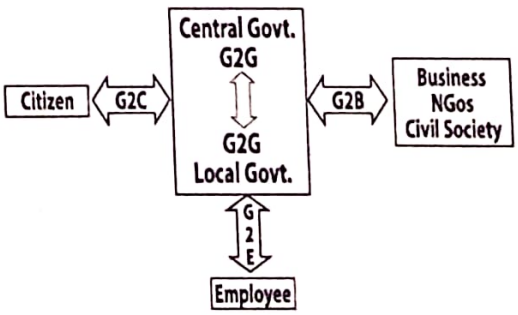

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

2.1. G2C (Government to Citizen):

This is the communication process of individual citizens with the government. Payment of utility bills such as electric bill payment system using mobile phone is a common example of G2C.

2.2. G2B (Government to Business):

This is the interaction between central government and the commercial business sector to get the businesses information. Most common example of G2B is corporate tax paying system to the government using National Board of Revenue website or applying for trade license from the government to run the business.

2.3. G2G (Government to Government):

This is the non-commercial interaction between government organization, departments and authorities and other government organizations, departments and authorities. The example of G2G may be a request of allocation of budget by any department of the government. For example city corporation yearly budget depends on central government.

2.4. G2E (Government to Employee):

The Government to Employee is the internal part of G2G sector. G2E provides online facilities to the employees. Likewise, applying for leave, reviewing salary payment record. The G2E sector provides human resource training and development. So, G2E is also the relationship between employees, government institutions and their management.

3. Benefits of E-governance:

- ✓ Reduced corruption;
- ✓ High Transparency;
- ✓ Increased convenience;
- ✓ Growth in GDP;
- ✓ Direct participation of constituents;
- ✓ Reduction in overall cost;
- ✓ Expand reach of government;

4. Obstacles of introducing e-governance in Bangladesh:

- ⇨ Lack of political commitment;
- ⇨ Lack of government interests;
- ⇨ Shortage of the skilled persons;
- ⇨ Negligence of the bureaucrats;
- ⇨ Low penetration of ICT in the country;
- ⇨ Low internet coverage;
- ⇨ Poor telecommunication infrastructure
- ⇨ Shortage of ICT skilled human resources;
- ⇨ Lack of awareness and understanding;
- ⇨ Use of ICT (among officials) very low;
- ⇨ Poor ICT literacy and
- ⇨ Problem of financing etc.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

5. Bangladesh moves up on UN E-Government Development Index (EGDI):

Bangladesh made a remarkable improvement in global ranking in implementation of technology based innovations in the field of government services. The United Nations published its E-Government Survey is conducted every 2 years which is given below:

Year	Rank	Score
2012	150	0.2991
2014	148	0.2757
2016	124	0.3800
2018	115	0.4862

[**Table:** E-Governance Development Index (EGDI) status of Bangladesh.]

The UN has used a scale of 0 to 1 on the following indexes – online service delivery, telecommunication infrastructure and human capital – to consider overall situation in a country and prepare the E-Government Development Index. The survey is conducted every 2 years by Department of Economic and Social Affairs (UNDSA) of the United Nations Secretariat with the assistance of International Telecommunication Union and Institute for Statistics of UNESCO. Denmark has topped the E-Government Index while Somalia has been in last place.

6. E-participation Index:

Bangladesh has significant moved forward on the E-participation Index of the United Nations.

Year	Rank	Score
2012	109	0.0789
2014	84	0.3921
2016	84	0.5254
2018	51	0.8034

[**Table:** E-participation Index]

Bangladesh is the 2nd among the South Asian countries which is given below

Country	Rank
India	15
Bangladesh	51
Nepal	55
Srilanka	85
Bhutan	111
Pakistan	115
Maldives	129
Afghanistan	145
Myanmar	181

[**Table:** E-participation Index- 2018]

E-participation can be seen as part of e-democracy, the use of ICT by governments in general used by elected officials, media, political parties and interest groups, civil society organization, international governmental organizations or citizens within any of the political processes of states, nation, local and global communities.

Please join our Group: **BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]**

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

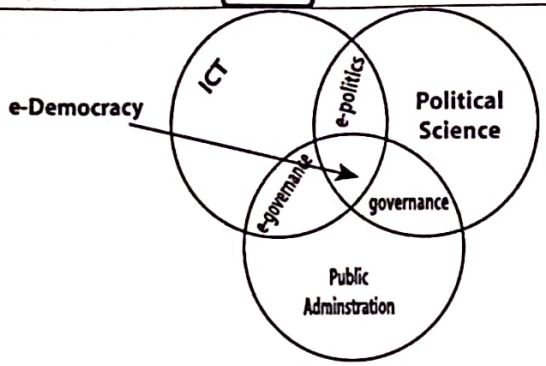

[**Source:** e-Democracy.org]

7. The Role of E-governance to Create Digital Bangladesh:

The current government of Bangladesh has declared its vision 2021 on their election manifesto in 2008 to build "Digital Bangladesh". After wining the general election of 2008, government is working for implementing e-government in Bangladesh.

The Slogan of "Digital Bangladesh" of the Government of Bangladesh has special significance for e-governance for national development. Digital Bangladesh with Vision 2021 is a big impetus for the use of digital technology for e-governance in the country. In spite of several bottlenecks and limitations, works are in progress for realization of e-governance in all areas of administration.

Many e-government projects have already been completed and a big number of projects are under progress. The nation with well over 120 million mobile subscribers and 43 million internet subscribers, enjoy the fruits of e-governance in numerous areas of activities. The ultimate objective is to make more and more e-services available to the people with increased digitalization.

E-governance stimulates economic growth and promotes social inclusion of disabled and vulnerable sections of society. E-governance can provide benefits in the form of new employment, better health, better education, knowledge sharing, skill development and capacity building for sustainable development. Quick and fast e-services eliminate middlemen and save both time and money.

Nowadays, e-governance is playing a great role to improve and support all tasks performed by the government departments and agencies, because it simplifies the task on the one hand and increases the quality of work on the other. Development is highly related with the technology and its proper use. If we want to boost the activities of our government and increase the access of general public, we must adopt e-governance with proper integration of information and technology.

"E-governance ensures fastest services and participation which ultimately results in good governance"

— Ban Ki-moon
(Ex-UN Secretary General)

Reference:

1. World Bank annual report
2. UNGA Conference
3. publicadministration.un.org
4. statista.com

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Green Economy

"We all must move from a greed economy to a green economy."

- Susilo Bambang Yudhoyono
(Former President of Indonesia)

Green economy is tied to environment. In Bangladesh, it would be the most prospective tool for economic development and employment generation for eradicating persistent poverty through environmentally benign activities. In a green economy, growth in income and employment is driven by public and private investments that reduce carbon emission and pollution, enhance energy and resource efficiency, and prevent the loss of biodiversity and ecosystem services. In the long run, green economy will decide which nation will lead the environment friendly world.

1. What is Green Economy?

'Green Economy in the context of sustainable Development and poverty eradication' is one of the themes of the UN conference on Sustainable Development (Rio+20).

A green economy is a vehicle to achieve sustainable development and eradicate poverty.
According to United Nations Environment Programme (UNEP), "A Green Economy can be defined as one that results in increased human well-being and social equity, while significantly reducing environmental risks and ecological scarcities."

In its simplest expression, a green economy can be thought of as one which is low carbon, resource efficient and socially inclusive.

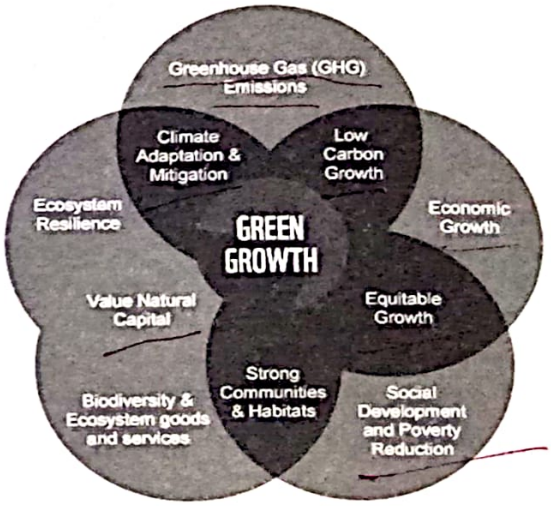

Fig: Green economy & its components

2. Importance of Green Economy in the World:

As a third world country like Bangladesh green economy is very important. The resources are limited, a vast population, so it is tough to balance supply and demand. By 2030 in this world-

- Global energy demand up by 45%
- Oil price up to US$ 180 per barrel (IEA)
- Greenhouse gas emissions up by 45%
- Global average temperature up to 6^0C
- Sustained losses equivalent to 5-10% of Global GDP
- Poor countries will suffer costs in Excess of 10% of their GDP
- 1 billion people living on less than US$ 1 a day and 3 billion living on less than US$ 2 a day by 2015 [ILO]

[**Source:** World Resource Institute and Climate Analysis Indicators Tool (CAIT)]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

3.

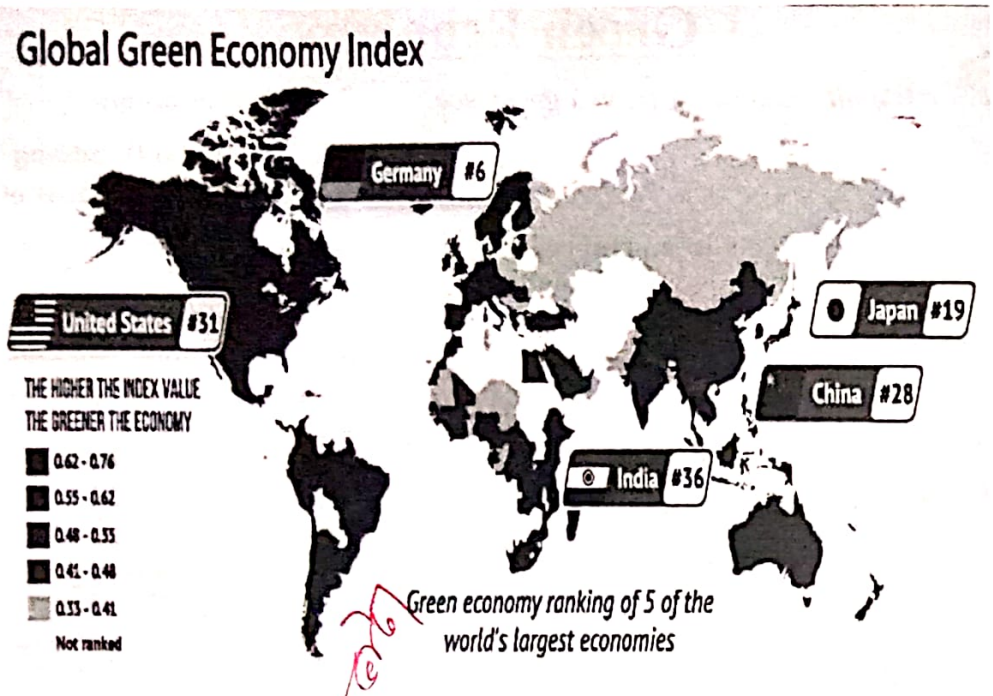

Importance of Green Economy in Bangladesh:

Bangladesh is called vatindesh or ebb-tide country. Day by day its sea level has been increasing. If world's CO_2 giving out is not controlled, then melting down of the pole also continues. For which our coastal area may go under water. This threat is the upcoming risk for Bangladesh. Natural calamity is the familiar phenomenon in Bangladesh. Cyclones, excessive rain, floods, draughts, river erosion which hampered the development procedure of Bangladesh. So, to protect and save our economy and environment we need to emphasis on green economy.

4. Pathways to a Green Economy in Bangladesh:

The development of the global economy is intricately linked to the environment. So we need to protect our ecosystem and biodiversity as well as to invest in it.

Over the last two years, the concept of a 'green economy' has moved into the mainstream media, planning commission and government higher authorities.

Karl Burkard defines a green economy as based on seven prime sectors:

1. Renewable (green) energy
2. Green buildings
3. Green transportation
4. Green water management
5. Green waste management
6. Green employment and
7. Green agriculture

The present situation of Bangladesh and the sectors of green economy are discussed below:

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

4.1. Renewable (green) Energy:

Green economy includes green energy generation based on renewable energy to substitute for

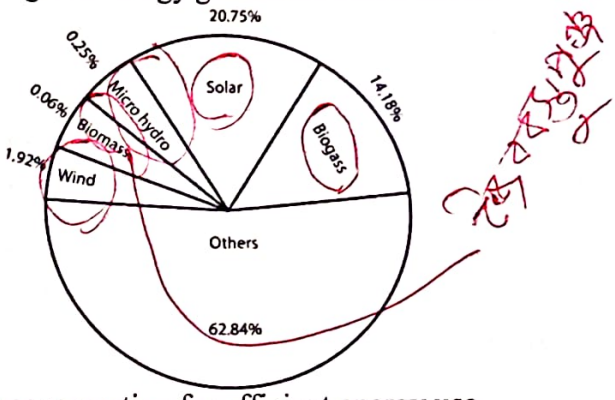

fossil fuels and energy conservation for efficient energy use.

Fig: ratio of different renewable energy sector.

[Source: researchgate.net]

The government of Bangladesh has set up a plan to generate 5% of the country's total electricity from renewable sources within 2015 and 10% within 2020. However, within 2015 the country has been able to generate only 3.5% the total electricity from renewable sources.

In line with the govt. renewable energy policy. Govt. has plan to develop at least 500 MW power from renewable energy by 2015

Category	Present Achievement	Future Target
Solar Home System (SHS)	45MW	400MW
Wind Energy	26MW	30MW
Biomass based electricity	10MW	25MW
Biogas based electricity	1MW	25MW
Other solar PV application	1MW	50MW
Total	**97MW**	**530MW**

4.2. Green Buildings:

A green or sustainable building increases the efficiency of the use of energy, water and materials. It is the result of a design which conserves resources and reduces negative impacts on human health and the environment throughout the building's life cycle-from construction and operation to renovation and removal.

Green building is a very new concept in Bangladesh where most of the people are still unaware of the issue. But a few activities of the country's different organizations are conducted in line with the concept.

4.3. Green Transportation:

Transport systems have significant impacts on the environment accounting for between 20% and 25% of world energy consumption and CO_2 emissions.

A green vehicle or clean vehicle or eco-friendly vehicle is a road motor vehicle that produces less harmful impacts to the environment than comparable conventional internal combustion engine vehicles running on gasoline or diesel, or one that uses certain alternative fuels.

Green vehicles can be powered by alternative fuels and advanced vehicles technologies include hybrid electric vehicles, phi-in hybrid electric vehicles, compressed-air vehicles etc.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

4.4. Green Water Management:

Historically known as a riverine country, Bangladesh has more than 700 rivers, tributaries and many other forms of wetlands. The correlation between water and the economy in Bangladesh has always been very intense. Due to heavy urbanization and industrialization, the water table in and around Dhaka has been depleting by one to two meters every year.

Considering the importance of water resource conservation, sustainable consumption has been identified as one of the major goals in the 17 SDGs. The government has taken the issue of water security very seriously, for which the 'Bangladesh water Act-2013' was passed and major policies are currently in hand, besides, the government has signed a MoU with the Netherlands on 'Bangladesh Delta Plan-2100' is a cosignatory of the MoU.

4.5. Green Waste Management:

Bangladesh is the ninth most populous and twelfth most densely populated country in the world with this population growth, there is an increasing problem of waste management. Waste generation in Bangladesh is around 22.4 million tons per year. There is an increasing rate of waste generation in Bangladesh and it is projected to reach 47,064 tonner per day by 2025. (UNFPA)

There have been recent developments in Bangladesh to improve waste management, especially in urban cities. For instance, Social Business Enterprise Waste Concern has sprung up to tackle the municipal waste accumulation problem through working with the households. UNICEF has also initiated recycling programs and waste control with the city corporations and municipalities. However, currently, there are still insufficient incentives to improve the standard of waste management across all relevant sectors, especially for industrial waste and medical waste.

4.6. Green Employment:

Commitments to greening economic sectors such as energy, agriculture, waste management, manufacturing and transport cannot advance into concrete change if the necessary skills are not available, if we want to handle correctly we should create more and better green jobs.

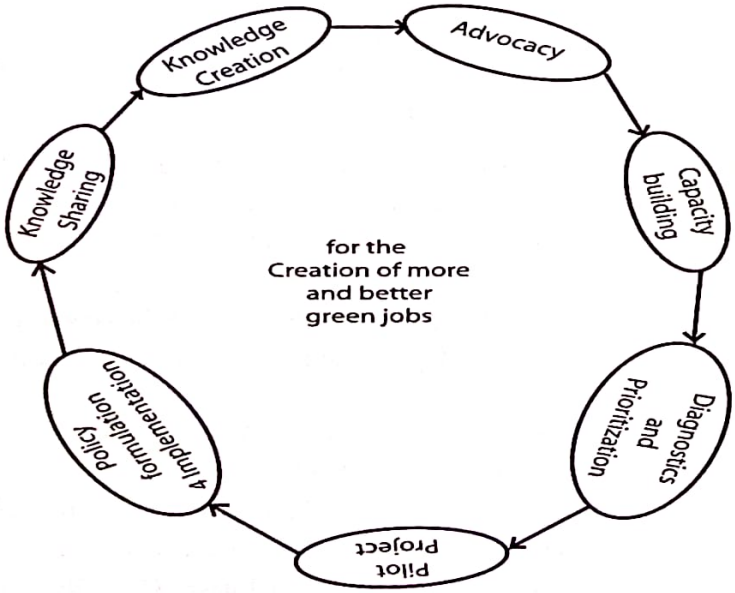

Fig: The ILO's green jobs programme

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

4.7. Green Agriculture:

Agriculture is the most significant economic sector in Bangladesh. Despite Bangladesh's remarkable achievement in improving agricultural productivity, the sector is facing risk from climate change. Climate change is expected to decrease contribution of agriculture in GDP by 3.1% each year. **(World Bank)** Reducing the use of chemical fertilizers, pesticides, producing safe agricultural products, increasing the use of bio fertilizers are included in green agriculture. Green agriculture will offer opportunities to diversify economy, reduce poverty through increased yields and creation of new green jobs especially in rural areas, ensure food security on a sustainable basis and significantly reduce the environmental and economic costs of agriculture.

5. Initiative of Green Economy:

The United Nations Environment Programme (UNEP)-led green economy initiative, launched in late 2008, consists of several components whose collective overall objective is to provide the analysis and policy support for investing green sectors and in greening the environment unfriendly sectors. Within UNEP, the green economy initiative includes three sets of objectives:

i. Providing a Green Economy Report
ii. Providing advisory services on ways to move towards a green economy in specific countries
iii. Engaging a wide range of research

6. Green Economy and Sustainable Development:

On 20-22 June, 2012, Brazil organized the United Nations Conference on Sustainable Development known as Rio+20 conference. The two key themes of Rio+20 are the green economy in the context of sustainable development and poverty eradication in context of sustainable development.

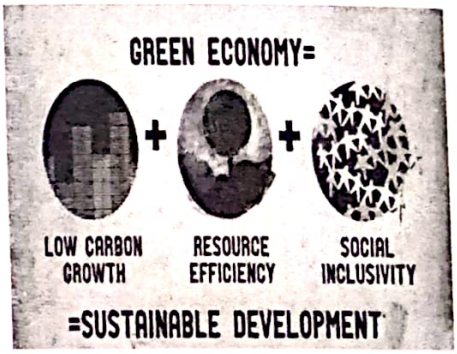

Each country will create its own green economy design based on its national realities, the resources available and the development challenges it faces. The concept of green economy does not replace sustainable development, but there is a growing recognition that achieving sustainability rests almost entirely on getting the economy right.

Today green economy offers a lot of opportunities for Bangladesh and other developing countries to attract investments in environmental assets and renewable energy which will go in the long run benefits from development, eradication of poverty and creation of employment. Green economy will take the lead in future sustainable development. We will be behind if we do not take initiatives for transforming to green economy soon. Sustainable development cannot be achieved without the elements of the green economy. So adequate steps need to be taken right now for the proper implementation of green economy.

"The environment and the economy are really both two sides of the same coin. If we cannot sustain the environment, we cannot sustain ourselves."

— Wangari Maathai

Reference:

1. www.unenvironment.org
2. greeneconomycoalition.org
3. sustainabledevelopment.un.org
4. Power Division

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Blue Economy and Bangladesh

"The blue economy model aims for improvement of human wellbeing and social equity, while significantly reducing environmental risks and ecological scarcities. It is not just about market opportunities; it also provides for the protection and development of more intangible 'blue' resources"

— Patricia Scotland
(Secretary-General of Commonwealth of Nations)

Blue Economy is one of the most salient factors contributing to the socio-economic development of a coastal country like Bangladesh. Ocean water, ocean resource and activities based on the sea is called Blue economy. Those countrie are economically strong which make the proper use of the ocean. International politics based on Mediterranean Sea or Persian Gulf is known to all. Geo-politics of different powerful countries in the South China Sea shows the importance of blue economy.

1. Concept and Background:

Blue economy was brought into light with the book **"The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs"** published in 2010. It was written by Gunter Pauli after 16 years of experiences. With the arrangement by UN, Rio+20 was held in 2012 in Rio de Janerio, Brazil. In this summit, the idea and importance of 'Blue Economy' were explained and its base was firmed up strongly by the coastal countries and Islands. Since then, blue economy has been a revolutionary phenomenon in economy.

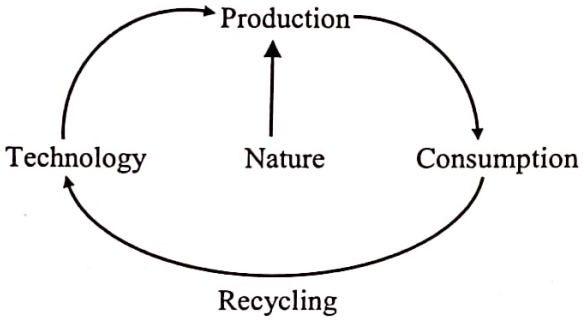

Fig: How blue economy works

Blue economy refers to the sea economy. It encompasses all economic activities associated with the oceans, harbours, ports, coastal zones and other sea based activities. The blue economy envisaged as the integration of ocean economy development with the principles of social inclusion, environmental sustainability and innovative, dynamic business model.

2. International Importance of Blue Economy:

"The coastal state exercises sovereign rights over the continental shelf for exploiting the minerals and other non-living resources of the seabed and subsoil, together with living organisms."

— Article 77 of UNCLOS

The world has been racked by food, fuel, environmental, financial and economic crises. Ecosystem and biodiversity loss have led to an emerging climate crisis and a looming natural resource calamity. A blue economy is able to deal systematically with these many challenges. It is an exceptional vision of what is truly possible in the context of sustainable economy. Seas and oceans are drivers for the blue economy while technology and knowledge are the twin resources to take control over the resources. Blue sectors are numerous, consisting of aqua culture, coastal tourism, marine biotechnology, ocean energy, seabed mining etc.

Please join our Group: **BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]**

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

(a) **Political analists said that the country which controls the Bay of Bengal will control the South Asia; the country which controls South China Sea will control South East Asia, the country which controls Persian Gulf will control Middle East.**
(b) Production of electricity through ocean wave matters.
(c) Indonesea's maximum economy is based on sea
(d) Singapore beeomes the economically solvent county by using its sea port.

80% of the world economy's transaction is done through sea	**Ocean contributes around $70 trillion In worlds GDP**
30% gas of the world comes from ocean	¾ th of the world is water
1400 offshore gas and mine= $34 billion dollar	**40% of world captured fisheries = $35 billion**
Tourism revenue from sea is around $200 billion	80% of world aquaculture
40% Oxygen of world comes from sea	**20% Protein of world comes from ocean**
2000 million tons of salt is produced from sea water	70% Tourists of the world are sea oriented
Raw materials of medicines for cancer and heart disease	**Wind power and current power generates 1% of world electricity**

3. Maritime settlement with India and Myanmar:

Country	Organization	Disputed area	Bangladesh gained	Time
Myanmar	ITLOS	80,000 sq k.m.	70,000 sq k.m.	14th March, 2012
India	PCA	25, 602 sq k.m.	19, 467 sq k.m.	7thJuly, 2014

In total Bangladesh's territorial area comprises more than 1,18,813 square kilometers of water including 200 nautical miles across the sizeable area and sovereign night in the sea-bed extending as for 354 nautical miles of Chittagong point.

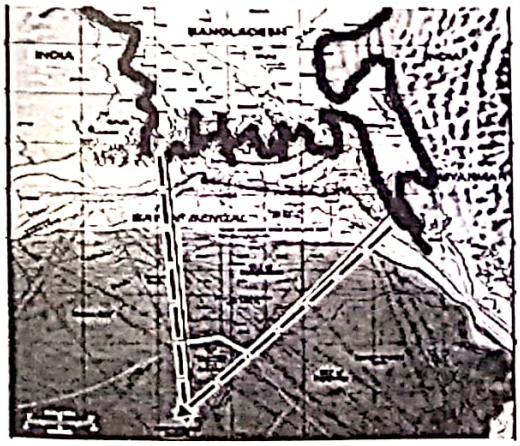

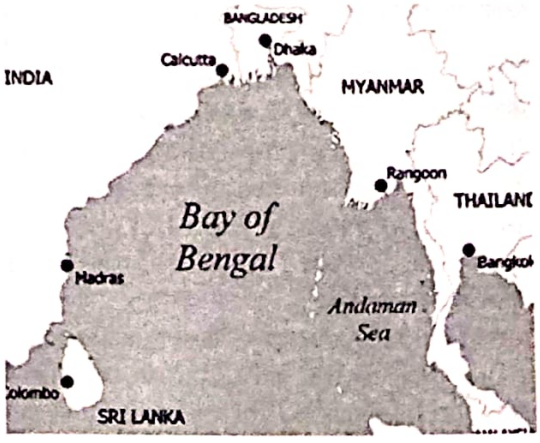

Please join our Group: **BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]**

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

4. Blue Economy and Bangladesh:

"Focus needs to be placed to build a wide sustainable blue economic belt in this subcontinent with the help of untapped resources of the sea."

— HPM Sheikh Hasina

Estimates suggest around 30 million Bangladeshi directly depend on oceanic economic activities like fisheries and commercial transportation. The Prime Minister insisted on strengthening the Navy and the Coast Guard to fight against piracy and protect the country's Exclusive Economic Zone and its continental shelf that holds the key to establish an effective blue economy. We need to train our manpower to guard the resources and take the harvest to the shore. We formed BIMSTEC regarding blue economy and its proper use with relevant countries.

5. Prospects in Different Sectors:

The Bay of Bengal can emerge as highly prospective source of the blue economy. Bangladesh has to ensure 5 percent contribution of the blue economy to the GDP to achieve the targeted 8 percent economic growth in 2019, 9 percent in 2025 and 10 percent in 2030.

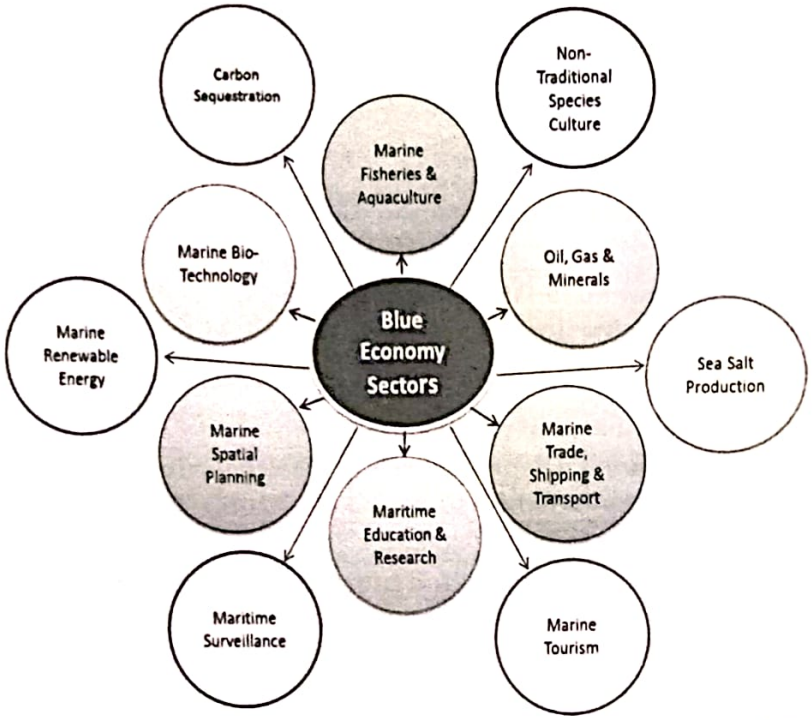

Graph: Major sectors related to blue economy in Bangladesh

5.1. Exploration of Oil and Gas:

There would be international bidding for exploration of oil and gas. There will be a major breakthrough to enrich our economy and generate economic growth in real terms.The primary assessment indicates that 40 trillion of gas in few zones are available within our promises. 5 out of 23 blocks of gas exploration in our country is located in the Bay of Bengal.

5.2. Food security:

Food security is very closely related to the sustainable use of biodiversity particularly where it pertains to the exploitation of wild fisheries. One billion people in developing countries depend on seafood for their primary source of protein. Bangladesh can have it now.

Please join our Group: **BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]**

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

5.3. Fisheries Sector:

Food and Agricultural Organization (FAO) of the United Nations forecasts that Bangladesh would be the top among other four fish farming countries in the world by achieving success in fish farming by 2022. Regarding the fisheries sector, as reported, about 800 million metric tons of fishes are caught every year in the Bay of Bengal. Bangladeshi fisherman can fish only 0.70 million metric tons and the rest are taken away by Thailand, India and others. In such situation, our fisherman should be helped with financial support and industrial fishing trawlers.

Hilsa largest

- **Annual catch 340,000 MT**
- **Employment and income for 2.5 million people**
- **US$ 1.3 billion/ year**

5.4. Ship Building and ship Breaking:

In Chittagong and Narayangonj, there are abundant opportunities to flourish this industry and the expansion of our coverage over territorial seas will surely promote this opportunity to gain strength in this sector. There will be many shipping agencies to operate and activate with freight forwarding resulting in huge growth in our banking and insurance sectors as well.

Bangladesh in ship building and ship breaking industry

13th	24.8% growth	2600 ships
Ranked in world	In world shipping industry	Arrive in Bangladesh every year

5.5. Port tax or levy:

Every year through Chittagong and Mongla port 26 Billion dollar import-export is done. With this new opening of Blue Economy, obviously, a huge number of ships will anchor in the ports of Bangladesh, and earning from this sector is likely to increase tremendously.

Table: Income and Expenditure of CPA (In Crore Taka)

Fiscal Year	Rev. Income	Rev. Expenditure	Rev. Surplus (Before Tax)
2008-09	1133.72	457.51	676.21
2015-16	2030.85	1073.54	957.31
2016-17	2386.22	1303.75	1082.47

Source: Chittagong Port Authority, Ministry of Shipping.

5.6. Salt Collection:

Blue economy will open an extended opportunity to export salt to the extent about 1.5 million tons that can be a spirit in our economy.

5.7. Marine and coastal tourism:

The Activities directed towards coastal area development and creation of Marine Protected Area (MPA) will open up new avenues of tourism. People would be attracted to visit these special places to enjoy their favorite coastal activities. In turn, their visits will benefit the local economy.

Bangladesh tourism industry

142th	3.12 million tourists	344 USD Million
Ranked in world	Visited Bangladesh since 2017	Tourism revenue in 2017

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

5.8. Generation of Jobs:

The blue economy can generate jobs for the millions of people and bring about significantly tangible changes in the lives and livelihood of the millions of people living in coastline, Islands and across Bangladesh.

5.9. Heavy minerals:

There are 13 types of heavy minerals available in our sea. They are cobalt, Gorret zineaon, ilmenite, Hanim by any means, withdrawing these minerals we can earn million dollars.

5.10. Energy Production:

Wind energy, wave energy, tidal energy, ocean energy can be used as green energy. Currently Bangladesh has wind power generation centre at Sonagazi, Feni.

6. Blue Economy: 3rd IORA Conference in Dhaka

Bangladesh hosted the 3rd Indian Ocean Rim Association (IORA) Blue Economy Ministrial conference in September-2019 with HPM Sheikh Hasina inaugurating the event, along side foreign minister of Australia, Iran and SriLanka are among a group of ministers a attendance Various areas of blue economy suchs as agriculture, privte sector, involvement in infrastructure, part network, financial inclusion, the sustainable exploration and exploration of various living and nonliving resources form the seas and tackling the menace of marine pollution and plasic products were discurssed among other.

The conference adopted the 'Dhaka Declaration' to illustrate the commitment of IORA member states to strangthen cooperationon blue economy priority areas in the years ahead.

7. Challenges Ahead of Bangladesh:

The role of marine resources in poverty alleviation, acquiring sufficiency in food production is immense. But with the potentialities and possibilities, there are challenges too like protecting environmental balance, facing adverse impacts of climate change and other economic possibilities are unlimited. The following may be the challenges:

i. Ensuring the sovereignty over the total coastal area.
ii. Maintaining the security over the economic area.
iii. Establishing marine friendly infrastructure for tourists.
iv. Protecting the area from the international smugglers and fish pirates.
v. Maintaining investment friendly environment in the awarded area.
vi. Sustainable use of biodiversity.
vii. Maintaining marine and coastal ecosystems.
viii. Preserving mangrove and sea grass.
ix. Addressing climate change and managing carbon emission.
x. Maintaining sea level rise and change in ecosystem and temperatures, from coral bleaching.
xi. Addressing ocean acidification and blue carbon and
xii. Keeping the sea area free from pollution and marine debris.

Please join our Group: **BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]**

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

8. Government steps to establish Blue Economy:

(a) Payra deep sea port is considered as a potential project by the PM ministry where USA, UK, Japan, China offered this proposal to have permission to use.
(b) Bangladesh Demographic Research Institute Act-2015 is passed in the parliament.
(c) In Ramu of Cox's Bazar, the National Ocean research institute is established which includes
- ✓ Physical Oceanography.
- ✓ Geological Oceanography.
- ✓ Chemical Oceanography.
- ✓ Biological Oceanography.
- ✓ Crimate change and the ocean.

(d) Oceanographic Data center is established to research and collect information.
(e) Coastguard and Navy's capacity should be infrared.
(f) Marine Drive road created by the Govt.
(g) Department for higher education on oceanography has been started in Dhaka University and Chittagong University.

Blue economy is a relatively new jargon in Bangladesh but very common in global economy. This is a hope and means of development in the near future. Experts opine that Bangladesh can rise to a middle income country by using this 'Blue Economy' concept. Now all it depends on how efficiently we can utilize it. At the same time we should keep in mind that a proper decision and right way of implementation is essential to avoid over exploitation and save our mother earth.

"Bangladesh has 120 trillion dollar ocean resource which will make Bangladesh Asian super power."

— Charles Brown Blumberg
(Ocean related researcher)

Reference:

1. General Economic Division, Planing Ministry
2. UNCLOS
3. thecommonwealth.org
4. undp.org
5. iora.int

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

রেমিট্যান্স আয় ও জনশক্তি রপ্তানি

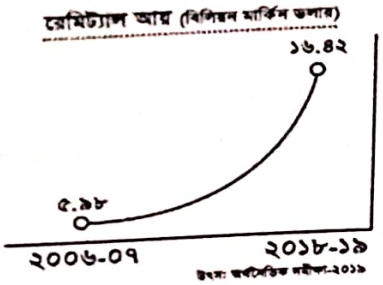

রেমিট্যান্স আহরণে বাংলাদেশ

উৎস: Migrant and Development Brief, World Bank

বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রেরণকারী শীর্ষ পাঁচ দেশ

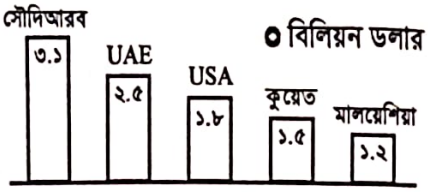

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

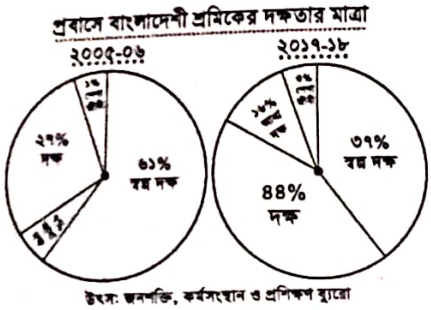

উৎস: জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো

বাজেট প্রণোদনা ঃ রেমিট্যান্স আয়

- ২ শতাংশ হারে প্রণোদনা
- ৩ হাজার ৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ

উৎস: বাজেট বক্তৃতা-২০১৯

জনশক্তি রপ্তানির হার

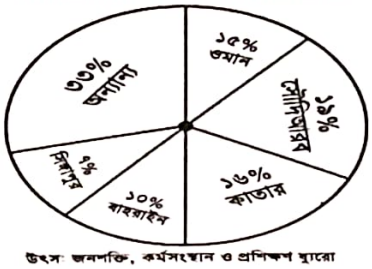

উৎস: জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো

সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী

প্রতিপাদ্য → "প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ প্রত্যেক নাগরিকের ক্ষমতায়ন"

- পরিকল্পনার ব্যয় = ৩১ লাক্ষ ৯০ হাজার ৩০০ কোটি টাকা মাত্র।
- জিডিপি এর প্রবৃদ্ধি = ৮% শতাংশ উন্নীত করণ।
- মেয়াদকাল: জুলাই ২০১৬-জুন ২০২০
  - ✓ প্রথম ধাপ = জুলাই'২০১৫-২০১৫ এর শেষ পর্যন্ত
  - ✓ দ্বিতীয় ধাপ = ২০১৬-১৮
  - ✓ তৃতীয় ধাপ = ২০১৮-২০২০
- পরিকল্পনা গ্রহণ করে: পরিকল্পনা কমিশন
- বেশি প্রাধান্য পাবে: স্বাস্থ্য খাত

অগ্রাধিকার প্রাপ্ত পরিপূরক বিষয়ঃ

- কারিগরি ও প্রযুক্তিতে দক্ষ মানব সম্পদ গঠন
- বিভিন্ন অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা দূরীকরণ
- কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তরের কৌশল নিধারণ
- আইসিটি খাতের ব্যাপক প্রয়োগ প্রসার
- ব্যাপক কর্মসংস্থান

পরিকল্পনাসমূহঃ

প্রবৃদ্ধির হার	আগামী ৫ বছর শেষে ৮% এ উন্নীত করা এবং গড় প্রবৃদ্ধি ৭.৪% এ অর্জন করা
দারিদ্র্যের হার	১৮.৬% এ নামিয়ে আনা চরম দারিদ্র্যের হার ৮.৯% এ নামিয়ে আনা
শিশু মৃত্যুহার	৫০ এ নামিয়ে আনা (প্রতি হাজার) [৫ বছরের নিচে]
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	১% এ নামিয়ে আনা
বিদ্যুৎ সরবরাহ	২৩,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করা
মূল্যস্ফিতি	৫.৫% (লক্ষ্যমাত্রা)
গড় আয়ু	৭২ বছরে উন্নীত করা

উৎস: সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রক্ষেপিত দারিদ্র্য হ্রাস করণের লক্ষ্যমাত্রাঃ

	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
মধ্যম দারিদ্র্য হ্রাসকরণ						
দারিদ্র্যের উচ্চ সীমারেখা	২৮.৮	২৩.৫	২২.৩	২১.০	১৯.৮	১৮.৬
চরম দারিদ্র্য হ্রাসকরণ						
দারিদ্র্যের নিম্ন সীমারেখা	১২.৯	১২.১	১১.২	১০.৪	৯.৭	৮.৯

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

রূপকল্প ২০২১ এর প্রেক্ষাপটে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল লক্ষ্যমাত্রাঃ

আয় ও দারিদ্র্য	খাত উন্নয়ন	সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন
১। প্রতি বছর গড়ে প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৭.৪% ২। মাথাপ্রতি দারিদ্র্যের অনুপাত ৬.২ শতাংশে কমিয়ে আনা। ৩। চরম দারিদ্র্য প্রায় ৪.০ অংশে হ্রাস	১। কৃষি শিল্প ও সেবা খাতের অর্থবাহ প্রবৃদ্ধি ২। ২০২০ অর্থবছরের মধ্যে Manfacturing খাতের অবদান →জিডিপি এর ২১% প্রবৃদ্ধি ৩। ২০২০ রপ্তনি ৫৪.১ বিলিয়ান ৪। ২০২০ বাণিজ্য জিডিপি অনুপাত ৫০% অর্জন	→মোট রাজস্ব জিডিপির ১০.৭% থেকে ১৬.১% উন্নতি করা । →জিডিপি এর ৫% চলতি আর্থিক ঘাটতি। →সরকারি ব্যয় জিডিপি এর ২১% এ বৃদ্ধি →এফডিআই - ৯.৬ বিলিয়ান ডলার।

ভিশন ২০২১/রূপকল্প ২০২১: সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ

▪ ভিশন ২০২১ কি?

জাতিসংঘ যেমন মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (MDGs)-এ ইশতেহার বাস্তবায়নে কাজ করা শুরু করে, বাংলাদেশও তেমিন এই বৈশ্বিক উন্নয়ন-শোভাযাত্রায় সহযাত্রী হিসাবে অংশ নিতে ভিশন ২০২১-এর ব্যানার নিয়ে এগিয়ে আসে এই রাজনৈতিক স্বপ্ন-দর্শনের কথা প্রথমে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে উচ্চারিত হলেও পরে ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ক্ষমতায় এলে তা সরকারি রূপ পরিগ্রহ করে। ২০২১ সালে বাংলাদেশ পঞ্চাশ বছরে পা রাখবে। সুবর্ণ জয়ন্তীর এ লগ্নে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশকে আমরা কোন অবস্থানে দেখতে চাই, সেটাই বস্তুত ভিশন ২০২১-এর মূল কথা। নতুন সহস্রাব্দে পদার্পণের পর ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত এক নিরাপদ বিশ্ব গড়ার প্রত্যয়।

▪ ভিশন ২০২১ এর লক্ষ্য

ভিশন ২০২১-এর প্রধান লক্ষ্য হলো নির্ধারিত সময়ে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করা যেখানে চরম দারিদ্র্য সম্পূর্ণভাবে বিমোচিত হবে। সেজন্য একগুচ্ছ সহায়ক কাজ নিশ্চিত করতে হবে। কেমন-

- গণতন্ত্র ও কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা করা
- ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ এবং জনপ্রতিনিধত্বমূলক রাজনৈতিক অবকাঠামো বিনির্মাণ করা;
- রাজনৈতিক পক্ষপাতবর্জিত আইনের শাসন নিশ্চায়ক সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা;
- রাজনৈতিক সংস্কৃতির উন্নয়ন করা;
- দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা;
- নারীর ক্ষমতায়ন এবং সমঅধিকার পূরণের নিশ্চয়তা থাকে,
- জনগণ ও শ্রমশক্তির সুরক্ষার বন্দোবস্ত থাকে,
- দারিদ্র্য দূরীকরণের ব্যবস্থা থাকে,
- খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্ত্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে,
- জ্বালানি ও বিদ্যুৎতের নিশ্চয়তা থাকে,
- ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, আবাসন, পরিবেশ,
- পানিসম্পদের নিরাপত্তা থাকে, এবং সার্বিকভাবে জনজীবন ও সম্পদের সুরক্ষা থাকে;
- বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় করা যাতে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতান সমুন্নত থাকে, জাতীয় সংস্কৃতি ও পররাষ্ট্র নীতি দৃঢ়তর হয়।

ভিশন ২০২১ বা রূপকল্প-২০২১ -এর ২২টি লক্ষ্যমাত্রা:

রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে যে ২২টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে:

১। প্রতি গ্রামে সমবায় সমিতি গড়ে সমিতিরি সদস্যদের সন্তান কিংবা পোষ্যদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত কার। এভাবে ২০১০ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে ভর্তির হার ১০০ ভাগ নিশ্চত করা।

২। ২০১০ সালের মধ্যে দেশের সব মানুষের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা।

৩। ২০১২ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা।

৪। ২০১৩ সালের মধ্যে প্রতিটি বাড়িকে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থার আওতায় আনা।

৫। ২০১৩ সালে বার্ষিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার হবে ৮ শতাংশ। ২০১৭ সালে এই হার ১০ শতাংশে উন্নীত করে অব্যাহত রাখা।

৬। ২০১৩ সালে বিদ্যুতের সরবরাহ হবে ৭ হাজার মেগাওয়াট এবং ২০১৫ সালে ৮ হাজার মেগাওয়াট। ২০২১ সাল নাগাদ দেশের বিদ্যুৎ চাহিদা ২০ হাজার মেগাওয়াট ধরে নিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৭। ২০১৩ সালে পর্যায়ক্রমে স্নাতক পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

৮। ২০১৪ সালে নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা।
৯। ২০১৫ সালের মধ্যে সকল মানুষের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা কর।
১০। ২০১৫ সালে জাতয়ি আয়ের বর্তমান হিস্যা কৃষিতে ২২ শিল্পে ২৮ ও সেবাতে ৬০ শাতংশের পরিবর্তে হবে যথাক্রমে ১৫, ৪০ এবং ৪৫ শতাংশ করা।
১১। ২০২১ সালে বেকারত্বের হার বর্তমান ৪০ থেকে ১৫ শতাংমে নেমে আসবে।
১২। ২০২১ সালে কৃষি খাতে শ্রমশক্তি ৪৮ শাতংশ থেকে কমে দাঁড়াবে ৩০ শতাংশ।
১৩। ২০১১ সালে শিল্পে শ্রমশক্তি ১৬ থেকে ২৫ শতাংশে এবং সেবা খাতে ৩৫ থেকে ৪৫ শতাংশে উন্নীত হবে।
১৪। ২০২১ সাল নাগাদ বর্তমানে দারিদ্র্যের হার ৪৫ থেকে ১৫ শতাংশে নামবে।
১৫। ২০২১ সালে তথ্য প্রযুক্তিতে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে বাংলাদেশ পরিচিত লাভ করবে।
১৬। ২০২১ সালের মধ্যে দেশের ৮৫ শতাংশ নাগরিকের মানসম্পন্ন পুষ্টি চাহিদা পূরণ নিশ্চিত হবে।
১৭। ২০২১ সালের মধ্যে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য প্রতিদিন নূন্যতম ২১২২ কিলোক্যালরির উপর খাদ্য নিশ্চিত করা হবে।
১৮। ২০২১ সালের মধ্যে সকল প্রকার সংক্রামক ব্যাধি সম্পূর্ণ নির্মূল করা।
১৯। ২০২১ সালে গড় আয়ুষ্কাল ৭০ এর কোঠায় উন্নীত করা।
২০। ২০২১ সালে শিশু মৃত্যুর হার বর্তমান হাজারে ৫৪ থেকে কমিয়ে ১৫ করা।
২১। ২০২১ সালে মাতৃমৃত্যুর হার ৩.৮ থেকে কমে ১.৫ শতাংশ হবে।
২২। ২০২১ সালে প্রজনন নিয়ন্ত্রণ ব্যবহারের হার ৮০ শতাংশে উন্নীত করা।

এই ২২ টি লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন সম্ভব হলে সত্যিকার অর্থে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নে সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

ভিশন-২০৪১/ রূপকল্প- ২০৪১

"এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়।
এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়।
এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এদেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণী আছে তারা চাকুরি না পায় বা কাজ না পায়।"

– জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী-২০২১ শিরোনাম: শান্তি, গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির বাংলাদেশ

বর্তমান সরকারের উন্নয়নের সূচকগুলোর বিস্ময়কর অগ্রগতি এবং আপামর মানুষের জীবন-জীবিকার উন্নতি গণমনে আত্মবিশ্বাস ও সাহস এমন পর্যায়ে উন্নীত করেছে যে, ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধশালী দেশে রূপান্তর সম্ভব। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর লক্ষ্য অর্জন করতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে স্বাধীনতার ৭০ বছরের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের দিকে অগ্রসর হতে হবে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা, সুদূরপ্রসারি কৌশল ও ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

- এই পরিকল্পনায় অঙ্গীকার অনুয়ায়ী ২০১৯-২৩ সময়কালের লক্ষ্যমাত্রা ও কর্মসূচির সাথে সাথে ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রাকে এমনভাবে সমন্বয় করা হবে, যাতে দেশ ধারাবাহিকভাবে সুদূরপ্রসারি লক্ষ্য অভিমুখে অগ্রসর হয়। বাংলাদেশ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ২০২১ পালনকালে হবে মধ্যম আয়ের দেশ, ২০৩০ সালে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে উন্নত দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াবে।
- এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০৩০ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় হবে ৫ হাজার ৪৭৯ ডলারেরও বেশি।
- এই পরিকল্পনায় ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের সার্বিক দারিদ্র্যের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে।
- ২০২১ থেকে ২০৪১, অর্থাৎ ২০ বছর বাংলাদেশকে প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির গড় হার ১০ শতাংশ ধরে রাখতে হবে। গত অর্থবছরে ৭.৮৬ শতাংশের প্রবৃদ্ধির হার প্রমাণ করে, জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত সরকার এ লক্ষ্য অর্জনে সঠিক পথেই এগিয়ে যাচ্ছে।

সামষ্টিক অর্থনীতির বিভিন্ন সূচকে ভিত্তি বছর (২০০৫-০৬) পরবর্তী অর্জন এবং আগামী মেয়াদে (২০১৮-২৩) লক্ষ্যমাত্রা:

নির্দেশক	২০০৫-০৬	২০১৮-১৯	২০২৩-২৪ লক্ষ্যমাত্রা
জিডিপি প্রবৃদ্ধি	৫.৪	৮.১৩	১০
মাথাপিছু আয় (মার্কিন ডলারে)	৪২৭	১৯০৯	২৭৫০
জাতীয় সঞ্চয় (জিডিপির শতাংশে)	২৭.৭	৩০.২	৩৭
বিনিয়োগ (জিডিপির শতাংশে)	২৪.৭	৩১.৬	৩৭
বাজেট (কোটি টাকায়)	৬৪,৩৮৩	৫,২৩,১৯০	১০,০০,০০০
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (বিলিয়ন মার্কিন ডলারে)	৩.৮৮	৩৪	৫০
রপ্তানি আয় (বিলিয়ন মার্কিন ডলারে)	১০.০৫	৪০.৫৩	৭২
আমদানি (বিলিয়ন মার্কিন ডলারে)	১৪.৭	৫৮.৯	১১০
দরিদ্র জনসংখ্যা (শতকরা হারে)	৪১.৫১	২১.৮	১২.৩
অতি দরিদ্র জনসংখ্যা (শতকরা হারে)	২৫.১	১১.৩	৪.৫
বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষমতা (মেগাওয়াটে)	৩,৭৮২	২১৬২৯	২৮,০০০

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

যে সকল বিষয়গুলোর উপর বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে:

১. আমারগ্রাম আমার শহর : প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ	১১. সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি
২. তারুণ্যের শক্তি – বাংলাদেশের সমৃদ্ধি : তরুণ-যুবসমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর ও কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা	১২. সকলের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবার নিশ্চয়তা
৩. দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ	১৩. সার্বিক উন্নয়নে ডিজিটাল প্রযুক্তির অধিকতর ব্যবহার
৪. নারীর ক্ষমতায়ন, লিঙ্গ সমতা ও শিশু কল্যাণ	১৪. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিরাপত্তার নিশ্চয়তা
৫. পুষ্টিসম্মত ও নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা	১৫. আধুনিক কৃষি-ব্যবস্থা - লক্ষ্য যান্ত্রিকীকরণ
৬. সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গিবাদ ও মাদক নির্মূল	১৬. দক্ষ ও সেবামুখী জনপ্রশাসন
৭. মেগা প্রজেক্টসমূহের দ্রুত ও মানসম্মত বাস্তবায়ন	১৭. জনবান্ধব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা
৮. গণতন্ত্র ও আইনের শাসন সুদৃঢ় করা	১৮. ব্লু-ইকোনমি – সমুদ্র সম্পদ উন্নয়ন
৯. দারিদ্র্য নির্মূল	১৯. নিরাপদ সড়কের নিশ্চয়তা
১০. সকল স্তরে শিক্ষার মান বৃদ্ধি	২০. প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ও অটিজম কল্যাণ
	২১. টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন – সমৃদ্ধ বাংলাদেশ

জিডিপি প্রবৃদ্ধি (শতকরা হারে)

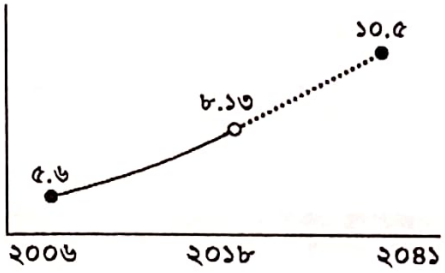

রপ্তানি আয় (বিলিয়ন ডলার)

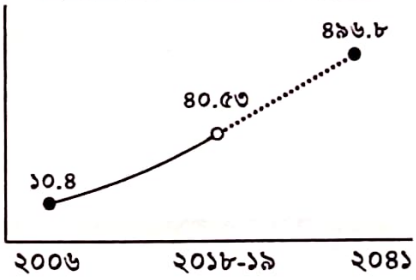

মাথাপিছু আয় (মার্কিন ডলার)

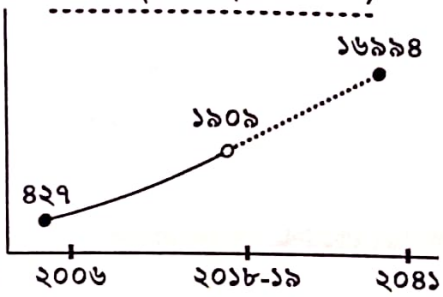

গড় আয়ুষ্কাল (বছর)

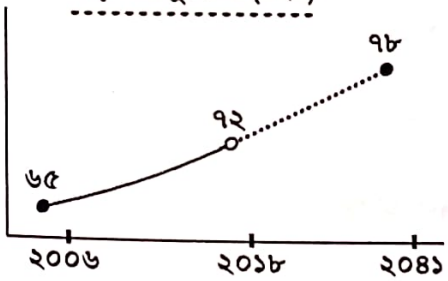

দারিদ্র্য বিমোচন-উচ্চ দারিদ্র্য রেখা (শতকরা হারে)

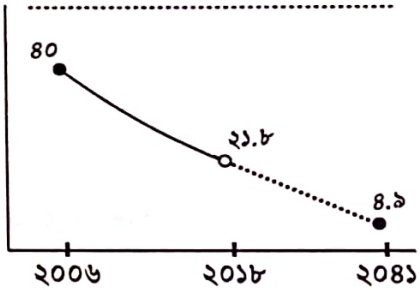

দারিদ্র্য বিমোচন-নিম্ন দারিদ্র্য রেখা (শতকরা হারে)

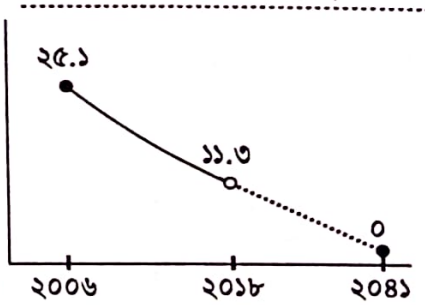

বিদ্যুতের আওতায়/ সংযোগ স্থাপন (শতকরা হারে)

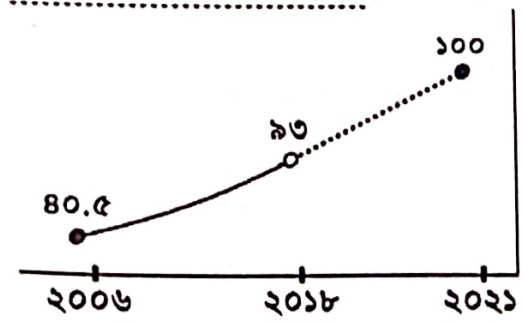

বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা (মেগাওয়াট)

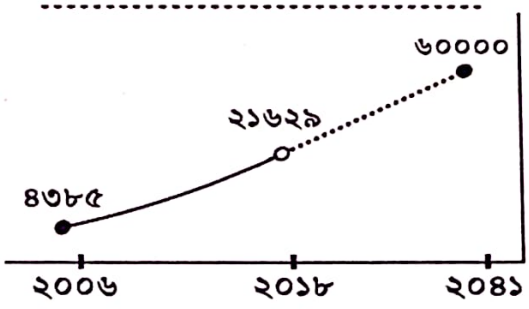

উৎস: সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

অর্থনীতির চিত্র

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

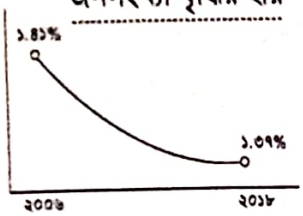

বাংলাদেশের কয়েকটি উন্নয়ন

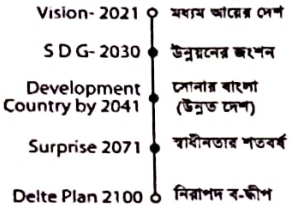

শিশু মৃত্যু হার

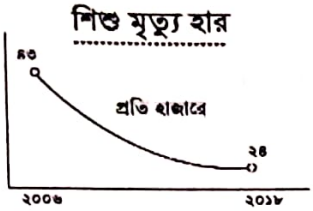

মাতৃমৃত্যু হার (প্রতি লাখে)

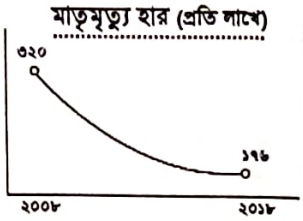

দারিদ্র্যের হার

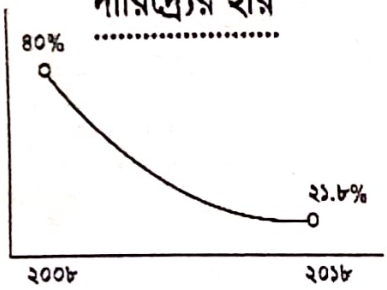

চরম দারিদ্র্যের হার

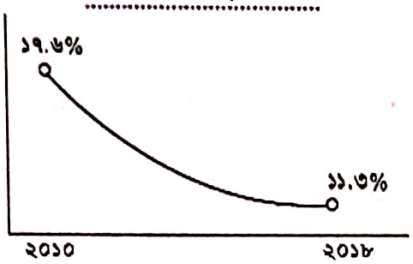

গড় আয়ু

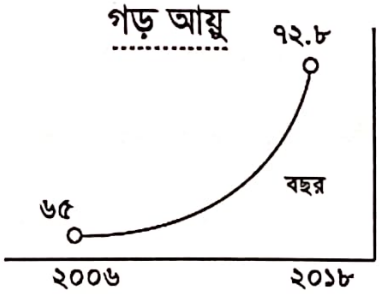

উৎস: **BBS; WDI**

খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষিখাত

শস্যবীজ উৎপাদন (হিসাব কোটি মেট্রিক টনে)

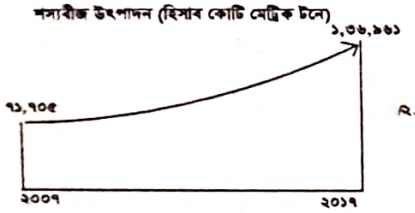

খাদ্যশস্য (হিসাব কোটি মেট্রিক টনে)

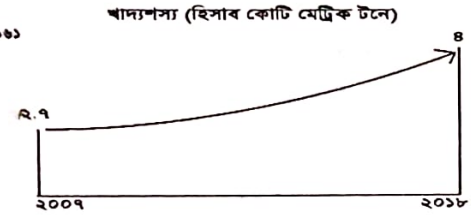

গবাদিপশুর সংখ্যা (হিসাব কোটিতে)

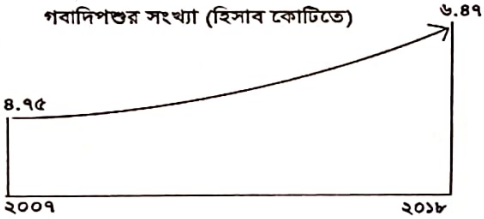

খাদ্য উৎপাদনে বাংলাদেশের সাফল্য

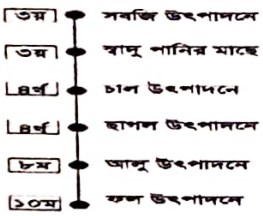

গবাদি পশুর সম্ভাবনা অমিত

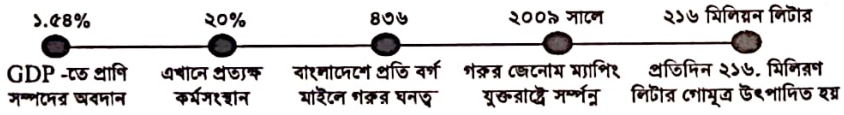

দুধ উৎপাদন (হিসাব কোটি টনে)

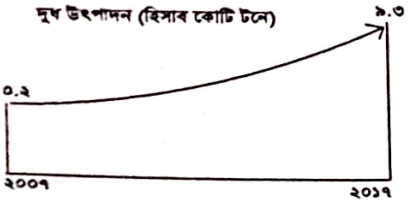

সেচ এলাকা

৭০ লাখ হেক্টর সবজি উৎপাদন (হিসাব কোটি মেট্রিক টন)

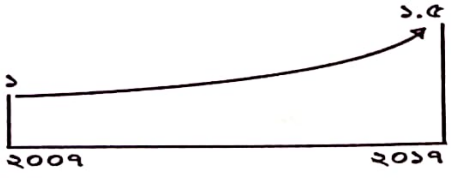

উৎস: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর; খাদ্য মন্ত্রণালয়

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

শিক্ষা খাত

প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝড়ে পড়ার হার

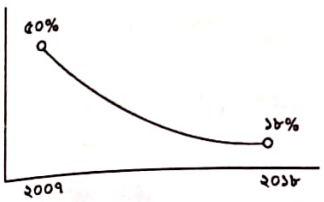

ছাত্রীদের প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝড়ে পড়ার হার

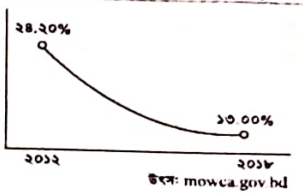

উৎস: mowca.gov.bd

প্রাথমিক শিক্ষা

১,৩৪,১৪৭টি	প্রাথমিক স্তরের মোট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
৬৫,৬২৬টি	এর মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
১,৭৩,৩৮,১০০	মোট শিক্ষার্থী
৫০.৭৫%	ছাত্রীর হার
৬,৮৫,৪০০জন	শিক্ষক

মাধ্যমিক শিক্ষা

২০,৪৬৫টি	মাধ্যমিক স্কুল
১০,৪৭,৫১০জন	শিক্ষার্থী
৫৩.৯৯%	ছাত্রী প্রায়

কারিগরি শিক্ষা

মোট কারিগরি প্রতিষ্ঠান	মোট শিক্ষার্থী
৮,৬৭৫টি	১২ লাখের বেশি

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ভর্তির হার প্রায় ১৬%

সরকার ২০২০ সালের মধ্যে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার হার ২০% (মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে) এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এই হার ৩০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছে।

উচ্চশিক্ষা

১০৫টি	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়
৪৯টি	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়
১০,২৮,৩১৪	মোট শিক্ষার্থী
৩৩.৯৪%	ছাত্রীদের হার
২৯,৩৭৪ জন	শিক্ষক
১৫৪টি	মোট বিশ্ববিদ্যালয়

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা

৪,৪৯৫টি	কলেজ
১,২৩,৫১৮জন	শিক্ষক
৪২,৭৮,৪৪১জন	শিক্ষার্থী
৪৮%	ছাত্রীর হার

মেডিকেল কলেজ

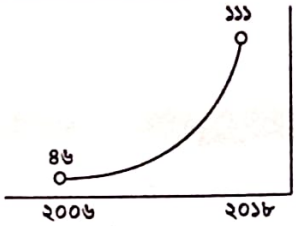

উৎস: cri.org.bd; shed.gov.bd; tmed.gov.bd

স্বাস্থ্য ও সেবা খাত

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাত

- দেশের মোট জনসংখ্যা (১ জুলাই ২০১৮): ১৬ কোটি ৪৬ লাখ
- প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব: ১,১১৬ জন
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার: ১.৩৭%
- মোট প্রজনন হার: ২.২
- পুরুষ ও নারীর অনুপাত: ১০০.২ : ১০০.০০
- জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারী দম্পতি: ৬২%
- জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার ৬৩.১%
- গড় আয়ু: ৭২.৩ বছর (নারীর গড় আয়ু ৭৩.৮ বছর, পুরুষের ৭০.৮ বছর)
- ৬০ বছরের বেশি বয়সী মানুষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৭.৯%
- ০-৪ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা ৮.৪%
- তরুণের (১৮-২৮ বছর) হার : প্রায় ২২%

স্বাস্থ্যচিত্র

স্বাস্থ্য খাতে অগ্রগতি

- মৃত্যুর প্রধান ১০ কারণ: হৃদরোগ, স্ট্রোক, ক্যানসার, দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসের রোগ, নবজাতকের মৃত্যু, নিম্ন শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ, ডায়াবেটিস, ডায়রিয়াজনিত রোগ, সড়ক দুর্ঘটনা, কিডনি রোগ।
- ১৬.১% প্রাপ্তবয়স্ক ও ১৮.৪% শিশু মানসিক রোগে আক্রান্ত (এসটিইপিএস ২০১৮)
- মোট স্বাস্থ্য ব্যয়ের ৬৭% রোগী নিজের পকেট থেকে খরচ করে।
- ট্যাপ ও নলকূপের খাওয়ার পানি ব্যবহার করে ৯৮% মানুষ।
- টয়লেট সুবিধা: স্যানিটারি ৭৮.১%, অন্যান্য ১৯.৯%, উন্মুক্ত ২.০%

মা ও শিশু

- মাতৃমৃত্যুর হার: প্রতি লাখ জীবিত জন্মে ১৭২ জন
- নবজাতকের মৃত্যুহার: প্রতি হাজারে ১৬ জন
- শিশু মৃত্যুহার (পাঁচ বছরের কম বয়সী) : প্রতি হাজারে ৩০ জন

বৈশ্বিক স্বাস্থ্যসূচকে বাংলাদেশ

- বৈশ্বিক স্বাস্থ্যসূচকে গ্লোবাল হেলথ ইনডেক্স ১১৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৮৮তম। পাকিস্তান ও ভারত যথাক্রমে ৯৪তম ও ১০২তম অবস্থানে।
- 'স্বাস্থ্যবান দেশের' ব্লুমবার্গ হেলদিয়েস্ট কান্ট্রি ইনডেক্স) তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ৯১তম।
- ভারত ১২০তম, পাকিস্তান ১২৪তম, শ্রীলঙ্কা ৬৬তম। স্বাস্থ্য নিরাপত্তা সূচকে ১৯৫ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১১৩।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি

- যেসব রোগের মৃত্যুহার কমেছে: কলেরা, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, পোলিও, হাম, ডিফথেরিয়া, হুপিং কাশি।
- ২০১৪ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশকে পোলিও মুক্তদেশের সনদ দিয়েছে।
- ১০০% উপজেলার কালাজ্বর নির্মূলের লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে।
- শিশুমৃত্যুর হার কমিয়ে ২০১০ সালে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন।

উৎস: cri.org.bd; mowca.gov.bd; mohfw.gov.bd

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

পোশাক শিল্প

গত ৫ বছরে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি (কোটি ডলার)

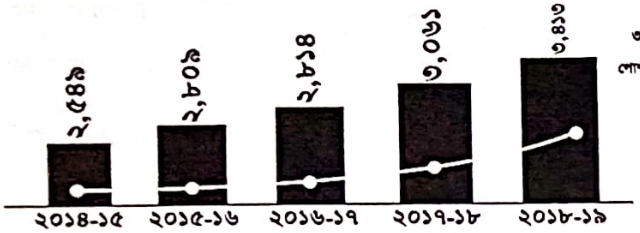

এক নজরে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত

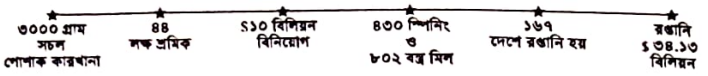

বৈশ্বিক বাজার: ২০১৮ (কোটি ডলার)

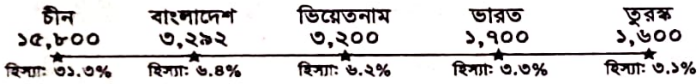

বাংলাদেশি পোশাকের গন্তব্য (২০১৮-১৯)

(কোটি ডলারে)

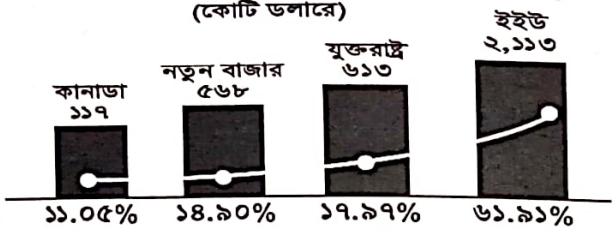

উৎস: EPB

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত

বিদ্যুৎ সুবিধা প্রাপ্ত জনগোষ্ঠী

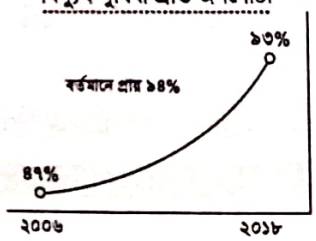

বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা (মেগাওয়াট)

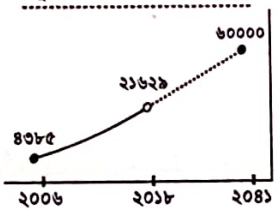

বিদ্যুতের আওতায়/ সংযোগ স্থাপন (শতকরা হারে)

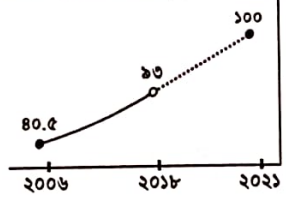

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ভর্তুকি (লক্ষ টাকা)

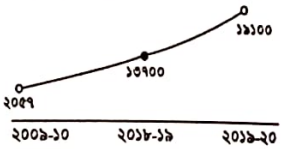

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয়

উৎস: বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ উৎপাদন মহাপরিকল্পনা- ২০৪১

সাল	বিদ্যুৎ উৎপাদন (মেঃওঃ)	
২০২১	২৪,০০০	২০২১ সালের মধ্যে দেশের ১০০% জনসংখ্যাকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতাভুক্ত করা হবে।
২০৩০	৪০,০০০	
২০৪১	৬০,০০০	

এক নজরে বিদ্যুৎ খাত :

#	নির্দেশক	২০০৯	২০১৮
১.	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	২৭	১৩৬
২.	বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (MW)	৪৯৪২	২১৬২৯ (ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্যসহ)
৩.	সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন	৩২৬৮ (৬ জানু, ২০০৯)	১২৮৯৩ (২৯ মে, ২০১৯)
৪.	মোট সঞ্চালন লাইন (সা.কি.মি.)	৮০০০	১১৬৫০
৫.	বিদ্যুৎ আমদানি (M.W)		১১৬০
৬.	বিতরণ লাইন (কি.মি.)	২ লাখ ৬০ হাজার	৫ লাখ ৪২ হাজার
৭.	সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী	৪৭%	৯৪%
৮.	মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন (কি.ও.ঘ.)	২২০	৫১০
৯.	বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা	১ কোটি ৮ লাখ	৩ কোটি ৫১ লাখ
১০.	ADP তে বরাদ্দ (কোটি)	২৬৭৭	২৮,৮৬২ (২০১৯-২০)
১১.	বিতরণ সিস্টেম লস (%)	১৪.৩৩	৯.৩৫

উৎস: বিদ্যুৎ বিভাগ

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

জ্বালানি খাত

- মোট জ্বালানিতে প্রাকৃতিক গ্যাসের অবদান- ৭১%
- মোট গ্যাস মজুদ- ৩৮.০২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট কিন্তু উত্তোলনযোগ্য মজুদ- ২৭.১২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট।

মহেশখালি ভাসমান তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (LNG)

- ১ম LNG Import Terminal (জ্বালানি তেলে নির্ভরতা কমবে মূল্য প্রায় ৪০০-৫০০ মা.ড.)।
- ১৭ কোটি ৯৫ লক্ষ মার্কিন ডলার খরচ
- দৈনিক কমপক্ষে ৫০০ মিলিয়ন মান ঘনফিট গ্যাস (MMSCF/D) (৫০ কোটি-কিউবিক ফিট গ্যাস)
- ৬৬০ MW বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি:

- সরকার প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর অধিক মাত্রায় নির্ভরশলিতা কমানো লক্ষ্যে কয়লা, ডুয়েল ফুয়েল ও পারমণবিক শক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উপপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।
- পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সময়োপয়োগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
- ইতঃপূর্বে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা প্রণয়ন পূর্বক ২০০৯ সাল হতে তা কার্যকর করা হয়েছে।
- সমন্বিতভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রমে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, সম্প্রসারণ ও এই সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকীকরণের জন্য 'Sustainable & Renewable Energy Development Authority (SREDA)' গঠন করা হয়েছে।

জ্বালানি দক্ষতা ও জ্বালানি সংরক্ষণ:

- টেকসই জ্বালানি ব্যবস্থা সুসংহত করার লক্ষ্যে স্রেডা ইতোমধ্যে জ্বালানি দক্ষতা ও সাশ্রয় বিষয়ক বিভিন্ন বিধি প্রণয়নসহ বাংলাদেশের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বর্ণিত জ্বালানি সাশ্রয় লক্ষ্যমাত্রা পূরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।
- উক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে 'Energy Efficiency and Conservation ---------- plan up to 2008' প্রণয়ন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে-

২০২১ সালের মধ্যে	১৫ শতাংশ
২০২০ সালের মধ্যে	২০ শতাংশ

জ্বালানি দক্ষতা উন্নয়নে সাম্প্রাতিক অর্জন:

- জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিধিমালা ২০১৬ প্রণয়ন;
- Energy Audit Regulation ২০১৮ প্রণয়ন;
- Energy Efficiency and conservation Promotion Financing Project এর আওতায় জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য শিল্প, ভবন ও আবাসন খাতে স্বল্প সুদে (৪%) ঋণপ্রদান প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম;
- বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব ও গ্রিন ইন্ডাস্ট্রিতে ঋণ সুবিধা প্রদানেরজন্য নীতিমালা প্রণয়ন;
- Bangladehs National Building Code'র জ্বালানি দক্ষতা ও সাশ্রয় বিষয়ক বিধান অন্তর্ভুক্তকরণ;
  - ✓ স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তকে 'জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ' বিষয়ক পাঠ অন্তর্ভুক্তকরণ;
  - ✓ 'জ্বালানি সাশ্রয়ে সচেতনতামূলক স্কুলিং প্রোগ্রাম' চালুকরণ;
  - ✓ Country Action Plan for Clean Cook Stove প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- বিভিন্ন ক্যাপটিভ পাওয়ার জেনারেশন সংশ্লিষ্ট শিল্প উদ্যোক্তাগণের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওয়েস্ট হিট রিকভারী ও কো-জেনারেশন কার্যক্রম

বিগত পাঁচ বছরের অর্থনৈতিক অবস্থা বাংলাদেশের

নির্দেশক			১	২	৩	৪	৫	
		২০১৯-২০ (প্রক্ষেপন)	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫	২০০৮-০৯
জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার	(%)	৮.২০%	৮.১৩% (অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী)	৭.৬৫%	৭.২৮%	৭.১১%	৬.৫৫%	৫.০৫%
জিডিপি	কোটি টাকা	২৮,৮৫,৮৭২	২৫,৩৬,১৭৭					
মাথাপিছু আয়	মার্কিন ডলার	২১৭৩	১৯০৯	১৭৫১	১৬১০	১৪৬৫	১৩১৬	৭০৩
রপ্তানি আয়	বিলিয়ন ডলার		৪০.৫৩	৩৬.৬৭	৩৪.৬৬	৩৪.২৫	৩১.২০	১.১৬

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

প্রবাসী আয়	বিলিয়ন ডলার		১৬.৪২	১৪.৯৮	১৩.৭৭	১৪.৯৩	১৫.৩২	৯.৬৯
এডিপি	কোটি টাকা	২০২৭২১	১৬৭০০০					
পোশাক রপ্তানি আয়	বিলিয়ন ডলার		৩৪.১৩	৩০.৬১	২৮.১৫	২৮.০৯	২৫.৫	
চামড়ার বাজার রপ্তানী আয়	বিলিয়ন ডলার		১.০১	১.০৮				
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	বিলিয়ন ডলার		৩৪	৩২.৯২	৩২	৩২	৩০.৪	১
মূল্যস্ফিতির হার	(%)	৫.৫%	৫.৪৪%	৫.৫৭%	৫.৪৪%	৫.৯২%		
কৃষি খাতের অবদান	জিডিপির %		১৩.৬০%	১৪.১৩%	১৪.৭৯%	১৫.৩৩%	১৬%	
শিল্প খাতের অবদান	জিডিপির %		৩৫.১৪%	৩৩.৭১%	৩২.৪৮%	৩১.২৮%	৩০.৪২%	
সেবা খাতের অবদান	জিডিপির %		৫১.২৬%	৫২.১৮%	৫২.৭৩%	৫৩.৩৯%	৫৩.৫৮%	
বাজেটের আকার	কোটি টাকা	৫,২৩,১৯০	৪,৬৪,৫৭৩					
শিল্প উৎপাদন সূচক	পয়েন্ট				২৯৭.৯	২৬৭.৯	২৩৬.১	১০২.১
এফডিআই (FDI)	কোটি ডলার		৩৮৯	২৫৮	২৪৫	২০০	১৮৩	

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৪তম অধিবেশনে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

জাতিসংঘ ও বঙ্গবন্ধু ঃ
প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উন্নয়ন, শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় জাতিংঘের নেতৃত্বমূলক ভূমিকার বিষয়টিই তুলে ধরেন' শেখ হাসিনা এ সময় জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপনের প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেন, 'বাংলাদেশে আমরা মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছি। ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে তা শুরু হতে যাচ্ছে।' 'তার দর্শন ও চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটিয়ে আগামী বছর জাতিসংঘে আমরা এ উৎস উদযাপন করতে চাই, 'বলেন প্রধান মন্ত্রী।

এসডিজি ঃ
প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে তার সরকারের বিগত ১০ বছরের কিছু বেশি সময়ের দেশ শাসনে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের পথে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য দিক ও তুলে ধরেন।

অভিবাসন ঃ
অভিবাসন সম্পর্কে শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশ নিরাপদ, সুষ্ঠু ও নিয়মিত অভিবাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, 'গ্লোবাল কমপ্যাক্ট অন মাইগ্রেশন' সফলভাবে গৃহীত হওয়ার পর, বাংলাদেশ এটি বাস্তবায়নের কার্যবিধি প্রণয়ন করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ অভিবাসনের বিভিন্ন ইস্যুকে জাতীয় উন্নয়ন কৌশলের সঙ্গে অঙ্গীভূত করেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন ঃ
জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যু প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, সদ্য সমাপ্ত 'ক্লাইমেট অ্যাকশন সামিট'র মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক যে কার্যক্রম গ্রহণের ঘোষণা এসেছে তা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের অংশ হিসেবে প্যারিস চুক্তির বাস্তবায়নকে আরও বেগবান করবে।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'অভিযোজন ও সহনশীলতার জন্য আমাদের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আমরা ডেল্টা প্ল্যান- ২১০০ গ্রহণ করেছি। বাংলদেশ জন্য এটি একটি অর্থ-প্রযুক্তিগত, সমন্বিত ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা।'

বাংলাদেশের জিডিপি ঃ
বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী মোট দেশজ উৎপাদনের ব্যাপ্তি ঘটেছে ১৮৮ শতাংশ। ২০০৯ সালে আমাদের জিডিপি'র আকার ছিল ১০২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বেড়ে চলতি বছরে দাঁড়িয়েছে ৩০২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে, বলেন তিনি।

বাংলাদেশের রপ্তানী আয় ঃ
দ্রুত অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে তাঁর সরকারের নানাবিধ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের খতিয়ান তুলে ধরে সরকার প্রধান বলেন, 'আমাদের রপ্তানি আয় ২০০৫-০৬ অর্থবছরের তুলনায় তিন গুণ বেড়ে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে হয়েছে ৪০ দশমিক ৫৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং মাথাপিছু আয় সাড়ে তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯০৯ মার্কিন ডলার হয়েছে। একই সঙ্গে গত অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৮ দশমিক ১৩ শতাংশ।'

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

If you like it, buy the book and support the author

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

রোহিঙ্গা প্রসঙ্গ ঃ
রোহিঙ্গাদের টেকসই প্রত্যাবাসনে মিয়ানমারকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। রোহিঙ্গা সংকটকে আঞ্চলিক নিরাপত্তার হুমকি উল্লেখ করে এর স্থায়ী সমাধানের লক্ষে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দ্রুত হস্তক্ষেপ কামনা করে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ৪ দফা প্রস্তাব পেশ করেছেন।

বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে ঃ
সরকার বাংলাদেশে নারী-পুরুষ সমতা এবং বিদ্যালয়ে শতভাগ ভর্তির মাইলফলক অর্জনের পর এখন মানসম্মত শিক্ষার প্রসারে মনোনিবেশ করেছে। এ লক্ষ্যে ঃ

- ই-শিক্ষা এবং যোগ্য শিক্ষক তৈরির উপর গুরুত্ব প্রদান করায় বিদ্যালয়ে ঝরে পড়ার হার ৫০ শতাংশ থেকে হতে ১৮ শতাংশে নেমে এসেছে।
- বছরের প্রথম দিনে সারাদেশের প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়া হচ্ছে।
- ২ কোটি ৩ লাখ শিক্ষার্থীকে উপ-বৃত্তিসহ বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি দেওয়া।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা ঃ

- সকল নাগরিককে স্বাস্থ্যসেবার আওতায় আনার লক্ষ্যে সারাদেশে প্রায় ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের একটি বিশাল নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- বিনামূল্যে ৩০ প্রকারের ওষুধ বিতরণসহ প্রতিবন্ধী, অটিজম এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষ এবং হতদরিদ্রদের বিভিন্ন ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

মানব পাচার ঃ
জাতীয় পর্যায়ে মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন এবং মানবপাচার সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবিলায় বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্প্রতি মানবপাচার বিষয়ক 'পালেরমো প্রোটোকল'-এ যোগদান করেছে, বলেন প্রধানমন্ত্রী।

বাংলাদেশে বিনিয়োগ ঃ
২০০৫-০৬ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মধ্যে আমাদের বিনিয়োগ জিডিপি'র ২৬ শতাংশ থেকে ৩১ দশমিক ৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। সেই সাথে বেসরকারি বিনিয়োগ ৫ গুণ বেড়ে হয়েছে ৭০ দশমিক ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম ও বাংলাদেশ ঃ
'জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমকে ভবিষ্যতের জন্য উপযোগী করে তুলতে জাতিসংঘ মহাসচিবের গৃহীত উদ্যোগের প্রতি আমরা সমর্থন ব্যক্ত করছি। তার এ্যাকশন ফর পিস কিপিং' উদ্যোগ বাস্তবায়নের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা অন্যতম চ্যাম্পিয়ন দেশ হিসেবে ঐ উদ্যোগে সামিল হয়েছি। এছাড়া, 'টেকসই শান্তি'-এর ধারণাগত কাঠামো প্রণয়নে আমরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছি।'

বাংলাদেশের দারিদ্র্য জয় ঃ
২০০৬ সালে আমাদের দারিদ্র্যের হার ছিল ৪১ দশমিক ৫ শতাংশ যা ২০১৮ সালে হ্রাস পেয়ে ২১ শতাংশ হয়েছে এবং অতি দারিদ্র্যের হার ২৪ শতাংশ থেকে ১১ দশমিক ৩ শতাংশে নেমে এসেছে। আমাদের জিডিপি'র ২ দশমিক ৫৮ শতাংশ সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে ব্যয় করা হচ্ছে বলেন প্রধানমন্ত্রী।

ব্লু-ইকোনমি ঃ
প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সমুদ্র সীমার সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধান বাংলাদেশের জন্য সুনীল অর্থনীতি তথা ব্লু-ইকোনমির সম্ভাবনার আরেকটি নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে।

বিশ্ব অর্থনীতি ও বাংলাদেশ

৮৬ ট্রিলিয়ন ডলারের বিশ্ব অর্থনীতি
বিশ্ব অর্থনীতি এখন ৮৬ ট্রিলিয়ন ডলারের। এক ট্রিলিয়ন হচ্ছে ১ হাজার বিলিয়ন। আর এক বিলিয়ন ১০০ কোটি। বিশ্বব্যাংকের ২০১৯ সালের জুলাই মাসের উপাত্ত ধরে হিসাবটি করা হয়েছে। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ধরে এই হিসাব তৈরি করেছে।

বাংলাদেশ ঃ
বিশ্ব জিডিপিতে বাংলাদেশের অবদান হচ্ছে ০.২৭ ট্রিলিয়ন ডলার, যা মোট বিশ্ব জিডিপির ০.৩২ শতাংশ।

শীর্ষ ১৫ দেশের দখলে অর্থনীতি ঃ
বিশ্ব অর্থনীতিতে সবচেয়ে বেশি দখল যুক্তরাষ্ট্রের, প্রায় ২৪ শতাংশ। আর পরের স্থানে থাকা চীনের অংশ প্রায় ১৬ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্র ও চীন ছাড়াও আছে জাপান, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ভারত, ইতালি, ব্রাজিল, কানাডা, রাশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, স্পেন ও মেক্সিকো। বিশ্ব অর্থনীতিতে এ ১৫টি দেশের অংশ হচ্ছে ৭৫ শতাংশ।
ভৌগোলিক অঞ্চল ধরলে সবার ওপরে পূর্ব এশিয়া ও প্যাসিফিক। তাদের মোট জিডিপি ২৫ দশমিক ৯ ট্রিলিয়ন ডলার, যা বিশ্বের মোট জিডিপির ৩০ দশমিক ২ শতাংশ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক অর্জন

পুরস্কার	ক্যাটাগরি	প্রদানকারী সংস্থা
'ভ্যাকসিন হিরো'	টিকাদান কর্মসূচির সাফল্যের জন্য	গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাক্সিনস অ্যান্ড ইমিউনাইজেশন (জিএভিআই)
'চ্যাম্পিয়ান অব স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফর ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড		ইউনিসেফ
ড. কালাম স্মৃতি ইন্টারন্যাশনাল এক্সিলেন্স অ্যাওয়াড	শিক্ষা	ড. কামাল স্মৃতি
গ্লোবাল উইমেন্স লিডারশীর অ্যাওয়ার্ডস	নারী ক্ষমতায়ন	
২০১৮ স্পেশার ডিস্টিংকশন অ্যাওয়ার্ড ফর আউটস্ট্যান্ডিং অ্যাচিভমেন্ট	নেতৃত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ	গ্লোবাল হোপ কোয়ালিশন
ইন্টারন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট এ্যাওয়ার্ড	নেতৃত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ	ইন্টারপ্রেস সার্ভিস

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

১০ বছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধিতে বাংলাদেশ শীর্ষে

গত ১০ বছরে বিশ্বের জিডিপিতে প্রবৃদ্ধি অর্জনে বাংলাদেশের অবস্থান ১ নম্বরে। এই সময়ে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ১৮৮ শতাংশ। বৃহস্পতিবার সংসদের এক বিবৃতিতে এ কথা বলেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল।

অর্থমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রাজ্ঞ ও গতিশীল নেতৃত্ব এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা থাকায় জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে বাংলাদেশ বিশ্বে শীর্ষ অবস্থান করছে। আমরা গত ১০ বছর অর্থনীতিতে ধারাবাহিকভাবে উন্নতি করেছি। যে কারণে বিশ্বের অর্থনীতির আঙিনায় এক অনন্য উচ্চতায় উন্নীত হয়েছি। বিশ্বব্যাংক, এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলসহ বিশ্বের অনেক গবেষণা প্রতিষ্ঠান আমাদের অর্থনীতির উন্নয়নের বিষয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে চলছে।

মুস্তফা কামাল বলেন, বিশ্বের শীর্ষ স্বল্পোন্নত দেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধি নিয়ে গত ২৮ আগস্ট দ্য স্পেক্টেটর ইনডেক্স একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সেখানে দেখা যায়, গত ১০ বছরে সারা বিশ্বের জিডিপিতে প্রবৃদ্ধি অর্জনে বাংলাদেশের অবস্থান ১ নম্বরে। এই সময়ে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ১৮৮ শতাংশ। একই সময়ে বিশ্বের প্রথম সারির অন্যান্য দেশের, যেমন চীনের প্রবৃদ্ধি ছিল ১৭৭ শতাংশ, ভারতের ১১৭ শতাংশ, ব্রাজিলের ৯৭ শতাংশ এবং ইন্দোনেশিয়ার ৯০ শতাংশ। অন্যদের অবস্থান আরও অনেক পেছনে।

বিগত ১০ বছরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মোট জিডিপি প্রবৃদ্ধি

ব্যাংকিং	দেশ	জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)
১	বাংলাদেশ	১৮৮
২	ইথিওপিয়া	১৮০
৩	চীন	১৭৭
৪	ভারত	১১৭
৫	ইন্দোনেশিয়া	৯০

উৎস: দ্য স্পেক্টেটর ইনডেক্স

মন্ত্রী আরও বলেন, 'এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক অতি সম্প্রতি একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। তাদের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আমাদের জিডিপিতে প্রবৃদ্ধি হবে শতকরা ৮ ভাগ, যা হবে এশিয়া মহাদেশের সব দেশের ওপরে। বিশ্বব্যাংকের একটি তথ্য-উপাত্তের ওপরে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর ইকনোমিকস অ্যান্ড বিজনেস রিসার্চ একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ ৪১তম অর্থনীতির দেশ থেকে ২০২৩ সালে ৩৬তম অবস্থানে যাবে। আর ২০২৮ সালে অবস্থান হবে ২৭তম এবং ২০৩৩ সালে হবে ২৪তম। সেই সময় আমাদের জিডিপিতে প্রবৃদ্ধির আকার হবে ১ ট্রিলিয়ন ডলার।'

অর্থমন্ত্রী বলেন, সম্প্রতি স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক বৈশ্বিক প্রধান অর্থনীতিবিদ ডেবিড ম্যাগ তাঁর গবেষণা তথ্য এবং আইএমএফের তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে দেখেছেন ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় হবে ভারতের চেয়ে বেশি। ২০৩০ সালে বাংলাদেশর মানুষের মাথাপিছু জিডিপি দাঁড়াবে ৫ হাজার ৭০০ মার্কিন ডলার। আর তখন ভারতের মাথাপিছু জিডিপি দাঁড়াবে ৫ হাজার ৪০০ মার্কিন ডলার।

জনসংখ্যার বোনাস যুগে বাংলাদেশ

- বাংলাদেশ জনসংখ্যার বোনাস যুগে প্রবেশ করে: ২০১২ সালে
- BBS অনুযায়ী শ্রমশক্তি মানুষ: ৬ কোটি ৩৪ লাখ [বিশ্বে ষষ্ঠ বৃহত্তম]
- শ্রমশক্তি/ কর্মক্ষম মানুষ: ১৫-৬৪ বছর বয়সী
- ২০১৬ সালে শ্রম জরিপে বেকার: ২৬ লাখ ৭৭ হাজার

বাজেট ২০১৯-২০

- স্লোগান: সমৃদ্ধ আগামীর পথযাত্রায় বাংলাদেশ। সময় এখন আমাদের, সময় এখন বাংলাদেশের
- বাজেট- ৪৯তম (অন্তবর্তীকালীনসহ)
- মোট আকার– ৫,২৩,১৯০ কোটি টাকা
- মোট আয়- ৩,৮১,৯৭৮ কোটি টাকা
- ঘাটতি- ১,৪১,২১২ কোটি টাকা
- জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার- ৮.২%
- মুদ্রাস্ফীতি- ৫.৫%
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (ADP) তে বরাদ্দ- ২ লক্ষ ২ হাজার ৭২১ কোটি টাকা
- তৈরি পোশাক খাতে প্রণোদনা- ২ হাজার ৮২৫ কোটি টাকা
- কৃষিপণ্য রপ্তানিতে প্রণোদনা- ২০ শতাংশ
- মাথাপিছু আয়- ১৯০৯ ডলার
- বিনিয়োগ জিডিপির- ৩২.৮%
- মুক্তিযোদ্ধা ভাতা- ১২,০০০ টাকা
- নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য বাজেট বরাদ্দ- ১০০ কোটি টাকা

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

- পোশাক রপ্তানির জন্য নগদ সহায়তা- ১%
- ভ্যাটের হার- ৪টি [৫, ৭.৫, ১০ ও ১৫%]
- নতুন ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক আইন কার্যকর হবে- ০১ জুলাই, ২০১৯
- ভ্যাট নাই- বছরে ৫০ লাখ টাকা পর্যন্ত লেনদেনে
- জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়- ২০১৫ সালে
- করের টাকা বেশি ব্যয় হবে- বেতন ভাতায়
- সামাজিক সুরক্ষা খাতে বরাদ্দ- ৭৪ হাজার ৩৬৭ কোটি টাকা
- বয়স্ক ভাতা- মাসিক ৬০০ টাকা [আগে ছিল ৫০০ টাকা]
- বৈধ পথে প্রবাসী আয়ে প্রণোদনা- ২ শতাংশ
- মানবসম্পদ খাতে মোট বরাদ্দ- ১,২৯,০৫৬ কোটি টাকা

ব্যয়ের সর্বোচ্চ খাত

খাত	ব্যয়- ৫,২৩,১৯০ (কোটি টাকার হিসাবে)
জনপ্রশাসন	৯৬,৪৭০ (১৮.৫%)
শিক্ষা ও প্রযুক্তি	৭৯,৪৮৬ (১৫.২%)

আয়ের সর্বোচ্চ খাত

খাত	আয়- ৩,৮১,৯৭৮ (কোটি টাকার হিসাবে)
মূল্য সংযোজন কর (VAT)	১,২৩,০৬৭
আয় কর	১,১৩,৯১২

অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০১৯

- মোট জনসংখ্যা- ১৬ কোটি ৩৭ লক্ষ
- পুরুষ-মহিলা অনুপাত- ১০০.২ ঃ ১০০
- স্থূল জন্মহার (প্রতি ১০০০ জনে)- ১৮.৫ জন
- শিশু মৃত্যুহার (এক বছরের কমবয়সী প্রতি হাজার জীবিত জন্মে)- ২৪ জন
- প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল- ৭২.০ বছর (পুরুষ- ৭০.৬ বছর ও মহিলা ৭৩.৫ বছর)
- সুপেয় পানি গ্রহণকারী- ৯৮%
- স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারকারী- ৭৬.৮%
- সাক্ষরতার হার [(৭ বছর +→৭২.৩% পুরুষ- ৭৪.৩% ও মহিলা- ৭০.২%)
- দারিদ্র্যের হার- ২১.৮%
- চরম/অতি/হত দরিদ্র্যের হার- ১১.৩%
- জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার- ৮.১৩%
- মাথাপিছু জিডিপি- ১৮২৭ মার্কিন ডলার ১,৫৩,১৯৭ টাকা
- মাথাপিছু জাতীয় আয়- ১৯০৯ মার্কিন ডলার বা ১,৬০,০৬০ টাকা
- বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ- ৩২,১২৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (৩০ এপ্রিল, ২০১৯)
- খাত অনুযায়ী শ্রমশক্তিতে নিয়োজিত- কৃষি- ৪০.৬%; শিল্প- ২০.৪% ও সেবা- ৩৯%
- জনগণ বিদ্যুত (নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) সুবিধার আওতায় এসেছে- ৯৩%
- আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্র- ২৭টি
- বাণিজ্যিক জ্বালানি গ্যাসের ব্যবহার- ৭১%
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি পণ্য রপ্তানি করে- যুক্তরাষ্ট্র (২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে)
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি পণ্য আমাদনি করে- চীন থেকে (২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে)
- বেশি রেমিট্যান্স আসে- সৌদি আরব থেকে
- অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেয়া হয়- ৮৮টি (সরকারি ৬১ ও বেসরকারি ২৭টি)
- দেশের রপ্তানি আয়ে মৎস্য খাতে অবাদন- ১.৩৯%
- দেশে ঔষধ উৎপাদিত হয় চাহিদার প্রায়- ৯৮%
- সমুদ্রপথে চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পন্ন হয়ে থাকে- ৯২%
- কর্মক্ষম জনসংখ্যার- ৫৮.৭%

Please join our Group: **BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]**

If you like it, buy the book and support the author

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশকে পোলিওমুক্ত দেশ হিসেবে ঘোষণা করে– ২০১৪ সালে
- টিকা গ্রহণকারী শিশুদের হার– ৮৫%
- প্রথমবারের মতো গ্রাম/ওয়ার্ড পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক সেবা কার্যক্রম চালু করা হয়– ১৯৯৮ সালে
- বর্তমানে সারাদেশে কমিউনিটি ক্লিনিক সম্পূর্ণরূপে কার্যকর রয়েছে– ১৩,৭৭৯টি
- বিশ্বের সর্ববৃহৎ ক্ষুদ্র ঋণদানকারী এনজিও– ব্র্যাক
- দেশে পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ECA)– ১৩টি
- বর্তমানে বাংলাদেশে মোট বনভূমির পরিমাণ– ২.৩২ মিলিয়ন হেক্টর;
- জিডিপির প্রবৃদ্ধি হার– কৃষি– ১৩.৬০%; শিল্প– ৩৫.১৪% এবং সেবা– ৫১.৫৬%
- সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির (EPI) আওতায় রোগ প্রতিরোধের টিকা প্রদান করা হচ্ছে– ১০টি রোগের
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার– ১.৩৭%
- জনসংখ্যার ঘনত্ব/ বর্গ কিলোমিটার– ১,১০৩ জন
- স্থূল মৃত্যুহার (প্রতি ১০০০ জনে)– ৫.১ জন

GDP- তে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের অবদান

খাত	GDP-তে অবদান	
কৃষি	১৩.৬০%	উৎস: অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯
শিল্প	৩৫.১৪%	
সেবা	৫১.২৬%	

আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশের সদস্যপদ

- ওপিসিডব্লিউর সদস্য: ২০১৯-২০২১ মেয়াদে আন্তর্জাতিক রাসায়নিক অস্ত্র নিরস্ত্রীকরণ সংস্থার (ওপিসিডব্লিউ) নির্বাহী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশ।
- জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের সদস্য: ২০১৯-২০২০ মেয়াদে জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়
- পরমাণু ক্লাসের সদস্য: ৪ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে বিশ্ব পরমাণু ক্লাবের ৩২তম দেশ হিসেবে সদস্যপদ লাভ করে।
- আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের ব্যুরো সদস্য: রোম স্ট্যাচুটের (রোম বিধি ১৯৯৮ স্বাক্ষরকারী) সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সম্মতিক্রমে আগামি দুই বছরের (২০১৯ ও ২০২০) জন ব্যুরো সদস্য নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশ।

এ টু আই (A2i)

- পূর্ণরূপ: Access to Information (a2i)
- উদ্দেশ্য: ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনা (রূপকল্প- ২০২১) বাস্তবায়ন
- পরিকল্পনাটি বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে ['এটুআই': ২০০৭ সালে]
- a2i কার্যক্রমে সহায়তা করবে– UNDP & USAID

বন্যার চিত্র

৬৮৬৭ গ্রাম প্লাবিত	৭৬ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ	১১৪ জন মারা গেছেন
১৬৩ উপজেলা প্লাবিত	২৬৪৪ কি.মি. এলাকায় নদীভাঙন	৬৬৪০ কি.মি. সড়ক বিলীন হয়েছে
৩,০৭,৩৯১ জন ঘরবাড়ি ছাড়া	৬০ হাজার ঘর বিনষ্ট	৩,৫০,০০০ হতদরিদ্র ক্ষতিগ্রস্থ
৫,১৩,১২১ গবাদিপশু আক্রান্ত	১,৬৩,১৯৪ হেক্টর জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্থ	

সূত্র: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের জিআই (GI) পণ্যসমূহ

পণ্য	সনদ প্রদান	সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান
জামদানি	২০১৬	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প কর্পোরেশন (BSCIC)
ইলিশ	২০১৭	মৎস্য অধিদপ্তর (DOF)
ক্ষীরশাপাতি	২০১৯	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI)

নতুন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বজ্রপাত

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্প্রতি বজ্রপাতকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘোষণা করে– ১৭ মে ২০১৬
- এর আগে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছিল– ১২টি
- বজ্রপাত দেশের ১৩তম প্রাকৃতিক দুর্যোগ

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

If you like it, buy the book and support the author

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

- দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো হলো-

১. বন্যা ২. ঘূর্ণিঝড় ৩. টর্নেডো ৪. নদীভাঙ্গন ৫. ভূমিকম্প ৬. খরা ৭. আর্সেনিক দূষণ
৮. লবণাক্ততা ৯. সুনামি ১০. অগ্নিকাণ্ড ১১. অবকাঠামোগত বিপর্যয় ১২. ভূমিধস ১৩. বজ্রপাত

- বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বজ্রপাত হয়– সুনামগঞ্জে
- বর্তমান বিশ্বে বজ্রপাতে সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা যায়– বাংলাদেশে

দেশের প্রথম লোহার আকরিক (ম্যাগনেটাইট) খনি

- আবিষ্কৃত হয়– ১৮ জুন, ২০১৯
- অবস্থান – ইসবপুর, হাকিমপুর, দিনাজপুর
- আবিষ্কার করে– বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)
- সন্ধান মিলে– ভূগর্ভের ৭৬০ ফুট নিচে
- খনির ব্যপ্তি– ৬-১০ বর্গকিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত
- লোহার পাশাপাশি আরও পাওয়া যায়– চুনাপাথর, কঠিন শিলা, স্বর্ণ ও অন্যান্য খনিজ সম্পদের
- চুনাপাথরের সন্ধান পাওয়া যায়– ১ হাজার ১৫০টির গভীরে
- বিশ্বের যে কয়েকটি লোহার খনি আবিষ্কার হয়েছে তারমধ্যে ইসবপুর লোহার খনির ৬৫ শতাংশ এর উপরে
- এই অঞ্চলে প্রায় সাড়ে ৪০০ কোটি বছর আগে সমুদ্র ছিলো। এ কারণে এখানে আগ্নেয় শিলার অবস্থান থাকায় লৌহ খনিজ পদার্থের খনি সন্ধান রয়েছে
- পার্শ্ববর্তী মুর্শিদপুর এলাকায় পাওয়া যায়– ম্যাগনেটিক মিনারেল, হেমাটাইট, লিমোনাইট ইত্যাদি

বাংলাদেশের কৃষি

- ২০১৯ সালের Product of the year- কৃষিজাত পণ্য
- জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ১৩.৬%
- কৃষিতে শ্রমশক্তি- ৪০.৬%
- কৃষিতে বরাদ্দ– ১৪ হাজার কোটি টাকা
- আবাদী জমি: ৮৭ লাখ হেক্টর বা ২ কোটি ২১ লাখ একর

জাতীয় কৃষিজ পণ্য পাট

- সম্প্রতি যে পণ্যকে কৃষি ভর্তুকির আওতাভুক্ত করা হয়েছে– পাট
- পাটকে কৃষিপণ্য ঘোষণা করা হয়েছে– ৬ মার্চ, ২০১৭ (পাট দিবস)
- পাট ব্যবহার বাধ্যতামূলক– ১৯টি পণ্য পরিবহনে
- রবি–১: জিন প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে 'রবি-১' নামে পাটের নতুন জাত উদ্ভাবন করেছেন– মাকসুদুল আলমের অনুসারীরা।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুপুরের খাবার

- উদ্দেশ্য: শিশুদের পুষ্টি নিশ্চিত করা
- এই সংক্রান্ত নীতিমালা: জাতীয় স্কুল মিল নীতিমালা-২০১৯ [১৯ আগস্ট, ২০১৯]
- দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই কর্মসূচির আওতায় আসবে: ২০২৩ সালের মধ্যে
- সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংখ্যা: ৬৬ হাজার
- শিক্ষার্থী: ১ কোটি ৩৪ লাখ

অর্থনৈতিক অঞ্চল

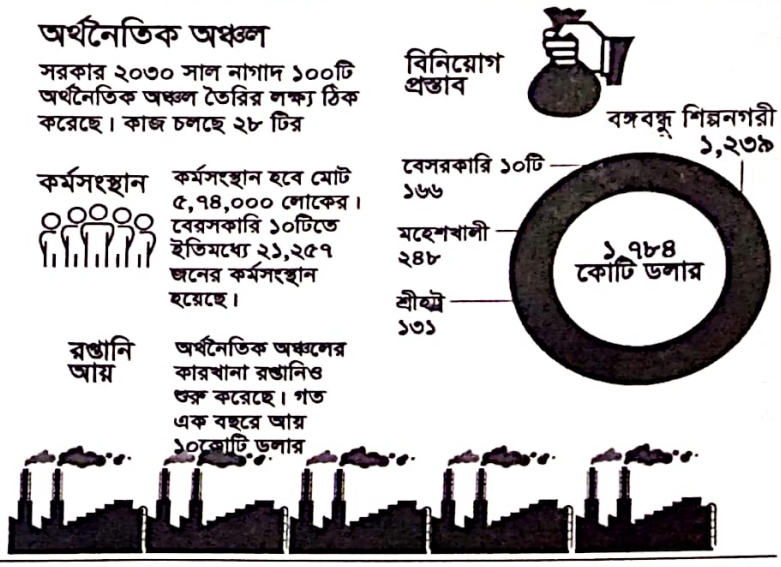

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

If you like it, buy the book and support the author

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.

If you like it, buy the book and support the author

Unique Publications এর পরবর্তী আকর্ষণ...

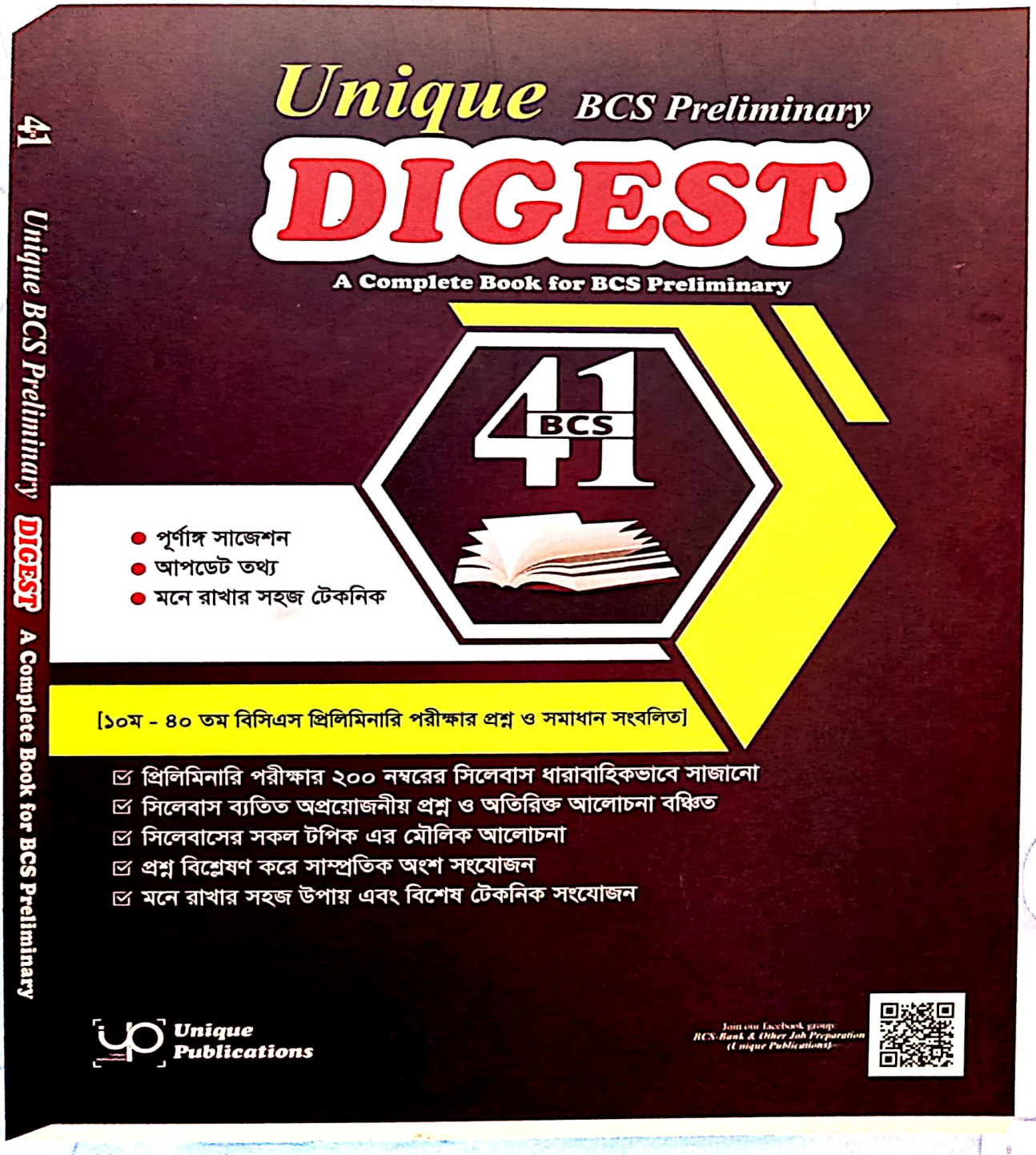

রচনার বইটি পেতে ফোন করুন: ০১৮২৯৬৮৪৬৯৮, ০১৬৮৭৪৮২৯৯৭

Click this link - (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458) for Regular PDFs.